ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় বৈশাখ, ১৪১০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সম্পাদকীয়)	০১
ডঃ জয়ন্তী ঘোষ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিষদ	০৩
মৌসুমী চ্যাটার্জী বীরভূম জেলা শিক্ষা প্রকল্প ও লিঙ্ক লাইব্রেরী প্রকল্প	০৮
প্রবীর রায়চৌধুরী — (সংকলক) যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে)-এর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য	১১
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৩
পরিষদ সংবাদ	১৬
"পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন" - আলোচনাচক্রের প্রতিবেদন — তপশ্রী দাস (প্রতিবেদক)	১৯
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন	২৭
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 1)	২৯
বার্ষিক সূচী (বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১-১২, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪০৯) — পার্থপ্রতিম বসু (সংকলক)	৩১
ভ্রমসংশোধন	৪০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার : ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা

- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ: ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬১.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অদিতাভ দাশ
• সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

P 11354

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় বৈশাখ, ১৪১০

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্তমান মাসে (বৈশাখ, ১৪১০) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ৫৩-তম বর্ষে পদার্পণ করল। বিগত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৭৮তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের একমাত্র পত্রিকা ৫২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই গৌরবের। পত্রিকা বর্তমানে মাসিক। প্রথমদিকে এটি ত্রৈমাসিক ছিল। বহু বিতর্কের পর এটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পরিষদের মত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা বর্তমানে যে দুরূহ তা অস্বীকার করা যায় না। পরিষদের সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কটের জন্য পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় এটি দ্বিমাসিকরূপে প্রকাশ করার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পরিষদের মুখপত্র — পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে এবং পরিষদের জেলা কমিটিগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রাখার একমাত্র মাধ্যম। তাই সদস্যদের অনেকেই সীমিত পৃষ্ঠা সংখ্যা হলেও পত্রিকা প্রকাশনা মাসিকরূপে চালু রাখার পক্ষে মত জানিয়েছেন। বর্তমানে গ্রন্থাগার পত্রিকা মাসিকরূপে প্রকাশ করতে পরিষদের বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বর্তমানে এই অর্থ জোগান দেওয়া অসুবিধাজনক হওয়ায় সদস্যদের কাছে গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে দান করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সদস্যরা এই আহ্বানে সাড়াও দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। দানের অর্থ ও আজীবন সদস্য চাঁদা স্থায়ী আমানতে রাখা হচ্ছে। তার সুদ থেকে বছরে পত্রিকার একটা সংখ্যার প্রকাশনার ব্যয়ও উঠছে না। বিজ্ঞাপনও বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে সাধারণভাবে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ এবং ফর্মারের ৪ পাতা নিয়ে মোট ২৪ পাতা মুদ্রিত হচ্ছে। বছরে ২/১টা সংখ্যায় বাধ্য হয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়াতেও হচ্ছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা হিসাবে পত্রিকার আয়তন কমলেও তথ্যগত আয়তন বিশেষ কমে নি। কারণ ২০ পৃষ্ঠায় ডি.টি.পি.-তে মুদ্রিত পত্রিকায় বর্তমানে যে পরিমাণ তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা আগের মত লেটার প্রেসে মুদ্রিত হলে অনেক বেশী পৃষ্ঠা হোত। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদ, পরিষদের সংবাদ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় যা সমস্যা-পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন সেগুলি সহ উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনা সীমিত ২০ পৃষ্ঠার মধ্যে পরিবেশন করা সহজসাধ্য নয়। ফলে বহু রচনা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে — দীর্ঘায়িত রচনা ধারাবাহিকভাবে দুই বা ততোধিক সংখ্যায় প্রকাশ করতে হচ্ছে। প্রবন্ধকারেরা অবশ্য এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও করবেন। বিগত বছরে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা অনুমোদিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সংক্রান্ত নিয়মাবলী হয়েছে। পত্রিকার ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ৭, কার্তিক, ১৪০৯-এ সেটি প্রকাশিতও হয়েছে। প্রতি সংখ্যার তৃতীয় কভারে সংক্ষেপিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। তবে ভবিষ্যতে এ জায়গায় বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। পত্রিকার অস্তিত্ব সঙ্কট দূর করার জন্য এবং সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য সদস্যদের আরেকটু ভাববার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বর্তমানে পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় সেই সংখ্যায় প্রকাশিত রচনা ও সংবাদের ইংরাজী সার-সংক্ষেপ (English Abstract) প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন সদস্যের সক্রিয় সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

বর্তমানে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রতি সংখ্যা প্রত্যেক ইংরাজী মাসের নির্দিষ্ট ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠানো হয়। ডাক কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুযায়ী পত্রিকা প্রতি মাসে ঐ নির্দিষ্ট দুইটি দিনে

পাঠানো আবশ্যিক। অনেক সদস্য/গ্রাহক অভিযোগ করেন যে তাঁরা পত্রিকা নিয়মিত পাচ্ছেন না। সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সদস্যদের সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে বর্তমানে পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে না। এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে এবং পরিষদ অফিসে তা জানানো না হলে, পুরোন ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে। সদস্যদের অনেকের ঠিকানায় নতুন পিন কোড হয়েছে, মেদিনীপুর-এর মত কয়েকটি জেলায় জেলা পরিবর্তন হয়েছে — সেগুলো জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ঠিকানায় পিনকোড ও জেলা সঠিক থাকলে পত্রিকা সঠিক সময়ে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে কোন কোন ডাকঘর সদস্যদের পত্রিকা সরবরাহ করার সময় 'বেয়ারিং চার্জ' দাবী করছেন। কিন্তু এটা তাঁরা দাবী করতে পারেন না। ডাককর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়ার প্রমাণস্বরূপ পত্রিকার ৪র্থ কভারের উপরের ডানদিকে লাইসেন্স নম্বর মুদ্রিত আছে। 'বেয়ারিং চার্জ' দাবী করা সংক্রান্ত সমস্যা পরিষদ অফিসে জানানো হলে ডাক বিভাগের উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। একটি ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে জানানোর পর এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। পত্রিকার কোন সংখ্যা প্রকাশনার ১৪ দিনের মধ্যে না পেলে বা নির্দিষ্ট সময়ে না পেলে সদস্যদের স্থানীয় ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

যে কোন নববর্ষেই অতীতের কার্যাবলীর হিসাব নিকেশ করে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিগত বছরে পরিষদের হুগলী জেলা শাখার উদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় ঐ জেলার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের চারটি "প্রশিক্ষণ কর্মশালা" সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে হুগলী জেলা শাখার সক্রিয় উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর পরে মালদহ জেলায় ১টি, বর্ধমান জেলায় ১টি এবং হাওড়া জেলায় ২টি সন্নিহিত জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের 'প্রশিক্ষণ কর্মশালা' সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। জানা গেছে অন্যান্য জেলাতেও আগামী দিনে এরকম প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

বিগত বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০২ "পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার মান নির্ধারণ উন্নয়ন" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলো নিয়েও পরিষদ অবহিত। বিভিন্ন সময়ে তাদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়েছে। স্থির হয়েছে এই বছরে জুলাই মাসে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা সহ বিগত কয়েকটি সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আশা করি সদস্যরা, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকরা এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন।

পরিশেষে জানাই বিগত মার্চ মাসে আমেরিকা-বৃটেন অশুভ জোট যেভাবে রাষ্ট্রসংঘকে অগ্রাহ্য করে, বিশ্বমানব সভ্যতাকে কলঙ্কিত করে, ইরাক আক্রমণ করে তার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও ক্ষুব্ধ এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সারা বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের অশুভ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে তার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথী হিসেবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ৪৭টি গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্তভাবে গত ১৫ই মার্চ, ২০০৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কিন দূতাবাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ মিছিলে পরিষদ অংশগ্রহণ করেছে। আশা করব ইরাক আক্রমণকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে — নিরীহ পুরুষ, নারী, শিশুঘাতী ইরাক যুদ্ধের আশু অবসান ঘটে সেখানে শান্তি ফিরে আসবে।

গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিষদ

ড: জয়ন্তী ঘোষ

১. ভূমিকা

বিভিন্ন অভিধান এবং এনসাইক্লোপেডিয়াতে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার পরিষদ (Library Association) সম্বন্ধে এবং তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলা আছে।

গ্রন্থাগার — (1) The term is used for a collection of books and other literary materials which have been kept for reading, study and consultation.

(2) The term is used for a place, building, room or rooms set apart for the keeping and use of a collection of books etc.

(3) A collection of books or the physical accommodation in which such a collection is housed.

গ্রন্থাগারিক — (1) A person who has charge of the contents of a library making the stock and library science available to those who need them or are entitled to them.

(2) The administrative officer of a library.

(3) A professional member of a library staff. The term is used to designate the title of a staff member, e.g. Order Librarian, Children Librarian, Branch Librarian etc.

গ্রন্থাগার পরিষদ — The term Library Association is used for the Association responsible for the examination and certification of Library Workers, the accumulation and dissemination of general information concerning Libraries and the establishment and propagation of general standards in Librarianship, are few of the main tasks of the Association.

কাজেই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার পরিষদ একে অপরের পরিপূরক। আধুনিক জগতে গ্রন্থাগার খুবই একটি জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান। New Encyclopaedia Britannica-তে গ্রন্থাগার-এর ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার শব্দটির ঐতিহাসিক বিবর্তন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা আছে।

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির যুগে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র পুস্তক, পত্র-পত্রিকা রাখার ভাণ্ডার হিসেবে পরিগণিত হয় না। এখন সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনেকাংশেই বদলে গেছে। এখন গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিক শুধুমাত্র পাঠকের চাহিদা মত পুস্তক পত্র-পত্রিকা রাখে না অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের হাতে বই তুলেই দেয় না — রকমারি তথ্য পরিবেশন করা তাদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এবং সেজন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে।

গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান ভূমিকা সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়াতে বলা আছে "Library refers to a collection of programmes or routines that are used frequently by application programmes or systems programmes. For example, if five users frequently use the same routine, such as a square root function, then one copy of the routine is put into a "Library" or accessed as required instead of each user having to programme a square root function every time it is wanted." গ্রন্থাগারিকরা প্রচলিত কাজ ছাড়াও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যবহার কাজে নিযুক্ত হন: "The person controlling the Library in which all magnetic Files and programmes are kept, issues data files and maintains records, including details of current file generations and their associated reel numbers" বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বহু আগেই এই চেতনাবোধ আসার ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকৃতি পেয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্বীকৃতিলাভ করেছে। দেরীতে হলেও আমাদের দেশে সমাজে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকার সম্বন্ধে সাধারণের চিন্তাধারণাও বদলাচ্ছে। ভারতবর্ষে দশ বা ততোধিক রাজ্যে ইতিমধ্যেই সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়ে গেছে। এই আইনের দ্বারা শহর এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার রাখা এবং সেখানে অন্ততঃ একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রাখা ব্যবস্থামূলক হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পাঠক্রম বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ করেছে। প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাঠক্রম চালু হয়েছে। ইদানিংকালে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাশ হ'বার পর রাজ্য সরকার গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রন্থাগারের জন্য একটি মন্ত্রক এবং এর জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,

গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার হয়েছে এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উন্নয়নে আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল (SLC) নিযুক্ত করেছেন। এছাড়া সরকারী বাজেটে গ্রন্থাগারগুলির জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করা হয় প্রতি বছর।

২. গ্রন্থাগারগুলির প্রতিবন্ধকতা

এদেশে সরকারের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাশাপাশি সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের একটি বড় অংশ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা, কার্যপদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা অথবা উপযোগিতা সম্বন্ধে হয় অজ্ঞ না হয় উদাসীন। সমাজের এই অংশের কাছে গ্রন্থাগারগুলি শুধুমাত্র বইএর গুদাম অথবা ভাণ্ডার যেখানে উপন্যাস, গল্পের বই, কবিতার বই, জনপ্রিয় পত্রপত্রিকা অথবা সংবাদপত্র থাকে এবং তাঁরা গ্রন্থাগারগুলিকে "অবসর বিনোদনের জায়গা" হিসেবে গণ্য করেন। গ্রন্থাগার যে তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকাও পালন করতে পারে সে বিষয়ে কোন ধারণা বা জ্ঞান তাঁদের নেই। গ্রন্থাগারগুলি যদি যথাযথভাবে বই, পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন তথ্যমূলক নথিপত্র ইত্যাদি রাখে এবং সেগুলি যথাযথভাবে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত থাকে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকেন, তবে সে সব গ্রন্থাগার থেকে শুধুমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষই নন, কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। বর্তমানে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াও বহু গ্রন্থাগার বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন স্লাইড, টেপরেকর্ডার, রেকর্ড, টেলিভিশন, রেডিও, ভিডিও অর্থাৎ শ্রাব্য-দৃশ্য সামগ্রী যার ইংরেজি নাম "audio-visual materials" রাখে। এছাড়াও আছে কম্প্যুটার মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা। কাজেই এখান থেকে শুধুমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ই নয়, নবসাক্ষর, অল্পশিক্ষিত, এমন কি যাঁদের কোন শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেনি সে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষও তাঁদের তথ্য পেতে পারেন; আর সে কাজ করবেন গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মীবৃন্দই। গ্রন্থাগারগুলির চেহারা এবং ভূমিকা এইভাবেই বদলে যাচ্ছে। পুস্তক, পত্র-পত্রিকা নির্বাচন, সংগ্রহ করা থেকে গ্রন্থাগারের পাঠককে নির্দিষ্ট তাকে সেগুলি যথাযথভাবে সূচীকরণ ও বর্গীকরণ করে সাজিয়ে রাখা, পাঠকদের হাতে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী সেই সব পুস্তক, পত্র-পত্রিকা তুলে দেওয়া এমন কি পুরানো এবং অপ্রয়োজনীয় পুস্তক, পত্রিকা বাছাই করে তা গ্রন্থাগার থেকে সরিয়ে সে সব শূন্যস্থানে নতুন নতুন পুস্তক পত্র-পত্রিকা রাখা প্রভৃতি সব কিছুই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করেন গ্রন্থাগারিকরা যার জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্য একটাই পাঠকের হাতে সঠিক সময়ে, সঠিক তথ্য সম্বলিত পুস্তক পত্র-পত্রিকা বা বিভিন্ন নথিপত্র তুলে দেওয়া যাতে তাঁরা তাঁদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারেন। গ্রন্থাগারগুলি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিৎ যেখানে শুধুমাত্র সময় কাটাবার জন্য বিনোদনমূলক পুস্তক পত্র-পত্রিকা বা সংবাদপত্র থাকবে না অথবা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের জন্য পাঠ্যপুস্তকই থাকবে না, বিবাহ সংক্রান্ত পাত্র-পাত্রীর খবরাখবর অথবা চাকুরি সংক্রান্ত খবরাখবর, শিক্ষা সংক্রান্ত অথবা বৃত্তিমূলক নির্দেশনা থেকে শুরু করে, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদন প্রণালী, কারিগরি জ্ঞান, ব্যবসা বাণিজ্য এবং তদ্‌সম্বন্ধীয় আইন কানুন, বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান, সরকারের আমদানি-রপ্তানি শিল্পনীতি সম্বলিত পুস্তক পত্র-পত্রিকা এবং তথ্য থাকবে। অবশ্য দেশে বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগার আছে; তাদের কর্মধারাও বিভিন্ন রকমের — যেমন সরকারী গ্রন্থাগার (কেন্দ্র/রাজ্য), বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গ্রন্থাগার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পাঠক বিভিন্ন ধরনের আর পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক পত্র-পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের থাকলেও প্রত্যেক গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি মোটামুটিভাবে একই। সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার যেমন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (State-Central Library), নগর গ্রন্থাগার (Metropolitan Library), জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার -এইসব গ্রন্থাগারগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিক্ষক, ছাত্র এবং গবেষকরা তাঁদের গবেষণার কাজে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের কাছে নানাপ্রকার সাহায্য পেতে পারেন — গবেষণার কাজে, গবেষণার বিষয় নির্বাচনেও গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারেন।

৩. জনচেতনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা

গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন কাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হয়। এখানে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বহু নথিপত্র যা থাকে তার সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠকদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীরা। এতদ্‌ সত্ত্বেও সমস্যা একটা থেকেই যায় — সেটা হল জনচেতনা বোধ জাগিয়ে তোলার সমস্যা। গ্রন্থাগার এবং তথ্যকেন্দ্রগুলিতে যে

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে বেশীরভাগ মানুষই অজ্ঞ। এ সমস্যা খুব বেশীই নজরে পড়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে — যেখানে গ্রন্থাগার আছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন, পঠনপাঠনের উপযুক্ত পত্র-পত্রিকা আছে, পুস্তক পত্র-পত্রিকার কেনাবার জন্য সরকারী অনুদানও আছে কিন্তু সেই তুলনায় পাঠকের সংখ্যা নগণ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দিনে কোনই পাঠক আসেন না। ফলে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যে হতাশা নেমে আসে — মনে হয় সব প্রচেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় নিরর্থক হচ্ছে। নিরক্ষরতা অথবা অর্থনৈতিক অবস্থা হয়তো এই পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী কিন্তু একমাত্র দায়ী নয়। সেই সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ নিরক্ষর মানুষজনকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারেন; গ্রন্থাগারগুলিতে গেলে যে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন বা পেতে পারেন এ বিষয়ে তাঁদের অবহিত করতে পারেন। বিভিন্ন প্রকারের সভা সমিতির আয়োজন করে, স্লাইড ও ছায়াছবি, ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমেও তাঁদের গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্বন্ধে সচেতন করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারগুলিতে টেলিভিশন সেট্ রেখে সেখানে যে সমস্ত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয় সেইগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে সেখানে মানুষজনকে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং সে বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করার প্রয়োজন, যাতে অঞ্চলের সমস্ত স্তরের মানুষ আসতে পারেন সেটা দেখতে হবে। জীবিকা অথবা বৃত্তিসংক্রান্ত নির্দেশনা কেন্দ্র (career guidance centre) হিসেবেও গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিনা খরচে এ ধরনের পরিষেবার ব্যবস্থা থাকলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষও গ্রন্থাগারে আসতে আগ্রহান্বিত হবেন। এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার পরিষেবার কাজ চালু হলে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীরাও তাঁদের দৈনন্দিন রুটিনমাফিক কাজের একঘেয়েমীর হাত থেকে মুক্তি পাবেন — এতে যদি নিরক্ষর বা নবসাক্ষরদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের পথ দেখানো যায় সেইখানেই হবে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থকতা। শুধুমাত্র নিরক্ষর বা নবসাক্ষররাই নয় বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রন্থাগারে এলেও গ্রন্থাগারের পুস্তক বা নথিপত্র ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন বা গ্রন্থাগারে কি কি পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। গ্রামীণ কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রন্থাগারে করলে গ্রন্থাগারের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবেন, এতে শিল্পীরাও উৎসাহিত বোধ করবেন।

এখন প্রায় সব বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার আছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক থাকলেও সেখানে তাঁদের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রন্থাগারিক থাকলেও শ্রেণী শিক্ষকরা (class teacher) গ্রন্থাগারে এসে তাঁদের পছন্দসই বই বা পত্রিকা নিয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেন। গ্রন্থাগারে নিজে গিয়ে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বই বা পত্রিকা দেখে বাছাই করার সুযোগ পায় না ছাত্র/ছাত্রীরা। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এটাও দেখা যায় উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা প্রচলিত টেক্সট্ বই অথবা বাজারে সহজলভ্য 'মেড ইজি' (made easy) অথবা নোট এর দ্বারা পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে উৎসুক। ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষক মহাশয়ের দেওয়া পুস্তক তালিকার বাইরেও যে একই বিষয়ে অন্যান্য রেফারেন্সের বই গ্রন্থাগারে গেলে দেখা যেতে পারে এ বিষয়ে বহু ছাত্রছাত্রী হয় অজ্ঞ না হয় উদাসীন। বিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রী থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার গবেষকরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। গ্রন্থাগারে এমন সব রেফারেন্সের বই থাকে যার হদিশ সাধারণ পাঠক কেন শিক্ষক বা গবেষকরাও জানেন না। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং গ্রন্থাগারের কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পাঠকদের সামনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের কাছে শিক্ষক এবং পথনির্দেশকের ভূমিকা নিতে পারেন। জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগার সচেতনতা ও উপলব্ধি জাগানোর প্রধান উপায় প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়গুলিতে অন্যান্য পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা, গ্রন্থাগার ব্যবহার করা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এটিকে একটি "বিষয়" হিসেবে পরিগণিত করার প্রয়োজন। এজন্য অন্যান্য বিষয়ের মত প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে অন্ততঃ দুটি দিন এক ঘন্টা গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সেই সময়ে ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারে রাখা পুস্তক পত্র-পত্রিকা দেখবার সুযোগ পাবে — সেখান থেকে নিজেদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী বই পড়তে বা নিতে পারবে। এই ব্যবস্থা যদি চালু করা যায় তবে ছাত্রছাত্রীরা তাদের শৈশবকাল থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে এবং গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবে। শুধুমাত্র শিক্ষক অথবা ছাত্রছাত্রীরাই নয়, সমাজে এক শ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাঁরা তাঁদের সন্তানরা গ্রন্থাগার থেকে বই ধার করে (loan) পড়া অথবা বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকে সমাজে তাঁদের মর্যাদাহানিকর মনে করেন। এই ধ্যানধারণা বদলানোর প্রয়োজন।

গবেষক ছাত্রদের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য রেজিস্ট্রেশন করার আগে গ্রন্থাগার ব্যবহার, গ্রন্থাগারে রাখা পুস্তক পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য নথি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রশিক্ষণ লাভ আবশ্যিক করার প্রয়োজন। বিদেশে এই বিষয় অনেক

অগেই সচেতনতা এসেছে — সেখানে এই প্রশিক্ষণ না থাকলে গবেষণার কাজ শুরু করা যায় না; এই ব্যবস্থা এদেশে এখনো পর্যন্ত চালু হয়নি। গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক ছাত্রদের গবেষণার বিষয় নির্বাচন করার কাজে গ্রন্থাগারিকরা সাহায্য করতে পারেন। কোন বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন গবেষণার কাজ হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে জানার জন্য বিভিন্ন রেফারেন্সের খবরাখবর গ্রন্থাগারিকরা জানেন এবং সেগুলির সাহায্যে গবেষকদের বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া মৌলিক অথবা গৌণ (primary, original or secondary) অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেফারেন্স বই কি কি পাওয়া যেতে পারে, অথবা তাঁর গ্রন্থাগারে না পাওয়া গেলে অন্য কোন কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে তার হদিশ গ্রন্থাগারিকরা দিতে পারেন। এছাড়া গ্রন্থাগারিকরা বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী বা সূচী (index) দিয়েও গ্রন্থ নির্বাচনে সাহায্য করতে পারেন, যার খবরাখবর হয়তো শিক্ষক মহাশয় বা গবেষণা নির্দেশকেরও জানা থাকে না অনেক সময়ে। এখন টেলিভিশন, রেডিও, ভিডিও, কম্প্যুটার ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু হবার ফলে গ্রন্থাগারে ঐ সব বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

৪. জনচেতনা জাগরণে গ্রন্থাগার পরিষদগুলির ভূমিকা

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Library Association), ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র পরিষদ সংক্ষেপে ইয়াসলিক (Indian Association of Special Libraries and Information Centre), কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার পরিষদ (Government of India Library Association, GILA) এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ যেমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Bengal Library Association), তামিলনাড়ু গ্রন্থাগার পরিষদ (Tamil Nadu Library Association), উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ (Uttar Pradesh Library Association), মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ (Madras Library Association), এবং অন্যান্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ দেয় — প্রতি বছর সেমিনার, অধিবেশন, সভা, আয়োজন করা ছাড়াও, বিশেষ ষ্টাডি সারকেল মিটিং (Study Circle Meeting)-এর আয়োজন করেন। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও শিক্ষক, গ্রন্থাগার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন — লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এতে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি এবং কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের সুযোগ লাভ করা যায়। এছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ পদ্ধতির অগ্রগতির সম্বন্ধেও জানা যায়। এতে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও হয়। তবে একথাও ঠিক যে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী বা গ্রন্থাগার তথ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক বা অধ্যাপকরা অংশগ্রহণ করলেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা যায় না — গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জনচেতনা আনার জন্য এই সমস্ত সেমিনার, কনফারেন্স ও সভাতে জনসাধারণ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, সরকারী/বেসরকারী কর্মচারী, আমলা, ব্যবসায়ী শ্রেণীর যোগদানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এর জন্য ঐ সমস্ত সেমিনার বা সভাতে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে অন্ততঃ একটি বিষয় আলোচনার জন্য নির্ধারণ করা উচিৎ যাতে তাঁরা অংশগ্রহণে আগ্রহী হন। প্রশ্ন উঠতে পারে গ্রন্থাগার তথ্যবিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন, ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সেমিনার বা সভাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ যখন নেই এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানও যখন একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, তখন তাঁদের সভাতে সাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ কেন থাকবে? কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু এটাও ঠিক যে চিকিৎসা বা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত হলেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারার সঙ্গে গ্রন্থাগার-তথ্যবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারার কোন মিল নেই। গ্রন্থাগার-তথ্যবিজ্ঞান পরিষেবা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই গ্রন্থাগার পরিষদের আয়োজিত সেমিনার, মিটিং-এ সাধারণ মানুষ যোগদান করলে তাঁদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান হবে। দেশের বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটানোও এই সব গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম কাজ। এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও কর্মীদের জন্য বিভিন্ন কোর্স ও ট্রেনিং-এর আয়োজন করেন যা থেকে তাঁরা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনেও পরিষদগুলির ভূমিকা আছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির খবরাখবর জানার জন্যে গ্রন্থাগার পরিষদগুলি গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী প্রকাশ করে। গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা,

তাদের সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানার জন্য এই সব পরিষদ বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এছাড়াও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনমত অন্যান্য পরিষেবা যেমন অনুবাদ পরিষেবা, রেপ্রোগ্রাফি পরিষেবা, ডকুমেন্টেশন পরিষেবা, গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত পরিষেবা প্রভৃতি এদের কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নানা বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন ফেবক্স, ই-মেল, ফ্যাক্স ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষাপ্রসারে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার পরিষদগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। প্রয়োজন শুধু গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষদের সচেতন করে তোলা। এছাড়া গ্রন্থাগার তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্বলিত পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমেও পরিষদগুলি গ্রন্থাগার তথাবিজ্ঞানীদের সাহায্য করে।

৫. উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটুকু পরিষ্কার যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানে গ্রন্থাগারগুলিরও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। আর সেই কারণে অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই বৃত্তির কর্মপদ্ধতি এক করে দেখা যায় না এবং তাদের কর্মপদ্ধতি শুধুমাত্র নিজেদের বৃত্তির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। গ্রন্থাগার-তথ্যবিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগার-তথ্যবিজ্ঞানীদের উন্নয়নে গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের বৃত্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকারগুলিকেও গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র আর্থিক অনুদান দিয়েই নয় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে হবে। গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের জন্য, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তথ্য পরিবেশনার জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যম গ্রন্থাগারগুলিতে রাখার ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য পরিকাঠামো যাতে থাকে সে বিষয়ে সরকারকেও নজর দিতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের '**গ্রন্থাগার**' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্য নির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে '**গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল**' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা **গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে** মুক্ত-হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
২৯.০৩.২০০৩	২০৯৯	শিবদাস ঘোষ	হাওড়া	১০০.০০
২৯.০৩.২০০৩	২১০০	তরুণ কুমার ঘোষ	হাওড়া	১০০.০০
২৯.০৩.২০০৩	২১০১	গোপাল আচরি	পুরুলিয়া	১০০.০০
২৯.০৩.২০০৩	২১০২	হেমন্ত গোস্বামী	পুরুলিয়া	১০০.০০
২৯.০৩.২০০৩	২১০৩	সুধীর দাস	কলকাতা	১০০.০০

বীরভূম জেলা শিক্ষা প্রকল্প ও লিঙ্ক লাইব্রেরী প্রকল্প

মৌসুমী চ্যাটার্জী
গ্রন্থাগারিক, দুবরাজপুর টাউন লাইব্রেরি, দুবরাজপুর, বীরভূম

ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের কল্যাণ, প্রগতি ও নিরাপত্তার প্রতীক হল শিক্ষা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের জীবনের নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন যা মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সমর্থ হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জেলা বীরভূম। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে এই জেলায় "জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প" শুরু হয় ১৯৯৭-৯৮ সালে। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় এই প্রকল্পের কাজ রাজ্যে মোট দশটি জেলায় শুরু হয়েছে।

এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় আছে ব্রিটিশ সরকারের D.F.I.D বিভাগ। ৮৫% সাহায্য ব্রিটিশ সরকারের D.F.I.D-র কাছ থেকে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের খাতে খরচ হয়। এছাড়া বাকী ১৫% আসে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল—

(১) ৫-৯ বছরের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।
(২) Drop out বা মাঝপথে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া বন্ধ করা।
(৩) প্রতিটি শিশুকে তার গ্রহণযোগ্য দূরত্বে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
(৪) সকল শিশুর প্রতি সমমনোভাবাপন্ন নীতি অনুসরণ করা।
(৫) শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা।

এর সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিশু ও বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে এই প্রকল্প বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। পিছিয়ে পড়া, তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি প্রভৃতি শিশুদের সামাজিক বৈষম্য দূর করে শিক্ষার সুযোগ ব্যবস্থা প্রসারিত করতে হবে।

লিঙ্ক লাইব্রেরী প্রকল্প ঃ বর্তমান যুগে পুস্তক চাড়া শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ এর দ্বারা ঘরে বসে রিমোটের একটি বোতাম টিপে পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারকে নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে উপস্থাপন করা যায়। তাই এই যুগের অপর নাম বিশ্বায়নের যুগ। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে শহর / শহরতলীর অধিকাংশ শিশুর ন্যায় গ্রামাঞ্চলের শিশুরা এই সুবিধা সবসময় পেয়ে থাকে না। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু আছে যাঁরা শ্রবণে অক্ষম, চোখে দেখতে পায় না তাদের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম কোনও রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এছাড়াও দেশের অধিকাংশ শিশু আছে যাদের দুবেলা দুমুঠো খাদ্যের যোগান দিতে তাদের পিতা/মাতা গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে, তাদের পক্ষে দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ আকাশ কুসুম ব্যাপার।

উপরোক্ত শ্রেণী ছাড়াও যেসকল শিশু স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসছে তাদের ক্ষেত্রে দূরদর্শনের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর। সমীক্ষা করে দেখা গেছে শহর/শহরতলীতে এই সকল পরিবারের শিশুরা মা/বাবার চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। প্রতিটি শিশুই শারীরিক/মানসিক ভাবে কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিশুদের নিয়মিত পড়তে বসা, খেলার মাঠে শরীরচর্চা করতে যাওয়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্মত ব্যাপারে অনীহা দেখা দিচ্ছে। এই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে গেলে তথা শিশুদের পাঠাভ্যাস বাড়াতে হলে শিশুদের অল্প বয়স থেকে পড়ার অভ্যাস তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য পাঠ্য পুস্তকের বাইরে অন্যান্য পুস্তকের ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে যেসকল উদ্দেশ্য পূরণ হবে সেগুলি হল—

— বোধশক্তি বাড়ানো।
— কল্পনাশক্তি বাড়ানো।
— নতুন শব্দের প্রয়োগরীতি ও ব্যবহার।
— সাহিত্যের রসাস্বাদনে সাহায্য করা।
— শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনের মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি।
— পাঠ্য বইয়ের উপর মনোযোগ বৃদ্ধি।

লিঙ্ক লাইব্রেরী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির সংযোগস্থাপন করা। এই প্রকল্পের সাহায্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার উভয়কেই গতিশীল করে তুলে এবং নানান ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উভয়ের সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষার মান বাড়ানো, চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো, উৎসাহ সৃষ্টি করা, ইত্যাদির জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে শিশুদের পঠন পাঠনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। শিশুদের নিয়মিত বইপড়ার অভ্যাস তৈরী করার জন্য এই প্রকল্প মাধ্যমে প্রতি বিদ্যালয়ে

৫০০/- টাকা মূল্যের নানা ধরনের শিশুপাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার ঃ বীরভূম জেলার তথা সামগ্রিকভাবে রাজ্যের কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। পূর্বে বেশ কিছু পুস্তক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু শিক্ষকরা এব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকার দরুণ বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষককে একই সঙ্গে শিক্ষকতা ও শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস চালু রাখার ব্যবস্থা করতে গেলে নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে শ্রেণীকক্ষে বই সরবরাহ করতে পারা যায়।

(i) Book Corner
(ii) Spot issuance of books
(iii) Library monitor

প্রথমটি হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই শ্রেণীকক্ষের বিশেষ একটি জায়গায় রেখে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে শিশুদের চাহিদা মত বই দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে কোনও Monitor-এর বা সর্দার পড়ুয়ার মাধ্যমে বই দেওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত ব্যবস্থার অসুবিধা থাকলে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে একটি করে Period রাখতে হবে এবং এই Period কে Library Period বলা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যেসকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে অসুবিধা আছে সেসকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিকটবর্তী গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। বই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ-এর ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে কোন্ ধরনের পুস্তক বিদ্যালয়গুলিকে সরবরাহ করবে সেই ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলি এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে চুক্তি হওয়া উচিৎ বলে মনে করি এবং বই গ্রন্থাগারের কর্মী নিয়ে যাওয়ার বদলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজে ছাত্রদের সঙ্গে এসে পছন্দমত বই নিয়ে গেলে সেটি ভালো হবে।

তাই বলা যেতে পারে সঠিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রূপায়িত হলে এই বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অনুঘটন ক্রিয়ার অনুরূপ শ্রেণীকক্ষে পরিবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নিম্নলিখিত ভাবে।

(i) Knowledge dissemination বা জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে।
(ii) language and content comprehension বা ভাষা এবং বিষয়ের বোধগম্যতা বাড়িয়ে
(iii) Vibrant participation of children / শিশুদের সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে।
(iv) Exercising of imaginative faculties / কল্পনাশক্তির চর্চা বৃদ্ধি করে
(v) Day to day monoteny / দৈনিক একঘেয়েমি দূর করে। তবে এব্যাপারে বই বাছাই এর বিশেষ ভূমিকা আছে। কারণ বইগুলি শিশুদের উপযোগী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য হওয়া উচিৎ।

- Curriculum & Syllabus / পাঠ্যক্রম বিবেচ্য হওয়া উচিৎ।
- Subject Specificity / বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট কারণ।
- Child Psychology / শিশু মনস্তত্ত্ব।
- Age group distribution / বয়স অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বইগুলির ব্যবহার করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রয়োগ করা যেতে পারে—

(১) শিশুরা/ছাত্ররা বই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবে।
(২) বই প্রতিদিন বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে শিশুদের ব্যবহার করতে দিতে হবে।
(৩) শিশুরা বই বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যেতে পারবে। এর জন্য issue register রাখা যেতে পারে; যার দায়িত্বে থাকবেন কোনও ছাত্র বা monitor.
(৪) বইগুলি সঠিকভাবে রক্ষাবেক্ষণ করা উচিৎ। সেগুলি কোনও স্বচ্ছ কাগজের সাহায্যে মলাট দেওয়া যেতে পারে।
(৫) ছাত্রদের বই ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। যেমন বইগুলির পাতা মুড়ে না রাখা/বইয়ে কোনও দাগ না দেওয়া, অপরিষ্কার হাতে বইগুলি ব্যবহার না করা।
(৬) বইগুলি শ্রেণীকক্ষে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করা যেতে পারে যাতে ছাত্ররা বই ব্যবহারে উৎসাহিত বোধ করবে।

বীরভূম ডি পি ই পি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা হল—

- জেলার ২৩৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে ২৩৩৪টির মধ্যে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে N B T র বই ছাড়া চক্রস্তরের বইমেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।
- জেলার ৩২টি চক্র সম্পদ কেন্দ্রে একটি করে লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা দপ্তরে একটি লাইব্রেরী আছে।
- জেলার 'বুক রিভিউ সাব কমিটি'র সভ্যগণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। সভ্যগণ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সমূহের পুস্তক নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছেন।

- লাইব্রেরীর পুস্তক সংরক্ষণের জন্য তথা সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আলমারী কেনার জন্য ২০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয় লাইব্রেরীর সঙ্গে জেলার সরকার পোষিত ১২৪টি লাইব্রেরীর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সুবিধামত জেলার ১২৪টি গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকের লেনদেন করতে পারবেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য ডি পি ই পি র পক্ষ থেকে অনেকগুলি প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তবে এব্যাপারে এখনও অনুমোদন পাওয়া যায় নি।
- লাইব্রেরীর ম্যাপিং অর্থাৎ জেলার ঐসব লাইব্রেরীর সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে যুক্ত করার কাজ শেষ হয়েছে। এখানে দূরত্ব, যানবাহন, যোগাযোগ ইত্যাদি সুবিধার কথা চিন্তা করে কোন্ বিদ্যালয় কোন্ লাইব্রেরী থেকে বই সংগ্রহ করবে সেটা ঠিক করে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার — এই প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হলে অদূর ভবিষ্যতে এই সকল শিশুরাই গ্রন্থাগারের সম্ভাবনাময়ক (Potential) পাঠক তথা সক্রিয় পাঠকে পরিণত হবে কারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল উদ্দেশ্য হল যে কোনও অনিয়মিত পাঠক বা প্রণোদিত পাঠককে সম্ভাবনাময়ক পাঠকে পরিণত করা।

এ ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরের মানুষ উদ্যোগ গ্রহণ করলে এই প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়িত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী — (১) সৈয়দ ফজাল রেজা - বীরভূম ডি পি ই পি পৃষ্ঠা-১। (২) শ্রী উদয় মুখার্জী - বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প। (স্মারকপত্র বিংশতিতম বীরভূম জেলা গ্রন্থ মেলা পৃষ্ঠা ৩৮-৪০। (৩) শ্রীউদয় মুখার্জী - বিদ্যালয় ও লিংক লাইব্রেরী পৃ ১৬-১৭। (৪) LINK LIBRARY PROGRAMME : CONCEPT PAPER.

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

জেলাস্তরে কর্মশালা ও আলোচনাচক্র

সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিষদ বিভিন্ন জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মশালা ও আলোচনাচক্র সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনমুখী গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণের ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্য সফল করতে কিছু বিষয়ের বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিষদ সামাজিক ও বৃত্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে এই কর্মশালাগুলি সংগঠন করার দায়িত্ব নিয়েছে। এই কাজকে সুষ্ঠুভাবে সফল করার জন্য নাতিদীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই কারণে আগামী ১৪ই মে বুধবার পরিষদ ভবনে বেলা ১টায় একটি আলোচনাচক্র আহ্বান করা হয়েছে একটি রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য। উক্ত সভায় আগ্রহী সদস্যদের উপস্থিত হয়ে এই কর্মসূচী রূপায়ণে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অনুপ কুমার সরকার
সাধারণ কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব

পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী মে মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা জুনমাসের প্রথম সপ্তাহে। সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষদভবনে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুলক কর
পুনর্মিলন উৎসব কমিটি

যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে)-এর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য

প্রবীর রায়চৌধুরী — (সংকলক)

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল হল সাধারণ গ্রন্থাগার। ইউরোপে রেঁনেসাস ও শিল্পবিপ্লবের ফলে শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে) বা যুক্তরাজ্যেও শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসার শুরু হয়। সার্বজনীন শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে যুক্তরাজ্য বা ইউ কে-তে সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্ভব হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউ কে-তে যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তাকে বিশ্বের সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচনা বলে বিবেচিত হয়। ঐ দেশের conventry-তে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বিশ্বের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে ইউ কে-র অন্যান্য যেসব স্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল : Norwich (1608), Bristol (1615), Langley Marish (1623), Leicester (1632), Manchester (1653) ইত্যাদি।

বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত ও বহুল ব্যবহৃত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ইউ কে-র সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়। ঐ দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্য ১৮৫০ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। বিগত ১৫০ বছরে এই আইন বহুবার সংশোধিত হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র দেশব্যাপী এই সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে ইউ কে-র শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চা, চিত্ত বিনোদন ও তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে ঐ দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। সম্প্রতি ঐ দেশের Loughborough University-র পক্ষ থেকে ২০০২ সালের গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার পরিসংখ্যা সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যার মাধ্যমে ঐ দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাম্প্রতিক অবস্থা (২০০২) সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে বলে কিছু তথ্য পেশ করা হল।

১. সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কিত পরিসংখ্যা (২০০২)

ক) দেশের জনসংখ্যা — ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫ শত (৫,৯৭,৫৩,৫০০)

খ) সাধারণ গ্রন্থাগারে রেজিষ্ট্রিকৃত সদস্য সংখ্যা — ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৭ হাজার তিরিশ (৩,৪৫,৫৭,০৩০)

গ) সাধারণ গ্রন্থাগারে মোট বই-এর সংখ্যা — ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৫ হাজার (১১,৮৭,৪৫,০০০)

ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগারে সদস্য প্রতি বই-এর সংখ্যা — ৩.৪৩টি

ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারে জনসংখ্যা প্রতি বই-এর সংখ্যা — ১.৯৯ টি

চ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বিগত বছরে বই সংগ্রহের সংখ্যা — ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪২ হাজার (১,১০,৪২,০০০)

ছ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বিগত বছরে বই লেন-দেন (ইস্যু)— ৪০ কোটি ৫৬ লক্ষ ১২ হাজার (৪০,৫৬,১২,০০০)

জ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বিগত বছরে শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ — ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার (১৩,৮৪,০০০)

ঝ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বিগত বছরে শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণের লেন-দেন — ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার (৩,৮৯,৩৬,০০০)

ঞ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বিগত বছরে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা (visits per annum) — ৩২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩২ হাজার (৩২,৮২,৩২,০০০)

ট) সাধারণ গ্রন্থাগারে বিগত বছরে ব্যবহারকারীদের খোঁজ খবরের (Enquiries) সংখ্যা — ৫ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৬ হাজার (৫,৮২,৩৬,০০০)

২. সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের বিশ্লেষণ

ক. সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ :

সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের শতকরা ৭.৩ ভাগ শ্রবণ বীক্ষণ উপকরণ; শতকরা ২১.৪ ভাগ শিশু ও কিশোরদের বই; শতকরা ২৭.৮ ভাগ বড়দের উপন্যাস; শতকরা ২৭.৮ ভাগ বড়দের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বই; শতকরা ১৫.৭ ভাগ রেফারেন্স বই।

খ. সাধারণ গ্রন্থাগারে বার্ষিক সংযোজনের হার নিম্নরূপ :

শতকরা ১১.২ ভাগ শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ; শতকরা ২৮.২ ভাগ শিশু ও কিশোরদের বই; শতকরা ৩৪.৮ ভাগ বড়দের উপন্যাস; শতকরা ২১.৮ ভাগ বড়দের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বই; শতকরা ৪ ভাগ রেফারেন্স বই।

গ. সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ লেন-দেন-এর (ইস্যু) নিম্নরূপ :

শতকরা ৮.৭ ভাগ শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ; শতকরা ২১.৩ ভাগ শিশু ও কিশোরদের বই; শতকরা ৪৭ ভাগ বড়দের

উপন্যাস; শতকরা ২৩ ভাগ বড়দের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বই।

৩. সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোরদের পরিষেবা

ক) বই এর সংখ্যা — ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৮ হাজার (২,৩৯,৮৮,০০০)
খ) বার্ষিক সংযোজন — ৩৭ লক্ষ ৯ হাজার (৩৭,০৯,০০০)
গ) বই লেন-দেন — ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৩ হাজার (৯,৪৫,৬৩,০০০)
ঘ) শিশু ও কিশোরদের পরিষেবার জন্য নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা — ৫৯১

৪. সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিদর্শনকারীদের বিশ্লেষণ (২০০০)

ক) পুরুষের সংখ্যা — শতকরা ৪০.২ ভাগ
খ) মহিলার সংখ্যা — শতকরা ৫৯.৮ ভাগ
গ) বয়স অনুযায়ী বিশ্লেষণ

০-১৪	শতকরা ১.২
১৫-১৯	শতকরা ৩.৯
২০-২৪	শতকরা ৪.২
২৫-৩৪	শতকরা ১১.৩
৩৫-৪৪	শতকরা ১৭.৬
৪৫-৫৪	শতকরা ১৬.২
৫৫-৬৪	শতকরা ১৬.০
৬৫-৭৪	শতকরা ১৯.৪
৭৫ এবং উর্দ্ধে	শতকরা ১০.২

৫. সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়-এর পরিমাণ (পাউন্ড হিসেবে) বার্ষিক

ক) কর্মীবাবদ ব্যয়	৪৮৫ মিলিয়ন পাউন্ড
খ) বই বাবদ ব্যয়	৯১ মিলিয়ন পাউন্ড
গ) পত্র-পত্রিকা বাবদ ব্যয়	৭ মিলিয়ন পাউন্ড
ঘ) শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণের জন্য ব্যয়	১৬ মিলিয়ন পাউন্ড
ঙ) অটোমেশন বাবদ ব্যয়	৩০ মিলিয়ন পাউন্ড
চ) অন্যান্য বাবদ ব্যয়	২৪৯ মিলিয়ন পাউন্ড
মোট ব্যয়	**৮৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড**

বি. দ্র. ঃ ১. বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় ৪৬২ মিলিয়ন পাউন্ড এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় ১৩০ মিলিয়ন পাউন্ড।

২. মোট ব্যয়ের শতকরা ১২.৯৮ ভাগ বই, পত্র-পত্রিকা ও শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ ক্রয়ের জন্য ব্যয়, শতকরা ৫৫.২৩ ভাগ কর্মীদের বেতন বাবদ ব্যয় এবং অন্যান্য বাবদ ব্যয় হয় শতকরা ৩১.৭৭ ভাগ।

৬. সাধারণ গ্রন্থাগারের বই লেন-দেন-এর গতি প্রকৃতি

ক) ১৯৯০-৯১ — ৫৮৭.৩ মিলিয়ন
খ) ১৯৯৫-৯৬ — ৫৫৮.৭ মিলিয়ন
গ) ২০০০-২০০১ — ৪৪৪ মিলিয়ন

৭. সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

ক) বছরে ১০ লক্ষের অধিক বই লেন-দেন (ইস্যু) হয় এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা — ৭ টি
খ) ২০০০-২০০১ সালে যেসব লেখকের বই ১০ লক্ষের অধিকবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে এমন গ্রন্থকারের সংখ্যা — ১৩ জন (২ জন যুগ্মভাবে)
গ) ২০০০-২০০১ সাধারণ গ্রন্থাগার মারফৎ আন্ত-গ্রন্থাগার লেন-দেনের সংখ্যা — ৩,৮৪,৯৭৯
ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা — ৫৬৭১ (চার্টার্ড লাইব্রেরিয়ান ৪৪৮৩, অন্যান্য বৃত্তিকুশলী ১১৮৮)

৮. বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু তথ্য

ক) যুক্তরাজ্যে (ইউ কে) বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা — ২০৮৯; প্রতি ৪ হাজার ছাত্র পিছু একজন গ্রন্থাগারিক;
খ) মোট বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা — ৬৪০০;
গ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ২০০০-২০০১ সালে ব্যয় হয় ৩৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ড; ছাত্র পিছু ৫.৪৪ পাউন্ড;
ঘ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ২৪ মিলিয়ন; এর মধ্যে ১৪.২ মিলিয়ন (৫৯%) বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে। ২০০০-২০০১ সালে ২.৩ মিলিয়ন বই সংযোজন করা হয়েছে।

৯. বই প্রকাশনের পরিসংখ্যা

	২০০১	১৯৯৬
ক) শিশু ও কিশোরদের বই	১০,৭৮৪	৮,০১২
খ) বিদ্যালয়ের টেক্সট বই	৩,৮০৮	৩,৬৪৫
গ) বড়দের উপন্যাস	১৩,০৭৬	৯,১৫৫
ঘ) বড়দের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বই	২৯,৬৯৯	২৮,০৯১
ঙ) বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই	১৮,২৭৭	১৮,৪৬১
চ) বৃত্তিমূলক/অ্যাকাডেমিক বই	৪৩,৩৫৭	৩৪,৭৩৮
ছ) ইউ কে-তে প্রকাশিত মোট বই	১,১৯,০০১	১,০২,১০২

গ্রন্থাগার সংবাদ

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর, আয়োজিত ১০ম বর্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্যিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী ও মনস্বী সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় স্মরণে। মোট চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নবসাক্ষর ও শ্রমিকদের যেমন খুসী-আঁকো ও সর্বসাধারণের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিভাগে প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মত। প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমীমানুষ, ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃদুল মিত্র, গ্রন্থাগারিক

রামমোহন লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুমের শতবার্ষিকী

রামমোহন লাইব্রেরি শতবর্ষে পদার্পণ করছে। তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামী ২২ মে ২০০৩। এই দিন আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের ২৩২-তম জন্মদিন। রামমোহন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাদিবস।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য দীর্ঘকাল কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। তৎকালীন মনীষীরা মনে করেন রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তক। সে জন্য তাঁর স্মৃতিতে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করাই হবে তাঁকে যোগ্য সম্মান জানানো। রামমোহন লাইব্রেরী রাজা রামমোহনের সেই স্মারক প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন—রামমোহন দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, সঙ্গীত দিবস, ব্রহ্ম সঙ্গীত দিবস, কবিতা দিবস, ইত্যাদি।

আগামী ২২ মে ২০০৩ বেলা ৫-৩০ মিনিটে শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করবেন মাননীয় রাজ্যপাল। তার আগে বেলা চারটের রামমোহনের বাড়ি থেকে যাত্রা করে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের বাড়ি পরিক্রমা করে রামমোহন লাইব্রেরিতে এসে শেষ হবে। রাজ্যপাল ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ওই দিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের গল্প কবিতা নিয়ে রামমোহন স্মৃতি রণজিৎ পাল সাহিত্য পুরস্কার এবং 'রামমোহন চর্চায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা' নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নীলিমা গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে। সবশেষে নাট্যানুষ্ঠান 'রামমোহন'।

২৩ মে ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস। ঐদিনের আলোচ্য বিষয় 'গ্রন্থাগার পরিষেবা'। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠিত ঐ সভায় উপস্থিত থাকবেন মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল, শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। রামমোহন লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন লাইব্রেরির প্রতিনিধিরা বক্তব্য পেশ করবেন। ঐ সভায় সমস্ত গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

২৪ মে ২০০৩ বিকেল সাড়েপাঁচটায় 'সঙ্গীত নিবস'। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত সহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন। পরে বিশিষ্ট শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করবেন।

রামমোহন লাইব্রেরির পক্ষে গ্রন্থাগারের এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সমস্ত গ্রন্থাগারপ্রেমী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী, বেলঘরিয়া

গত ৬ই মার্চ, ২০০৩ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার-এ রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের আনুকূল্যে নির্মিত 'রামমোহন কক্ষ' ও কেরিয়ার গাইডেন্স ইউনিট ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল ও মাননীয়া পৌরবিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী অঞ্জু কর। সভায় বহু গ্রন্থাগার প্রেমী স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ এই গ্রন্থাগার শতবর্ষে পদার্পণ করবে।

প্রতিবেদক — অমিতাভ ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ে সেমিনার

গত ২২শে মার্চ, ২০০৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষণ বিষয়ে "Teaching LIS in vernacular : Problems and prospects" শীর্ষক এক সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ইনজিনিয়ারস্-এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সেমিনারের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক অলোক নাথ চক্রবর্তী। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সমীর কুমার সাহা।

সেমিনারে কলকাতা, বর্দ্ধমান, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রভারতী, যাদবপুর প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষক ছাড়াও বহু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের আলোচনা দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পর্বের সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, মুকুন্দলাল চক্রবর্তী, এম-এন-নাগরাজ, করুণ মুখোপাধ্যায়, অর্জুন দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ সাহা, জুয়ানকৃষ্ণ সরখেল প্রমুখ।

চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)
চৌপুকুরিয়া (ভায়া বাগডোগরা), দার্জিলিং

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারের "রজত জয়ন্তী বর্ষ" প্রতিষ্ঠাদিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। সেদিন পাঠাগারের উদ্যোগে ও পাঠাগারের সদস্য/সদস্যা, পাঠক/পাঠিকা, ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক "বই মিছিল" করা হয়। এছাড়া 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার ৩টি বিভাগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অংশ গ্রহণ করে। সেদিন বিকেল ৫টায় "সর্বশিক্ষা রূপায়ণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও গুরুত্ব" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরা সকলেই অংশ গ্রহণ করেন ও তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সমীর পাল, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅনিল সাহা, সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রী কৌশিক পাল, সুরেন বর্মন, ছোটন কিস্কু, শ্রীমতী পুষ্পা ছেত্রী, বিপ্লব মজুমদার প্রমুখ। এছাড়া সভায় বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — বিকুপদ ঘোষ

প: ব: সাধারণের কর্মী সমিতি সংবাদ
বারাসাত মহকুমা শাখা, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সংবাদ

প:ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমা শাখার সাধারণ সভা স্থানীয় সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চল্লিশ জন সদস্যের উপস্থিতিতে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন এবং সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি। সভার শুরুতে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, শিবপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবং প্রশান্ত বসুকে চাকুরী জীবন সমাপ্তে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদক — গৌরাঙ্গ কর্মকার

উত্তর ২৪ জেলা শাখা সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার ১৯তম সাধারণ সভা গত ১২ই এপ্রিল, ২০০৩ হালিশহরে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত ভবেশ মৈত্র। তিনি সরকারী অর্থ গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যয়ের আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং কর্মীদের সময়ের মধ্যে নিজেদের বেঁধে না রেখে গ্রন্থাগারের অবস্থা অনুযায়ী পরিষেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সম্পাদক তরুণ বোস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক প্রভাব সরকার, প্রবীর দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। প্রায় ২৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আলোচনা হয়। গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপার আলোচনায় মূল গুরুত্ব পায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কর্মী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমিত মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক — গৌরাঙ্গ কর্মকার

পুরুলিয়া জেলা বই মেলা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পুরুলিয়া এস. এস. এ. ময়দানে ১৭তম পুরুলিয়া জেলা বই মেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এ উপলক্ষে বই মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বইমেলা প্রাঙ্গণে শেষ হয়। বই মেলা উপলক্ষে এক স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন, আলোচনা সভা, পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বই মেলায় বহু সাধারণ মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার দরদী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মেলা ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলে। ১৭তম পুরুলিয়া জেলা বই মেলা স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল

মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, ২২তম মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলা (২০০৩) বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে উদ্‌যাপিত হয়। বইমেলার উদ্বোধন করেন নবসাক্ষর মধুবিবি। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাননীয় নিমাই মাল। বইমেলা প্রয়াত ড: রেজাউল করিমের নামে উৎসর্গ করা হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রয়াত সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায়ের নামে। বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বইমেলার বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — অমিতাভ ব্যানার্জী

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার

গত ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৩ পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে এবং জেলা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে "প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের" উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিমান বসু। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা ও দায়রা বিচারক মাননীয় মিলন চ্যাটার্জী। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল

গ্রন্থাগারিকদের ডক্টরেট ডিগ্রী

শ্রী গোরাচাঁদ মন্ডল

ভারত সরকারের পেটেন্ট অফিস, নিজাম প্যালেস, কলকাতা-২০-এর প্রধান গ্রন্থাগারিক গোরাচাঁদ মন্ডল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শাখায় পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "Importance of Patent Information in the Socio-economic development in India being a signatory of the GATT Agreement. তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়-এর অধীনে গবেষণা করেন।

শ্রীমতী রুক্মিনী মিত্র (দাশগুপ্ত)

বোস ইনস্টিটুট, কলকাতার, টেকনিক্যাল অফিসার (বি) শ্রীমতী রুক্মিনী মিত্র (দাশগুপ্ত) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী ও বোস ইন্সটিটুট-এর অধ্যাপক এ. এন. লাহিড়ী মজুমদার-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল — Growth, Development and Structure of Biotechnology Information System in India : A critical study.

শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়ার লেকচারার কৃষ্ণপদ মজুমদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল — Public Library movement in West Bengal and Bengal Library Association. তিনি অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর অধীনে গবেষণা করেন।

পরিষদ সংবাদ

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স এর সমাবর্তন

গত ২২শে মার্চ, ২০০৩ পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মহোদয়া মাননীয়া ডঃ করুণা ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা উপসমিতির ডিরেক্টর প্রবীর রায় চৌধুরী। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপসমিতির আহ্বায়ক গৌতম গোস্বামী।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অতীত ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের অংশীদার হবেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী জীবনে সাফল্য কামনা করেন ও তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

ডঃ করুণা ভট্টাচার্য্য তাঁর মনোজ্ঞ দীক্ষান্ত ভাষণে শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বই ও গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি বলেন। তিনি বলেন বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। কিন্তু তথ্যকে মূল্যায়ন করতে হবে, তবেই সেটা জ্ঞানে পরিণত হবে। এই তথ্যকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বই সহায়তা করে। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার আগেই উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে পদক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন মাননীয়া প্রধান অতিথি ডঃ করুণা ভট্টাচার্য্য মহোদয়া। ২০০২ সালের উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী শ্রী শুভেন্দু রায় (ক) কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় স্মারক রৌপ্য পদক, (খ) মৈথিলী সেনগুপ্ত স্মৃতি পদক এবং (গ) সলিল চাকলাদার স্মৃতি পুস্তক পুরস্কার পান। সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

হুগলী জেলা শাখা, হুগলী সদর মহকুমার গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা

৩য় কর্মশালা ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখা ও হুগলী জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের ব্যবস্থাপনায় গত ২৮শে জানুয়ারী থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত হুগলী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ৫২টি সরকার পোষিত 'গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। হুগলী ফ্রেন্ডস লাইব্রেরীর পূর্ণ সহযোগিতায় এই কর্মশালায় ৪০টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী ২০০৩ দি ফ্রেন্ডস লাইব্রেরী, হুগলীর "রজত স্মৃতি" পাঠকক্ষে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলার শাখার সম্পাদক কিরন্ময় দত্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ১৯শে জানুয়ারী '০৩ তারিখের অনুষ্ঠিত "বিশ্বনাথ দত্ত স্মৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা"র পুরস্কার বিতরণ ও গ্রন্থাগারের স্মারক পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক সমীরণ রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বরুণনারায়ণ সুর, ও শিবনাথ কোলে।

৫ দিন ব্যাপী কর্মশালার প্রথম দিনে সংরক্ষণ বিষয়ে শ্রী অরুণ রায় পুস্তক সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগার নির্মাণের পূর্বে উইপোকা আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার বিষয়ে সুপরামর্শ দেন। কর্মশালার ২য় দিনে বর্গীকরণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার তাঁর মূল্যবান আলোচনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকগুলি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা অতুলনীয়। উক্ত দিনের দ্বিতীয়ার্ধে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয় অনুলয় পরিষেবা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পুরানো Relerence Book আছে তাহার একটা তালিকা পুস্তক তৈরী করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে হুগলী জেলা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। কর্মশালার তৃতীয় দিনে মাননীয় বিনোদবিহারী দাস সূচীকরণ ও প্রশাসন-এর বাস্তব দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। কর্মশালার চতুর্থ দিনে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অরুণাভ ভৌমিক মহাশয় গ্রন্থাগার প্রশাসন ও Library Management Rules নিয়ে ব্যাখ্যা এবং আইনী বাধার কথা তুলে ধরেন।

কর্মশালার শেষদিনে অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় সূচীকরণ বিষয়ে বর্তমান সমস্যা এবং বাংলা বই-এর সূচীকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বারংবার উল্লেখ করেন AACR-2 ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা লিখিতভাবে গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। বাংলা সূচীকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা

দিলে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কর্মশালার শেষদিন (১লা ফেব্রুয়ারী ০৩) অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিকদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক রামপদ পাল, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলাসভাপতি অনিল সরকার, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের অন্যতম সদস্য অশোক রায়, হুগলী সদর মহকুমার আহ্বায়ক শ্রী শিবনাথ কোলে এবং জেলা সম্পাদক কিরণময় দত্ত। হুগলী ক্রেডস লাইব্রেরীর পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রী পার্থ ব্যানার্জী।

প্রতিবেদক — শ্রী পার্থ ব্যানার্জী ও কিরণময় দত্ত

বিজ্ঞপ্তি : বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

২০০৩ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে একটি আলোচনাচক্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই আলোচনাচক্রকে সাফল্যমন্ডিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ), বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদ অফিসে অবিলম্বে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। জেলা সম্পাদকদেরও অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সংখ্যার ২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আবেদন দেখুন।

অসিতাভ দাশ
সভাপতি
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

কিরণময় দত্ত
সম্পাদক
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

পরিষদের সংশোধিত সদস্য চাঁদার হার (১লা এপ্রিল, ২০০৩ থেকে কার্যকর)

সদস্যপদের শ্রেণী	চাঁদার সংশোধিত হার *(টাকায়)*
সাধারণ সদস্য (ভারতীয়)	টাঃ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা)
সাধারণ সদস্য (সার্ক দেশ ভুক্ত, ভারত ব্যতীত)	টাঃ ২৫০.০০ (দুই শত পঞ্চাশ টাকা) বা তৎসমতুল
সাধারণ সদস্য (সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহ)	টাঃ ৭৫০.০০ (সাত শত পঞ্চাশ টাকা) বা তৎসমতুল
আজীবন সদস্য (ভারতীয়)	টাঃ ৮০০.০০ (আটশত টাকা)
আজীবন সদস্য (অভারতীয়) (সার্ক অন্তর্ভূক্ত দেশের)	টাঃ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা) বা তৎসমতুল
আজীবন সদস্য (সার্ক বহির্ভূত দেশের)	টাঃ ২০০০.০০ (দু হাজার টাকা) বা তৎসমতুল
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য (ভারতীয়)	টাঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য (ভারতীয় সার্ক দেশ ভুক্ত)	টাঃ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা) বা তৎসমতুল
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য (সার্ক বহির্ভূত দেশ)	টাঃ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা) বা তৎসমতুল
প্রতিষ্ঠানিক সদস্য (গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার কর্মী)	টাঃ ২০০.০০ (দুই শত টাকা)
দাতা সদস্য	টাঃ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা)

ডেপুটেশন

[২৮ শে মার্চ, ২০০৩ নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ সমিতির নিকট পশ্চিমবঙ্গের কলেজের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঐ ডেপুটেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রবীর নাগ, অসিতাভ দাস, অনুপ সরকার, কৃষ্ণপদ মজুমদার, স্বপন কুমার ঘোষ, চৌধুরী মফিজুল কবীর প্রমুখ। ২৭শে মার্চ ২০০৩ নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ সমিতির নিকট দেওয়া চিঠির প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল। — সম্পাদক]

Ref. No. : ১৬৬২ / ০২-০৩ *Date* : ২৭ মার্চ, ২০০৩

মাননীয়
সাধারণ সম্পাদক,
নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ সমিতি
৩৫, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনার ১৭.০৩.২০০৩ তারিখের চিঠি পেয়েছি এবং আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী জেনে আনন্দিত হয়েছি। কলেজের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল।

আমরা আশা করি আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও কার্যকর পদক্ষেপ কলেজ গ্রন্থাগারগুলি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১. কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন —
   (ক) কম্পিউটার ব্যবস্থা
   (খ) ডাটাবেস তৈরী করা
   (গ) দৈনন্দিন কাজে (বই ইস্যু / রিটার্ন ইত্যাদি) কম্পিউটারের ব্যবহার
   (ঘ) LAN ব্যবস্থা চালু করা
   (ঙ) ইন্টারনেট ব্যবহার সুযোগ রাখা
   (চ) ডাটাবেস তৈরীর ক্ষেত্র সহ ব্যাকলগ্ কাজ দ্রুত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কম্পিউটারে জানা অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। ফলে বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।
   (ছ) গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের পর্যায়ক্রমে সবেতন ছুটিসহ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগ সংক্রান্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন।

২. আন্তঃ কলেজ গ্রন্থাগার পুস্তক ও তথ্য বিনিময় অবিলম্বে চালু করা প্রয়োজন।

৩. গ্রন্থাগারে জেরক্স, মাল্টিমিডিয়া, অডিও-ভিস্যুয়াল, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, পেষ্ট কন্ট্রোল ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪. একই ঘরের মধ্যে একাধিক কলেজ (যেমন মর্নিং, ডে ও ইভিনিং)-এর গ্রন্থাগার থাকা অসুবিধাজনক। রিডিং রুম একই হলেও গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

৫. বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত সিলেবাস নির্দেশিত বই গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা দরকার। প্রতি ছাত্র-ছাত্রীতে অন্ততঃ একটি করে পাঠ্য পুস্তক দেওয়া উচিৎ। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের পত্র-পত্রিকা, বৃত্তি সহায়ক বই ও পত্র-পত্রিকা থাকা দরকার।

৬. পুরানো পাঠক্রমের বইগুলো পৃথক জায়গায় রাখা জরুরি।

৭. গ্রন্থাগারের নৈমিত্তিক ব্যয় বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৮. গ্রন্থাগার সাব-কমিটি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই কমিটির সভাপতি হিসাবে থাকবেন অধ্যক্ষ এবং আহ্বায়ক হবেন গ্রন্থাগারিক।

৯. কলেজ লাইব্রেরীর টিচার-ইন-চার্জ প্রথার অবসান দরকার।

১০. গ্রন্থাগারিকদের হাজিরা শিক্ষকদের সঙ্গে থাকতে হবে।

১১. গ্রন্থাগারের কর্মীদের সব সময় গ্রন্থাগারের কাজেই নিযুক্ত রাখতে হবে।

১২. গ্রন্থাগারিকদের কলেজের অ্যাকাডেমিক সাব কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা দরকার।

১৩. রিফ্রেশার্স কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপে গ্রন্থাগারিকদের যোগদান করবার জন্য 'লিভ অন ডিউটি' চালু করতে হবে।

১৪. গ্রন্থাগারিক সহ গ্রন্থাগার কর্মীদের অফ ডে প্রথা থাকলে তা রদ করা প্রয়োজন।

১৫. গ্রন্থাগারে পানীয় জল, টয়লেট, ছাত্র ও শিক্ষকদের পৃথক বসার ব্যবস্থা রাখা, পর্যাপ্ত আলো, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৬. গ্রন্থাগারে সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. বই, পত্র-পত্রিকা নিয়মিত বাঁধাই করা দরকার।

১৮. সরকারী আদেশনামা 475 Edn (CS) তাং 03.08.1993 অনুযায়ী সহকারী গ্রন্থাগারিক এর পদনাম পরিবর্তন করে গ্রন্থাগারিক করা হয়েছে। এই বিষয়ে কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে জানাই যে আমাদের পরিষদের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেমিনারে অন্যান্য সংগঠন সহযোগিতা করেছেন। সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন পুস্তিকা আপনাদের অবগতির জন্য দেওয়া হল।

বিনীত
।। কর্মসচিব।।

"পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন" আলোচনাচক্রের প্রতিবেদন

তপশ্রী দাস, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা — (প্রতিবেদক)

১৫ ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখে কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি ও স্টেট মেডিক্যাল লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে "পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শ্যামাপদ পাল। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে সভাপতির ভূমিকা পালন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ অনুপ গুপ্ত।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের আলোচনাচক্র আয়োজনের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে এতে পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটে, যার ফলে বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করতে ও তার সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করতে সুবিধা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানের নোটভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে তিনি এই আশ্বাস দেন যে সরকারি তরফে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর সক্রিয় প্রয়াস চলছে। তিনি আরো বলেন যে, সরকার ও কলেজগুলির সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের কথা মনে রেখে তথ্য প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হতে হবে। আজকালকার প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে গ্রন্থাগারিকদের পরিশ্রমী, সজাগ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

পরবর্তী বক্তা হিসেবে অধ্যাপক শ্যামাপদ পাল বলেন যে এই বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের মধ্যে দাঁড়িয়েও শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের মূল দায়িত্ব পালন করায় সদা সচেষ্ট। গ্রন্থাগারিকদেরও সীমিত অর্থের সদ্ব্যবহার করার ও সুষ্ঠু কর্মসংস্কৃতি বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর মতে অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকই যেহেতু কর্মবিমুখ নন, তাই তাঁদের দাবীরও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করেন।

আলোচনাচক্রের মূল অধিবেশনে ১১টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের প্রবন্ধগুলি হল —

১। প্রসঙ্গ : কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা
প্রবীর রায়চৌধুরী

২। বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা : একটি পর্যালোচনা
ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর দাস

৩। পশ্চিমবঙ্গের পলিটেকনিক কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা : একটি পর্যালোচনা
বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও গৌতম ভূষণ

৪। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন-সংবিধি-নির্দেশাবলী এবং বেসরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা
স্বপন কুমার ঘোষ, দীপক কুন্ডু, দেবনারায়ণ চক্রবর্তী ও দিলীপ রায়

৫। Medical College / Institution Libraries : problems & prospects
মনিমোহন ঘোষ, কার্তিক ব্যানার্জি, শঙ্কর প্রসাদ ভড়, মানস ভট্টাচার্য ও দিপালী ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রবন্ধগুলি হল —

১। কলেজ গ্রন্থাগারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা — পরিস্থিতি ও উন্নয়ন
ডঃ অনুপ কুমার গুপ্ত, ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায়, বলাইলাল বসু, পঙ্কজ জানা ও শাশ্বতী ঘোষ

২। Scene of our Academic Libraries in West Bengal : problems & prospects
সোমনাথ রাহা, রবীন্দ্রনাথ কর, নিতাই রায় চৌধুরী, ভাগ্যধর হাজারি ও রাজা বিশ্বাস

৩। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারে কর্মী কাঠামো ও বেতনক্রম : একটি পর্যালোচনা
প্রবীর নাগ, সুকুমার দত্ত চৌধুরী, সুজিত চ্যাটার্জী, ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

৪। পশ্চিমবঙ্গের কলেজে গ্রন্থাগার সমূহে সংগ্রহ সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা : একটি পর্যালোচনা
কুমকুম গুহ, বিজয় দে, অরুণ রায় ও নির্মলেন্দু শাখারু

৫। কলেজ গ্রন্থাগার প্রশাসন : সমস্যা ও সমাধান
তপশ্রী দাস, ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায় ও শুচিতা পত্রনবীশ

৬। Automation of College Libraries in West Bengal : problems & prospects
সোমা বসু, অঞ্জলি বৈশাল ও মফিজুল চৌধুরী কবীর

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি সভায় পেশ করা হয়। কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নকল্পে ও সমস্যা সমাধানে যে সমস্ত প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়েছিল তা একত্রিত করে এখানে পেশ করা হল।

গ্রন্থাগারে সম্পদ সৃষ্টি

গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি না হলে উপযুক্ত পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় আলোচিত হয় :

সরকারি কলেজগুলিতে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা খাতে অনুদান নিয়মিত হলেও এই কলেজগুলিতে সমপরিমাণে অনুদান আসে না। এই খাতে বেসরকারি কলেজগুলির ক্ষেত্রে কোন সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি কলেজগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ব্যবস্থা থাকলেও পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত সরকারি অনুদান যাতে আসে সে ব্যাপারে নির্দেশ জারি করতে হবে।

অনুদানের হার নির্ধারণ করার সময়ে যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতে হবে, সেগুলি হল — ঐ নির্দিষ্ট কলেজের ছাত্র সংখ্যা (অনার্স কোর্স ও পাস কোর্স), কতগুলি বিষয়ে অনার্স আছে (নতুন কোন বিষয়ে অনার্স যদি চালু হয়ে থাকে ও কোন কোন বিষয়ে পাঠ্যক্রম চালু আছে), পূর্ণ ও আংশিক সময়ের কলেজ শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কলেজ গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদানের হার নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও এ আই সি টি ই ও অনুদানের ক্ষেত্রে যেন একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে।

প্রতি পাঁচ বছর পরে প্রতিটি কলেজের ব্যবহারকারির পরিসংখ্যান গ্রহণ করে অনুদানের হার বৃদ্ধি ও পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বইয়ের মূল্য অন্যান্য বইয়ের তুলনায় বেশি বলে মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারগুলির অনুদানের হারও বেশি হওয়া উচিত।

পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের পাঠ্য ও শ্রবণ-দৃশ্যক উপকরণ ক্রয় করার জন্য নির্দিষ্ট অনুদান থাকা উচিত। মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাঠ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেলে অনুদানের হারও বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যিক।

রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে যে অনুদান পাওয়া যাবে, তা নিম্নলিখিত হারে ব্যয় করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব পেশ করা হয় :

মোট অনুদানের শতকরা ভাগ	কোন খাতে
৪০ ভাগ	পাঠ্যপুস্তক বা ঐ জাতীয় পুস্তক
৩০ ভাগ	আকরগ্রন্থ, পত্রপত্রিকা অ-বই উপকরণ ইত্যাদি
১০ ভাগ	আসবাবপত্র
১০ ভাগ	বাঁধাই ও সংরক্ষণ
১০ ভাগ	গ্রন্থাদি ব্যবহারযোগী করার জন্য ব্যয়

যে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী কলেজে পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে তার সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুদানের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, কলেজের পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং অর্থের অপ্রতুলতার জন্য পরিষেবার ক্রমঅবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষভাবে, রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থার ক্রমঅবনতি ঘটার জন্য যে সরকারি আর্থিক নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, তার ফলে বর্তমানে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয় উপকরণের আর্থিক ব্যবস্থাপনা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাধারণভাবে গ্রন্থাগারগুলির নির্ধারিত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য যে সমস্ত উৎস থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন সেগুলি হল :

১। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান
২। রাজ্য সরকারি নন-রেকারিং অনুদান
৩। গ্রন্থাগারের ফি ও ফাইন বাবদ অর্থ
৪। লোকসভা সদস্যদের আর্থিক অনুদান অনিয়মিত
৫। বেসরকারি অনুদান

কিন্তু, বাস্তব চিত্র এই যে মঞ্জুরি কমিশন অনুদান ও সংগৃহীত ফি ও ফাইন ছাড়া অন্যান্য আর্থিক উৎসগুলি অনিয়মিত। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের জন্য নিযুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির গ্রন্থাগার বিষয়ে সুপারিশগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস করায়, কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত। এমতাবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারগুলির সার্বিক বিকাশ ও পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষা

কর্তৃপক্ষের একটি সুচিন্তিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার রূপরেখা প্রস্তুত করা উচিত। একই সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষকে এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতি থেকে গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন করার জন্য একটি আর্থিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক কর্মসূচীগুলি রূপায়ণ করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেগুলি হল :

১। প্রত্যেকটি কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক তহবিল গঠন করতে হবে। ঐ তহবিলে গ্রন্থাগার খাতে আদায়ীকৃত সমস্ত অর্থ জমা পড়বে।

২। গ্রন্থাগার বাজেট : শুরুতে গ্রন্থাগারের সুপরিচালনা ও উন্নত পরিষেবার জন্য একটি সুপরিকল্পিত বাজেট প্রস্তুত করা দরকার। এই বাজেটটি গ্রন্থাগার উপসমিতিতে আবশ্যিকভাবে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। উপসমিতিতে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অধ্যক্ষ, বারসার ও একাউনটেন্টও থাকবেন।

৩। কলেজ গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতি, গ্রন্থাগার পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারে আর্থিক ও পরিষেবা সংক্রান্ত কাজে গ্রন্থাগারিকের মতামতকে যথাক্রমে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৪। বর্তমানে বিভিন্ন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দ্বারা গঠিত 'NAAC' কলেজগুলি পরিদর্শন করছে। পরিদর্শনকালে NAAC যেন কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক পরিকাঠামো ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে মান নির্ধারণ করে। সে বিষয়ে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গ্রন্থ নির্বাচন

গ্রন্থ নির্বাচন, গ্রন্থাগারিকের প্রশাসনিক কাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সাধারণতঃ গৌণ। কি ধরনের গ্রন্থ নির্বাচন করা হলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন, সে বিষয়ে কোন সমীক্ষা না করে গ্রন্থ ক্রয় করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে, ছাত্র সংখ্যার পরিমান, স্নাতক / স্নাতকোত্তর স্তরে কি কি চালু আছে। অর্থের পরিমান কত। আপাত দৃষ্টিতে কম প্রয়োজনীয় বইগুলিকে প্রাধান্য না দেওয়া, কোন বিষয়ে অনার্স থাকলে সেই বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা মেটানো ইত্যাদি উপকরণগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থ নির্বাচন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে আলোচনা না করে গ্রন্থ ক্রয় করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রয়ের আগে তাই গ্রন্থাগারের চাহিদা ও সংগ্রহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বইয়ের দাম ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী, তাই অনাবশ্যক বইয়ের ভীড়ে প্রয়োজনীয় বই যাতে বাদ পড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। ভাল এবং নতুন বই গ্রন্থাগারে যাতে গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা যায়, সেইজন্য সারা বৎসরব্যাপী গ্রন্থ নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে ক্রয়ের পূর্বে গ্রন্থ নির্বাচন কমিটির মত নেওয়া যেতে পারে।

স্থান সমস্যা ও আসবাবপত্র

কলেজ গ্রন্থাগার গৃহে স্থান সমস্যা গ্রন্থাগার পরিষেবার অন্যতম অন্তরায় হওয়ায় বিগত দুই দশকে কলেজের সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পরিষেবা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতি বছর বইয়ের সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ছে, গ্রন্থাগারে সেই অনুপাতে স্থান সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলের মেঝেতে বই স্তূপীকৃত হয়ে থাকার ফলে এবং বইয়ের তাকে যথেষ্ট জায়গা না থাকার ফলে বইগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও স্থান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড না থাকার ফলে গ্রন্থাগারে উপযুক্ত মানের আসবাবপত্রের অভাব ও পরিলক্ষিত হয়। ক্যাটালগ ক্যাবিনেট, শেল্‌ফ, আলমারি ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমানে অনুদান ধার্য করা হোক।

সংরক্ষণ

গ্রন্থাগার ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি না থাকায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা যেভাবে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের নথি ব্যবহার করে থাকেন তা সংরক্ষণের এক অন্যতম অন্তরায়। কিন্তু সংরক্ষণ খাতে সরকারি স্তরে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকার জন্য, কলেজ গ্রন্থাগারগুলির প্রাচীন ও পুরাতন নথি ও মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, এ দেশের নিম্নমানের মুদ্রণ, বাঁধাই ও বইয়ের জন্য ব্যবহৃত কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্যাদিও বই সংরক্ষণে অন্যতম অন্তরায়। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সংখ্যা বেশির ভাগ কলেজ গ্রন্থাগারের তুলনায় অপ্রতুল হলেও তাদের গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা থাকে। সুতরাং কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ, গ্রন্থাগার কর্মীদের সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার পরিষেবা

১। টেকনিক্যাল সার্ভিস

২। রিডার্স সার্ভিস

৩। মেনটেনান্স সার্ভিস

কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা প্রধানতঃ গ্রন্থ লেন-

PII 354

দেন ও পাঠকক্ষে পড়ার সুযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য পরিষেবাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা যাচ্ছে না। আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে যে সব কর্মসূচি অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। সেগুলি হল :

ক) গ্রন্থাগারে কি সম্পদ আছে তা সর্বস্তরে ওয়াকিবহাল করার জন্য প্রতিটি কলেজের পাঠ্য সামগ্রীর সূচি বা ক্যাটালগ তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

খ) উচ্চতর বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, চাকুরি সংবাদ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য কলেজ গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

গ) গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা বিবেচনা করে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভব কিনা বিচার করতে হবে।

ঘ) নির্দিষ্ট একটি কলেজের ছাত্র তার রিডিংরুম কার্ড নিয়ে তার বাসস্থানের নিকটবর্তী অন্য কলেজের রিডিং রুম যাতে ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

ঙ) বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

চ) প্রতিটি কলেজে বিভিন্নভাবে "Current Awareness Service" চালু করতে হবে।

ছ) বইয়ের জ্যাকেট প্রদর্শন করে নতুন পাঠ্য-সামগ্রীর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চারশোটি বেসরকারি কলেজ ও ৩৬ টি সরকারি কলেজের মধ্যে মাত্র কয়েকটি কলেজ গ্রন্থাগারে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির সামর্থ সীমিত হলেও গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের যৌথ ব্যবহারের (Resource sharing) স্বার্থে গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আধুনিকীকরণের অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগারের স্বয়ংক্রিয়করণ (automation)। কম্পিউটারের সহায়তায় কলেজ গ্রন্থাগারের প্রাত্যহিক কাজকর্মের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

কলেজ গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয়করণের কাজ এখনো প্রারম্ভিক পর্যায়ে আছে বলে গ্রন্থাগারিকদের কিছু কঠিন বাধা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন : অর্থের অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোর অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব, স্বয়ংক্রিয়করণের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা বা অমনোযোগিতা, কর্মপ্রেরণার অভাব ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয়করণ করতে গেলে কয়েকটি আবশ্যিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন, উদ্দেশ্য নিরূপণ, কম্পিউটার প্রয়োগের সঠিক ক্ষেত্রগুলির চিহ্নিতকরণ, প্রচলিত কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগসংক্রান্ত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিরূপণ, বর্তমানের কম্পিউটার প্রয়োগ (যদি থাকে) ও ভবিষ্যতের ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ, কম্পিউটার রাখার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও পরিকাঠামো তৈরির (বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি) ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি উপযুক্ত software নির্বাচন ইত্যাদি।

আধুনিকীকরণের বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও পর্ষদেরও কিছু লক্ষ্য স্থির করা দরকার। কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে :

১। কম্পিউটারের সাহায্যে প্রতিটি কলেজ গ্রন্থাগারের সূচীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ।

২। বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে শিক্ষিত করা।

৩। সুযোগ এলে গ্রন্থাগারগুলিকে INFLIBNET-র সাহায্যে সংযুক্ত করা।

কলেজ গ্রন্থাগার প্রশাসন

গ্রন্থাগারের কর্ণধার হিসেবে গ্রন্থাগারিক শুধু তথ্য উৎস এবং গ্রাহকের মধ্যে সংযোগকারিই নয়, প্রশাসনিক হিসেবেও এক অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে গ্রন্থাগারিককে যে সমস্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলি নিম্নরূপ :

১। **গ্রন্থাগারিকের অবস্থান :** গ্রন্থাগারিকের শিক্ষক-সংসদের সদস্য হওয়া না হওয়া কলেজ বিশেষে তারতম্য ঘটে থাকে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট লিখিত সার্কুলার নেই। কোন কোন কলেজে, গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক সংসদের সদস্যপদ লাভ করেন। সরকারি কলেজগুলিকে গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক-সংসদের আমন্ত্রিত সদস্য মাত্র। শিক্ষক সংসদের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকরা যাতে পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করেন, সেই ব্যাপারে শীঘ্রই সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

২। **গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক :** পশ্চিমবঙ্গের বহু কলেজে এখনো গ্রন্থাগারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বা প্রফেসর-ইন-চার্জ পদটি প্রচলিত আছে। অবিলম্বে সব সরকারি বা বেসরকারি কলেজে এই পদটির যাতে বিলুপ্তি ঘটে তার জন্য সরকারি নির্দেশনামা প্রয়োজন।

৩। **গ্রন্থাগার কমিটি :** গ্রন্থাগারিককে আহ্বায়ক সম্পাদক করে প্রতিটি কলেজে যাতে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করা হয় সে ব্যাপারে সরকারের নির্দেশনামা আবশ্যিক। অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে এই কমিটি গ্রন্থাগার বিষয়ক পরামর্শদাতার

ভূমিকা পালন করা ছাড়াও গ্রন্থাগার উন্নয়নে সাধারণ রীতি নির্ধারণ করা, তথ্য সামগ্রী সংগ্রহে বিভিন্ন বিষয়ে অর্থের ভাগ বরাদ্দ করা, অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত পুরনো পাঠক্রমের বইপত্র এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বইপত্র বাতিল করা ইত্যাদি গ্রন্থাগার কমিটির আলোচনার মূল বিষয় হবে। সহ-গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের প্রতিনিধি নিয়ে কলেজ গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করা হবে।

৪। **অব্যবহৃত/অপ্রচলিত বই ঃ** সময়ের সাথে সাথে পাঠক্রম বদল হওয়ার ফলে দেখা যায় যে কলেজ গ্রন্থাগারের বহু বই অব্যবহৃত হয়ে পড়ে। একই সাথে, কিছু বই জীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে অপাঠযোগ্য হয়ে যায়। সরকারি কলেজে এই ব্যবহৃত বইগুলি 'রাইট-অফ' করার কোন নির্দেশনামা না থাকার ফলে স্থান সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে অবিলম্বে সরকারি নির্দেশনামা প্রকাশ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫। **অফেরত বইয়ের সমস্যা ঃ** বই ফেরত না আসাটা গ্রন্থাগারের দীর্ঘকালের সমস্যা, বিশেষত যে বইটির পুনঃমুদ্রিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অমুদ্রিত দুর্লভ, মূল্যবান বইটির পরিবর্তে জেরক্স কপি জমা দেওয়া হয়। যা একান্তভাবেই অবৈধ। এই সব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের কি করণীয় ও বর্তমানে মূল্য নির্ধারণের কি পদ্ধতি হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে সরকারি নির্দেশনামা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৬। **গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধকরণ ঃ** কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রধান করণিকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারিকের দৈনন্দিন উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই অমর্যাদাকর ব্যবস্থার অবসানকল্পে এই মর্মে প্রস্তাব করা হয় যে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য পৃথক খাতায় হাজিরা লিপিবদ্ধকরণে করা হোক। প্রয়োজনবোধে সেই খাতা অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে।

কর্মী কাঠামো

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে কর্মী কাঠামো সংক্রান্ত যে সরকারি নির্দেশনামা বিভিন্ন সময়ে জারি হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক। বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, কি কি বিষয় পড়ান হয়, কি কি বিষয়ে সাম্মানিক ও স্নাতকোত্তর কোর্স আছে, কি কি ধরনের গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার কতটা সময় খোলা থাকে ইত্যাদি বিবেচনা করে নতুনভাবে কর্মী কাঠামো প্রবর্তনের প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মজুরি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। গ্রন্থাগার সহায়কদের শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স এবং গ্রন্থাগার পিওনদের অবশ্যই দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-সংবিধি-নির্দেশাবলীতে কলেজ গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ঃ

বেসরকারি কলেজের গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর) আইন, সংবিধি ও নির্দেশাবলীতে কি ভাবে নির্ধারিত হয়েছে, তার অনুসন্ধান দেখা যাচ্ছে যে কলেজগুলিতে কর্মীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে — শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী। গ্রন্থাগারিকরা আইনগত দিক থেকে অশিক্ষক কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেনেট/কোর্ট নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের জন্য আলাদা কেন্দ্র আছে। কলেজের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার শিক্ষক ও ফিজিকেল ইনস্ট্রাকটরদের সঙ্গেই আছে। ব্যতিক্রম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলেজ পরিচালন সমিতির নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের অশিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের চাকরির শর্তাবলীও অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারিকদের স্থান যে অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে নয়, সে বিষয়ে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দ্বিমত না থাকলেও বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে, গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুসারে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পঠনের জন্য পুরো বেতন ও ভাতাসহ সর্বোচ্চ ১২ মাসের ছুটির (Study leave) ব্যবস্থা আছে।

পরিশেষে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা সুনিশ্চিত করতে কতগুলি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার ঃ

রাজ্যের মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগারগুলি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলি হল ঃ

ক) মেডিকেল তথ্য পরিষেবাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাবা হয় না।

খ) গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান নেই। একই সঙ্গে, সমন্বয়ের অভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় না।

গ) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পরিষেবা সরবরাহকারিদের (Provides of medical information services) মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগের ঘাটতির জন্য তথ্য সম্পদের আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন করা সম্ভব হয় না।

ঘ) বর্তমানের অধিকাংশ মেডিকেল গ্রন্থাগারেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য কর্মীসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের কলেজগুলির শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম বা মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি।

ঙ) যে তথ্যসামগ্রী রাজ্যের মেডিকেল গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রগুলিতে নেই, সেগুলি আনাতে গেলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইনসডক বা জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার প্রদত্ত পরিষেবার মান সন্তোষজনক নয়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিষেবার মান উন্নয়নার্থে কিছু সমাধানের কথাও ভাবা হয়েছে :

১। সমস্ত মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় সীমা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত করা।

২। শূন্য পদ পূরণ করা।

৩। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন ব্যবস্থা চালু করা।

৪। মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মেডিকেল শিক্ষণ কৃত্যকের (মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিস) অন্তর্ভুক্ত করা।

৫। গ্রন্থাগারিককে কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য করা।

৬। বাৎসরিক ছাত্রসংখ্যা ও পাঠক্রমের সংখ্যা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান বাড়ানো।

৭। কলেজ/প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে বৈদ্যুতিন তথ্য সামগ্রী ক্রয় করার অধিকার দেওয়া ও তার জন্য বাড়তি অনুদান দেওয়া।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন কাঠামো, প্রশিক্ষণ, কর্মীকাঠামো ও নিয়োগনীতি সম্বন্ধেও কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেমন :

১। রাজ্য সরকারাধীন মেডিকেল কলেজ/প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম উচ্চশিক্ষা দপ্তরাধীন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমতুল হওয়া উচিত।

২। মেডিকেল শিক্ষণ কৃত্যকের ডাক্তারদের মতো উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা গ্রন্থাগারিকদেরও দিতে হবে।

৩। মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগকালীন যোগ্যতা উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধীন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমান হতে হবে এবং নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে।

পলিটেকনিক কলেজ গ্রন্থাগার

বর্তমানে এ রাজ্যে চল্লিশটি সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পলিটেকনিকে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এগুলিতে ডিপ্লোমা ও পোস্ট ডিপ্লোমা স্তরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে।

পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুদানে ও সহযোগিতায় বেশ কিছু বই ও আসবাবপত্র কেনা হয়েছে। একটি করে কম্পিউটার এবং গ্রন্থাগারে ব্যবহারযোগ্য সফ্‌টওয়্যার 'LIST PLUS' পাওয়া গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু সমস্যা থেকে গেছে। কিছু সম্ভাব্য সমাধান সহ সমস্যাগুলি নথিভুক্ত করা হোল :

ক) বিভিন্ন ধরনের নতুন পাঠক্রম চালু হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা বাড়েনি।

খ) এ আই সি টি ই (AICTE বা All India Council of Technical Education) সুপারিশকৃত বেতনক্রমের সরকারি আদেশনামা প্রকাশ করা হয়নি।

গ) আর্থিক অনুদান নিয়মিত নয়। নতুন বিষয়ের পাঠক্রম চালু হওয়া সত্ত্বেও অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। বর্ধিত হারে নিয়মিত অনুদান আসা প্রয়োজন।

ঘ) LIST PLUS সফ্‌টওয়্যারের গুণগত মান বিশেষ সন্তোষজনক নয়।

ঙ) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতার মান বাড়ানো দরকার।

চ) আধুনিক ও উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন।

ছ) সহযোগী সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা দরকার।

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গ্রন্থাগার

অধিকাংশ বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সদ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রন্থাগারগুলির বইয়ের সংখ্যা খুব সন্তোষজনক নয়।

১। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের মূল্য অত্যন্ত বেশি হওয়ায়, গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে চাহিদা পূরণ করার মত বই ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

২। এ. আই. সি. টি. ই. গাইডলাইন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের অনুপাতে বইয়ের সংখ্যা কম।

৩। অধিকাংশ কলেজের গ্রন্থাগারিকদের এ. আই. সি. টি. ই. অনুমোদিত বেতনক্রম অনুসৃত হয়নি, এমন কি বেতনক্রমের কোন নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না।

৪। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রছাত্রীরা নিত্যনতুন তথ্য চাইলেও গ্রন্থাগারে অনলাইন পাবলিক এক্সেস ক্যাটালগ (ওপ্যাক) না থাকার জন্য চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না।

৫। গ্রন্থাগার বিষয়ক এমন একটি কমিটি থাকা দরকার যে কমিটির সদস্য হবেন গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক ও পরিচালন কমিটির সদস্যরা। তাঁদের কাজ হবে বই, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৬। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুপাতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার।

আলোচনা

প্রবন্ধগুলি পেশ করার পরে বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিমির লাহিড়ী, গ্রন্থাগারিক, শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া

আজকের সভায় মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কোন আশাব্যঞ্জক কথা শোনাননি, যদিও ছয় মাস আগে তিনি বেশ কিছু সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেছিলেন। গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটি পৃথক এ. ডি. সি. আই. পদ সৃষ্টি করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ দে, এস এস কলেজ অফ এডুকেশন, শিমুরালি, নদীয়া

বেসরকারি ইনজিনিয়ারিং কলেজ সংক্রান্ত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে প্রকৃতপক্ষে জেরক্স করা যেহেতু কপি রাইট আইনের বিরোধী, তাই ব্যাপক হারে জেরক্স করানোর অনুমতির ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ গ্রন্থাগার কমিটি থাকা দরকার, যার সদস্যসচিব হবেন গ্রন্থাগারিক। এছাড়া বলেন যে গ্রন্থাগারের ব্যবহার যেরকম কমে যাচ্ছে automation কি আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য হবে? নিজের গ্রন্থাগারে তিনি নিয়ম চালু করেছেন যে নির্দিষ্ট সংখ্যক বই ব্যবহার না করলে পরীক্ষার সময় পর্যন্ত বই দেওয়া হবে না।

মৃণাঙ্ক মণ্ডল, সহ-গ্রন্থাগারিক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আইন-সংবিধি সংক্রান্ত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকেরা গ্রন্থাগারিক অথবা অফিসার কেন্দ্রে ভোটদান করতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থাগারিক কেন্দ্রের ভোটদাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট বা সিন্ডিকেটে সরাসরি সদস্য হতে পারেন না।

পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার পরিষেবার মান নির্ধারণ করতে গেলে বিস্তারিত সমীক্ষার প্রয়োজন।

মদন মণ্ডল, গ্রন্থাগারিক, বহরমপুর কলেজ

প্রবীর রায়চৌধুরী প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে শূন্য গ্রন্থাগারিক পদে অবিলম্বে নিয়োগ হওয়া প্রয়োজন। কলেজ প্রতিষ্ঠানকালেই গ্রন্থাগারের গঠন হওয়া উচিত। কোন জেলায় কতগুলি কলেজ গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য আছে, তার সমীক্ষা প্রয়োজন।

বিভা ঘোষ, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ

- IGNOU বা অন্য কোন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বলাইলাল বসু, গ্রন্থাগারিক, খলিসানি কলেজ

- গ্রন্থাগারিকরা কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না।
- কলেজ পরিচালন সমিতিতে গ্রন্থাগারিকের এক্স-অফিসও সদস্য হওয়ার স্বপক্ষে অভিমত পোষণ করেন।

সুজিত চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, বঙ্গবাসী কলেজ

কলেজ গ্রন্থাগার প্রশাসন এবং অটোমেশন এই দুটি প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন

- উচ্চশিক্ষা দপ্তরের একটি নির্দেশনামা অনুযায়ী, যে সব কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম প্রত্যাহার করা হয়েছে, সেই কলেজগুলির সংগ্রহের ঐ পাঠক্রমের বই স্থানীয় স্কুলে (যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক আছে) দান করা যাবে।
- "গ্রন্থাগার" পত্রিকার একটি সংখ্যায় ব্যবহারানুপযোগী বই বাতিল করা (weeding out) সম্পর্কে কিছু guideline প্রকাশিত হয়েছিল।
- পুরানো ও নতুন কলেজে গ্রন্থাগার পরিষেবা স্বয়ংক্রিয় করার (automation) মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। একই সঙ্গে manual এবং automated পদ্ধতি চালানো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

[শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে সোমা বসুর প্রত্যুত্তর : বিভিন্ন ধরনের 'Systems Conversion' নিয়ে আলোচনা মূল প্রবন্ধতে থাকলেও সেটা স্থানাভাবে ছাপা সম্ভব হয়নি।]

সলিল চন্দ্র খান, অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

- কলেজ গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে সে রকম কার্যকরী কোন নির্দেশবলী নেই। উচ্চ শিক্ষা পর্ষদ (Higher Education Council) উন্নয়ন বিষয়ক কিছু নির্দেশাবলী (guideline) নির্ধারণ করলে গ্রন্থাগারগুলি উপকৃত হবে।

সুবল চন্দ্র বারুই, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ, কলকাতা

- স্থানাভাব ও সংরক্ষণজনিত সমস্যার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত বইয়ের বাতিল করার অসুবিধা সম্বন্ধে মতামত পেশ করেন।

পঙ্কজ জানা, হাবড়া গান্ধী সেন্টিনারী বি টি কলেজ

"গ্রন্থাগার সংগ্রহ সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণজনিত

সমস্যা'' প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন

- 'Pest Control' করার জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা আছে। বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে কলেজ তহবিল থেকেই কাজ করানো যায়। তিনি জানতে চান যে প্রবন্ধের লেখকরা কি কেবল সরকারি কলেজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন?

  [বিষয়টি নিয়ে কুমকুম গুহর প্রত্যুত্তর : স্বল্প সময়ের সীমাবদ্ধতায় শুধু কয়েকটি সরকারি কলেজ ও মাত্র একটি বেসরকারি কলেজের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া, প্রবন্ধটি কোন সমীক্ষার থেকে উদ্ভূত হয়নি। বরং, সমীক্ষাটি প্রবন্ধের তথ্যের উদাহরণস্বরূপ করা হয়েছিল।]

আনোয়ার হোসেন, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়

- কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলক ভাবে কলেজ গ্রন্থাগারের সদস্য করা উচিত।

মিতালী ভট্টাচার্য, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ

- সমগ্র আলোচনাচক্রে একটি প্রশ্নের বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করাটা আমাদের সুষ্ঠু কাজকর্মের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো?

প্রথম অধিবেশনের সমস্ত প্রবন্ধ এবং আলোচনা সম্পর্কে অধিবেশন সঞ্চালক অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত কতগুলি বক্তব্য রাখেন।

- স্বাভাবিকভাবেই কলেজ গ্রন্থাগারিকেরা পদমর্যাদা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তবে এ বিষয়ে এখনো নানান ভাবনাচিন্তা চলছে।
- জেরক্স নেওয়া (বা দেওয়া) অনেক ক্ষেত্রেই আইনবিরুদ্ধ। তাঁর মতে জেরক্সের ব্যবহার সীমিত রাখাই বাঞ্ছনীয়।
- কলেজ পরিষেবার মান নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে তিনি স্বাগত জানান।
- সত্যিই অনেক কলেজে গ্রন্থাগারিক পদ শূন্য রয়েছে।
- কলেজে অধ্যক্ষ না থাকলে তার প্রতিক্রিয়া গ্রন্থাগারিকেরা ওপরও পড়ে।
- অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষই গ্রন্থাগারিকদের যে ন্যূনতম সম্মান টুকুও দেন না, সে কথা স্বীকার করে তিনি বলেন যে এর জন্য গ্রন্থাগারিকেরা যেন হীনমন্যতায় না ভোগেন।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউটে গ্রন্থাগারিকদের 'অশিক্ষক' শ্রেণীর মধ্যে রাখা হয়নি, সুতরাং তাঁদের অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে এক হাজিরা খাতায় সই করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।
- গ্রন্থাগারের চাহিদা সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষার দরকার আছে। এছাড়াও 'User Study' করা প্রয়োজন।
- স্থানাভাব সমস্যা বিষয়ে তিনি বলেন যে, ১৯৫৭ সালে রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারের অনুপযুক্ত ও অপরিসর জায়গা নিয়ে তাঁর মন্তব্য নথিভুক্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আজও অবস্থা তথৈবচ।
- গ্রন্থাগারে কম্পিউটার — বিশেষতঃ ইন্টারনেট — খুবই প্রয়োজন।
- সুস্থ কর্মসংস্কৃতি গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য। সর্বোপরি, ব্যবহারকারিদের গ্রন্থাগারে আনতে হবে।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা দ্বিতীয় অধিবেশনের পরিসমাপ্তিতে সমগ্র আলোচনাচক্রে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু মতামত রাখেন।

- আমরা (গ্রন্থাগারিকেরা) কি পাঠক / ব্যবহারকারীদের চাহিদা বুঝতে পারছি না? প্রাইভেট টিউশানের আর্থিক সঙ্গতি নেই, এমন ছাত্র-ছাত্রীদের কি গ্রন্থাগারে আকর্ষণ করা যায় না?
- সমস্ত রাজ্যের উন্নত বেতনক্রম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও হাজিরা খাতায় উপস্থিতি লিপিবদ্ধকরণ, গ্রন্থাগার কমিটির আহ্বায়ক ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এখনো কেন থেকে যাবে?
- ১৯৬২ সালের নির্দেশনামা অনুসৃত হয়েছিল তার ১১ বছর পরে। কলেজ গ্রন্থাগারিকের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় বিরোধ বেধেই থাকে।
- গ্রন্থাগারিকের "Striking power" না থাকলেও "influencing power" আছে। সংখ্যালঘু হলেও গ্রন্থাগারমনস্ক কর্তৃপক্ষ যেমন আছেন, তেমন গ্রন্থাগারিকদের মধ্যেও উৎসাহী এবং নিরুৎসাহী ব্যক্তি, দুরকমই আছেন।
- বিভিন্ন ফোরাম থেকে আলোচনা ও আন্দোলন চালাতে হবে। একই সঙ্গে, গ্রন্থাগারের সঠিক ভূমিকার উপলব্ধির প্রয়োজন আছে।
- পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতিতে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃ অচল হয়ে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ধারণা বা বিশ্বাস অনুসারে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি 'সামাজিক' পরিষেবাগুলি পুরোপুরি সরকারি অর্থে চালানোর প্রচেষ্টা আর কার্যকরী হচ্ছে না। আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও "contract service" চালু করার প্রচেষ্টা চলছে। নিদারুণ আর্থিক অনটনের পরিস্থিতিতে এবং ক্রমাগত আই. টি. বৃদ্ধির যুগে, কর্মসংস্কোচনের সুযোগ আরও বাড়ছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন

মাননীয় জেলা সম্পাদক / প্রধান শিক্ষক, ... বিদ্যালয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

[আপনার জেলার / বিদ্যালয়ের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী পূরণ করে পাঠালে বাধিত হব। • চিহ্নিতগুলি জানা আশু প্রয়োজন। নমস্কারান্তে — কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ]

• 1	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ) (Name and Address with Pin Code)	_____ _____
• 11	টেলিফোন নম্বর (Telephone Number)	_____
• 2	গ্রন্থাগারিকের নাম (Name of Librarian)	_____
• 21	বাড়ীর ঠিকানা (পিনকোড সহ) ও টেলিফোন নম্বর (Residential Address with Pin Code & Telephone No.)	_____ _____ _____ _____
22	শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic Qualification)	_____ _____
• 3	গ্রন্থাগারিক পদ অনুমোদিত কিনা? (Whether Post of Librarian Approved)	হ্যাঁ / না Yes / No.
• 31	অনুমোদিত গ্রন্থাগারিক পদ-এর সংখ্যা (No. of Approved Post of Librarian)	_____ _____
• 32	অনুমোদিত গ্রন্থাগারিক পদ শূন্য কিনা? (Whether approved post of Librarian vacant?)	হ্যাঁ / না Yes / No.
4	গ্রন্থাগারের মোট আয়তন (Space of Library)	_____ ফুট × _____ ফুট _____ ft. × _____ ft.
41	গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের আয়তন (Space of Reading Room)	_____ ফুট × _____ ফুট _____ ft. × _____ ft.
42	আসবাবপত্র (Furniture)	আলমারী — (Almirah) সেল্ফ — (Shelf) টেবিল — (Table) চেয়ার — (Chair) কার্ড কেবিনট — (Card Cabinet) অন্যান্য — (Others)
43	ডকুমেন্ট (Documents)	বই — (Books) টেক্সট বই — (Text Books)

রেফারেন্স বই — (Reference book)
পত্র-পত্রিকা — (Periodicals)
অন্যান্য — (Others)
মোট Total _____

431 বই লেনদেন (Issue of books) দৈনিক _____ সাপ্তাহিক _____ মাসিক _____ বাৎসরিক _____

432 বই লেনদেনের সময় (Issuing Time) সকাল _____ থেকে _____ _____ A.M. to _____ P.M.

শ্রেণী অনুযায়ী (Classwise)

5	গ্রন্থাগার ফি (Library Fees)	বাৎসরিক (ফির হার সহ মোট আদায়) Yearly (rate of fee & total collection)	৫ম - দশম শ্রেণী Class V to X	একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণী Class XI - XII	মোট আদায় Total Collection
51	গ্রন্থাগারে ডিপোজিট (Library Deposit)	বাৎসরিক Yearly	৫ম - দশম শ্রেণী Class V to X	একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণী Class XI - XII	মোট আদায় Total Collection
6	গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কাজ (Duties of Librarian) (Please tick)	বই লেনদেন Issuing	সূচীকরণ Cataloguing	বর্গীকরণ Classifying	বই প্রসেস করা Book Processing
	অন্যান্য কাজ —	শিক্ষাদান Teaching	অফিসের কেরানীর কাজকর্ম Clerical job	পরীক্ষায় নজরদারী invigilation	পরীক্ষার খাতা দেখা Answer Script evalution
7	গ্রন্থাগারিকের অন্যান্য সহকারী (দয়া করে টিক দিন) (Any other helping hand) (Please tick)	শিক্ষক	অশিক্ষক কর্মী	আংশিক কর্মী	ছাত্র/ছাত্রী
8	অন্যান্য আয়ের উৎস (Other source of Income)	সরকারী অনুষ্ঠান Govt. Grant	দান Donation	অন্যান্য Others	
9	গ্রন্থাগার ফান্ডের ব্যয় (Expenditure from Library Fund)	_____			
৮	বিদ্যালয়টি পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য কিনা (Whether school, an institutional member of BLA)	হ্যাঁ / না Yes / No.			
৮১	গ্রন্থাগারিক পরিষদের সদস্য কিনা (Whether librian, a member of BLA)	হ্যাঁ / না Yes / No.			

GRANTHAGAR

Vol 53 . No. 1 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy April, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : New year's day (Bengali) of Granthagar and the Bengal Library Association : An appraisal of the monthly organ in its 53rd anniversary.

While making a review of the monthly organ of the Association, points out to the acute financial crunch in the publication and also the efforts of the Association to combat it so that there is no interruption in the regularity of its existence as an effective monthly organ. Also, makes a review of the activities of the Association in upholding the interests of library professionals working in different categories of libraries such as public libraries, school, college and other academic and special libraries. P. 01-02.

GHOSH, Dr. Jayati. Libraries, Librarians and Library Associations.

Discusses the role of libraries, librarians and library associations in the development of mass consciousness regarding the faithful and meaningful services offered by the librarians and information scientists through different libraries and library associations. It also suggests some improvements to remove the hindrances in this respect and the role of librarians and library associations, thereof. P. 03-07.

Bengal Library Association : An appeal

a. The Secretary of the Association appeals to the members of the Association to make generous donations to the **Granthagar Fund**, so that financial stresses in its publications regularly, could be met to some extent.

b. **List of donors to the "Granthagar Fund"** P. 07

Date	Receipt	Name	Place	Amount
29.03.03	2099	Sri Shibdas Ghosh	Howrah	100.00
29.03.03	2100	Sri Tarun Kr. Ghosh	Howrah	100.00
29.03.03	2101	Sri Gopal Achari	Purulia	100.00
29.03.03	2102	Sri Hemanta Goswami	Purulia	100.00
29.03.03	2103	Sri Subir Das	Kolkata	100.00

Chatterjee, Mousumi. Birbhum district education and link library programme.

Points out to the role of link libraries, among other things, in the overall development of children's education and their reading habits. The main objective of the programme is said to be establishing link between the libraries and the primary schools, in the district to subserve the aforesaid twin purposes. P. 08-10.

RoyChowdhury, Prabir, (Compiler) Some of the highlights of the public library service in the United Kingdom.

The highlights as published in a report of the Loughborough University, include among other things, the statistical data on the pattern in the use of the public libraries, provision for users falling under the categories of children and youth, condition of school libraries, nature and character of book and publishing industry etc. P. 11-12.

Library News :

1. **City Central Library, Durgapur :** Cultural function held on 15 February, 03.
2. **Rammohan Library and Free Reading Room :** Centenary function of the library will

be held on 22 May, 03.

3. **Belgharia Pyarimohan Memorial Library** : New building, career guidance and Computer Centre was inaugurated on 6 March, 03.
4. **Jadavpur University Seminar on 'Teaching Library and Information Science in Vernacular : Problems and prospects'**, was held on 22 March or 22 March, 03.
5. **Choupukuria Pragati Pathagar** : Silver Jubilee function was held on 15 February, 03.
6. **West Bengal Public Library Employees' Association News.**
   a. **Barasat Subdivisional Branch** : General meeting was held on 6 April, 2003.
   b. **South Chabbis Paraganas Branch.** General meeting was held on 12.04.03.
7. **Purulia District Library** : Training Centre for competitive examination was inaugurated on 31 January, 03 at the District Library building. P. 13-15.

Book Fairs :

1. Purulia district "Book Fair" was held on 11.02.03
2. Murshidabad district "Book Fair" was held on 17.02.03. P. 15.

Librarians' News : P. 15.

1. **Sri Gorachand Mondal,** Chief librarian, Patent Office, obtained Ph. D from Jadavpur University on "Importance of Patent information etc" under Prof. B P Mukherjee.
2. **Sml. Ruksmini Mitra,** Technical Officer, Bose Inst., Kolkata obtained Ph. D from Jadavpur University on "Growth and development and structure of Biotechnology information" etc, under Prof. P. RoyChowdhury.
3. **Sri Krishnapada Majumdar,** Senior Lecturer & Head, Library & Information Science Dept., Jadavpur University obtained Ph. D. on "Public Library movement in West Bengal", under Prof. P. Roy Chowdhury. P. 15.

Association News :

1. **Convocation of Certificate in Library Sc. Exam., 2002** : was held on 22.3.03 at the Association Building. Dr. (Miss) Karuna Bhattacharya Ex-Pro-VC, CU, Chief-Guest of the function, delivered the convocation address.
2. **Workshop (3rd) of Librarians was held** on 28 Jan - 1 Feb, 03, under the auspices of the Hooghly District Branch of the Association. P. 16.

Report of the Seminar on standardization and development of services of college libraries of West Bengal — by Tapasri Das.

The seminar was held on 15.12.02 under the joint auspices of BLA, WB College Librarians' Association, State Medical Library Association. Sri Satyasadhan Chakraborty, High Education Minister, WB, was Chief guest. P. 19

Notice :

1. **The Association requests the authorities concerned in the school libraries/ Secretaries of District Branches of BLA** for supplying **data on school libraries** to the Association at the earliest. P.27
2. **Reunion** of present & Ex-students of **certificate course of BLA** expected to be held in **May or June, 2003**. P.10
3. School Library Sub-committee : **Seminar on school libraries to be held in July 2003**; school librarians to contact Association. P. 17.
4. **A meeting for formulation of principles regarding Seminar Cum Workshop on** Public Libraries will be held on **14th May, 2003 at BLA building at 1p.m.** P. 10.

Annual Index of Granthagar Vol-52 : Computed by Partha Pratim Das. P. 31 (i-x).

Errata : P. 40 (x)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

নির্ঘন্ট সঙ্কলক

পার্থ প্রতিম বোস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বার্ষিক নির্ঘন্ট

বর্ষ ৫২; বৈশাখ-চৈত্র, ১৪০৯

সম্পাদক

রামকৃষ্ণ সাহা (বর্ষ ৫২; বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৯)

ও

ড: শ্যামল রায়চৌধুরী (বর্ষ ৫২; শ্রাবণ-চৈত্র, ১৪০৯)

সহযোগী সম্পাদক

নির্মাল্য রায়

ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪

দূরভাষ - ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বার্ষিক নির্ঘন্ট । ৫২ বর্ষ। ১৪০৯

ক : লেখক-আখ্যা সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

অনিতা ভট্টাচার্য (বিশ্বাস) / তথ্য প্রযুক্তির আলোকে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বোর্ড (NLB) ও সিঙ্গাপুরের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ৯, পৌষ; পৃ: ২১৫-২২০

অভিধান বা শব্দকোষের কথা / রামকৃষ্ণ সাহা। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৮০-৮৮

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত / ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার স্মরণে। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭১-১৭২

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত / প্রসঙ্গ : গ্রন্থপথিক চিত্তরঞ্জন (সমালোচনামূলক প্রবন্ধ)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৩-৯৭

অরুণ ঘোষ। *দেখুন* গোপাল পাল ও অরুণ ঘোষ

এ এ সি আর ২ আর (১৯৮৮) — একটি অসম্পূর্ণ কোড / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাল্লা। ১, বৈশাখ; পৃ: ৩-৭

কথা-প্রসঙ্গে / জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৪-১৬
— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৮৯-৯২
— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯১-১৯৪

কলেজ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬১-২৬২

কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক / বর্ণীকরণ ও সূচীকরণ সম্পর্কিত বাংলা প্রতিশব্দের ব্যবহার : একটি সমীক্ষা। ১, বৈশাখ; পৃ: ৮-১৩

কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক। *দেখুন* বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মাল্লা।

গতিকৃষ্ণ কটব্যাল / মুদ্রিত মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম : একুশ শতকের গ্রন্থাগারিকদের জন্য ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি আলোচনা। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৫-১৯৭

গুজরাট কাণ্ড (সম্পাদকীয়)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩০-৩১

গোপাল পাল ও অরুণ ঘোষ / বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগার — একটি প্রতিবেদন। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৩-২৯৫

গ্রন্থ সমালোচনা / ড: সৌমিত্র সরকার। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৯

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ও গুরুত্ব / মিলন কুমার সরকার। ১০, মাঘ; পৃ: ২৩৯-২৪২

গ্রন্থাগার দিবস ও আমরা (সম্পাদকীয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২১৩-২১৪

গ্রন্থাগার পরিষেবায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম — কি ভাবে?/ প্রবীর দে। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৭-২৬৮

গ্রন্থাগারের নববর্ষ (সম্পাদকীয়)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১-২

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় / ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৫

ছেচল্লিশ (৪৬তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : ১০-১২ই মে, ২০০২। (উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যবিবরণী) ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৩-৪৫

ছেচল্লিশ (৪৬তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন / বেবী দাস। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭২

ছেচল্লিশ (৪৬তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৬৬-৬৮

ছেচল্লিশ (৪৬তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : কার্যকরী অধিবেশনের প্রতিবেদন। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৬১-৬৫

ছেচল্লিশ (৪৬তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : গৃহীত প্রস্তাব সমূহ। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৬৯-৭১

জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র — একটি নতুন প্রকল্প (সম্পাদকীয়)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৩৭-১৩৮

(ডঃ) জয়ন্তী ঘোষ / বাণিজ্যিক গ্রন্থাগার : জাতীয় জীবনে বাণিজ্যিক গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও ভূমিকা। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৬-১২১

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ (সম্পাদকীয়)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৫০-৫১

জানবার অধিকার : সার্বিক প্রেক্ষাপট / সমীর কুমার দে ও মাধব মোহন অধিকারী। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৩৯-১৪২

ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার / চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৫

ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার স্মরণে / অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭১-১৭২

ডঃ ওহ্‌দেদার চলে গেলেন / ডঃ বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৬-১২৭

ডঃ রঙ্গনাথন ও আমরা (সম্পাদকীয়)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৭৮-৭৯

তথ্য প্রযুক্তির আলোকে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বোর্ড (NLB) ও সিঙ্গাপুরের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা / অনিতা ভট্টাচার্য (বিশ্বাস)। ৯, পৌষ; পৃ: ২১৫-২২০

তাপস কুমার মন্ডল / সুন্দরবন অঞ্চল উন্নয়নে অ-বইয়ের ভূমিকা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৬-২৪৭

দেবব্রত মান্না। *দেখুন* বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মান্না।

দেবব্রত মান্না। *দেখুন* বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মান্না।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় / বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস।
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৮-৪২
— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৫২-৬০
— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২২-১২৪
— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৩-১৪৫
— ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৬৮-১৭০
— ৯, পৌষ; পৃ: ২২১-২২৫
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৩-২৪৫
— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৯-২৭৪
— ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯১-২৯২

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারে কম্প্যুটারের প্রয়োগ (সম্পাদকীয়)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৪-১১৫

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা / রামকৃষ্ণ সাহা। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩২-৩৭

পাঠক ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৫-১৮৬

পুস্তক সমালোচনা / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সমালোচক)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৬-৩০৭

প্রবীর সে / গ্রন্থাগার পরিষেবায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম— কি ভাবে?। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৭-২৬৮

প্রসঙ্গ : গ্রন্থপথিক চিত্তরঞ্জন (সমালোচনামূলক প্রবন্ধ) / অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৩-৯৭

প্রাসাদ গ্রন্থাগার : হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালার টুক্‌রো কথা / বিধানচন্দ্র বিশ্বাস। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৭-১৯০

বর্গীকরণ ও সূচীকরণ সম্পর্কিত বাংলা প্রতিশব্দের ব্যবহার : একটি সমীক্ষা / কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক। ১, বৈশাখ; পৃ: ৮-১৩

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৮-৪২
— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৫২-৬০
— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২২-১২৪
— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৩-১৪৫
— ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৬৮-১৭০
— ৯, পৌষ; পৃ: ২২১-২২৫
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৩-২৪৫
— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৯-২৭৪
— ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯১-২৯২

(ডঃ) বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় / ডঃ ওহ্‌দেদার চলে গেলেন। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৬-১২৭

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা : সমস্যা ও সমাধান — একটি প্রতিবেদন। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭-১৮

বাণিজ্যিক গ্রন্থাগার : জাতীয় জীবনে বাণিজ্যিক গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও ভূমিকা / ডঃ জয়ন্তী ঘোষ। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৬-১২১

বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগার — একটি প্রতিবেদন/ গোপাল পাল ও অরুণ ঘোষ। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৩-২৯৫

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় / রোজনামচা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৬-১৪৮

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মান্না / সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন ধাপ : উদাহরণসহ আলোচনা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৩-২৬৬
১২, চৈত্র; পৃ: ২৮৭-২৯০

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মান্না / এ এ সি আর ২ আর (১৯৮৮) — একটি অসম্পূর্ণ কোড। ১, বৈশাখ; পৃ: ৩-৭

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মান্না / সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন ধাপ। ৭ কার্ত্তিক; পৃ: ১৬২-১৬৩

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৬১-১৬২

বিধানচন্দ্র বিশ্বাস / প্রাসাদ গ্রন্থাগার : হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালার টুক্‌রো কথা। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৭-১৯০

বেবী দাস / ৪৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ৩ আষাঢ়; পৃ: ৭২

মাধব মোহন অধিকারী। দেখুন সমীর কুমার দে ও মাধব মোহন অধিকারী।

মিলন কুমার সরকার / গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ও গুরত্ব। ১০, মাঘ; পৃ: ২৩৯-২৪২

মুদ্রিত মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম : একুশ শতকের গ্রন্থাগারিকদের জন্য ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি আলোচনা / গতিকৃষ্ণ বটব্যাল। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৫-১৯৭

রামকৃষ্ণ সাহা / অভিধান বা শব্দকোষের কথা। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৮০-৮৮

রামকৃষ্ণ সাহা / পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩২-৩৭

রোজনামচা / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৬-১৪৮

সমীর কুমার দে ও মাধব মোহন অধিকারী / জানবার অধিকার : সার্বিক প্রেক্ষাপট। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৩৯-১৪২

সরকারী তথ্য সম্ভারণ ও তথ্য পরিষেবা (সম্পাদকীয়)। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৮৫-২৮৬

সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (সম্পাদকীয়)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৩৭-২৩৮

সুন্দরবন অঞ্চল উন্নয়নে অ-বইয়ের ভূমিকা / তাপস কুমার মন্ডল। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৬-২৪৭

সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন ধাপ / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মাল্লা। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৬৩-১৬৭

সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন ধাপ : উদাহরণসহ আলোচনা / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামানিক ও দেবব্রত মাল্লা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৩-২৬৬

১২, চৈত্র; পৃ: ২৮৭-২৯০

খ : বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী
(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)
বিষয়ানুগ সূচী

অ-বইয়ের ভূমিকা — সুন্দরবন / তাপস কুমার মন্ডল। মাঘ; পৃ: ২৪৬-২৪৭

অভিধান / রামকৃষ্ণ সাহা। শ্রাবণ; পৃ: ৮০-৮৮

কলেজ গ্রন্থাগার / সম্পাদকীয়। ফাল্গুন; পৃ: ২৬১-২৬২

কলেজ গ্রন্থাগার-কম্প্যুটার-পশ্চিমবঙ্গ / সম্পাদকীয়। ভাদ্র; পৃ: ১১৪-১১৫

গ্রন্থাগার আন্দোলন। আরও দেখুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস।

গ্রন্থাগার পরিষেবা — পশ্চিমবঙ্গ / প্রবীর দে। ফাল্গুন; পৃ: ২৬৭-২৬৮

গ্রন্থাগার — পাঠক / সম্পাদকীয়। অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৫-১৮৬

গ্রন্থাগার প্রশাসন / মিলন কুমার সরকার। মাঘ; পৃ: ২৩৯-২৪২

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান — বাংলা ভাষা (প্রতিবেদন)। বৈশাখ; পৃ: ১৭-১৮

গ্রন্থাগার — বাঁকুড়া জেলা / গোপাল পাল ও অরুণ ঘোষ। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৩-২৯৫

গ্রন্থাগার — হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালা / বিধানচন্দ্র বিশ্বাস। অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৮৭-১৯০

গ্রন্থাগারিক — বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত মাধ্যম — একুশ শতক / গতিকৃষ্ণ বটব্যাল। অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৫-১৯৭

জাতীয় গ্রন্থাগার — ভবিষ্যত / সম্পাদকীয়। আষাঢ়; পৃ: ৫০-৫১

ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার — স্মৃতিচারণ / অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত। কার্ত্তিক; পৃ: ১৭১-১৭২

— / চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাদ্র: ১২৫

— / ডঃ বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাদ্র; পৃ: ১২৬-১২৭

— / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। আশ্বিন; পৃ: ১৪৭-১৪৮

ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন — স্মৃতিচারণ (সম্পাদকীয়)। শ্রাবণ; পৃ: ৭৮-৭৯

তথ্য পরিষেবা — সাধারণ গ্রন্থাগার - সিঙ্গাপুর / অনিতা ভট্টাচার্য (বিশ্বাস)। পৌষ; পৃ: ২১৫-২২০

তথ্যের চাহিদা / সমীর কুমার দে ও মাধব মোহন অধিকারী। আশ্বিন; পৃ: ১৩৯-১৪২

পুস্তক সমালোচনা / অরুণ দাশগুপ্ত। শ্রাবণ; পৃ: ৯৩-৯৭

বর্গীকরণ — বাংলা পরিভাষা / কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক। বৈশাখ; পৃ: ৮-১৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।
— জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩৮-৪২
— আষাঢ়; পৃ: ৫০-৫১
— ভাদ্র; পৃ: ১২২-১২৪
— আশ্বিন; পৃ: ১৪৩-১৪৫
— কার্তিক; পৃ: ১৬৮-১৭০
— পৌষ; পৃ: ২২১-২২৫
— মাঘ; পৃ: ২৪৩-২৪৫
— ফাল্গুন; পৃ: ২৬৯-২৭৪
— চৈত্র; পৃ: ২৯১-২৯২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন — ৪৬ তম। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৩-৪৫
— আষাঢ়; পৃ: ৬১-৭১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন-৪৬তম — কবিতা / বেবী দাস। আষাঢ়; পৃ: ৭২

বাণিজ্যিক গ্রন্থাগার — গুরুত্ব ও ভূমিকা / ডঃ জয়ন্তী ঘোষ। ভাদ্র; পৃ: ১১৬-১২১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার / সম্পাদকীয়। কার্তিক; পৃ: ১৬১-১৬২

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী — স্মৃতিচারণ / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। আশ্বিন; পৃ: ১৪৬-১৪৭

মায়া ভট্টাচার্য — স্মৃতিচারণ / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। আশ্বিন; পৃ: ১৪৬-১৪৭

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা — পশ্চিমবঙ্গ / রামকৃষ্ণ সাহা। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৩২-৩৭

শব্দবোধ। *আরও দেখুন* অভিধান।

সাধারণ গ্রন্থাগার / সম্পাদকীয়। আশ্বিন; পৃ: ১৩৭-১৩৮

সাধারণ গ্রন্থাগার — পরিষেবা / সম্পাদকীয়। মাঘ; পৃ: ২৩৭-২৩৮

সাধারণ গ্রন্থাগার — সরকারী তথ্য সম্ভারণ সংক্রান্ত পরিষেবা / সম্পাদকীয়। চৈত্র; পৃ: ২৮৫-২৮৬

সাধারণ গ্রন্থাগার — সিঙ্গাপুর / অনিতা ভট্টাচার্য (বিশ্বাস)। পৌষ; পৃ: ২১৫-২২০

সূচীকরণ — বাংলা পরিভাষা / কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক। বৈশাখ; পৃ: ৮-১৩

সূচীকরণ কোড / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাল্লা। বৈশাখ; পৃ: ৩-৭
— কার্তিক; পৃ: ১৬৩-১৬৭
— / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মাল্লা। ফাল্গুন; পৃ: ২৬৩-২৬৬
— চৈত্র; পৃ: ২৮৭-২৯০

বিভাগীয় সূচী

আলোচনা চক্র :

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন — আলোচনাচক্র, রাজ্য যুব কেন্দ্র, মৌলালি। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৫

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বামফ্রন্ট সরকার — আলোচনাচক্র, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার, হাওড়া। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৬

গ্রন্থাগার দিবস :

অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর, নদীয়া, গ্রন্থাগার দিবসে "কল্পাধিনান পুরস্কার"। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫১

উত্তর দিনাজপুর জেলায় গ্রন্থাগার দিবস পালন। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৩

কাঙারা জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি, কাঙারা, বর্ধমান। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫২

কোচবিহার জেলায় মাথাভাঙ্গা মহকুমায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫২

গ্রন্থাগার দিবস ও আমরা (সম্পাদকীয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২১৩-২১৪

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার (চুঁচুড়া, হুগলী)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৩

তারাগুনিয়া শহর গ্রন্থাগার। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫০

দি ইউনাইটেড রিডিং ক্লাব অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরী, তরুণ সঙ্ঘ লাইব্রেরী, বাকসাড়া, হাওড়া। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫০

দুবরাজপুর টাউন লাইব্রেরী, বীরভূম। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৬

পার্ক সার্কাস ঠাকুরপুকুর বালক যুবক সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, ১০, মাঘ; পৃ: ২৫০

প্রগতিশীল গ্রন্থাগার, কানাইপুর, পল্লীভারতী, মুগকল্যাণ। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বর্ধমান জেলা শাখা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, রাজ্য যুব কেন্দ্র, মৌলালি। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৬

বর্ধমান জেলায় গ্রন্থাগার দিবস, ২০০২ পালন। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৩

বসুনগর গ্রন্থাগার, মধ্যমগ্রাম। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫০

বিপ্রনন্দীগ্রাম রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, বীরভূম। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৬

যদুপুর মর্ডান ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরী, যদুপুর, মালদহ। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৬

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫২

শ্রী শ্রী সারদামনি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বড়বাসেরিয়া, নবগ্রাম, হুগলী। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৩

সজনী টাউন লাইব্রেরী (হবিবপুর, মালদহ)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫২

গ্রন্থাগার : বার্ষিক নির্ঘন্ট

— ১৪০৮। ১, বৈশাখ; পৃ: ii - x

গ্রন্থাগার সংবাদ :

অনন্ত দত্ত মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরি। দমদম, কলকাতা : বৃত্তি সহায়ক বিভাগ উদ্বোধন। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৩

অরবিন্দ পাঠাগার, মায়াপুর, হুগলী, গ্রন্থাগার ভবন সম্প্রসারণ। ৯, পৌষ; পৃ: ২২৬

ঈশ্বরচন্দ্র রায় স্মৃতি পাঠাগার, বিন্দোল, উত্তর দিনাজপুর জেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫০

উখুড়া পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার, উখুড়া — সরংপুর, ভায়া-পাটুলি, বর্দ্ধমান। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৬

এ. কে. গোপালন স্মৃতি পাঠাগার, পুরুলিয়া। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৯

কল্যাণ নগর রিক্রিয়েশন ক্লাব, মদনপুর, নদীয়া। ১, বৈশাখ; পৃ: ২৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৮

কান্দারা জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৮

কালিগঞ্জ স্মৃতি গ্রামীণ পাঠাগার, কালিগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৫

কাহালা বাণী পাঠাগার, (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) কাহালা, মালদহ। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৩

কীর্ণাহার রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি টাউন লাইব্রেরী, কীর্ণাহার, বীরভূম (রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল-কাম-মিউজিয়াম, নদীয়া। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

— ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৪

কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র পাঠাগারে দ্বিজেন্দ্র জয়ন্তী। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৯

গ্রন্থাগারিকের অবসরগ্রহণ। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৪

চিচুড়িয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগার, হরিপুর, বহুলা, বর্দ্ধমান (স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

চুপী অকিঞ্চন কুটির ও অক্ষয় গ্রন্থাগার, চুপী, বর্ধমান, (৭৫ বৎসর পূর্ত্তি উৎসব)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫০

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত), চুঁচুড়া, হুগলী। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮

— ৯, পৌষ; পৃ: ২২৬

জাগৃতি সঙ্ঘ ও গ্রন্থাগার, গোসাইরহাট, কুচবিহার (রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৯

জাতীয় গ্রন্থাগার পুস্তক প্রদর্শনী। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৯

জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫১

জ্ঞানপদ গ্রন্থাগার (কাঁপড়া মিলন সাহিত্য ভবন) পুরুলিয়া। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৩

ডুরণ্ড নবীন ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরী, পুরুলিয়া (নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনের উদ্বোধন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

তপন পল্লী পাঠাগার, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর। ৩, আষাঢ়, পৃ: ৭৪

তালদি নেতাজী পাঠাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৯

তেলিনীপাড়া, বঙ্কুমহল পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) পূর্বস্থলী, বর্দ্ধমান (রজন জয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ১২ চৈত্র; পৃ: ২৯৬

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ দিনাজপুর। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৮

দুর্গাপুর তথ্য কেন্দ্রে স্মরণসভা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫২

দু'হাজার এক (২০০১) সালের রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন পুরস্কার উপলক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০০-১০১

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৩

নবোদয় সংঘ পাঠাগার উদ্বোধন, নদীয়া। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৮
নরেন সেন স্মৃতি গ্রন্থাগার, কলকাতা। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৪
নেতাজী স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, নজিরহাট, দিনহাটা, কোচবিহার। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৮
পর্বতপুর সর্ব সাধারণ পাঠাগার, পর্বতপুর, বর্ধমান, ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৮
পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্দ্ধমান (গ্রন্থাগারিকের সম্বর্দ্ধনা) ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৬
পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৪
পল্লীশ্রী পাঠাগার (হীরাপুর, হাওড়া)-এর সুবর্ণজয়ন্তী। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮
পশ্চিমবঙ্গ বেসরকারী ও অপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৮–৩০৩
পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), পূর্বস্থলী, বর্দ্ধমান (প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৬
ফেন্ডস ক্লাব লাইব্রেরী জগাছা, হাওড়া (প্রয়াত সুবিনয় ঘোষের স্মরণসভা)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৪
বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ১৪৬তম জন্মদিবস পালন। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৯
বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ (রেজাউল করীম জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন)। ১২ চৈত্র; পৃ: ২৯৭
বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮
বালক সংঘ পাঠাগার, ধুনকী, পাঁচলা, হাওড়া। ১, বৈশাখ; পৃ: ২৩
বাসন্তী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মশাদহ বাজার, কড়িয়ালী, মালদহ। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫১
বীণাপানি স্মৃতি পাঠাগার, চুঁচুড়া, হুগলী। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৪
ভবানী সেন গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫১ — ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৭-২৯৮
ভারতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের পুরস্কার। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৫
মসিনান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার, সৈদপুর, হুগলী। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫১
'মাতৃভাষা অনুষ্ঠান' ২০০২ — একটি প্রতিবেদন। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১৫০
মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, বৃত্তি সহায়ক প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন। ৯, পৌষ; পৃ: ২২৬
মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৮
মালদহ-র গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রশংসা। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮
মালদহে গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ক কর্মশালা। ২২-২৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৭
মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম, মাহেশ। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৮
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৪
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, রিষড়া। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৮
মিলন সাহিত্য ভবন, ঝঁপড়া (জনপদ গ্রন্থাগার)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৫
মেমারী মিলন সংঘ গ্রাম্য পাঠাগারে নবনির্মিত ভবন ও বৃত্তিমূলক সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৩
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ শিবির। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৯
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৯
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ ওহুদেদার-এর স্মরণসভা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৯
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লাইব্রেরি অটোমেশন ও নেটওয়ার্কিং' সম্পর্কে রিফ্রেসার কোর্স। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৩
রবীন্দ্রভবন ও শহীদ নিত্যানন্দ স্মৃতি গ্রন্থাগার, পায়রাডাঙ্গা, প্রীতিনগর, নদীয়া। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৫
রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার হিসাবে পুরস্কার লাভ। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৫
রাধারমণ সম্মিলন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ডুমুরদহ, হুগলী। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৩
শহীদ সুবোধ সুখিত পাঠাগার, সিংহাবাদ, মালদহ (সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৬
শাশ্বত সুচেতনা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রাধাবল্লভপুর, পাতুল, খানাকুল, হুগলী। (নতুন গ্রন্থাগার উদ্বোধন) ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৮
সফল পদক্ষেপ। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৩
সাণ্টীবাড়ী জনকল্যাণ পাঠাগার, উত্তর সাণ্টীবাড়ী, জলপাইগুড়ি। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৪

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫০

সিন্দরী জনতা লাইব্রেরী, পুরুলিয়া। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৩

সুকান্ত স্মৃতি সাহিত্য পাঠাগার, পুজালি, লক্ষণপুর, পুরুলিয়া (কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী পালন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৪৯

সৈদপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রন্থাগার (পো : টাকী, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮

সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার, ভবানীপুর, কলকাতা। ৬, আশ্বিন, পৃ: ১৫০

স্বাধীনতা সংগ্রামী হীরেন্দ্রনাথ রায় স্মৃতি গ্রন্থাগার, প্রীতিনগর, নদীয়া। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৬

গ্রন্থাগারিক দিবস :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বর্ধমান জেলা শাখা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫২

বিদ্যাসাগর মঞ্চ, কল্যাণী। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫১-১৫২

চিঠিপত্র :

অঞ্জনা দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৪-১৫৫

অনুপ কুমার দাস, পূর্ব মেদিনীপুর। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৭

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮০

অরুণ ঘোষ, কলকাতা। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৮

গীতা চট্টোপাধ্যায়। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ৬, আশ্বিন, পৃ: ১৫৫-১৫৭

মৃণাল কান্তি মন্ডল, পুরুলিয়া। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৫

শিবরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরকুলি, বর্ধমান। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৮

সুরেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১, বৈশাখ; পৃ: ২৪

গ্রন্থাগার তহবিল দাতার নাম (গ্রন্থাগার পত্রিকা) :

— ১, বৈশাখ; পৃ: ১৩
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৫
— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৬৫
— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৯
— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৫
— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৭
— ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮১
— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৭
— ৯, পৌষ; পৃ: ২২৫
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৪২
— ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৬৮
— ১২, চৈত্র; পৃ: ২৮৬

পরিষদ সংবাদ :

আনন্দ সন্ধ্যা : পরিষদের সার্টিফিকেট পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব ২০০২। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২

আরামবাগ মহকুমা ও তারকেশ্বর ব্লকের গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা, হুগলী জেলা শাখা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৪-৩০৫

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী (১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখের কার্যনির্বাহক সভায় গৃহীত)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৫-১৭৬

তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান (১৪০৭)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৪

'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক' সংক্রান্ত নিয়মাবলী (সংশোধিত) (১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখের কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় গৃহীত)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৭

পরিষদ পরিচালিত কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ পাঠক্রম : অংশগ্রহণকারী ও অংশগ্রহণকারিণীদের নাম (একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ কোর্স)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৫

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্টিফিকেট পাঠক্রমের (২০০১) সমাবর্তন উৎসব। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২-১০৩

পরিষদের সংশোধিত চাঁদার হার। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৫

প্রয়াত গ্রন্থাগারিকদের শোকসভা। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি, সভা, সমিতি, ডেপুটেশন, সম্মেলন। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ১৯৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩২-২৩৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২০০২ ও নদীয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বর্ধমান জেলা সম্মেলন। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০২-২০৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মাথাভাঙ্গার ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের জন্মদিন পালন, কুচবিহার জেলা শাখা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মেদিনীপুর জেলা শাখা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা শাখা আলোচনা সভা। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা শাখা, প্রয়াত সুবিনয় ঘোষের স্মরণসভা। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা ৯ম বার্ষিক সম্মেলন। ১, বৈশাখ; পৃ: ২৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা সম্পর্কিত নতুন প্রকাশনার উদ্যোগ, হাওড়া জেলা শাখা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা শাখা, চন্দননগর মহকুমায় গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা। ৯, পৌষ; পৃ: ১৩১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা শাখা (হুগলী সদর মহকুমা)। ৯, পৌষ; পৃ: ১৩১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলায় গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা, হুগলী জেলা শাখা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৯৯-২০০০ সনের কাউন্সিল। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতি, কাউন্সিল ও বিভিন্ন উপসমিতির সদস্যদের তালিকা (২০০০-২০০২)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩২-১৩৪

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষা, ২০০২ এর ফলাফল। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৭-২৭৯

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সংবাদ :

অবস্থান কর্মসূচী, বিধাননগর, কলকাতা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৪

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ১, বৈশাখ; পৃ: ২২

কোচবিহার জেলা শাখা, কোচবিহার জেলায় পি. এল. ই.-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: :১৯৯

বর্ধমান জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৭৫

বইমেলা সংবাদ :

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা চতুর্দশ গ্রন্থমেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ২৯৭

উত্তর দিনাজপুর জেলা বই মেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৯

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বই মেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৯

দার্জিলিং জেলা গ্রন্থমেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৮

বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৯

বীরভূম জেলা গ্রন্থমেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৮

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থমেলা। ১০, মাঘ; পৃ: ২৪৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ছুটির তালিকা - ২০০৩ ১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮০

বিজ্ঞপ্তি :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৯-২২

শোক সংবাদ :

অরবিন্দ ঘোষ (গোপাল)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬

অরুণলাল দে। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৫

অশোক মিত্র। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩১

(ডঃ) আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার। ৪, শ্রাবণ, পৃ: ১০৬

নির্মলচন্দ্র চৌধুরী। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৭২

পৃথা দাশগুপ্ত। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৩

বিভাবসু ঘোষ। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬

বেনুলাল সাহা। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩১

ব্রততী দাশগুপ্ত। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৫

মায়া ভট্টাচার্য। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৫

সুবিনয় ঘোষ। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৮

সরকারী আদেশনামা :

ছেচল্লিশ (৪৬তম) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে। ১, বৈশাখ; পৃ: ২৯

স্মারকলিপি :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর নিকট কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফে মাননীয় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের মন্ত্রীর নিকট দেওয়া পলিটেকনিক সমূহের গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সমাধানে স্মারকলিপি। ৯, পৌষ; পৃ: ২২৮-২৩০

English Abstracts :

১. বৈশাখ; পৃ: ২৫-৬২

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭-৭৮

৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৭

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১৩

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৬

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৮-১৫৯

৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৮২-১৮৩

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৯-২১০

৯, পৌষ; পৃ: ২৩৪-২৩৫

১০, মাঘ; পৃ: ২৫৮-২৫৯

১১, ফাল্গুন; পৃ: ২৮১-২৮২

১২, চৈত্র; পৃ: ৩০৮

ভ্রম সংশোধন

['গ্রন্থাগার'-এর বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১২, চৈত্র ১৪০৯ (March, 2003) সংখ্যায় অনবধানবশতঃ কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। সেগুলি সংশোধন করে নীচে দেওয়া হল। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। — *সম্পাদক*]

পৃষ্ঠা	কলাম ও লাইন	যা হয়েছে	যা হবে
২৮৫	বাঁ দিকের কলাম, ১৩ লাইন	মদ্যে	মধ্যে
৩০৫	ডান দিকের কলাম, ১৬ লাইন	সাধারণ সদস্য ৮০.০০ (আশি টাকা) (সাধারণ সদস্য অন্যান্য অংশ বাদ পড়েছে)	সাধারণ সদস্য (ভারতীয়) ৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা) (সাধারণ সদস্য অন্যান্য অংশ সহ চাঁদার সম্পূর্ণ সংশোধিত হার এই সংখ্যার ১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।)
৩০৮	ENGLISH ABSTRACT (Vol. 52, No. 12)	কয়েকটি বাদ পড়েছে	এই পৃষ্ঠায় নীচে ADDENDUM মুদ্রিত হয়েছে।

ENGLISH ABSTRACT (Vol. 52, No. 12)

ADDENDUM : (P. 308)

[ENGLISH ABSTRACTS of the following news were omitted in (Vol. 52, No. 12) inadvertently.]

LIBRARY NEWS :

10. **Workshop on Library Services was held at Zilla Parishad Guest House, Malda on 22-23 Feb., 2003.** P. 297

11. **Bhabani Sen Granthagar and Research Centre :** Discussion on "Old Libraries of West Bengal : Collection of Documents of Research" held on 7.12.2002. P. 297

12. **Saaswata Suchetana Gramin Granthagar, Radhaballavpur, Hooghly :** Inauguration of new library on 8.3.2003. P. 298

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

   ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

   খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

   গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

   ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

   ঙ. **ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

   চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

      i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

      ii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

      iii) **রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।**

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 : No. 1 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy April, 2003

CONTENTS

Page

New Year's Day of Granthagar and the Bengal Library Association (***Editorial***) 01

Jayati Ghosh 03
Libraries, Librarians and Library Association

Mousumi Chatterjee 08
Birbhum district education and link library programme

Prabir Roy Chowdhury (compiler) 11
Some of the highlights of the Public Library Services in the United Kingdom

Library News 13

Association News 16

Report of the Seminar on Standardization and development of services of college libraries in West Bengal — **Tapasri Das (Rapporteur)** 19

Appeal for submission of data regarding school libraries 27

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 1) 29

ANNUAL INDEX (Vol. 52, Nos. 1 to 12) – **Partha Pratim Basu (Compiler)** 31

ERRATA 40

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2245-2356
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ২ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

আগামী দিনের গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়) ৪১

পার্থ প্রতিম রায় ৪৩

গ্রাম উন্নয়ন ও তথ্য পরিষেবা : গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

মোহঃ গোলাম মোস্তাফা ও ড: অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদালয় গ্রন্থাগার

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে

কথা প্রসঙ্গে

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

চিঠিপত্র

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 2) ৬৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

■ **বিমল কুমার দত্ত**
রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, ১৯৮৯
মূল্য : ১৫.০০ টাকা

■ **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
মূল্য : ২০.০০ টাকা।

■ **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
মূল্য : ৬৫.০০ টাকা

■ **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
মূল্য : ২৫.০০ টাকা

■ **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

■ **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

■ **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

■ **Ohdedar, A.K.**
Research methodology, 1993.
Rs. 125.00/-

■ **Ohdedar, A.K.**
Book classification. 1994.
Rs. 200.00/-

■ **Bengal Library Association**
Phanibhusan Roy Commemorative volume :
1998. Rs. 200.00

■ **Saha, R. K. ed.**
Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/-

■ **Bengal Library Association.**
Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ২ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মালা রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০

সম্পাদকীয়

আগামী দিনের গ্রন্থাগার

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রথাগত ধারণাকে ক্রমশঃ বদলে দিচ্ছে। গ্রন্থাগারকে একসময় কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত প্রকাশিত ডকুমেন্টের (document) সংগ্রহশালা বা সংরক্ষণশালা হিসেবে গণ্য করা হোত। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারকে ঐসব সংরক্ষিত ডকুমেন্টে আলোচিত তথ্যের পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র নিজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ডকুমেন্টের তথ্য নয়, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় প্রকাশিত তথ্য সরবরাহ করাও গ্রন্থাগার পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তথ্যের বিস্ফোরণ বা আধিক্য, তথ্যের জটিলতা প্রভৃতি তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সমস্যাও হয়ে দাঁড়িয়েছে। সি ডি রম (CD Rom), ইলেকট্রনিক বই (E-book) বা পত্রপত্রিকায় (E-journal) সংরক্ষিত তথ্য সংগঠন (organisation) এবং তথ্যোদ্ধারও (information retrieval) এখন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম পরিষেবা বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুতঃ বর্তমানে গ্রন্থাগারে ইন্টারনেটের (internet) মাধ্যমে পঞ্জীয় তথ্য (bibliographical reference) ছাড়াও ডকুমেন্টের সম্পূর্ণ বা মূল পাঠ (full text) ব্যবহারকারীরা সহজেই আহরণ করতে পারছেন। আগামী দিনের গ্রন্থাগার বই, পত্র-পত্রিকার মূল দায়িত্ব ছাড়াও তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংগঠন, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যোদ্ধারের প্রতিষ্ঠান হতে চলেছে। গ্রন্থাগারে কি ধরনের তথ্য সংগৃহীত, সংগঠিত, সংরক্ষিত হচ্ছে, কি ধরনের তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে বা ঐ প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করেই ধাপে ধাপে গড়ে উঠছে আগামী দিনের গ্রন্থাগার। প্রচলিত (Traditional) গ্রন্থাগার ছাড়াও বর্তমানে যেসব ধরনের গ্রন্থাগারের কথা শোনা যাচ্ছে সেগুলো হলো বহু মাধ্যম (polymedia) গ্রন্থাগার, ইলেকট্রনিক (electronic) গ্রন্থাগার, ডিজিট্যাল (digital) গ্রন্থাগার, ভারচুয়াল (virtual) গ্রন্থাগার।

বর্তমানে গ্রন্থাগারে বিভিন্নভাবে তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে—যেমন : মুদ্রিতভাবে (print form), মাইক্রোফর্ম (microform), কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এ (compact disk, CD), শ্রব্য-দৃশ্য সামগ্রী (Audio-visual material) প্রভৃতির মাধ্যমে। এই সমস্ত ডকুমেন্ট বা মাধ্যমের প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। একই গ্রন্থাগারে সব রকম মাধ্যমের একসঙ্গে অবস্থানের ফলে যে ধরনের গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হচ্ছে তা হল বহুমাধ্যম (polymedia) গ্রন্থাগার।

এই গ্রন্থাগারগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত গ্রন্থাগারেরই সমতুল্য। এখানে মুদ্রিত গ্রন্থ, শ্রবণ-দৃশ্য সামগ্রী, সি-ডি রম (CD Rom), মাইক্রোফর্ম (microform), কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার (software) প্রভৃতি মাধ্যমগুলির সংগঠন (organisation) প্রচলিত প্রথায় চলে। এইরকম গ্রন্থাগারে পত্রক সূচী (card catalogue) বা নির্ঘন্টও (index) ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রনিক (electronic) গ্রন্থাগারে তথ্য সংগঠন (information organisation) ও তথ্যোদ্ধার (information retrieval) স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির সাহায্যে ইলেকট্রনিকভাবে করা হয়। এখানে কম্পিউটারের ব্যবহার ও নেটওয়ার্ক (network) ব্যবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করা যায়। ফলে প্রত্যক্ষ নির্ঘন্ট ব্যবস্থা (on line index), মূল-পাঠ অনুসন্ধান (full text searching), তথ্যোদ্ধার (information retrieval), স্বয়ংক্রিয় নথি সংরক্ষণ প্রভৃতি সহজেই করা সম্ভব হয়। এই ধরনের গ্রন্থাগারে তথ্য সংরক্ষণ, তথ্যোদ্ধার ও তথ্য বিতরণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি গৃহীত হয়। এখানে মুদ্রিত পুস্তক ও ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট সহ-অবস্থান করে।

ডিজিট্যাল (digital) গ্রন্থাগারে তথ্য ডিজিট্যালরূপে বা ইলেকট্রনিক আকারে সংরক্ষিত হয়। প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মত ডিজিট্যাল গ্রন্থাগারও ডকুমেন্ট নির্বাচন (selection),

আহরণ (acquisition), সূচীকরণ (cataloguing) ও সংরক্ষণ করে। কিন্তু তফাৎ হলো, ডিজিটাল গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র কম্প্যুটারে পাঠ করা যায় এরূপ তথ্যই থাকে। এই ধরনের গ্রন্থাগারে মুদ্রিত পুস্তক বা ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি এরকম কোন ডকুমেন্ট থাকে না। এখানে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক বই (E-book), পত্রিকা (E-journal) বা অন্যান্য ডকুমেন্ট ইলেকট্রনিকরূপে সংগৃহীত থাকে। সংরক্ষিত সমস্ত তথ্য ম্যাগনেটিক টেপ (magnetic tape) বা অপটিক্যাল ডিস্ক (optical disk)-এ রাখা হয়। সংরক্ষিত তথ্য অনুসন্ধান (search) বা অভিগমন (access) কম্প্যুটারের মাধ্যমেই করতে হয়। এই ধরনের গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারী প্রয়োজনমত আসতে পারেন। আবার বহুদূর থেকে ঐ গ্রন্থাগার তিনি ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনমত ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন।

ভারচুয়াল (virtual) গ্রন্থাগার প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ডিজিটাল গ্রন্থাগার। এইরকম গ্রন্থাগারকে বলা যায় 'দেওয়াল বিহীন গ্রন্থাগার' (library without wall or transparent library)। এইরকম গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগতভাবে না গিয়েও তার উপাদানগুলো ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বই বা ডকুমেন্টকে স্পর্শ করা যায় না। কম্প্যুটারের সাহায্য এবং পাঠকের মনের অবস্থা এই দুই-এর মিশ্রণে বই পড়ার অভিজ্ঞতা হয়। ব্যবহারকারী অফিস, বাড়ী বা যেকোন জায়গা থেকে পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থিত ডাটাবেস (database)-এ সংরক্ষিত তথ্য অনুসন্ধান ও ব্যবহার করতে পারেন।

আগামীদিনে শেষ পর্যন্ত কোন ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ভর করবে ব্যবহারকারীদের শিক্ষার স্তর, মানসিকতা, প্রশিক্ষণ, তথ্যের প্রকারভেদ, তথ্যের চাহিদা প্রভৃতির ওপর। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে আগামীদিনে কোনও ব্যবহারকারী হয়ত প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন। আবার অন্যরা হয়ত ভারচুয়াল বা ডিজিটাল গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার পরিষেবা গ্রহণ করতে বেশি পছন্দ করবেন। আশা করা যায়, ব্যবহারকারীদের স্বার্থে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্য নির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৮.০৪.২০০৩	২১১৩	রথীন্দ্র চন্দ্র দাস	কলকাতা	১০০.০০
০৮.০৪.২০০৩	২১১৪	যতীন্দ্রনাথ সতপথী	কলকাতা	৫৫৫.০০
১১.০৪.২০০৩	২১১৬	রথীন্দ্র চন্দ্র দাস	কলকাতা	১০০.০০
২২.০৪.২০০৩	২১৭৪	সুদেষ্ণা সিংহ রায়	হুগলী	৫০০.০০

গ্রাম উন্নয়ন ও তথ্য পরিষেবা : গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

পার্থ প্রতিম রায়
সহকারী গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, বিনয়ভবন গ্রন্থাগার

ভূমিকা :

মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় প্রস্তর যুগ, ধাতুর যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে আমরা তথ্যের যুগে বাস করছি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যই শক্তি। যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং ব্যবহারের উপরেই দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই তথ্যের ব্যবহারের বেশী। তথ্যের সুসম এবং যথার্থ প্রবাহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ : "মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা"কে সঠিক তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার সমার্থক মনে করা যেতে পারে।

ভারতীয় অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি গ্রাম। জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের বেশী গ্রামে বাস করেন। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অধিকাংশের বাস গ্রামে। নিরক্ষতার হারও (বিশেষত মহিলাদের) গ্রামে বেশী। সেই কারণেই ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য্য। নীচে প্রদত্ত তালিকা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

- **Population Growth : India 1981-2001**

Year	Population	Decadal Growth	
		Absolute	Percent
1981	683,329,097	135,169,445	24.66
1991	843,387,888	163,058,791	23.86
2001	1,027,015,247	180,627,359	21.34

- **Literacy Rate in India, 1981-2001 (percent)**

Year	Female	Male	Persons
1981	29.8	56.4	43.6
1991	39.3	64.1	52.2
2001	54.2	75.9	65.4

- **Literacy Rate by Sex in West Bengal, 2001 (percent)**

Person	Male	Female
69.2	77.6	60.2

- **Percent of Illiterate population in West Bengal, 2001**

Person	Male	Female
7.18	7.53	6.98

স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটার ফলে বর্তমানে গ্রাম উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণের দায়িত্ব স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়েছে। কারণ স্থানীয় সমস্যা এবং তার সমাধানের জন্য উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ স্থানীয় গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত হলেই তার যথার্থ রূপায়ণ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই অনেক রাজ্যে ব্লকস্তর পরিকল্পনা কমিটি (Block Planning Committee) এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটি (Distinct Planning Committee) গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনার শরিক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের জন্যে ব্লক ও জেলা স্তরের পরিকল্পনা কমিটি ১৯৮৫-৮৬ সালে গঠন করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথার্থ রূপায়ণের আবশ্যকীয় উপাদান হল তথ্য আর এখানেই নিহিত আছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা তথ্য কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার : তথ্য সংগ্রহ পরিষেবা

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে শুধুমাত্র প্রথাগত তথ্য উৎস যথা পুস্তক, পত্রপত্রিকার উপর নির্ভর না করে বই বাতীত অপরাপর তথ্য উৎস যথা অডিও, ভিডিও সামগ্রী, মানব সম্পদ, অন্যান্য গ্রন্থাগার/তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে তথ্য বিনিময় এবং রাজ্য, জেলা স্তর থেকে বৃত্তিমূলক, শিল্পমূলক, স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করে তৃণমূল স্তরের তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামীণ মানুষের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, সম্পদ, ভবিষ্যত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং পরিষেবার মাধ্যমে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হয়ে উঠবে "সামাজিক তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র" (Community Information Centre)। স্থানীয় স্বশাসন মূলক সংস্থা, সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠনগুলির প্রয়োজনীয় তথ্যের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি। গ্রামীণ উন্নয়নের অংশ হিসাবে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সুষম ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার রূপায়ন, অ-প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ, সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা যথা কর্মসংস্থান, গৃহনির্মাণ, পানীয় জল প্রকল্প ইত্যাদির রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে তথ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যক্তির কাছে, সঠিক তথ্য পরিষেবার মাধ্যমে "সামাজিক তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র" হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হয়ে উঠবে সমাজ জীবনের অপরিহার্য অংশ এবং জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে

"Career Counselling Centre". তথ্য প্রচার এক্ষেত্রে একমুখী হবে না — তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পেতে হবে যথাযথ "Feedback" — তার ফলে পরবর্তী কালে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটবে। প্রয়োজনে "তথ্যের অধিক মূল্য সংযোজন পরিষেবা" (Value Added Information Service) প্রদানের জন্যে তথ্য নির্বাচন, বিশ্লেষণ, সূচীকরণ, যথাযথভাবে তথ্য উপস্থাপন পদ্ধতির প্রয়োগের জন্যে গ্রন্থাগারিকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তথ্য সংগ্রহ ও পরিষেবার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার :

চিরাচরিত পদ্ধতিতে তথ্য গ্রহণের জন্যে অনুরোধ প্রেরণ এবং তথ্য প্রদান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তি বলতে বোঝায় "The scientific, technical and engineering discipline and the management technique used in information handling and processing; their application, computer and their interaction and men and machine and associated social, economic and cultural matters" (UNESCO). তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, নির্বাচন, সংরক্ষণ, বিন্যাস, উপস্থাপনা এবং প্রেরণ দ্রুততার সঙ্গে সঠিকভাবে করা সম্ভব। যথার্থ তথ্য পরিষেবার অন্যতম প্রধান শর্ত হল দ্রুততার সঙ্গে সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশন। সেই কারণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে "সামাজিক তথ্য পরিষেবা" কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করতে হলে তথ্য সংগ্রহ, সংস্করণ, সংকলন এবং উপস্থাপনের জন্যে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমেই (১) তথ্য প্রদানকারী এবং ব্যবহারকারী এবং (২) অপরাপর গ্রন্থাগার/তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব। সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমেই "পারস্পরিক সম্পদ অধিগ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলি হয়ে উঠবে অধিক তথ্যসমৃদ্ধ।"

বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

বর্তমানে অধিকাংশ গ্রামীণ গ্রন্থাগারই চিরাচরিত বই দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমেই গ্রন্থাগার পরিষেবা সীমাবদ্ধ রেখেছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এই পর্যায় থেকে রাতারাতি উন্নীত হয়ে পশ্চিমী দেশের মতো তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক "সামাজিক তথ্য পরিষেবাকেন্দ্রের" ভূমিকা পালন করবে এমন ভাবা যথার্থ নয়। পর্যায়ক্রমে আমাদের ঐ স্তরে উন্নীত হতে হবে। কিন্তু তার পূর্বশর্ত হল — (১) তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনমানসে সঠিক ধারণা তৈরী করা এবং (২) দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে — কারণ সমীক্ষার মাধ্যমেই প্রকৃত সমস্যা ও তার সমাধানের দিক নির্দেশিত হতে পারে। স্থানীয়, আঞ্চলিক তথ্য সংস্কৃতি, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করে — আঞ্চলিক ভাষায় তথ্য আকর গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে।

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যে তথ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহের উদ্দেশ্যে NIRD (National Institute of Rural Development, Hyderabad) বিভিন্ন SIPRD (State Institute of Panchyal and Rural Development)-র সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। স্থাপিত হচ্ছে গ্রাম উন্নয়নের তথ্য সরবরাহের জন্য 'নেটওয়ার্ক' CORDINET (Cooperative Rural Development Inforamtion Network). আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় গ্রামীণ তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস এবং সরবরাহের জন্যে স্থাপিত হয়েছে "জনগ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র" (Community Library and Information Centre - CLIC) এবং "গ্রাম উন্নয়নের জন্য জনতথ্য বিপনন কেন্দ্র" ("Public Information KIOSKS (PIKS) for Rural Development")। গ্রাম উন্নয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যের উপর গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট যথা : The Centre on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) : http : // www.cirdap.org.sg / Institute of Rural Management, Anand (IRMA) www.irm. ernet.in ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৯-২০০০ সালে গ্রামীণ গ্রন্থাগার নেই এমন ১৪৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে "জন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র" স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এইসব কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত। ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ১৮৪টি "জন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র" স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ৩১২টি কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার :

রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের অন্যতম "পুস্তক সকলের জন্যে" বর্তমান প্রেক্ষাপটে "তথ্য সকলের জন্যে" পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে তথ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। বাইরের কোন সংগঠন নয়, গ্রামের উন্নয়ন ঘটাবার জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণে গ্রামবাসীকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে। তার পূর্বশর্ত হল সঠিক সময়ে, সঠিক "তথ্য পাওয়ার অধিকার"। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই এই জনতথ্য পরিবেশিত হতে পারে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের (পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধ) ভারতবর্ষের পল্লী সমস্যা ও পল্লী সংস্কার প্রসঙ্গে অনুভূতি আজও প্রাসঙ্গিক : "প্রকৃতির ধন এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা স্থলে বড় হয়েছে — আজও এই দুটোতেই সহযোগী রূপে চাই : মানুষের জ্ঞান যেখানে পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডার জ্ঞান করে ঘুনিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে জন্য নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই একযুগের মূলধনে ভোগ ভেঙে আমরা বহুদিন ধরে দিন চালাতে পারব না। আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে, তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে।"

গ্রন্থপঞ্জী :

1) Bose, Asish – India's Billion Plus People 2001 : Census Highlights, New Delhi : B. R. Publication, 2001.
2) Khaw, H. A. "Public Library's Response to Rural Information Needs" in Public Systems : Services and Networking. Ed. by L. S. Ramaiah et al. New Delhi : Ess Ess Publication, 1997.
3) Mal, Nemai, "Community Information Support System through Rural Library in West Bengal" in National Seminar on Cooperative Rural Development Network, Nov. 27-29, 2001, Kalyani.
4) Neelameghan, A. "Social Change; Communication of ideas and Library Service with Special Reference to Developed Societies" in library science with a slant to Documentation. 10 : 1, 1973, 1-23.
5) Sarada, K. "Public libraries in India : Status and Responses" in National Seminar on Community Information Centres under Panchyat Raj, 1997, Hyderabad, NIRD.
6) Venkatappiaw, Velga. "Developing Rural libraries as Rural Information Centres", in National Seminar on Community Information Centres under Panchayat Raj, Feb. 19-21, 1997, Hyderabad, NIRD.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্পুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সপ্তদশ কম্পুটার প্রশিক্ষণ আগামী ১ লা জুলাই, ২০০৩ থেকে শুরু হবে এবং ১৬ই আগস্ট, ২০০৩ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে চারদিন — মঙ্গল, বুধ, শুক্র বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ২৭শে জুন, ২০০৩।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

বিজ্ঞপ্তি : বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

২০০৩ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে একটি আলোচনাচক্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই আলোচনাচক্রকে সাফল্যমন্ডিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ), বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদ অফিসে অবিলম্বে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। জেলা সম্পাদকদেরও অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অসিতাভ দাস
সভাপতি
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

কিরণময় দত্ত
সম্পাদক
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সহকারী গ্রন্থাগারিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ
ও
ড: অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রিডার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি সাধন, অনুমোদনদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতধর্মী একটি নতুন ধরনের আবাসিক ও একক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে চাপ নিরসনকল্পে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকার ১৯১২ সালে স্যার রকেট নাথানকে সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। 'নাথান কমিটি' ১৯১৩ সালে তৎকালীন সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা সম্বলিত একটি সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় নাথান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ মুলতবি হয়ে যায়। অতঃপর ১৯১৭ সালে ভারতীয় বৃটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে নাথান কমিটির সুপারিশটি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের' নিকট পেশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ ঢাকায় একটি আবাসিক এবং একক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে সমর্থন করে। এরই ফলে ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট XVIII অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সনের ১ ডিসেম্বর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার মি: পি. জে. হার্টগকে পাঁচ বছরের মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। কলা, বিজ্ঞান ও আইনসহ ৩টি অনুষদের ১২টি বিভাগ (ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাংলা, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ, ফারসী ও উর্দু, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অংকশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, আইন ও শিক্ষা) এবং ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিল্ডিং-এ ১৯২১ সালের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। একই বৎসর সেশ্টে স্বরের মধ্যে বি.এ., বি. এস. সি. পাশ ও অনার্স এবং এম. এ., এম. এসসি. ক্লাসে মোট ৮৭৭ জন (৩০ জন ডবল এন্ট্রি) ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হয়। এর মধ্যে মুসলিম হলে ১৭৮ (আবাসিক ৮৭) জন, ঢাকা হলে ৩৮৬ (আবাসিক ১৬৮) জন এবং জগন্নাথ হলে ৩১৩ (আবাসিক ১০১) জন, মোট ৮৭৭ জন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ জারি হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতাও লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ অধ্যাদেশ ১' নামক বিশ্ববিদ্যালয় আইন জারি করে। এই আইন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সরকারের অধীন হয়। ১৯৭৩ সালে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হলে ঐ অধ্যাদেশ দ্বারা এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে পরিচালিত হয়ে আসছে।

দেশের সর্ববৃহৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় ২৬০.৫০ একর জমি জুড়ে রাজধানী ঢাকা শহরের রমনায় মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি অনুষদ, ৪৬টি বিভাগ এবং ৯টি ইন্সটিটিউট রয়েছে। বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ২৭,৬৭৯ জন, তন্মধ্যে সকল স্তরের পরীক্ষার্থী ৩১৩০ জন। উল্লিখিত শিক্ষার্থী সংখ্যার মধ্যে ৪৭২ জন শিক্ষার্থী এম. ফিল. ও পি.এইচ.ডি. গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। শিক্ষক সংখ্যা ১৩৪৩ জন, কর্মকর্তা ৫২৫ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৬১৮ জন। আবাসিক হলের সংখ্যা ১৫টি (১টি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস)। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত বাজেট ছিল ৮৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ছিল ৮৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ঢাকা কলেজ ও তৎকালীন ল' কলেজ থেকে প্রাপ্ত ১৮,০০০ পুস্তক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং

ঢাকা কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল মি: এফ. সি. টার্নার তাঁর অফিসের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। প্রতিষ্ঠা বৎসরে মেডিকেল কলেজের নীচতলা কলা অনুষদের গ্রন্থাগার এবং আর্টস হল বিজ্ঞান গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে আর্টস হলে বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের জায়গার সংকুলান না হওয়ায় প্রাণীবিদ্যা বিভাগে গ্রন্থাগার স্থানান্তর করে। ১৯৬৫ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রন্থাগার স্থানান্তর করে বর্তমান মূল ভবনে আনা হয় এবং ১৯৮৫ সালে প্রাণীবিদ্যা বিভাগ থেকে বিজ্ঞান গ্রন্থাগার স্থানান্তর করে বর্তমান বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে আনা হয়। গ্রন্থাগারের মেঝের আয়তন ১,৫২,০০০ বর্গফুট এবং বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ। এর মধ্যে বাঁধাইকৃত সাময়িকীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। গ্রন্থাগারে মঞ্জুরীকৃত অফিসার ও কর্মচারীর পদ সংখ্যা ২৩৩, তন্মধ্যে ১ জন গ্রন্থাগারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ১ জন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক প্রশাসন, ৪ জন উপ-গ্রন্থাগারিক, ১২ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১ জন জুনিয়র গ্রন্থাগারিকসহ মোট ২১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত। গ্রন্থাগারের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন একজন শিক্ষক উপদেষ্টা। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বাজেট ছিল ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের জন্য গ্রন্থাগারের বাজেট ৮৭ লক্ষ টাকা।

গ্রন্থাগার শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সকাল ৮টা হতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের নিজস্ব তিনটি পৃথক ভবন হতে এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবন তিনটি হলো : প্রশাসনিক ভবন, মূল ভবন এবং বিজ্ঞান ভবন। প্রশাসনিক ও মূল ভবন তিনতলা এবং বিজ্ঞান ভবন দুই তলা। গ্রন্থাগারের মেঝের মোট আয়তন ১,৫২,০০০ বর্গফুট। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখার অবস্থান :—

প্রশাসনিক ভবন :

প্রথম তলা : ১। সেমিনার শাখা
২। পুরাতন খবরের কাগজ ও পাঠকক্ষ

দ্বিতীয় তলা : ১। প্রস্তুতি শাখা
২। বাঁধাই শাখা
৩। পাণ্ডুলিপি শাখা

তৃতীয় তলা : ১। প্রশাসনিক অফিস
২। সংগ্রহ শাখা
৩। রিপ্রোগ্রাফী শাখা

মূল ভবন :

প্রথম তলা : ১। বাঁধাইকৃত সাময়িকী শাখা
২। দৈনিক পত্র পত্রিকা শাখা
৩। রেফারেন্স শাখা
৪। সার্কুলেশন কাউন্টার
৫। দুষ্প্রাপ্য পুস্তকশাখা
৬। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেল
৭। আমেরিকান স্টাডিজ কর্ণার
৮। কম্পিউটার ইউনিট
৯। জাতিসংঘ প্রকাশনা সংগ্রহ শাখা

দ্বিতীয় তলা : ১। ১২ টি বিষয়ের পুস্তকের স্ট্যাক (যথা সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, ইতিহাস, জীবনী মূলক রচনা, ভূগোল, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ, সমাজ কল্যাণ, লোক প্রশাসন) ২। পাঠকক্ষ ৩। ফটোকপিয়ার শাখা

তৃতীয় তলা : ১। ১২টি বিষয়ের পুস্তকের স্ট্যাক (যথা : গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ব্যবসায় প্রশাসন, ইংরেজী, বাংলা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আরবী, উর্দু ও ফার্সী) ২। পাঠকক্ষ

বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ভবন :

প্রথম তলা : ১। সার্কুলেশন ডেস্ক ২। ফার্মেসী, বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের পুস্তকাদির স্ট্যাক ৩। ফটোকপি

দ্বিতীয় তলা : ১। রেফারেন্স শাখা
২। কারেন্ট জার্নাল্স
৩। পাঠকক্ষ

গ্রন্থাগার কমিটি :

গ্রন্থাগারের নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়া, পরিচালন পদ্ধতিসহ উন্নয়নমূলক যাবতীয় কর্মকান্ড ও পরামর্শসমূহ গ্রন্থাগার কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ১৩ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গ্রন্থাগার কমিটি নিম্নরূপ :

উপাচার্য	সভাপতি
উপ-উপাচার্য	সদস্য
ডীন কলা অনুষদ	,,
ডীন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	,,
ডীন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	,,
ডীন আইন অনুষদ	,,
ডীন বিজ্ঞান অনুষদ	,,
ডীন জীব বিজ্ঞান অনুষদ	,,

ডীন ফ্যাকেল্টী অনুষদ	সদস্য
৩ জন শিক্ষা পরিষদ থেকে	,,
গ্রন্থাগারিক	সদস্য সচিব

প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন শাখার কার্যাবলী :

প্রশাসন শাখা : প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলাতে প্রশাসন শাখা। গ্রন্থাগারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী মূলতঃ এই শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই শাখায় ২ জন কর্মকর্তা ও ৮ জন কর্মচারী কর্মরত। এ্যাষ্টিং গ্রন্থাগারিক (প্রশাসন) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হয়ে থাকে।

সংগ্রহ শাখা : প্রশাসন ভবনের দ্বিতীয় তলাতে সংগ্রহ শাখা। এই শাখা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় পাঠ-সামগ্রী দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বই ও অপুস্তক সামগ্রী ক্রয়, বিনিময় ও সৌজন্যসংখ্যা হিসাবে সংগ্রহ করা এই শাখার দায়িত্ব। দেশের ও বিদেশের অনেক গ্রন্থাগার ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে এই শাখার বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে। বইয়ের এ্যাকসেশন এই শাখাতেই সম্পাদিত হয়। এই শাখায় ২ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারী কর্মরত।

পুস্তক প্রসেসিং শাখা : এই শাখা প্রশাসন ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। গ্রন্থাগারের বই এ এ সি আর-২ অনুসারে সূচীকরণ এবং ডিডিসি ১৯তম সংস্করণ অনুসারে শ্রেণীকরণ করা হয়। বিষয় শিরোনাম হিসাবে 'সেয়ারস লিষ্ট' ব্যবহৃত হয়। ক্যাটালগিং কার্ডগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে লেখক, শিরোনাম এবং বিষয় অনুসারে বিন্যাস করা হয়। আলোচ্য বছরে মোটপ্রসেসকৃত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৯,৫০০ কপি। এই শাখায় ২ জন উপ গ্রন্থাগারিকসহ মোট ২২ জন কর্মকর্তা - কর্মচারী কর্মরত।

রেফ্রেন্স শাখা : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজে অধিকতর সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই শাখা ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.৩০টা থেকে ৪.৩০টা পর্যন্ত ফটোকপি সার্ভিসিং এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করে আসছে। এই শাখার ফটোকপিয়ার মেশিনের সংখ্যা ২টি। প্রতি এক্সপোজার ৫০ পয়সা। দৈনিক গড়ে ৮০০/৯০০ এক্সপোজার ফটোকপি হয়।

রেফ্রেন্স শাখায় আরো উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো অডিও ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি, মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা, মাইক্রোফিল্ম রিডার, মাইক্রোফিল্ম প্রিন্টার, মাইক্রোফিস রিডার, এনলারজার, অটো প্রসেসর। এসব যন্ত্রপাতি ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় ফটোকপি সরবরাহ ছাড়াও মাইক্রোফিসে রক্ষিত উপাদান পঠন ও সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক। অফিসিয়াল এবং বিভাগীয় পুস্তক, সাময়িকী ইত্যাদি কপি করার কাজেও এ শাখা সহায়তা দান করে থাকে। এই শাখায় ৪ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১১ জন কর্মচারী কর্মরত।

পাণ্ডুলিপি শাখা : এই শাখায় প্রায় ত্রিশ হাজার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিসমূহের পরিচায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ, লেমিনেশন, ফিউমিগেশন, মাইক্রোফিল্ম এবং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজার পুঁথির পরিচায়ন ও সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এই শাখায় ৩৫০/৪০০ বৎসরের পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। উদাহরণস্বরূপ — Sri Raghunandana-এর বাংলা ভাষায় রচিত 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' পুঁথিটি ১৬২২ সালে লেখা। Gopalanyayapancanan-এর বাংলা ভাষায় রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয়' পুঁথিটি ১৬৬৮ সালে লেখা। Sri Harsa-এর বাংলা ভাষায় রচিত 'নৈষধচরিত' পুঁথিটি ১৭২৭ সালে লেখা। কাজী দৌলত রচিত 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' পুঁথিটি ১৫০ বৎসরের পুরাতন। এই শাখায় সংরক্ষিত ত্রিশ হাজার প্রাচীন ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে ৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বাঁধাই শাখা : প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় বাঁধাই শাখা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বই, জার্নাল/ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ও অন্যান্য পাঠ্যসামগ্রী এই শাখায় বাঁধাই করা হয়। বৎসরে গড়ে ২০০০ কপি বাইন্ডিং হয়। এই শাখায় ১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১১ জন কর্মচারী কর্মরত।

সেমিনার শাখা : এই ভবনের নীচ তলায় রয়েছে সেমিনার শাখা। কলা ও বাণিজ্য অনুষদের বইগুলো এই শাখার ষ্ট্যাকে সংরক্ষিত আছে। সাথেই রয়েছে ইস্যু কাউন্টার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীগণ এই শাখা থেকে সেমিনার কার্ড করে ১টি করে বই ১৪ দিনের জন্য ইস্যু করতে পারে। এখানে কোন রিডিং রুম নাই। এই শাখায় মোট ৪ জন কর্মচারী কর্মরত। দৈনিক গড়ে ৪০/৫০টি বই ইস্যু হয়।

পুরাতন সংবাদপত্র শাখা : ভবনের নীচ তলায় সেমিনার শাখা সংলগ্ন পূর্ব প্রান্তে রয়েছে পুরাতন সংবাদপত্র শাখা। বাঁধাইকৃত ও অবাঁধাইকৃত পুরাতন পত্রিকাগুলো এই শাখায় সংরক্ষণ করা হয়। বাঁধাইকৃত পত্রিকাগুলো ওপেন এ্যাকসেস। বাঁধাইকৃত উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ডন ১৯৫৫ সালের নভেম্বর থেকে এবং দৈনিক আজাদ, সংবাদ, ইত্তেফাক পত্রিকাগুলো ১৯৫৬ সাল থেকে সংরক্ষিত আছে। দৈনিক গড়ে ৪০/৪৫ জন পাঠক আসে। আসন সংখ্যা ৪২।

এই শাখায় ২ জন স্টাফ কর্মরত।

মূল ভবনের বিভিন্ন শাখার কার্যাবলী :

সার্কুলেশন ডেস্ক : ভবনে নীচ তলায় প্রবেশ দ্বারের সামনেই সার্কুলেশন কাউন্টার। শুধু শিক্ষক ও গবেষকগণ এই শাখা থেকে পুস্তক লেনদেন করে থাকেন। এই কাউন্টার সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। দৈনিক গড়ে ৭০/৮০টি বই ইস্যু হয় এবং প্রায় সম পরিমান বই ফেরৎ আসে। একজন শিক্ষক ১০টি বই এবং একজন গবেষক ২টি বই ৩০ দিনের জন্য ইস্যু করতে পারেন। নির্ধারিত তারিখে পুস্তক ফেরৎ প্রদান না করলে বিধি অনুযায়ী সময়াতীত জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার হার শিক্ষক ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে প্রতি বইয়ের জন্যে প্রতি সপ্তাহ বা তার অংশ বিশেষের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ বা অংশ বিশেষের জন্যে প্রতিদিন ৫০ পয়সা, তৃতীয় থেকে চতুর্থ সপ্তাহ বা তার অংশ বিশেষের জন্যে প্রতিদিন ১.০০ টাকা এবং পঞ্চম সপ্তাহ থেকে পরবর্তী প্রতি সপ্তাহ বা অংশ বিশেষের জন্যে প্রতিদিন ৩.০০ টাকা।

রেফারেন্স শাখা : শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের গবেষণা কর্মে সহায়তা ও গ্রন্থাগার সেবা সরলীকরণের লক্ষ্যে এই শাখা বিশেষ ধরণের ইস্যুবিহীন পাঠ্যসামগ্রী সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। রেফারেন্স পাঠকক্ষে দৈনিক গড়ে ৭০/৮০ জন পাঠক পড়তে আসে। এই শাখায় ১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩ জন কর্মচারী কর্মরত।

সংবাদপত্র শাখা : রেফারেন্স ও সাময়িকী শাখার মধ্যবর্তী করিডোর দৈনিক সংবাদ পত্র কক্ষ। করিডোরের দুই পার্শ্বে ২টি উঁচু টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। দিনের শেষে পত্রিকাগুলো পুরাতন পত্রিকা শাখায় পাঠানো হয়। দৈনিক ১৭টি পত্রিকা রাখা হয়। এর মধ্যে ১৪টি বাংলা পত্রিকা এবং ৩টি ইংরেজী পত্রিকা।

বাঁধাইকৃত সাময়িকী শাখা : এই ভবনের দক্ষিণাংশের নীচের ফ্লোরে বাঁধাইকৃত সাময়িকীর ষ্ট্যাক ও পাঠকক্ষ। এখানে জায়গার সংকুলান না হওয়ার কারণে আইন বিষয়ক বাঁধাইকৃত সাময়িকী ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ ফ্লোরে রাখা হয়েছে। সাময়িকীর ষ্ট্যাক ওপেন এ্যাকসেস।

এই ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ দিকের কক্ষটিতে রয়েছে কারেন্ট জার্ণাল। বৎসরে প্রায় ৩০০/৩৫০টি দেশী-বিদেশী জার্নাল/ম্যাগাজিন গ্রন্থাগারে আসে। সাময়িকী পাঠকক্ষে দৈনিক গড়ে ৫০/৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী পড়তে আসে। এই শাখায় ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন আছে। এই শাখায় ১ জন উপ-গ্রন্থাগারিকসহ মোট ৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত।

অটোমেশন শাখা : সার্কুলেশন কাউন্টার থেকে একটু উত্তরে গ্রন্থাগারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-এর কক্ষটি মূলতঃ অটোমেশন শাখা। সাথেই রয়েছে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার ব্যবহারের আলাদা কক্ষ। শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটারে ইন্টারনেট অন-লাইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান এখানে করতে পারেন। গ্রন্থাগারে বর্তমানে ২৭টি কম্পিউটার রয়েছে। এরমধ্যে ২৩টি কম্পিউটারে আমেরিকা থেকে ক্রয়কৃত গ্লাস সফ্টওয়্যারে ভাটা এন্ট্রি, সার্চ সার্ভিস ও ই-মেইল সার্ভিসে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সহ ৪ জন কর্মকর্তা কর্মরত।

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক শাখা : এই শাখা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর সমন্বয়ে গঠিত। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাগারের এই শাখাটি একটি সংরক্ষিত (ইস্যুবিহীন) শাখা হিসাবে চিহ্নিত। এখানে শিক্ষক/গবেষক ব্যতীত সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার নাই।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেল : দুষ্প্রাপ্য পুস্তক শাখা সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষটিতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে লিখিত বই সংরক্ষিত আছে। এখানে শিক্ষক/গবেষক ব্যতীত সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার নাই।

জাতিসংঘ প্রকাশনা সংগ্রহ শাখা : দুষ্প্রাপ্য পুস্তক শাখার উত্তর পার্শ্বে জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত প্রকাশনাগুলো সেলফে সংরক্ষণ করা আছে। এখানে শিক্ষক/গবেষক ব্যতীত সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার নাই।

আমেরিকান স্টাডিজ কর্ণার : দুষ্প্রাপ্য পুস্তক শাখা সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বের বর্ধিত ভবন আমেরিকান স্টাডিজ কর্ণার। ঢাকার ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন সেন্টার থেকে প্রাপ্ত ৮৫০০টি বই নিয়ে গড়ে উঠেছে এই শাখা। ১৯৯৭ সালে ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন সেন্টার মতিঝিল অফিস থেকে গুলশানে স্থানান্তরের সময় এই বইগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেন।

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেল, জাতিসংঘ প্রকাশনা সংগ্রহ শাখা ও আমেরিকান স্টাডিজ কর্ণারে মোট ৩ জন কর্মচারী কর্মরত।

এই ভবনের দ্বিতীয় তলার পাঠকক্ষসহ ১২টি বিষয়ের বইয়ের ষ্ট্যাক আছে। এছাড়া এই ফ্লোরে ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন আছে। তৃতীয় তলাতেও পাঠকক্ষসহ ১২টি বিষয়ের বইয়ের ষ্ট্যাক আছে।

এই পাঠকক্ষগুলোতে মোট ৪৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী বসার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠকক্ষগুলি সপ্তাহে শনিবার থেকে বুধবার সকাল ৮টা হতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতি শুক্রবার

সাপ্তাহিক ছুটির দিন গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এই পাঠকক্ষগুলিতে দৈনিক গড়ে ১০০০/১১০০ জন ছাত্র/ছাত্রী পড়তে আসে।

পাঠকক্ষের আসন সংখ্যা ঃ

পাঠকক্ষ	ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক/গবেষক	মোট
মূল ভবনের দ্বিতীয় তলার পাঠকক্ষ	২০৬	২৪	১০	২৪০
মূল ভবনের তৃতীয় তলার পাঠকক্ষ	২০৬	২৪	১০	২৪০
রেফারেন্স পাঠকক্ষ	৬০ (ছাত্র/ছাত্রী সম্মিলিত)			৬০
সাময়িকী পাঠকক্ষ	৪০ (ছাত্র/ছাত্রী সম্মিলিত)			৪০
সংবাদপত্র পাঠকক্ষ	৪০ (ছাত্র/ছাত্রী সম্মিলিত)			৪০
				মোট ঃ ৬২০

বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ভবনের বিভিন্ন শাখার কার্যাবলী ঃ

বিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল বই/জার্নাল বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে আছে। ১৯৮৫ সালে প্রাণীবিদ্যা বিভাগ থেকে সকল বই/জার্নাল এই গ্রন্থাগারে স্থানান্তর করা হয়। গ্রন্থাগারের প্রশাসন ভবন থেকে বই/জার্নাল ক্রয় ও প্রস্তুত করে এই গ্রন্থাগারে সেলভিং হয়। বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ভবনে রয়েছে সার্কুলেশন ডেস্কসহ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠকক্ষ, ফটোকপি সুবিধা, রেফারেন্স, কারেন্ট জার্নাল পাঠকক্ষ ইত্যাদি। তাছাড়া এই ভবনের স্ট্যাকে রয়েছে ফার্মেসী, বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের পুস্তকাদি। উল্লেখিত অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো হলো ঃ ফার্মেসী, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স, পরিসংখ্যান, রসায়ন, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ভূগোল ও পরিবেশ, ভূতত্ত্ব, গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, এ্যাকুয়াকালচার ও ফিশারিজ, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, অনুজীব বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ।

সার্কুলেশন ডেস্ক ঃ দ্বিতল বিশিষ্ট এই ভবনের নীচ তলায় রয়েছে সার্কুলেশন ডেস্কসহ ৩টি স্ট্যাক। ৩টি স্ট্যাকের ২টিতে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই ও একটিতে বাঁধাইকৃত সাময়িকী। সার্কুলেশন ডেস্ক থেকে ৩টি পৃথক ইস্যু কাউন্টারের মাধ্যমে (১টি ছাত্রদের, ১টি ছাত্রীদের এবং ১টি শিক্ষকগণের) গ্রন্থাগারের বই লেনদেন হয়। এই গ্রন্থাগার থেকে দৈনিক গড়ে ছাত্ররা ৭০টি বই, ছাত্রীরা ৪০/৫০টি বই এবং শিক্ষকগণ প্রায় ১০০টি বই ইস্যু করেন। একজন শিক্ষক ১০টি বই এবং একজন গবেষক ২টি বই ৩০ দিনের জন্য ইস্যু করতে পারেন। সাময়িকী স্ট্যাকের সাথেই রয়েছে ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কাজে ফটোকপি সার্ভিসিং এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করে আসছে। এই শাখায় মোট ৫ জন স্টাফ কর্মরত।

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এই ভবনের নীচ তলায় রয়েছে অফিস কক্ষ। একজন উপ গ্রন্থাগারিকসহ ২ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক এই কক্ষে বসেন।

পাঠকক্ষ ঃ এই ভবনের দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৫টি পাঠকক্ষ, যার ২টি ছাত্রদের (১টি বাতানুকূল), ১টি ছাত্রীদের, ১টি জার্নাল পাঠকক্ষ ও ১টি শিক্ষক পাঠকক্ষ। বাঁধাইকৃত বায়োলজিক্যাল এ্যাবষ্ট্রাক্ট ও কেমিক্যাল অ্যাবষ্ট্রাক্ট এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত কারেন্ট জার্নালগুলো এই পাঠকক্ষে বিষয় অনুসারে ডিসপ্লে করা আছে। বাতানুকূল পাঠকক্ষ সংলগ্নই রয়েছে একটি রিজার্ভ কাউন্টার। এই কাউন্টার থেকে ছাত্র/ছাত্রীরা বই ইস্যু করে শুধু পাঠকক্ষেই পড়তে পারে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী ২টি বই ইস্যু করতে পারে। এই পাঠকক্ষগুলোতে দৈনিক গড়ে ৪৫০/৫০০ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক লেখাপড়া করে থাকে। পাঠকক্ষগুলোতে মোট ৩ জন স্টাফ কর্মরত।

বিজ্ঞান ভবন পাঠকক্ষের আসন সংখ্যা ঃ

পাঠকক্ষ	ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক/গবেষক	মোট
বিজ্ঞান ভবনের দ্বিতীয় তলা	১৬০	৮০	৩০	২৭০
থিসিস / সাময়িকী পাঠকক্ষ	৩০ (ছাত্র/ছাত্রী সম্মিলিত)			৩০
				মোট ঃ ৩০০

রেফারেন্স শাখা ঃ শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের গবেষণা কর্মে সহায়তা ও গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই শাখা বিশেষ ধরনের ইস্যুবিহীন পাঠোপকরণ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। রেফারেন্স পাঠকক্ষে দৈনিক গড়ে ২০/২৫ জন ছাত্র/ছাত্রী পড়তে আসে। এই শাখায় ২ জন স্টাফ কর্মরত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, সাময়িকী ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বৃহৎ সংরক্ষণাগার। প্রায় ত্রিশ হাজার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি এবং গবেষণা উপাদানের বহু মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিস-এর সংগ্রহ রয়েছে। বিভিন্ন জ্ঞানী গুণী ও মনীষীদের ব্যক্তিগত দানে এর সংগ্রহ আরো বৈচিত্র্যময় ও উন্নতোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান চর্চার সহায়তার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব রকমের সেবা প্রদান করে আসছে এবং শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ও এর আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে।

রেফারেন্স ঃ

১। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০০, পৃ: ৪১

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী ১৯৯৯-২০০০, পৃ: ৩৯৭-৪০১

৩। দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জুলাই ২০০২, পৃ: ৫

৪। Dhaka University Ordinances and Regulations, p. 267-284

৫। Rahim, M. A. : The History of the University of Dacca. University of Dacca, Dacca, 1981

৬। The Guardian 1995, p. 30-33

পরিষদের সংশোধিত সদস্য চাঁদার হার (১লা এপ্রিল, ২০০৩ থেকে কার্যকর)

সদস্যপদের শ্রেণী	চাঁদার সংশোধিত হার *(টাকায়)*
সাধারণ সদস্য (ভারতীয়)	টাঃ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা)
সাধারণ সদস্য (সার্ক দেশ ভুক্ত, ভারত ব্যতীত)	টাঃ ২৫০.০০ (দুই শত পঞ্চাশ টাকা) বা তৎসমতুল
সাধারণ সদস্য (সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহ)	টাঃ ৭৫০.০০ (সাত শত পঞ্চাশ টাকা) বা তৎসমতুল
আজীবন সদস্য (ভারতীয়)	টাঃ ৮০০.০০ (আটশত টাকা)
আজীবন সদস্য (অভারতীয়) (সার্ক অন্তর্ভূক্ত দেশের)	টাঃ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা) বা তৎসমতুল
আজীবন সদস্য (সার্ক বহির্ভূত দেশের)	টাঃ ২০০০.০০ (দু হাজার টাকা) বা তৎসমতুল
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য (ভারতীয়)	টাঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য (ভারতীয় সার্ক দেশ ভুক্ত)	টাঃ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা) বা তৎসমতুল
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য (সার্ক বহির্ভূত দেশ)	টাঃ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা) বা তৎসমতুল
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য (গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার কর্মী)	টাঃ ২০০.০০ (দুই শত টাকা)
দাতা সদস্য	টাঃ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা)

কথা-প্রসঙ্গে

[জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে]

আধুনিক যুগে আমরা অলৌকিকে বিশ্বাস করিনা; বলি, প্রত্যেক ঘটনারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে; নিয়তি, দৈব, অদৃষ্ট ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে আমরা লজ্জাবোধ করি; তবু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নিয়তি বা প্রকৃতির বিধান অমোঘ। জীব মাত্রেরই মৃত্যু আছে। প্রকৃতির কঠোর অনুশাসন থেকে কখনো কারো নিস্তার নেই। মৃত্যু কখন এসে তার কঠিন কঠোর করাল শীতল হাত আমাদের সামনে মেলে ধরবে এবং তর্জনী উঁচিয়ে আমাদের যাবার সময় নির্দেশ করবে আমরা কেউ তা জানি না। একে ভবিতব্য বলে নিতান্ত সহজ ভাবে ও প্রশান্তভাবে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? প্রিয়জনের বিয়োগে মনেহয় মানুষ কত অসহায়। মৃত্যুকে মনে হয় বিভীষিকা। আবার এই মৃত্যুকেও কেউ কেউ অন্য চোখেও দেখেছেন; বলেছেন, 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।'

বিগত ৩ আগস্ট ২০০২ পরিষদ ভবনে তিনজন প্রয়াত গ্রন্থাগারিকের স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই তিনজনের সঙ্গেই আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছে। এঁরা হলেন, অধ্যাপক এস আর রঙ্গনাথনের অন্যতমা ঘনিষ্ট সহযোগী, ডি আর টি সি-র প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং ঐ সংস্থারই প্রাক্তন অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্যের স্ত্রী মায়া ভট্টাচার্য, (প্রয়াত ২১ জুন, ২০০২); যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহঃ গ্রন্থাগারিক ও প্রবীণ কর্মী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (প্রয়াত ২৯ জুন, ২০০২) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ডঃ আদিত্য কুমার ওহ্‌দেদার (প্রয়াত ৯ জুলাই, ২০০২)। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এঁদের প্রয়াণের সংবাদ, উপযুক্ত শোকসভার বিবরণও বেরিয়েছে। এছাড়া ডঃ ওহ্‌দেদার সম্পর্কে 'গ্রন্থাগার'-এ লেখা বেরিয়েছে বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (রোজনামচা : এতে তিনি শুধু ডঃ ওহ্‌দেদারেই নয়, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী এবং মায়া ভট্টাচার্য সম্পর্কেও লিখেছেন)। ডঃ ওহ্‌দেদার সম্পর্কে আর যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ করুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত ('গ্রন্থাগার', ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক ১৪০৯ সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য)। 'গ্রন্থাগার'-এর বৈশাখ সংখ্যায়ও এই কলামেই ডঃ ওহ্‌দেদার-এর কথা 'কথাপ্রসঙ্গে' উল্লেখ করা হয়েছিল। এত শীগগীরই যে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা ভাবা যায়নি।

বিগত ২৭ জুন ২০০২-এ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহঃ গ্রন্থাগারিক, অরুণলাল সেন-র জীবনাবসান হয়েছে। এই সংবাদ 'গ্রন্থাগার'-এর শ্রাবণ, ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অরুণলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা ক্লাসে আমার সহপাঠী ছিলেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সামান্য সর্টার রূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বি এস কেশবন তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

'গ্রন্থাগার'-এর কার্তিক ১৪০৯ সংখ্যা আরও একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকের মৃত্যু সংবাদ বয়ে নিয়ে এল। ইনি উত্তর-পাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক নির্মলচন্দ্র চৌধুরী। পরিষদ সূত্রে অবশ্য আগেই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলাম। বন্ধুস্থানীয় নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর আমি একজন গুণমুগ্ধ। অবশ্য তাঁর সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয়নি। সপ্তাহখানেক পূর্বে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার কড়চা লেখকের কলামে তাঁর সম্পর্কে কয়েক লাইনের এক প্রতিবেদন দেখলাম। কড়চা লেখককে ধন্যবাদ যে তিনি এই বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকের সুকর্মের কথা লিখে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন।

যখন গ্রন্থাগারিকদের মৃত্যুর নিছিলের এই শ্লোকের বিরাম সময়ে ছিল, তখনই মৃত্যু সংবাদ পেলাম দুই সাহিত্যিক বন্ধুর। এঁদের একজন কমলেশ চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন গত ২০০২ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেলাম অক্টোবরের শেষে। তিনি বহু বছর পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন; এক বৎসরও পূর্ণ হয়নি বোধ হয়। যোগাযোগ হবার পর থেকেই তিনি প্রায়ই আমাকে ফোন করে খবরাখবর নিতেন। কিন্তু গত কিছুদিন হল তাঁর ফোন না পেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলাম। তাঁর বাড়িতে ফোন করে বেশ কিছুদিন ধরে কোন সাড়াও পাচ্ছিলাম না। মনে করলাম, তার বাড়ি গিয়ে খোঁজ করতে হবে। কিন্তু যাবো মনে করলেই যাওয়া যায় না। বেশ কিছুদিন দেরী হয়ে গেল। তারপর একদিন যাবো মনে করেই তাঁর বাড়িতে আবার ফোন করলাম এবং এবারে সাড়া পেলাম। ফোন ধরলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি জানালেন, কমলেশ আর নেই। গত জুলাই মাসে সামান্য অসুখে নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর স্ত্রী ঢাকায় ছেলের কাছে চলে যান। সবেমাত্র কলকাতায় ফিরেছেন। 'আনন্দবাজার' সম্ভবত নয়, 'প্রতিদিন' বা অন্য কোন কাগজের 'টুকরো খবর' কলামে কমলেশের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে কিছু লেখা হয়েছিল, শুনলাম।

কিন্তু আমার চোখে পড়েনি। কমলেশ সম্পর্কে এই বৈশাখ সংখ্যার 'গ্রন্থাগার'-এ 'কথা প্রসঙ্গে' কলামে লেখা হয়েছিল। কত তাড়াতাড়িই না চলে গেলেন কমলেশ!

১৭ নভেম্বর ২০০২ রাতে খড়গপুর থেকে টেলিফোনে কবি শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মৃত্যু সংবাদ এল। তিনি আমার আত্মীয় ছিলেন। প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর আগে তিনি খড়গপুর থেকে 'বেলা' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বার করেন। পত্রিকাটি এখনও তাঁর বাড়ির ঠিকানা, 'তর্পণ' সুকান্ত সরণি, ইন্দা, খড়গপুর ৭২১৩০৫ থেকে প্রকাশিত হয় বার্ষিক সংকলন রূপে। এর দ্বাদশ বর্ষ, ১৪০৭ সংখ্যায় দেখছি কমলেশের একটি প্রবন্ধ রয়েছে 'অক্টোভিয়ো পাংসের দুই স্বদেশ'। এই প্রবন্ধের শেষে তিনি পাংসর সাতটি কবিতার কাব্যানুবাদ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় কমলেশের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে এভাবে : কমলেশ চক্রবর্তী : পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি খড়গপুরের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন 'পারাবত' প্রকাশিত হয়েছিল শ্রী কমলেশ চক্রবর্তীর সম্পাদনায়। পরিণত বয়সে শ্রী চক্রবর্তী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সম্প্রতি তার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় আমাদের অনুরোধে এই নিবন্ধ রচনা করেছেন ইত্যাদি। তাঁর নির্বন্ধাতিশয্যে গত দশ বছরে আমিও ঐ পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাঁর কাছ থেকে আমি তাঁর লিখিত কয়েকটি বইও উপহার পেয়েছিলাম :—

'তোমায় ভুলিনি ভুলবনা' (ছোট গল্প); 'আমরা শ্মশানে যাবো' (কবিতা); 'মহীনের ঘোড়াগুলি' (অন্য তিনজন কবির সঙ্গে একত্রে সঙ্কলিত কবিতাগুচ্ছ); 'নদী পারে' (কবিতা)।

শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় রেলের খড়গপুর দপ্তরে কাজ করতেন। চার পাঁচ বছর আগে অবসরগ্রহণ করেন। সপ্তাহ দুই আগে সস্ত্রীক দিল্লী গিয়েছিলেন মেয়ে জামাই এবং শিশু নাতিকে দেখতে। দিল্লী থেকে খড়গপুর ফেরার পরদিনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও লিখেছেন। জেলার তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। খড়গপুরের বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গামন্দির এবং এর গ্রন্থাগারের তিনি কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন।

মানুষের জীবনে মৃত্যু যে ধ্রুবসত্য তা আমরা মনে না রাখলেও মৃত্যু তা মাঝে মাঝে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিচিত জন, আত্মীয় স্বজনেরা মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে একে একে চলে যান। এই বিয়োগ বেদনা মানুষকে শোকস্তব্ধ করে তোলে। প্রত্যেকের জীবনেই এমনি দেখা যাবে মৃত্যুর ছায়া। সে ডাক আসবে তার নিজের জীবনেও। একদিন সে নিজেও বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনও গুণমুগ্ধদের ফেলিয়ে চলে যাবে।

মৃত্যুভাবনা কমলেশ এবং শ্যামাপ্রসাদ এই দুই কবির কবিতাতেই দেখা যায়। কমলেশ তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নৈকট্য'-এ (এই কাব্যগ্রন্থটি তিনি খড়গপুরে পড়বার সময় লেখেন — ছাপা হয়েছে অনেক পরে। পরে আর কবিতা লেখেননি) লিখেছেন :

"আমার হয়েছে এক গভীর অসুখ
আরোগ্যের অতীত যা —
রক্তে নাকি বুকের ভিতর উৎফুল্ল কীট
যাদের আমিও ছদ্মবেশী মৃত্যু ভেবে হয়েছি প্রগাঢ়।

+ + + + + +

অথবা যা কিছু প্রাপনীয় সব ভুলে
গভীরে গভীরতর অসুখ পোষে গোপন অসুখ
ছদ্মবেশী মৃত্যু ভেবে প্রগাঢ় যৌবনে
পৌঁছে গিয়েছিলাম নিঃশব্দ বিকেলে।" (নৈকট্য)

"ডেকোনা আমাকে! শিশুরা খেলিছে ধূসর উঠোনে
জীবন মৃত্যুর সাথে। ডেকোনা আমাকে।
যাবো যদি তবে পাঠালে কেন মৃত্যুকে
উঠোনে খেলিতে জীবনের সাথে?

+ + + + + +

জীবন অথবা মৃত্যুর উত্তাপে শৈত্যে
হয়েছে প্রবল ভয়, ধূসর উঠোন খেলা
থেমে যাবে, তবে কেন
উঠোন অস্তিত্বময়, ক্রীড়া বহমান? (নৈকট্য)

কমলেশ কি সত্যিই বিশ্বাস করতেন তাঁর গভীর অসুখের কথা, তিনি কি সত্যিই জানতেন যে উৎফুল্ল কীট তাঁর রক্তের ভিতর ছদ্মবেশী মৃত্যুরূপে লুকিয়ে আছে?

আর শ্যামাপ্রসাদ তো স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন, 'আমরা শ্মশানে যাবো।' ছাই হয়ে যাবে এ শরীর, লুপ্ত হয়ে যাবে জীবনের সমস্ত লৌকিক বৈভব।

"একদিন আমরা শ্মশানে যাবো
লৌকিক সমস্ত বৈভব
ছাই হয়ে উড়বে হাওয়ায়
ভেসে যাবে
বহতা নদীর জলে।" ('আমরা শ্মশানে যাবো')

কিন্তু

"যাবো বলেই
সহজে যেতে কি যায়না

* * * * * *

অথচ না চাইলেও
একদিন হঠাৎ বেরুতে হয়
সবকিছু এলোমেলো খোলা থাকে সদর
যখন সব ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী
মুখোমুখী দাঁড়িয়ে
চতুর কণ্ঠে হেঁকে ওঠে
চল হে তোমার যাবার সময় হয়েছে।" ('নদী পারে')

যেতে হবেই। আমাদের সব ছেড়ে যেতে হবে। তবে থাকবে কী? শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন,

'আমাদের সব ভালোবাসা শুধু থেকে যাবে'
'বিশ্বাস ও বারুদ
অনাগত ভ্রূণে ভ্রূণে
রক্তের ভিতর গভীর গোপন ....'

আমরা থেকে যাব আমাদের সন্ততির ভিতরে নবজাতকের মধ্যে। আমাদের সুকর্ম থেকে যাবে এবং তা স্মরণ করবে লোকে আরও অনেক কাল। কমলেশ ও শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে মৃত্যুভাবনা ঠিক এক রকমের নয়। কমলেশের মধ্যে দেখা যায় মৃত্যু ভয়। মৃত্যুর পরেও যে কিছু থেকে যাবে এ বিশ্বাস তাঁর মধ্যে দেখিনা। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে সে বিশ্বাস আছে।

কবিবন্ধুদের স্মরণ করলাম তাঁদের কবিতা দিয়েই। এবার গ্রন্থাগারিকদের সুকর্মের কথা স্মরণ করি। মৃত্যু ভাবনা প্রসঙ্গেই আর এক বন্ধুর কথা স্মরণ হল যিনি মৃত না হলেও আজ জীবন্মৃত।

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ একদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগেরও তিনি একসময় ডিরেক্টর ছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি কর্ম থেকে অবসরগ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর থেকেই তিনি নানা আধি ব্যাধিতে ভুগে কখনো হাসপাতালে, কখনো বা নার্সিং হোমে নিরানন্দ বিষণ্ণ জীবন কাটাচ্ছেন। মঙ্গলপ্রসাদ অকৃতদার। এদিকে ওদিকে তাঁর কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন থাকলেও কোন সংসারেই তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর আত্মীয়েরা কেউ কেউ তাঁকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেও মঙ্গলপ্রসাদ সেখানে বেশি দিন টিকতে পারেন নি। যাদবপুর অঞ্চলেই তিনি এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির বাড়িতে ঘর ভাড়া করে থাকছেন। তাঁর একজন মহিলা পরিচারিকা আছেন যিনি তাঁর সাধ্যমতো দেখাশুনা করেন এবং তাঁকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ান। কিন্তু বর্তমানে মঙ্গলপ্রসাদের যা অবস্থা তাতে তিনি এই ব্যবস্থায় আর থাকতে পারছেন না। তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে — অধিকাংশ সময়েই কাউকেই চিনতে পারেন না। এই অবস্থায় তিনি কিছুদিন বেহালায় তাঁর ভাগ্নের বাসায় ছিলেন। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। মঙ্গলপ্রসাদের জন্য খুবই দুঃখ হয়; কিন্তু মানুষ কত অসহায়। তাঁকে দেখেই মনে হয়, দীর্ঘ জীবন লাভ সর্বদা সুখের হয় না। আমাদের দেশের বয়স্করা আশীর্বাদ করেন, 'শতায়ু হও'। আমাদের মধ্যে কতজন একশ বছর বাঁচবেন জানি না। মঙ্গলপ্রসাদের এখনও আশি পূরতে দু'বছর বাকি। নীরোগ সুস্থ জীবন যাপন না করতে পারলে দীর্ঘজীবন আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়। একশ কেন, আশী বছর বয়েসেই আমাদের অবস্থা কী হবে তা ভাবা যায় না। মঙ্গলপ্রসাদের চিকিৎসায় এত টাকা খরচ হচ্ছে যে শেষে হয়তো তাঁকে কপর্দকশূন্য হয়ে মরতে হবে। আমরাও তো চিন্তিত — ব্যাঙ্কের সুদ যে হারে কমে গেছে — যাঁদের পেনসনও নেই, অল্প পুঁজি অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের কী হবে। একনিষ্ঠ শিক্ষক মঙ্গলপ্রসাদের অনেক ছাত্র ছাত্রী এবং গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধব আছেন — তাঁরা তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা জেনে দুঃখিত হবেন কিন্তু তাঁদের কিছুই করার নেই। তবে কদিন আগে মঙ্গলপ্রসাদের টেলিফোন পেলাম যে বর্তমানে নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়ে বেহালায় তার ভাগ্নের বাড়িতে আছে। সে জানালো সে আপাততঃ অনেকটা সুস্থ আছে। মঙ্গলপ্রসাদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি।

আমাদের জীবনে জন্ম মৃত্যুর যে বিচিত্র লীলা চলেছে তারই প্রতিবিম্ব দেখতে পাই আমাদের গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যেও — সেই লীলা চলেছে তাদের জীবনেও।

এ লেখায় গৃহপালিত প্রাণীদের কাহিনী অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে তা নয়। জগতে কিছুই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কবি, লেখক এঁদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। আবার গ্রন্থাগারিকেরা যে গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন তার আসল উদ্দেশ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো। গৃহপালিত প্রাণী বলতে কেবল বিড়াল এবং কুকুরই বোঝায় না। গরু, মোষ, উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদিও বোঝায়। মানুষ তার এই গৃহপালিত প্রাণীকে নিয়ে একদা সভ্যতায় ধিতু হয়ে বসেছিল। চাষ বাস শিখেছিল।

আমাদের কলকাতার বাসায় গাড়োয়ানের যে সারমেয় পুঙ্গবটিকে দিল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল সম্প্রতি সে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেছে। হাসপাতালে কিছুদিন কাটিয়েও তার অবস্থার উন্নতি হয়নি।

যে খাটি নেড়ি কুত্তাটি বছর কয়েক আগে তার শিশু কন্যাকে আমাদের বাড়ির সদরে পৌঁছে দিয়েছিল সেটা সে করেছিল তার কন্যা দুধে-ভাতে থাকবে বলে। তারপর সে পথ দুর্ঘটনায় অটো চাপা পড়ে মারা যায়। কন্যাটি এখন যুবতী, আমাদের

বাড়িতে সে সযত্নেই বর্ধিত হচ্ছে। সম্প্রতি সে একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম দিয়েছে। এই মাতা কন্যার অবস্থান আমার ঘরের ভেন্টিলেটরের নীচেই। বাইরে তাদের রাখার সাহস হয় না। বাইরের কুকুর এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। এইভাবে সাবধানে রাখলে তার হয়তো বাচ্চা হবে না। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করে সে সম্প্রতি বাচ্চা দিয়েছে। আসলে সিজনে কুকুরদের নেটিং করানো উচিত। তা না হলে সেটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ হবে।

আমাদের বাড়ির মার্জারী প্রধান অবলীলাক্রমে ঘন ঘন বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মাদার ক্যালির (একচক্ষু বিশিষ্ট) অনেকগুলি বাচ্চা মারা গেছে। এখন শুধু দুটি বর্তমান। সম্প্রতি জন্ম দেওয়া তার তিনটি বাচ্চাকেই হুলোয় খেয়ে নিয়েছে। হুলোটি অবশ্য এ বাড়িরই আশ্রিত। এভাবেই বোধ হয় প্রাণীজগতের জন্মনিয়ন্ত্রণ চলছে। তবে গৃহপালিতদের নিয়ে ঝঞ্ঝাট আছে। তাদের আহার ইত্যাদি জোগাড়ের প্রয়োজন হয়। পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। এদের খাদ্য তালিকার ফর্মুলা মোটামুটি এই রকম — মাছ-ভাত, মাংস-ভাত, দুধ-রুটি বা দুধ-ভাত।

এই মাঝা গড়ার দিনে অনেকের কাছে এটা হয়তো বিরাট অপচয়। কিন্তু সেকালের বাবু কালচারের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেকালের কলকাতার বাবুরা বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা উড়িয়েছেন।

এই অধম মাসাধিককাল অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিল। প্রথমে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, তারপর পায়খানা-বমি, তারপর তাপমানের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি। রক্তের চাপের নিম্নগতি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডাক্তাররা এখনো রোগের কারণ ধরতে পারেননি।

আত্মীয় স্বজনেরা অনুযোগ করেন, উপদেশ দেন একই ঘরে কুকুরের সঙ্গে বাস স্বাস্থ্যকর নয়। কুকুর বিড়ালের নানারকম সব অসুখ আছে। সেগুলির জীবাণু তারা মনুষ্যের শরীরে ছড়িয়ে দেয়। উপদেশে বিরক্ত হই। কুকুর বিড়ালেরা আমার শরীরে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে কিনা জানিনা। তবে তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে কোন খেদ নেই। আমি তো অমর নই। তাছাড়া বহুদিন তো বাঁচলাম। এবার পাকা আমটির মতো টুপ করে বেঁটা থেকে খসে পড়লেই হয়।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। **আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৩ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২। **আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৩ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ২ (বৈশাখ, ১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। — *কর্মসচিব।*

প্রাপ্তি স্বীকার

['গ্রন্থাগার' পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির (প্রত্যেকটি ২ কপি করে) পাওয়া গেছে। পত্রিকা মারফৎ প্রাপ্তি স্বীকার করছি। পরিষদ নিযুক্ত সমালোচকের কাছে গ্রন্থগুলি সমালোচনার জন্য দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রকাশে একটু বিলম্ব হচ্ছে। আশাকরি গ্রন্থরচয়িতা ও প্রকাশকরা সহযোগিতা করবেন। — *সম্পাদক।*]

১. **বাংলা শিশু সাহিত্য ঃ গ্রন্থপঞ্জী** — অর্চনা শ্রীমাণী ও কল্যাণী প্রামানিক।
রূপা প্রকাশনী।।৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

২. **পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা পঞ্জী** — সংকলন ও সম্পাদনা ঃ বিপ্লব কবিরাজ ও মৃণাল কান্তি মন্ডল।
প্রকাশনা ঃ সাধনা মন্ডল ও দেবজ্যোতি কবিরাজ, পুরুলিয়া।

গ্রন্থাগার সংবাদ

পুরুলিয়া জেলা বই মেলা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পুরুলিয়া এস. এস. এ. ময়দানে ১৭তম পুরুলিয়া জেলা বই মেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এ উপলক্ষে বই নিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বইমেলা প্রাঙ্গনে শেষ হয়। বই মেলা উপলক্ষে এক স্মরনিকা প্রকাশিত হয়। মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন, আলোচনা সভা, পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বই মেলায় বহু সাধারণ মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার দরদী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মেলা ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলে। ১৭ তম পুরুলিয়া জেলা বই মেলা স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মণ্ডল।

মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ২২তম মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলা (২০০৩) বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে উদ্‌যাপিত হয়। বই মেলার উদ্বোধন করেন নব সাক্ষর মধু বিবি। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাননীয় নিমাই মাল। বই মেলা ডঃ রেজাউস করিমের নামে উৎসর্গ করা হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছিল সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের নামে। বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বইমেলার বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — অমিতাভ ব্যানার্জী।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার

গত ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৩ পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে এবং জেলা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে "প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের" উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিমান বসু। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা ও দায়রা বিচারক মাননীয় মিলন চ্যাটার্জী। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মণ্ডল।

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, পূর্বস্থলী, বর্দ্ধমান

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী — কবি সম্মেলন

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারের বর্ষব্যাপী প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অন্যতম অনুষ্ঠান হিসাবে গত ২২-৩-২০০৩ বিকেল ৪টায় পুস্তকাগার মঞ্চে "কবি সম্মেলন"-এর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এলাকার বিশিষ্ট কবিরা কবিতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক — তপন কুমার চক্রবর্তী।

কুমেদপুর আইডিয়াল ক্লাব এন্ড রুরাল লাইব্রেরী

নতুন মাদলীচক, মালদহ

গত ১৭ই মার্চ, ২০০৩ মালদহ জেলার কুমেদপুর আইডিয়াল ক্লাব এন্ড রুরাল লাইব্রেরীর নবনির্মিত সম্প্রসারিত দ্বিতল-এর দারোদ্‌ঘাটন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের পাঠক, পাঠিকা, বহু সাধারণ মানুষ এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে বর্তমানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

প্রতিবেদক — মিন্টুপদ সরকার।

চক্‌ভৃগু গ্রন্থাগার

চক্‌ভৃগু, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে নবনির্মিত বর্ধিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার গৃহের উদ্বোধন হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল। এছাড়া গ্রন্থাগার "মুক্তমঞ্চ"-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিরা পল্লীসমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার থেকে জনসাধারণ কি কি পরিষেবা পেতে পারেন সেই বিষয়ে অবহিত করেন। উপস্থিত সকলেই গ্রন্থাগারগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বহু সদস্য, গ্রন্থাগার প্রেমী স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — আশুতোষ পাল।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগারের সমিতি, পুরুলিয়া জেলা শাখা

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৬ই এপ্রিল, ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্য ও বিধায়ক নিখিল মুখার্জী। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মণ্ডল।

পি. এল. ই. এ.-র কোচবিহার জেলা শাখা

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা মার্চ, ২০০৩ কোচবিহার পান্থনিবাসের সুকান্ত মঞ্চে পি. এল. ই. এ. সংগঠনের কোচবিহার জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৬৫ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

সৃজনী শহর গ্রন্থাগার

আইহো, হবিবপুর, মালদহ

বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব

গত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল, ২০০৩ সৃজনী শহর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিশুদের জন্য অঙ্কন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ছাড়াও নবসাক্ষরদের জন্য "শ্রুতিলিখন" প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আলপনা, তাৎক্ষণিক অভিনয়, রবীন্দ্রনৃত্য, লোকনৃত্য ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতা। ১৯শে এপ্রিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু চৌধুরী, পরিষদের মালদহ জেলা কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা গ্রন্থাগারিক শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ২০০২ সালের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থাগারের সেরা পাঠক, সেরা সদস্য ও সদস্যাকে পুরস্কৃত করা হয়। এ দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সদস্য, সদস্যা, পাঠক, গ্রন্থাগার প্রেমী সাধারণ মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দুদিনের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল।

প্রতিবেদক — আশিস কুমার বাগ।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখা, হাওড়া

সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীদের কর্মশালা

১ম কর্মশালা : ১৭-২৫ মার্চ, ২০০৩ — মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী, (হাওড়া সদর মহকুমা), হাওড়া

২য় কর্মশালা : ১-৭ এপ্রিল, ২০০৩ — আনন্দ নিকেতন, বাগনান (উলুবেড়িয়া মহকুমা), হাওড়া

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখা ও হাওড়া জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তাকের ব্যবস্থাপনায় গত ১৭ই মার্চ - ২৫শে মার্চ ২০০৩ হাওড়া সদর মহকুমায় অবস্থিত সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীদের ৬ দিনের **প্রথম কর্মশালা মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরীতে** অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক **অমিত পাল**। ৫৪ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারী কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

গত ১লা এপ্রিল - ৭ই এপ্রিল ২০০৩ উলুবেড়িয়া মহকুমায় অবস্থিত সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীদের ৬ দিনের **দ্বিতীয় কর্মশালা বাগনান আনন্দ নিকেতনে** অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন বাগনান আনন্দ নিকেতন বিদ্যামন্দিরের সহঃ-শিক্ষক ও আনন্দ নিকেতনের সাধারণ সম্পাদক দীনবন্ধু দেঁড়ে। ৫৫ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারী কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উভয় কর্মশালায় গ্রন্থাগারিকদের যে বিষয়গুলি সম্পর্কে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ ও বক্তব্য রাখেন তার বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

(১) গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকার পরিষেবা ও অনুলয় সেবা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন **রামকৃষ্ণ সাহা** এবং (২) গ্রন্থাগারে সামাজিক তথ্য পরিষেবার নানাদিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন **অধ্যাপক ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়**। (৩) গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পরিসংস্থান কিভাবে করতে এবং রাখতে হবে তার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন **ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরী**। (৪) গ্রন্থাগারের হিসাব নিকাশ রক্ষণ ও অডিটিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন অডিটর **শ্যামল কুমার মুখার্জী** এবং হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহকারী **অসিত কুমার রায়**। (৫) বাংলা বই ও পত্রিকার বর্গীকরণ কিভাবে করা যায় বিস্তারিত উদাহরণসহ DDC/Call No. নিয়ে আলোচনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক **বিনোদবিহারী দাস**। (৬) সাধারণ গ্রন্থাগারে সূচীকরণ করার বিষয়ে বিভিন্ন উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক **ডঃ পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়**। (৭) সংবাদপত্র ক্লিপিং ও পুস্তিকা রাখার বিষয়ে আলোচনা করেন প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগারিক **অসিতাভ দাশ**। (৮) সাধারণ গ্রন্থাগারে ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র নিয়ে সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক **ডঃ অর্জুন দাশগুপ্ত**। (৯) সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ দেন **অরুণ রায়**। তিনি হাতে কলমে সহজে ও অল্প ব্যয়ের মাধ্যমে পুস্তক-পত্রিকা সংরক্ষণের সন্ধান ও ঔষধসহ দ্রব্যাদির নাম উল্লেখ করেন। (১০) পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন, সারা ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালন বিধি ও নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যাবলী ও সমাধান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক **অভিজিৎ ভৌমিক**। তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে আবেদন করেন। (১১) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রিয় সহায়ক **বিশ্বরূপ গুহ** তাঁর বক্তব্যে RRRLF-এর আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য বেসরকারী গ্রন্থাগার ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে RRRLF-এর নিজস্ব প্রকল্পসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারী ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় সারা ভারতবর্ষে। আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তথ্যাদি ও কাগজপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হয় তার Proforma নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিষেবার নানা দিক নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা ৩০মি পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ছয় দিনের কর্মশালায় বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সহঃ সভাপতি **বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী**, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক **শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী**, **জগদীশ সাপুই**, **নির্মল মণ্ডল**,

প্রান্তর ব্যানার্জী, কমলকান্তি দাস ও জেলা গ্রন্থাগার অধিকারের নিখিল সেনাপতি ও অতনু রায়।

এই কর্মশালাটি সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মহিষাড়ী পাবলিক লাইব্রেরী ও রাজনান আনন্দ নিকেতনের কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে গ্রন্থাগারিক স্বপন কুমার চন্দ্র ও বিধুভূষণ সামুইকে।

কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পরিষদের হাওড়া জেলা সম্পাদক অশোক কুমার দাস অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকে পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণের শেষে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই উৎসাহিত বোধ করেন এবং কর্মশালা কয়েক বছর অন্তর করার জন্য সংগঠকদের অনুরোধ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যোগদানের জন্য শংসাপত্র প্রদান করেন ডঃ অমূল্য ভূষণ চক্রবর্তী। এই কর্মশালা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জেলা গ্রন্থাগার অধিকার কার্যালয় সহ যারা পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদক —
অশোক কুমার দাস

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা শাখা

বিশ্ব বই দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে গত ২৩ শে এপ্রিল, ২০০৩ শেক্সপীয়র এর জন্মদিনে, বিশ্ব বই দিবসকে কেন্দ্র করে বই এবং বই পড়ার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য পীযূষকান্তি সাহা বই পড়ার স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে বলেন সম্প্রতি বই পড়ার ক্ষেত্রে কিছুটা মন্দা এলেও এটাই শেষ কথা নয়। নতুন প্রজন্মকে বই সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে বিশ্ব বই দিবসকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীপল্লব বর্তমানে বই পড়ার বিষয়ে যুক্তিসমৃদ্ধ আলোকপাত, অধ্যাপক ভবানী সরকারের মনন ঋদ্ধ উপস্থাপনা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ হরেন ঘোষের বই-এর বিকল্পহীন ভাবনা, অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডলের সংক্ষিপ্ত ভাষণের অভিনবত্ব, সভাপতি বীরেন চন্দের বই ভাবনার বলিষ্ঠ উদাহরণ এবং ডঃ চতুর্ভুজ কুন্ডুর নান্দীপাঠ অনুষ্ঠানকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। বহু স্থানীয় মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক — পিনাকী বনিক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখা

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা মার্চ, ২০০৩ পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পাণ্ডুনিবাসের সুকান্ত মঞ্চে। জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। জেলার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, শূন্যপদে লোক নিয়োগ সহ ৭ দফা দাবি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫৪ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব

পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী জুন মাসে। সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষদভবনে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুলক কর
পুনর্মিলন উৎসব কমিটি

মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাবলী নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ — একটি প্রতিবেদন।

১৬ এপ্রিল, ২০০৩ (বুধবার) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধিদল কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তীর সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। পরিষদের প্রতিনিধিদলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা, কর্মসচিব অনুপ কুমার সরকার, অসিতাভ দাশ ও কবীর চৌধুরী। এই সাক্ষাৎকারে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয় সেগুলি হল (১) সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনর্নির্ধারণ, (২) স্লেট পরীক্ষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্তিকরণ, (৩) নূতন নিয়ম অনুসারে গ্রন্থাগারিকদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম প্রবর্তন করা (৪) বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা, (৫) বেসরকারী কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিকদের পদনাম পরিবর্তন করে গ্রন্থাগারিক পদনাম ঘোষণা করা (৬) গ্রন্থাগারিকরা রিফ্রেসার্স কোর্সে যাতে আবশ্যিকভাবে যোগদান করতে পারেন সে বিষয়ে আদেশনামা প্রকাশ করা, (৭) ভবিষ্যতে লাইব্রেরি অ্যাসিটান্ট / লাইব্রেরি ক্লার্ক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেটের আবশ্যিকতা, (৮) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা, (৯) গ্রন্থাগারিককে প্রতিটি কলেজে সম্পাদক হিসেবে রেখে লাইব্রেরি কমিটি গঠন করা (১০) বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের লিভ্ রিফ্যুজাল-এর (leave refusal) প্রয়োজনীয় আদেশনামা প্রবর্তন করা, (১১) আংশিক সময়ের গ্রন্থাগারিকদের ভাতা আংশিক সময়ের শিক্ষকদের সমতুল করা এবং (১২) কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে আধুনিকীকরণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেন মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী, প্রধান শিক্ষা সচিব ডঃ জহর সরকার, শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার সাথে প্রতিশ্রুতি দেন অবিলম্বে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘদিনের দাবি নূতন নিয়মে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম প্রবর্তন করা হবে, পদমর্যাদা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ও লিভ্ রিফ্যুসালের ব্যাপারে আশু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই ব্যাপারগুলি যাতে আশু সমাধান হয় সেই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষা সচিব ও শিক্ষা অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অনুরোধ করেন ও পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে একটি সভা করার জন্য নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল, ২০০৩ পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী ও অসিতাভ দাশ দীর্ঘসময় ব্যাপী প্রধান শিক্ষা সচিব ও শিক্ষা অধিকর্তার সাথে আলোচনায় মিলিত হন। এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় শিক্ষকদের অনুরূপ কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম অবিলম্বে প্রবর্তন করা হবে, শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হয় সে ব্যাপারে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিল (W. B. Higher Education Council)-এর আগামী ২রা মে, ২০০৩-এ অনুষ্ঠিতব্য সভায় আলোচ্য সূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ও লিভ্ রিফ্যুসালের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষা সচিব ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই আলোচনা সভায় উচ্চ শিক্ষা সচিবালয়ের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে, ২রা মে, ২০০৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা সংসদের সভায় গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা সুনির্দিষ্টকরণ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে এই কমিটির সদস্য সচিব শিক্ষা অধিকর্তা। অন্যান্য সদস্যরা হলেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্যবৃন্দ, উচ্চ শিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী ও একজন যুগ্ম শিক্ষা অধিকর্তা। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষকদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করবেন।

প্রতিবেদক — অসিতাভ দাশ।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মাননীয়

সম্পাদক 'গ্রন্থাগার'।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৪০৯ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে আপনি এক সময়োপযোগী ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সভা, এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দরবার করেছেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। পরিষদের মুখপত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্ভবতঃ এই প্রথম আলোকপাত করায় বিষয়টির গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু বিষয়টি এমন সময় গুরুত্ব পেল যখন সরকারের ভাঁড়ার মা ভবানীর হস্তগত হয়েছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০২ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের তরফে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি একটি ডেপুটেশন দেন। মাননীয় মন্ত্রীর কক্ষে আলোচনাকালে পত্রলেখক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী মহাশয় সরকারের আর্থিক অক্ষমতা প্রকাশ করে প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, প্রতি বছর গ্রন্থাগারগুলিতে বই ও আসবাবপত্র বাবদ নিয়মিত অনুদান দেওয়া এবং গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমহারে বেতন ও ভাতা দেওয়া সম্ভব নয় বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন। কেবলমাত্র একটি দাবী — বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নির্বাচনে গ্রন্থাগারিক হিসাবে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের পৃথক ক্যাটেগরীতে প্রার্থী বা ভোটদানের নিয়ম চালু করতে হবে — সম্পর্কে তিনি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণ তাঁদের ন্যায্য দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা ও সমালোচনাও চলতে থাকবে।

সম্পাদকীয় বক্তব্যে একটি অসংগতি দৃষ্টিগোচর করার উদ্দেশ্যে এবং কিছু সংযোজনের প্রয়োজনে আপনার বিবেচনার জন্য আমি কিছু জানাতে চাই। আপনি লিখেছেন, "সংখ্যার বিচারে রাজ্যে ... এবং তাঁরাও অসংগঠিত"। বক্তব্যটি আংশিক সত্য। কারণ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের একটি অংশ যেমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অধীন তেমনি আবার তাঁরা বিভিন্ন সংগঠন যথা, ABTA, STEA এবং WBSLA প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সুতরাং তাঁদের অসংগঠিত বলা উচিৎ নয়।

"বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ... নিজেরাই এসব কাজে আগ্রহী থাকেন"। এ কথাটিও অভ্রান্ত। তবে এজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেমন দায়ী তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব এড়াবার নয়। কারণ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের কাজ কি হবে তার কোন নীতি নির্দেশিকা নিরূপিত হয় নি। শিক্ষা দপ্তরের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত নির্দেশ দেন এবং গ্রন্থাগারিকদের তা মানতে বাধ্য করেন। এরূপ নির্দেশিকা যদি থাকত তাহলে প্রতিবাদী গ্রন্থাগারিকরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হতে পারতেন এবং গ্রন্থাগারের কাজও উপেক্ষিত হোত না। তাই প্রায়শঃই একক কর্মী হিসাবে গ্রন্থাগারিককে অসহনীয় বিদ্রূপ ও প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। আবার এক শ্রেণীর শিক্ষক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার দিকটি উপেক্ষা করতে চান। তাঁরা নিজেরা যেমন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না তেমনি ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারটিও সুনজরে দেখেন না। এজন্য চাই গ্রন্থাগারমুখী পঠন পাঠনের ব্যবস্থা। যাতে ছাত্র ও শিক্ষক প্রত্যেকেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে বাধ্য হন। আগামী দিনে পঠন পাঠনের পরিবর্তনের জন্য সময়োপযোগী সিলেবাস প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এখন পরিষদকে অনুরোধ, আপনারা গ্রন্থাগারমুখী পঠন পাঠনের উপযোগী সিলেবাস বা নতুন সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা বিবিধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে। এখন সারা ভারতে শিক্ষার বেসরকারীকরণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সুফল-কুফল নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে বিস্তর। তবে কিছু কিছু বেসরকারী বিদ্যালয়ের খবর জানি যেখানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার আবশ্যিক এবং ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়ন করে গ্রন্থাগারিক। মার্কস-এর ব্যবস্থাও আছে। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সন্তোষজনকই নয় বরং উন্নত। ডঃ মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে।

একজন গবেষকের কথা জানি যিনি পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা জানতে DSE দপ্তরে গিয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

উপসংহারে বর্ণিত আপনার আশা সফল হোক এই কামনা করি। পরিশেষে, এ পৃথিবীকে সব শিশুর বাসযোগ্য করার যে বাসনা ও স্বপ্ন কবি সুকান্ত দেখেছিলেন তা একদিন নিশ্চয় সফল হবে, সব শিশু সেদিন শিক্ষার আলোয় মানুষের মতো মানুষও হয়ে উঠবে, এ কথাও সুনিশ্চিত।

নমস্কারান্তে —

তারিখ : ১১/১১/০২

শ্রী শঙ্করচাঁদ মিত্র
গ্রন্থাগারিক, দি বিদিরপুর একাডেমি।

[বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে সম্পাদকীয় সহ বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থাগার পত্রিকার অন্তত অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। পরিষদের উদ্যোগে ২০০০ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজিত হবে — এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। মুদ্রণজনিত জন্য পত্রের সঙ্গে যুক্ত স্মারকলিপির মুদ্রা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত। — সম্পাদক]

প্রাপ্তি স্বীকার

[গত ১৭ই মে, ২০০০ পর্যন্ত গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য নিম্নলিখিত প্রবন্ধ/রচনাগুলি সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধলেখক/রচয়িতার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। পত্রিকা মারফৎ প্রাপ্তি স্বীকার করছি। মুদ্রণজনিত জন্য প্রবন্ধ/রচনাগুলি প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে এবং হতে হবে। পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নিয়মাবলী অনুযায়ী উপর্যুপরি বক্ষ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রবন্ধ/রচনা রচয়িতাদের প্রবন্ধ/রচনার সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজীতে সারসংক্ষেপ (Abstract) দিতে হবে। অন্যান্য প্রবন্ধলেখকেরা সহযোগিতা করবেন। —সম্পাদক]

১। বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস — নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

২। বাংলা গ্রন্থের ডাটাবেস তৈরী প্রসঙ্গে — প্রণবানন্দ জানা ও গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ।

৩। সাধারণের গ্রন্থাগার : কিছু আইনি সমস্যা — তপনকুমার রায়।

৪। সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা — কিরণময় দত্ত।

৫। মুদ্রিত প্রকাশনা এবং বৈদ্যুতিন প্রকাশনা - একে অপরের পরিপূরক — বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্ল কুমার পাল।

৬। বাঙালী মুসলমান নাম : রূপান্তরকরণ সমস্যা : অনুসন্ধান — বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী।

৭। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রঙ্গনাথন - দুই মতাদর্শের সমন্বয় — শ্যামসুন্দর কুন্ডু।

৮। প্রসঙ্গ : ডিজিটাল গ্রন্থাগার — রত্না নন্দী।

৯। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজগ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ:) — অরবিন্দ মাজী।

১০। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজগ্রন্থাগারের পরিচালকমন্ডলী ও কর্মচারীদের পদবিন্যাসের ইতিবৃত্ত — অরবিন্দ মাজী।

১১। মফঃস্বলের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পাঠকের চাহিদা ও বাস্তব অবস্থা একটি সমীক্ষা — জয়দীপ চন্দ্র।

১২। কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা - একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা — ডঃ পীযূষকান্তি পানিগ্রাহী ও লক্ষ্মীকান্ত জানা।

১৩। বিশেষ গ্রন্থাগার : কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৮টি গ্রন্থাগারের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা — কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও মকবুল রহমান।

১৪। অক্ষর গ্রন্থাগার : অতীত ও বর্তমান — কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও জয়দীপ চন্দ্র।

১৫। গ্রন্থাগার ও সমাজ — মিলন কুমার সরকার।

১৬। মেলভিল ডিউই এবং ইংরেজী বানান সংস্কার — অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত।

১৭। ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও বিভিন্ন পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা — গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা — ডঃ জয়ন্তী ঘোষ।

১৮। তাহেরুন্নেসা থেকে লতিফুন্নেসা : উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান মেয়েদের প্রথম প্রকাশনা — ড: সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী।

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 2 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst Editor Nirmalya Roy May, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Libraries of Tomorrow

Discusses the process of the transformation of traditional libraries into polymedia libraries of tomorrow. The different phases in the acquisition, organisation, information retrieval and their concomitant complexities are also discussed. The transformation in the holdings of such libraries from mere printed materials to CD ROM, microform, computer software, electronic book, e-journal etc. in also referred. Reference is also made to networking, on-line index, full text searching and other electronic information retrieval systems along with traditional library services etc. The selection, acquisition, cataloguing etc. of such digital libraries are also referred. Makes comments on the character of such libraries being dependent on the type of clientele to be served. P. 41-42.

Appeal of the Association to members to generously contribute to the **"Granthagar Fund"** to tide over its acute financial stress in publication of its monthly journal, Granthagar. P. 42.

List of donors to "Granthagar Fund" P. 42.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
08.04.03	2113	Sri R. C. Das	Kolkata	100.00
08.04.03	2114	Sri J. N. Satpathi	Kolkata	555.00
11.04.03	2116	Sri R. C. Das	Kolkata	100.00
22.04.03	2174	Ms. Sudeshna Sinha Roy	Hooghly	500.00

Ray, Partha Pratim. Rural development and information service : Role of Public Libraries

The role of rural libraries in rural development of India, is discussed in short. Reference is made to such services as professional, vocational, economic etc. It is felt that meaningful application of information technology in public libraries through rural libraries and community libraries and information centres as well as of Public Information Kiosks would go a long way in rural development in India. P. 43-45.

Mostafa, Md. Golam and Amit Kumar Banerjee. Dhaka University Library : An Overview

Discuss the present position with respect to the different types of services provided by the University library. Questionnaire and observation methods are applied to collect information on physical facilities, number of documents, processing of documents, users, computer facilities etc. P. 46-51.

By the By (In the columns of a retired librarian)

Reference is made to the contributions of such library professionals as the late Maya Bhattacharya, the late Dr. Aditya Ohdedar, the late M R Chakrabarti who are no more with us. Reference is made to the late poets Kamalesh Chakraborty and Shyamaprasad Bhattacharyya. Reference is also made to the distressing physical condition of Sri M P Sinha, Ex-Director of Association's Training Course and an Ex-Teacher of Library & Information Sc. Dept. of Jadavpur University. P. 52-55.

Acknowledgement : The following books have been received by the Association for Review in "Granthagar" :

1. Bengali Children's Library (in Beng) : A Bibliography by A Srimani and K Pramanik.
2. Journals and magazines of Purulia A Bibliography by B Kaviraj and M K Mondal.

P. 55.

Library News :

1. **Book fairs held at**
   a. Purulia on 11.02.03 at SSA Maidan.
   b. Murshidabad on 17.02.03 at Barrack sq. Ground.
2. **Purulia District Library :** Competitive Exam. Training Centre opened on 31.1.03.
3. **Krishnanath Pustakagar, Purbasthali, Burdwan :** Platinum Jayanti on 22.3.03.
4. **Ideal Club & Rural Library, Kumedpur :**

Opening 1st floor on 17.3.03.

5. **Chakbhrigu Library, S. Dinajpur :** Inauguration of new building on 23.2.03.
6. **WB Public Library Employees' Association :**
   a. Annual General meeting of Purulia Branch on 6.4.03.
   b. Annual General Meeting Coochbehar Branch on 2.3.03.
7. **Srijani Town Library, Maldah :** Cultural function on 18.4.03-19.4.03. P. 56-57.

Association News :

Howrah District Branch : Workshop on training of Librarians and Library professionals

A. Workshops

1. 1st Workshop : Mohiari Public Library on 17-25.3.03.
2. 2nd Workshop : Anandaniketan, Bagnan, Howrah on 1-7.04.03. P. 58.

B. Activities of District Branches of the Association

1. Darjeeling : World Book Day observed on 23.04.03.
2. Coochbehar : Annual General Meeting on 2.03.03. P. 59.

Letter to the Editor :

Sri S. C. Mitra, Librarian, Khiddirpur Academy on School Libraries and Librarians (Letter dated 11.11.02 in Bengali) P. 61-62.

Ackowledgement :

List of articles received for publication in the Granthagar. The Editor informs that their publication may be delayed due to shortage of space.

1. Library movement in Bengal and history of Bengal Library Association by Nirmalendu Mukherjee.
2. Database for Bengali books by P K Jana and G P Ghosh.
3. Public Libraries : Some legal problems by Tapan Kr. Roy.
4. Public Libraries : Role of Govt. nominees by Kironmoy Datta.
5. Print publications and electronic publications : one complementary to other by B B Das & P K Pal.
6. Bengali Muslim Name : Problem of rendering : An Enquiry by B. P. Mukherjee and D. Niyogi.
7. Manu and S R Ranganathan : A comparative evaluation by S. S. Kundu.
8. Digital Library : An overview by Ratna Nandi.
9. Library of Mughal Emperor Akbar : A Short history by A Majhi.
10. Library of Mughal Emperor Akbar : A history of Committee Members by A Majhi.
11. School Libraries of rural areas : a review by J. Chandra.
12. College Libraries : Problems and Possibilities by Dr. P. K. Panigrahi & L. K. Jana.
13. Special Libraires of Calcutta and neighbouring areas : A Comparative Review. by K. Chatterjee and Makbul Rahman.
14. Akshay Granthagar : Past & Present by K. Chatterjee and J. Chandra.
15. Libraries and Society by M. K. Sarkar.
16. Melvil Dewey and English spelling reforms by A. K. DasGupta.
17. Need for information for small, medium and cottage industries – Role of libraries and Information Centres – Dr. Jayati Ghosh.
18. Taherannesa to Latifannesa : First publication of the 19th Century Bengali Muslim women – Dr. Sanghmitra Choudhury. P. 62.

Association News :

Deputation to Sri Satyasadhan Chakraborti, Hon. Minister of Higher Education, West Bengal

A deputation of Association leaders, including Sarvasree Prabir RoyChoudhury, Ramkrishna Saha, Anup Kumar Sarkar (Assoc-Secretary) and others met the Hon. Minister of Higher Education on 16th April, 2003, regarding issues pertaining to problems of pay and Status of college Librarians as per college teacher. It has been decided after prolonged parley, among other things that (1) Career Advancement Scheme would be implemented, (2) Leave refusal benefit as per teachers would be offered to Librarians and that (3) a special committee to oversee the question of status of College Librarians would be constituted, at an early date to sort out problems. It has been known from reliable sources that the Govt. has already formed the Special Committee under the Chairmanship of Vice Chancellor, Calcutta University for the purpose. P.62.

Notice :

1. 17th Computer Training Programme from 1st July to 16th Aug., 2003. P. 45.
2. Seminar on School Library in July, 03. P.45.
3. Revised Rates of Subscription of Members (from 1.4.2003) P. 51.
4. Students' Reunion of BLA in June, 03. P. 59.
5. Notification on (a) Ideal Childrens' Library Award,03 (b) Ideal School Library Award, 03. P.55.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)** প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

ii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

iii) **রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।**

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞরা। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল তথ্য সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে** সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 2 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy May, 2003

CONTENTS

Page

Libraries of Tomorrow (***Editorial***) 41

Partha Pratim Ray 43
Rural development and information service :
Role of Public Libraries

Md. Golam Mostafa and Amit Kr. Bandyopadhyay 46
Dhaka University Library

From a Retired Librarian 52
By the by

Library News 56

Association News 58

Letters to the Editor 61

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 2) 63

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2245-2356
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Roy**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় শ্রাবণ, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ : কয়েকটি প্রস্তাব (সম্পাদকীয়) ৬৫

প্রণবানন্দ জানা ও গোপিকা প্রসাদ ঘোষ ৬৭

বাংলা গ্রন্থের ভেটাবেস তৈরী প্রসঙ্গে

তপন কুমার রায়

সাধারণের গ্রন্থাগার : কিছু আইনি সমস্যা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

কিরণময় দত্ত

সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা

গ্রন্থ সমালোচনা আলোচক — প্রবীর রায়চৌধুরী

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 3)

15.07.08

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্য গ্রন্থাগার; ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা

- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮:
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০ ১৯৯৪

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998. Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মাল্য রায় আষাঢ়, ১৪১০

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ : কয়েকটি প্রস্তাব

গত ১৪ই মে, ২০০৩ পরিষদ ভবনে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, শিক্ষিকা, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সংস্থার গ্রন্থাগারিক, সহগ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মীরা ও গ্রন্থাগার শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা কমে যাওয়ার কথা উঠছে। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগারখাতে বাজেট বর্তমানে ৫০ কোটি টাকার অধিক। কিন্তু একটা কথা এখন শোনা যাচ্ছে—"সবই তো হচ্ছে, কিন্তু কি হচ্ছে?" অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের হতাশা আছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে, পাঠকদের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করার জন্য বর্তমানে নানাবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, সাধারণ গ্রন্থাগারকে তথ্যকেন্দ্র ও বৃত্তি সহায়ক কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নত ও আকর্ষণীয় করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে। সব কিছুরই উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারকে জনমুখী করা।

গ্রন্থাগারের মোট সংগ্রহের বার্ষিক হিসাব আবশ্যিক ভাবে নেওয়া, গ্রন্থনির্বাচন ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী ও নির্বাচন সম্বন্ধে ধারণা এবং সরকারী পরিকল্পনা বা রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (RRRLF) এর প্রকল্প সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকদের সম্যক ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা এখন উপলব্ধি করা হচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বই নিয়ে বই ফেরৎ না দেওয়া বা বই হারিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সরকারী নির্দেশ বা গাইডলাইন (Guide line) থাকার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগারে বাংলা বই-এর সূচীকরণ, বর্গীকরণের সমস্যা রয়েছে। সূচীকরণ বা বর্গীকরণ আবশ্যিক ভাবে করার প্রয়োজনীয়তাও বর্তমানে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারে বই বাঁধাই, সংরক্ষণ, বার্ষিক বিবরণী তৈরী করা, গ্রন্থাগারের আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র ঠিকমত রাখা ও অডিট করানোও এখন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের এসব বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সাধারণ গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার পরিষেবার সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে পরিষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। তাই বিগত বছরে (আগষ্ট, ২০০২) পরিষদের হুগলী জেলা শাখার এই ধরণের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে পরিষদ সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। ২০০২ সালের আগষ্ট মাস থেকে ২০০৩ সালের মার্চের মধ্যে হুগলী জেলার শাখার উদ্যোগে ৪টি (প্রত্যেকটি ৬ দিনের) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হয়। এছাড়া হাওড়া জেলায় ২টি, বর্দ্ধমান জেলায় ১টি (প্রত্যেকটি ৬ দিনের) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং মালদহ জেলায় ১টি (২দিনের) গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ কর্মশালাও আয়োজিত হয়। এই কর্মশালাগুলি খুব পরিকল্পিতভাবে আয়োজিত করা না গেলেও, স্বল্পসময়ের মধ্যে নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আয়োজিত হলেও সেগুলি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩০ থেকে ৫৫ এর মধ্যে ছিল। হুগলী জেলার প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয় ছিল মূলতঃ সূচীকরণ, বর্গীকরণ, অনুলয় পরিষেবা, পুস্তক সংরক্ষণ, হিসাবরক্ষণ, অডিট সহ প্রশাসনিক বিষয়; হাওড়া জেলার প্রশিক্ষণে এই বিষয়গুলি ছাড়াও অন্য কয়েকটি বিষয় যুক্ত হয়। এই সমস্ত

প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলির উদ্যোক্তা, সংগঠক, প্রশিক্ষকদের মধ্যে সেদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা জানান যে ঐসব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। তাঁদের অনেকেই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিক দিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেছেন। তাঁদের মতে প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়ে ব্যবহারিক দিকে গুরুত্ব দেওয়া হলে গ্রন্থাগারিকদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ সহজসাধ্য হবে। অনেকের মতে প্রশিক্ষণের বিষয় ও সময় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও এসেছে। যেমন : (১) গ্রন্থাগার ও জন সংযোগ (২) তথ্য পরিষেবা ও জনতথ্য পরিষেবা (৩) বাংলা ও ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ সূচীকরণ ও (৪) বর্গীকরণ (৫) গ্রন্থ সংরক্ষণ (৬) গ্রন্থাগার পরিচালন (গ্রন্থাগার নথী, গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্বন্ধে ধারণা) (৭) হিসাব রক্ষণ ও অডিটিং (৮) গ্রন্থনির্বাচন (নির্বাচন সহায়ক তালিকাও উৎস সম্বন্ধে ধারণা) (৯) RRRLF ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প সম্বন্ধে ধারণা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ে আলোচ্য পাঠক্রম (Syllabus) ও পাঠ্যবস্তু (Course material) তৈরী করার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিয়মিত শিক্ষকশিক্ষিকা, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা ছোট কমিটি ও একজন আহ্বায়ক করার প্রস্তাবও এসেছে। সূচীকরণ ও বর্গীকরণের একটা ম্যানুয়াল (manual) এর প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে। বিষয় শিরোনামার ম্যানুয়াল (manual) তৈরী করার ব্যাপার পরিষদকে উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাবও এসেছে। প্রশিক্ষণের সময়কাল হিসেবে ৬ দিনে মোট ৩৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রতি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৫ জন অংশগ্রহণকারী রাখার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রশিক্ষণের ভাষা হবে মূলতঃ বাংলা। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট মানের পাঠক্রম (syllabus) ও পাঠ্যবস্তু (course material) তৈরী করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ শুরুর আগে দিতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিয়মিত শিক্ষক, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রভৃতিদের নিয়ে প্রশিক্ষকদের একটি প্যানেল (Panel) করতে হবে। প্রতি জেলায় জেলার যোগ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ঐ প্রশিক্ষক প্যানেলে থাকবেন। প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভা করতে হবে এবং তাদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সব জেলার প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণের মান নির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালকদেরও এইরকম কর্মশালায় আমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। জেলাগুলিতে এই কর্মশালা সফল করার জন্য তাঁদের সমর্থনও দরকার।

সেদিনের আলোচনাসভায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, শিক্ষিকা, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমীদের কাছ থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যে সমস্ত গঠনমূলক প্রস্তাব এসেছে সেগুলি থেকে গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণে এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পরিষদকে সাহায্য করবে। আশার কথা, RRRLF এবং রাজ্য সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারে এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন। সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে সব জেলার গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে নিজেরা উপকৃত হবেন তো বটেই— প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিজ নিজ গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করা হলে পরিষেবার সার্বিক উন্নয়নও যে ঘটবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিষেবার উন্নয়ন ঘটলে, পাঠকের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগার আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেই আগামী দিনে গ্রন্থাগার জনমুখী হবে। আমরা সেই আশায় থাকলাম।

বিজ্ঞপ্তি : বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

২০০০ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে একটি আলোচনাচক্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই আলোচনাচক্রকে সাফল্যমন্ডিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ), বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদ অফিসে অবিলম্বে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। জেলা সম্পাদকদেরও অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অসিতাভ দাশ
সভাপতি
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

কিরণময় দত্ত
সম্পাদক
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

বাংলা গ্রন্থের ডেটাবেস তৈরী প্রসঙ্গে

প্রণবানন্দ জানা ও গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

অবসরপ্রাপ্ত সহ-গ্রন্থাগারিকদ্বয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকদ্বয়।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্দ্ধমান সংঘাত জীবন, জীবিকা ও বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পরম্পরায় অনুসৃত কর্মপদ্ধতি প্রয়োজনে পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আরও সহজে এবং দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক পরিষেবা এক নূতন দিগন্তের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। অনেক কাজ এখন কম্পিউটারের সাহায্যে করা শুরু হয়েছে। কোথাও বা সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটার নির্ভর পরিষেবা পরিবেশিত হচ্ছে। লাইব্রেরীর সমস্ত রকম সংগ্রহের যাবতীয় তথ্য এখন কম্পিউটারের মেমারীতে (memory) ডেটাবেসের (data-base) মধ্যে বন্দীকরে রাখবার প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা টাইটেলের ট্রান্সলিটারেশন ও বাঙ্গালী পদবীর একটা স্ট্যান্ডার্ড বানানের ক্ষেত্রে। কেন এই সমস্যা তার একটা বিশদ আলোচনা দরকার। তার আগে আনুষঙ্গিক পটভূমির একটা পরিষ্কার ধারণা চাই।

- ডেটাবেস (database) হলো বিশেষ প্রয়োজনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সংগঠিত তথ্য সমূহের একত্র সমাবেশ। তথ্য ও তথ্য নির্দেশিত বস্তু এক নয়। উভয়ের মাধ্যমে যে একই হতে হবে তার কোন মানে নেই। উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। তথ্য যদি তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে ঠিকমতো সন্ধানীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে তবেই ত তার সার্থকতা। তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠনের সময় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে তথ্যের আহরণ সন্নিবেশ, সংরক্ষণ এবং সম্প্রচার কতবেশী সহজ, সুলভ আর ব্যাপক হচ্ছে। যে সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার প্রয়োজন তা হল —

১। গ্রন্থাগারের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সংগ্রহের জন্য কি পৃথক ডেটাবেস থাকবে? রোমান লিপি ছাড়া যেসব লাইব্রেরী সফ্‌টঅ্যারে (software) অন্য কোন লিপির ব্যবস্থা নেই সেখানে কি করা হবে?

২। আমরা যখন লাইব্রেরীর রিসোর্স সেয়ারিং (Resource-sharing) বা ওপ্যাক (OPAC - Online Public Access Catalogue) এর কথা ভাবছি এবং বিশেষ করে যখন ইন্টারনেট সংযোগ ও ওয়েবসাইটের সহজলভ্যতা অনেকের হাতের কাছে এসে গেছে, তখন একটা ইউনিফর্ম ফরমাট (uni-form format) ও একটা আন্তর্জাতিক ভাষার সহায়তা খুবই জরুরী। কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের হদিস থেকে কেউ কি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ভাষার বর্ণজ্ঞানের অভাবে বঞ্চিত থাকবে?

৩। ডেটাবেসের আসল কাজ ও উদ্দেশ্য কি? অন্তর্নিহিত তথ্যের প্রয়োজন মতো সংগঠিত করা ও চাহিদামতো পরিবেশন করা। গ্রন্থ ও গ্রন্থসম্পর্কীয় তথ্য কিন্তু এক নয়। তথ্য হস্তগত হলে বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধারের অনেক উপায় আছে।

৪। ভাষা, মাধ্যম, ফর্মাট (format) প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতা থেকে যতই মুক্ত হবে ততই তথ্যের বিচরণ অবাধ হবে ও তথ্য পরিষেবা সহজতর হবে।

৫। বিব্‌লিওগ্রাফিক্যাল ডেটাবেসের (bibliographical da-tabase) ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস আছে যা ভাষার তারতম্যে সাধারণ ভাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যেমন গ্রন্থকারের বা পাবলিশারের (publisher) নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি। বিষয়ের শিরোনাম অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীতেই সহজে বোধগম্য।

যদি প্রয়োজন হয় রোমানাইজড টাইটেলের (Romanized title) সঙ্গে একটি ইংরেজীতে ট্রানস্লেটেড টাইটেল (trans-lated title) সাবফিল্ড (sub-field) হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যদি ডেটাবেস ব্যবহারকারীরা খুব জরুরী মনে করেন তবে ইচ্ছে করলে প্রিন্টেড কার্ড বা লিস্টে আনুষঙ্গিক ভাষার বিশেষ লিপিতে আখ্যাটাকে উপযুক্ত স্থানে হাতে লিখে দিতে পারেন।

ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা ১৮। যদি প্রতিটি ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের জন্য আলাদা আলাদা ডেটাবেস ঐ সকল ভাষার লিপিতে করতেই হয় তাহলে একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। দুই বা তিনের বেশি ভাষার লিপির সঙ্গে খুব কম লোকের কার্যকরী পরিচয় থাকে। অনেকে কোন ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হলেও বা বুঝতে পারলেও, ঐ ভাষার লিপিতে কিছু লিখতে বা পড়তে পারেন না। এজন্য এমন একটা সংযোগ মাধ্যমের কথা ভাবতে হবে যাতে সমস্ত বা অধিকাংশ ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের বিবলিওগ্রাফিক (bibliographic) তথ্য সাধারণভাবে সকলের হাতের নাগালে আসতে পারে। জাতীয়

বা আন্তর্জাতিক স্তরে ইংরেজী ভাষা ও রোমান লিপি সম্ভবতঃ একমাত্র সহজ সমাধান।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু সমস্যার কথা এসে যায়। কীবোর্ডে (key-board) এখনও বিভিন্ন বাংলা তথা ভারতীয় ভাষার ফন্টের (font) স্থান নির্দিষ্ট হয়নি। অর্থাৎ 'k' key-তে প্রেস (press) করলে সব ক্ষেত্রে 'ক' পাব না। তাই সব সময় বিশেষ একটা ফন্টে টাইপ করতে অভ্যস্ত কেউ যদি কিন্যাস আলাদা এমন আর একটা ফন্টে টাইপ করতে চান তবে অসুবিধা হবে এবং সময় বেশি লাগবে। বাংলা অক্ষরের সংখ্যা, যুক্ত অক্ষরগুলির অস্তিত্ব, সাধারণভাবে ডেটাবেসে ডেটা সংযোজন, ইংরেজীর তুলনায় অনেক ধীর। বাংলা টাইপ করতে পারা লোকেরও অভাব রয়েছে। তাই গ্রন্থাগারের বাংলা গ্রন্থের সংগ্রহের পুরো ডেটাবেস যদি বাংলা লিপিতে করা কাম্য হয় তবে আনুপাতিকভাবে প্রয়োজনীয় সময়ও দীর্ঘতর হবে - যেটা অটোমেশনের (automation) প্রাক প্রস্তুতিকে আরও বিলম্বিত করবে। কাজে কাজেই খরচ বেশি পড়বে।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা কি দেখছি? সরকারী কাজকর্ম বাংলায় করতে গিয়ে কতটা সফল হতে পেরেছি। বাংলা তথা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের তথ্য ইংরেজীতে সরবরাহ করা একদিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যকে আরও সহজ-লভ্য করা। সব বাঙ্গালী ত হিন্দী, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী, গুজরাটী ইত্যাদি লিপিতে লেখা তথ্য পড়তে পারবেন না। তেমনি ঐ সব ভাষাভাষীদের কাছে বাংলা লিপিতে পরিবেশিত তথ্য ল্যাটিনের মতোই দুর্বোধ্য হবে। তাছাড়া একটা বিরাট সংখ্যক অনাবাসী বাঙ্গালীর কাছে বাংলা হরফে লিপিবদ্ধ গ্রন্থসম্পর্কীয় তথ্যাবলী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করাও কষ্টকর হবে। প্রথমে কোনকিছুর অস্তিত্ব বা অবস্থানের তথ্যটা জানা জরুরী, তারপর সেটাকে সংগ্রহ করা বা প্রয়োজনমত নিজের কাজে লাগানোর কথা আসবে।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যে সব গ্রন্থাগারগুলো আছে, সেগুলির সংগ্রহ ডেটাবেসে বাংলা লিপিতে অন্তর্ভুক্ত না করে ইংরেজীতে ট্রান্সলিটারেট (transliterate) করে ডেটাবেসে রাখলে হয়ত স্থানীয় ব্যবহারকারীদের বেশ অসুবিধা হবে। কিন্তু ঐসব গ্রন্থাগারগুলিতে যেসব মূল্যবান আঞ্চলিক সংগ্রহ আছে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে যদি কখনও ঐ সবের তথ্যকে সংগঠিত করতে হয় তবে ইংরেজীতে ট্রান্সলিটারেট (transliterate) বা ট্রানস্লেট (translate) করা নিশ্চয়ই সুবেচনার কাজ হবে। নেটওয়ার্ক ও রিসোর্স সেয়ারিং (resource-sharing) এর ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা থাকবে না।

সাধারণভাবে বর্তমানে ইংরেজী শেখার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও নার্সারি লেভেলে ইংলিস মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। টিভি, হোর্ডিং, সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে যেখানে তথ্যের পরিবেশনাই মূল উদ্দেশ্য তাতে রোমান লিপিতে ইংরেজীর প্রাধান্যই লক্ষণীয়। হিন্দী, সংস্কৃত, প্রভৃতি ভাষা যেমন দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয় তেমনি ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় রোমান লিপি ব্যবহৃত হয়। লিপি জানলে ভাষা জানা হয় না। আবার লিপি না জেনেও আমরা স্বচ্ছন্দে কোন ভাষা লিখতে পড়তে পারি। যেমন আমরা সংস্কৃতের বেলা বাংলা লিপি দিয়ে করে থাকি। ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে তথ্য পরিবেশনের জন্য প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন লিপির পরিবর্তে একটা সাধারণ লিপির প্রচলন খুবই সুবিধাজনক হবে। আর সেটা যদি রোমান লিপি হয় তবে একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করবে ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত ও সহজতর হবে। অনর্থক বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গ্রন্থসংগ্রহের তথ্যকে ঐ সব ভাষার ব্যবহৃত লিপিতে ডেটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা, যেমনভাবে সারা পৃথিবী বিশ্বায়নের দিকে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে একটা ভুল সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হবে।

আমরা সবদিক দিয়ে একটা যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যখন তথ্যই সমস্ত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রভৃতির মূল পরিপোষক এবং নিয়ামক। তথ্য সরবরাহ বা তথ্যের সম্প্রচার, বিশেষ করে গ্রন্থসংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য, ভাষাগত আসক্তির আতিশয্যে যাতে বিঘ্নিত না হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। তথ্যের সংগ্রহ এবং ডেটাবেস ও তার উপযুক্ত সংরক্ষণ একটা ক্রমবর্দ্ধমান পদ্ধতি - যেটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা সবে শুরু করেছি। প্রারম্ভিক পরিকল্পনা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। ত্রুটি থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভুগতে হবে। শোধরাতে গেলে সময় ও অর্থের অনেক বেসারৎ লাগবে।

বাংলা লিপিকে রোমান লিপেতে লিপ্যান্তর

বাংলা গ্রন্থের টাইটেলকে রোমান অক্ষরে ঠিকমতো ট্রান্সলিটারেট করতে গেলে ডাইয়াক্রিটিক্যাল (diacritical) চিহ্ন দেওয়া দরকার। অথচ সচরাচর যেসব সফ্টওয়্যার (soft-ware) গুলোর সাহায্য আমরা ডেটাবেস তৈরী করবার জন্যে নিয়ে থাকি, তাতে ঐ চিহ্ন দেওয়ার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে একটা গ্রামাণ্য তালিকার বিশেষ প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি বাংলা অক্ষরের জন্য একটা নির্দিষ্ট রোমান অক্ষর বা অক্ষর-সমষ্টি থাকবে। এতে বিভিন্ন জনের হাতে রোমানাইজেশানের অনিয়ন্ত্রিত একাধিক রূপ আর সৃষ্ট হবে না। এই ধরনের একটা তালিকা কিছু চিন্তা ভাবনার ফসলরূপে উপস্থাপিত হল। সকলের দৃষ্টি বা আগ্রহ আকর্ষণের একটা সামান্য প্রয়াস। এটাকে ত্রুটিমুক্ত

করতে সমবেত প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রায় সমোচ্চারিত বাংলা অক্ষরগুলোর ক্ষেত্রে একটা যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছে। ত, থ, দ, ধ, ন যথাক্রমে t, th, d, dh, n। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ যথাক্রমে T, Th, D, Dh, N। ড়, ঢ় যথাক্রমে rD, rDh। শ, স, ষ যথাক্রমে sh, S, s। কিছু কিছু বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ পরিচিত ইংরেজী/ফরাসী শব্দের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সবগুলো পারলে ভাল হতো।

KEY TO TRANSLITERATION

Bengali Character	Sign	Equivalent Roman Character	Pronuciation
Vowels			
অ		a	As '*a*' in beg*a*r
আ	া	aa	As '*a*' in f*a*ther
ই	ি	i	As '*i*' in s*i*n, *i*l
ঈ	ী	ee	As '*ee*' in m*ee*t, f*ee*t
উ	ু	u	As '*u*' in p*u*ll, f*u*ll
ঊ	ূ	oo	As '*oo*' in p*oo*l, b*oo*t
ঋ	ৃ	Ru	As '*ri*' in *ri*ch
এ	ে	e	As '*a*' in g*a*te, *e*vade
ঐ	ৈ	oi	As '*y*' in m*y*
ও	ো	o	As '*o*' in *o*ver, h*o*le
ঔ	ৌ	u	As '*ow*' in n*ow*
Consonants			
ক		k	As k in ankle
খ		kh	As ckh in blockhead
গ		g	As g in go
ঘ		gh	As gh in gherao, loghut
ঙ		ng	As ng in hunger
চ		ch	As ch in church
ছ		chh	
জ		j	As j in jar
ঝ		jh	
ঞ		n	As n in punch
ট		T	As t in top
ঠ		Th	
ড		D	As d in doll
ঢ		Dh	
ণ		N	
ত		t	As t in French matron
থ		th	As th in thin
দ		d	As th in leather
ধ		dh	
ন		n	
ড়		rD	
ঢ়		rDh	
প		p	
ফ		ph	
ব		b	
ভ		bh	
ম		m	
য়		y	
র		r	
ল		l	
ব		b	
শ		sh	
ষ		Sh	
স		s	
হ		h	
ং	ং	ng	As ng in kangaroo
ঁ	ঁ	an	As an in restaurant (French)
ঃ	ঃ	ah	As ah in Oh!

India, Ministry of Information and Broadcasting এর প্রকাশিত India 2001: A Reference Annual (p.20) থেকে ট্রান্সলিটারেট করা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের কিছু অংশ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হচ্ছে। এখানে কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। সেগুলো লেখানো হলো।

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Gaanga
Uchchala-Jaladhi-taranga,
Tava shubha name jage,
Tava shubha asisa mage,
Gahe tava jaya gatha,
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he

Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, jaya he, jaya he,
Jaya he, jaya he, jaya he!

ট্রান্সলিটারেসনের ক্ষেত্রে লাইনের প্রথম অক্ষর upper case এ হওয়ার কোন দরকার নেই - যেমন J.B.P.D.V. V.U ইত্যাদি। তেমনি Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Banga প্রভৃতি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলি। vidhata, Banga, Vindhya, Tava প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে 'v' কখনো 'b' আবার কখনো 'v' দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই 'a' দিয়ে 'অ' এবং 'আ' উভয় অক্ষরকে বোঝান হয়েছে যেমন Bharataর 'ta' এবং bidhataর 'ta'। 'Uchchala' শব্দে 'ch' দিয়ে 'চ' এবং 'ছ' একইভাবে পাচ্ছি - অর্থাৎ জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে 'চ্চ', 'চ্ছ' নয়। 'shubha' শব্দে 'sh' এবং 'asisa' শব্দে 's' দিয়ে 'শ' প্রকাশ পেয়েছে। 'Dravida' শব্দে 'da' দিয়ে 'ড়' অক্ষর এসেছে।

প্রাসঙ্গিক ভাবে শনিবার, ১১ই জানুয়ারী, ২০০৩ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়, ইংরাজি ও মাতৃভাষা হউক থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "প্রকৃতপক্ষে ইংরাজিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। তাহার কারণ, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রধান সম্পদ বলিতে তাহার শিক্ষা। ইহা অতীতেও সত্য ছিল, এখনো সত্য। তথ্য প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি ইত্যাদি আধুনিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্যের জন্য আধুনিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক। এবং ইংরাজির জ্ঞান সেই শিক্ষার মৌলিক অঙ্গ।"

আমাদের ওপর, লাইব্রেরী কোঅপারেশনের অঙ্গ হিসাবে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্ট্যান্স এডুকেশন সেন্টারের গ্রন্থাগারটিকে একেবারে শুরু থেকে অর্গানাইজ করবার দায়িত্ব পড়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। পরম্পরাগত পুস্তক সংগ্রহের অ্যাকসেসনিং (accessioning), ক্লাসিফিকেশন, ক্যাটালগিং ইত্যাদির সঙ্গে কম্প্যুটারাইজেসন - অর্থাৎ সংগ্রহের একটা সুগঠিত বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটাবেস তৈরী করবার নির্দেশ রয়েছে। সংগ্রহের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী বাংলা বই। ম্যানুয়াল কার্ড ক্যাটালগের ক্ষেত্রে বাংলা বইএর জন্যে বাংলা লিপিতে কার্ড হচ্ছে। WINISIS-এ বাংলা ভাষায় ডেটাবেস তৈরীর কোন ব্যবস্থা নেই। ডেটাবেসের জন্যে আমরা কেবলমাত্র বইএর টাইটেল(title)টাকে ট্রান্সলিটারেট করছি; বাকি সব বিবলিওগ্রাফিক তথ্য ইংরেজীতে। দেশবিদেশে বহু প্রচলিত এবং নিয়মিত উন্নীত CDS/ISIS এবং WINISIS সফটওয়্যারে-এ CCF ফিল্ড ট্যাগ আর AACR2 ফরম্যাট ডিসপ্লে ও প্রিন্টিং-এর জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত সিস্টেমের মধ্যে এগুলি অন্যতম। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটি গ্রন্থের রেকর্ড সন্নিবেশিত হল।

B
891.444
M233
Majumdar, Nepal
rabindranaath : shilpa, saahitya, sangskriti prasange / Nepal Majumdar. -- Kolkata : Dey's, 2000.
215 p. : 21 cm.
BENGALI ESSAYS
ISBN: 81-7612-622-5

পরিশেষে যে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গ্রন্থাগার সংগ্রহের কম্প্যুটারাইজড্ ডেটাবেস তৈরীর প্রাক্কালে উৎসাহী গ্রন্থাগারিকের অনুধাবনযোগ্য - তা হল :

১। ডেটাবেসের পরিকাঠামো ও ডিসপ্লে এবং প্রিন্টিং আউটপুটের জন্য CCF, UNIMARK প্রভৃতি formatting tag এবং AACR2র মতো কোনও আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড এর আবশ্যকতা।

২। বিশদভাবে পরীক্ষিত, প্রচলিত ও নিয়মিত সংস্কৃত কোনো লাইব্রেরী সফটওয়্যার নির্দ্ধারণ।

৩। অটোমেশনের আগে গ্রন্থসংগ্রহের ডেটাবেসে অন্তর্ভুক্তি অধিকতর জরুরী। অধিকমূল্যে সফটওয়্যার ক্রয় ও তার জন্য পৌনঃপৌনিক ব্যয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতির পক্ষে কতটা অনুকূল সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা।

৪। সমগ্র গ্রন্থসংগ্রহের ডেটাবেসে অন্তর্ভুক্তিকরণ, অধিকতর ব্যবহৃত গ্রন্থের ক্রম অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। গ্রন্থসংগ্রহের কম্প্যুটারাইজড্ ডেটাবেস সংগঠিত করা যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় - তবে পরম্পরাগত কার্ড ক্যাটালগের ওপর অহেতুক অর্থ ও সময়ের অপচয় না করা। বরং প্রয়োজন বোধে ডেটাবেস থেকে বিষয়, লেখক, আখ্যা বা ক্লাস নম্বর অনুসারে বর্ণানুক্রমিক লিস্ট ছাপিয়ে নেওয়া।

ডেটাবেস তৈরীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থকারের একই উপাধির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ অনিবার্য্য ভাবে এসে পড়বে। এজন্যও একটা সুনির্দিষ্ট উপাধি তালিকা, প্রামাণ্য তালিকা হিসাবে থাকা দরকার, যাতে একই উপাধি-যুক্ত গ্রন্থকারের নাম একাধিক স্থানে ছড়িয়ে না পড়ে এবং তথ্যানুসন্ধানে অকারণ অসুবিধার সৃষ্টি না করে। নমুনা হিসাবে কেবলমাত্র বাঙালী/ভারতীয় গ্রন্থকারের সাধারণভাবে পরিচিত উপাধিগুলির একটা তালিকা এই সংগে সংযোজিত হল। গ্রন্থাগারিকদের সুবিধা হতে পারে এই ভেবে প্রতিটি উপাধির সঙ্গে তার কার্টার নম্বরও দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে এটাকে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করা যাবে।

LIST OF STANDARD SPELLING OF SURNAMES OF SOME BENGALI/INDIANS

AUTHORS USUALLY FOUND IN LIBRARY CATALOGUES

(With their respective Cutter numbers)

Use 2 initial characters for the surnames having vowels and 's' at their beginning

ACHARYYA	176
ADAK	191
ADDI	224
ADHIKARI	234
ADHYA	234
ADITYA	235
ADVANI	244
AGARWALA	261
AGASTI	262
AICH	288
ALI	398
APTE	655
ARULANTHAM	793
ARUNACHALAM	794
ASH	819
ATARTHI	862
ATMARAM	881
AVASTHI	946
BHADRA	475
BAG	144
BAGAL	144
BAGCHI	144
BAIDYA	152
BAIRAGI	163
BAJPAI	165
BAKSHI	165
BAL	171
BANDYOPADHYAY	214
BANIK	217
BARAL	224
BARAT	226
BARDHAN	245
BARDOLAI	247
BARIK	252
BARMA	258
BARMAN	258
BARUA	295
BASAK	297
BASU	327
BATABYAL	328
BERA	483
BHADURI	575
BHANDARI	575
BHANJA	575
BHANJADEO	575
BHAR	575
BHARADWAJA	575
BHARGAV	575
BHATT	575
BHATTACHARYYA	575
BHAUMIK	575
BHUIYAN	575
BISI	576
BISWAS	623
BRAHMACHARI	813
CHAKI	435
CHAKLADAR	435
CHAKRABARTI	435
CHANDA	455
CHANDRA	455
CHANGDAR	455
CHATTOPADHYAY	495
CHAUDHURI	496
CHOBE	545
DALAL	136
DALUI	152
DAPHADAR	212
DAS	229
DASGUPTA	229
DASTIDAR	229
DATTA	234
DE	278
DEB	286
DEBANSI	286
DEBI	286
DEBMAULIK	286
DEBNATH	286
DEBSANKAR	287
DEBSARMA	288
DEBSINHA	288
DEO	418
DEWAN	515
DHAR	533
DIKSHIT	575
DUBE	814
DWIVEDI	991
GAEKWAD	127
GANGOPADHYAY	197
GHATAK	411
GHOSH	427
GHOSHAL	427

GIRI 525
GOMES 633
GOP 659
GOSWAMI 682
GUHA 942
GUHATHAKURTA 942
GUIN 964
GUPTA 977

HAJARIKA 154
HAJRA 154
HALDAR 158
HOM 763
HORE 811
HYE 993

ISAAK 74
ISWARPRASAD 87
IYENGAR 97
IYER 97

JANA 33
JHA 59
JHUNJHUNWALA 59
JOARDAR 62
JOSHI 83
JUNJ 95

KABIRAJ 11
KAIBARTA 13
KAKATI 13
KANJILAL 16
KANUNGO 16
KAPUR 17
KAPURIA 17
KAR 18
KAR CHAUDHURI 18
KAR GUPTA 18
KARAN 18
KARFARMA 18
KARMAKAR 18
KAYAL 23
KHAITAN 45
KHANNA 45
KHASNABIS 45
KHASTAGIR 45
KHATRI 45
KHEMKA 45
KHETTRY 45
KOLE 81
KONAR 82

KUMAR 96
KUNDU 96

LAHA 183
LAHIRI 183
LAL 193
LALA 194
LASKAR 345
LAW 415
LODH 823

MAHALANABIS 214
MAHANTA 214
MAHANTI 214
MAHAPATRA 214
MAHATA 214
MAITI 232
MAITRA 232
MAJUMDAR 234
MALIK 251
MALLIK 251
MANDAL 271
MANNA 282
MARIK 335
MAULIK 449
MISHRA 678
MITRA 684
MODAK 689
MUKHOPADHYAY 954
MUKHOTI 954
MUNSHI 969
MURTI 984

NAG 147
NAHA 153
NAHAR 153
NAIK 155
NAIR 158
NAN 175
NANDA 176
NANDI 176
NASKAR 254
NATH 274
NAYAK 331
NIYOGI 736

OHEDEDAR 37
OJHA 39

PAIN 144
PAKRASI 152

PAL	155	SANTRA	237
PALADHI	154	SANYAL	238
PALIT	163	SARAN	243
PAN	187	SARBADHIKARI	243
PANDA	189	SARBAJNA	243
PANDEY	189	SARDAR	244
PANDIT	189	SARKAR	245
PANJA	193	SARKHEL	245
PARAMANIK	222	SARMA	246
PARIA	231	SASTRI	252
PARIKH	231	SATHE	253
PATHAK	296	SATPATHI	253
PATNAIK	299	SATYAMURTI	254
PATRA	314	SEN	474
PATRANABIS	314	SENAPATI	474
PATWARDHAN	322	SENGUPTA	476
PAUKAN	323	SETH	495
PILLAI	641	SETHI	495
PODDAR	742	SHAH	525
PRADHAN	896	SHARMA	531
PRAMANIK	898	SHUKLA	562
PRASAD	911	SI	563
PURAKAYASTHA	985	SIDDHANTA	568
		SIKDAR	579
RAGHAVAN	142	SIL	581
RAHA	148	SINHA	617
RAI	149	SOM	693
RAKSHIT	162	SRIVASTAVA	774
RANGACHARI	196	SRINIVASAN	774
RAO	216	SUR	961
RAY	263	TAGORE	128
RUDRA	917	TALAPATRA	137
		TAPADAR	172
SADHUKHAN	125	TARAPHDAR	177
SAHA	131	TEWARI	354
SAHAY	131	THAKUR	364
SAHGAL	131	THAKURIA	364
SAHU	131	TRIPATHI	835
SAIN	132	TRIVEDI	841
SAKSENA	158		
SAMADDAR	187	UKIL	34
SAMAJDAR	187	UPADHYAY	65
SAMAJPATI	187	VERMA	522
SAMANTA	187	VORA	953

সাধারণের গ্রন্থাগার ঃ কিছু আইনি সমস্যা

তপন কুমার রায়
তুফানগঞ্জ নিউটাউন, কোচবিহার

ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে পঞ্চসূত্রের প্রবর্তন করেছেন তার উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই পঞ্চসূত্র হল :—

১। পুস্তক ব্যবহারের জন্য;
২। প্রতিটি পাঠক/পাঠিকার জন্য পুস্তক;
৩। প্রতিটি পুস্তকের জন্য পাঠক;
৪। পাঠকের সময় বাঁচান; ও
৫। গ্রন্থাগার ক্রমবর্দ্ধমান দেহ সম।

উপরোক্ত সূত্রধরে এগিয়ে চলেছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। সমাজ হচ্ছে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন সমাজে ও মানুষের জীবনে নানারকমভাবে ঘটে চলেছে। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই এই পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। মূলতঃ পরিবর্তন আসে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। বিশেষ করে ভারতে এই সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গ্রামের বেশীরভাগ মানুষই শহরাভিমুখী। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা—পেশা, আয়, দ্রব্যমূল্য, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রচন্ড চাপ পরে; সামাজিক ক্ষেত্র—শিক্ষাক্ষেত্রে-ই বেশী পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটে গবেষণার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে— প্রয়োজন হয় নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষন-এর, আবিষ্কার-এর এবং তার বিস্তৃতি ও ব্যবহারের। শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে দেখা দেয় নানারূপ পরিবর্তন। উৎপাদন ক্ষেত্র এবং আর্ন্তজাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন সমান ভাবে বিস্তার লাভ করে। আবার সমাজের এই সব আগত সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সরকারের প্রশাসনিক নীতির পরিবর্তন করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় নতুন নতুন পরিকল্পনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তন দেখা দেয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও। যেমন — নন্দন কলা ও চারুকলার ক্ষেত্রে-ও।

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে উপলব্ধ জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করা, তার সংরক্ষণ করা এবং সমাজস্থ মনুষ্য শ্রেণীর মানবিক উন্নতি সাধনে সেই তথ্য সঠিক ভাবে পরিবেশন করা। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বৃত্ত দিনকেদিন বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে। অনুরূপভাবে পরিষেবার ক্ষেত্রে নানা প্রকার সমস্যাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এগুলো হল তত্ত্বের দিক। বর্তমান গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বৃদ্ধি করার জন্য নানা রকম পদক্ষেপ নেওয়ার উপায় ভাবা হচ্ছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সাধারণের গ্রন্থাগার পরিষেবার আইনী দিকগুলোর কতটা আধুনিকীকরণ হয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়। আমরা সেই বিতর্কে না গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আম জনতার গ্রন্থাগার যাকে গ্রন্থাগার পরিভাষায় আমরা বলি 'সাধারণের গ্রন্থাগার' বা 'জন-গ্রন্থাগার'-এর কিছুকিছু আইনের ধারা সম্পর্কে দু-চার কথা আলোচনা করতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯ (ইং ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বিধানসভায় বিধিবদ্ধ হয়) চালু করেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। গ্রন্থাগার সমূহের স্থাপন এবং গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, তদারক করার জন্য এবং রাজ্যের তথাকথিত সময়ে চালু গ্রন্থাগারগুলিকে স্বীকৃতিদানের প্রয়োজনে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করতে ও গ্রন্থাগার পরিষেবাকে ব্যাপকতর করতে, গ্রাম ও শহরে অসংখ্য গ্রন্থাগার স্থাপন করতে এই আইন চালু হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার আইন মেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অসংখ্য গ্রন্থাগার স্থাপন করেন; উক্ত গ্রন্থাগারগুলোর সঠিক পরিচালনের জন্য যেমন একদিকে কর্মী নিয়োগ করেন, অপরদিকে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারকৃত্যক স্থাপন করেন প্রশাসনিক দিকগুলো দেখার জন্য। আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার-এর কিছু কার্যাবলীর (যা গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯ তে উল্লেখিত) আলোচনা। সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক আইন-এর ধারার মূল অংশ।

'গ্রন্থাগার আইন-১৯৭৯' তৃতীয় অধ্যায়ে ১০নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে — কোন স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার —

(ক) সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত জমি ও বাড়ী এবং এছাড়াও আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, মালপত্র এবং প্রয়োজনীয় উপযোগী বস্তুর যোগান দেবেন;

(খ) ঐরকম গ্রন্থাগারের উপযোগী পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, মানচিত্র, শিল্প ও বিজ্ঞানের কাজের নমুনা, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে প্রদর্শনের জন্য ছবি সম্বলিত কাঁচের পাত, চলচ্চিত্রের রীল এবং অন্য কোন উপযুক্ত জিনিসের মজুদ গড়ে তুলবেন;

(গ) নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে এরকম গ্রন্থাগারের জন্য সময়-সময় আধিকারিক এবং কর্মী নিয়োগ করতে পারেন;

(ঘ) সরকারের অনুমোদন লাভ করার পর, কোন বস্তু বা

অচল সাধারণ গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করতে বা চালু করতে অথবা তার স্থান বদল করতে পারেন;

(ঙ) কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার জন্য অথবা সরকারী অনুদানের ছেদ ঘটানোর জন্য অধিকর্তার কাছে সুপারিশ করতে পারেন;

(চ) অধিকর্তার অনুমোদন লাভ করার পর, কোন পুস্তক সম্ভারের দান গ্রহণ অথবা এর কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উদ্দেশ্যে অন্য কোন দান বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন;

(ছ) কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর বক্তৃতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন এবং পাঠক্রমের ব্যবস্থা করবেন; এবং

(জ) সাধারণভাবে, এই আইন সম্পাদনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার সমূহে সম্পত্তির ন্যস্ততা ঃ

১১। সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে, যে কোন এলাকায় প্রাপ্ত অথবা অধিকারে থাকা সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সেই এলাকার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারে আইনত ন্যস্ত হবে।

স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার সমূহে দ্বারা কৃত প্রবিধান সকল ঃ

১২। এই আইনে প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং এর অধীনে গঠিত নিয়মাবলী অনুসারে, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার সরকার থেকে প্রাক্-অনুমোদন লাভ করে, পক্ষপাতহীনভাবে এই আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিধি গঠন করবেন এবং ঐ বিধিগুলির ভেতর থাকবে —

(ক) এলাকাস্থিত সাধারণ গ্রন্থাগারে ভর্তির শর্তাবলী নির্দেশিত দেয় ফি সমূহ;

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবহারে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে, গ্রন্থাগারের ক্ষতি সাধন, অপব্যবহার, বিনাশ অথবা গ্রন্থাগারের সম্পত্তির ক্ষতি করার আশঙ্কায়, প্রত্যাভূতি অথবা জামানত দাবী করতে পারেন;

(গ) গ্রন্থাগারের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, অপব্যবহার, বিনাশ এবং নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রীতি-নীতির প্রয়োগ করতে পারেন; এবং

(ঘ) কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের বিধান সমূহ অথবা এই আইনের অধীনে গঠিত নিয়মাবলী বা প্রবিধান সমূহ লঙ্ঘন করবেন বা মেনে চলতে অস্বীকার করবেন, তাকে, এর অধিকারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ এবং কর্মীগণ, গ্রন্থাগার থেকে বহিষ্কার বা অপসারণ করতে পারবেন;

এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪নং ধারায় কার্যকরী সমিতির কথা বলা হয়েছে —

১৪। স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার একটি কার্যকরী সমিতি নিয়োগ করতে পারবেন, যার সদস্য সংখ্যা যেমন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে ততই হবে এবং এই আইন অনুযায়ী নির্ধারিতরা এরকম ক্ষমতা সকল এবং কর্তব্য সকল এই সমিতির উপর দেওয়া হবে।

পঞ্চম অধ্যায়-এ বিবিধ-র মধ্যে রয়েছে — ২২নং ধারায় 'দন্ড'। ২২ (১) যে কোন ব্যক্তি এই আইন অথবা এর অধীনে গঠিত বিধিগুলির শর্ত লঙ্ঘন করলে, অন্য কোন আইনে এর জন্য শাস্তি ধার্য করা না থাকলে, দু'শো পঞ্চাশ (২৫০) টাকা পর্যন্ত তাঁর জরিমানা ধার্য হবে অথবা এর আগেও যদি ঐ ব্যক্তি একই ধরনের অপরাধ করে থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে, তার জরিমানা বেড়ে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

(২) এই আইনানুসারে কোন অপরাধ ঘটে থাকলে, তা অধিকর্তা অথবা তাঁর দ্বারা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে এই সম্বন্ধে লিখিত অভিযোগ না পেলে, কোন আদালত এটি বিচারের জন্য গ্রহণ করবেন।

নিয়মাবলী তৈরীর ক্ষমতা ঃ

২৩। (১) রাজ্যগ্রন্থাগার পরিষদের সাথে পরামর্শ করে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মাবলী তৈরী করতে পারবেন।

(২) বিশেষত এবং সাধারণত পূর্বোক্ত ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করে, নির্দেশিতরা প্রয়োজনীয় অথবা প্রয়োজন হতে পারে এমন অথবা নিয়মাবলীর দ্বারা প্রস্তুত সমস্ত বিষয়ে অথবা যে কোন বিষয়ের জন্যে নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হতে পারে।

(৩) এই বিভাগ অনুসারে তৈরী সমস্ত নিয়মাবলী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তৈরী হবার পর, ১৪ দিনের জন্য রাজ্য বিধানসভার সামনে পেশ করতে হবে যাতে তা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের বিষয়ে রাজ্য বিধানসভা চলাকালীন সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

এই গুলোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যা উল্লেখ না হলে বিষয়ের অপূর্ণতা থাকে তা হল আইনে পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার কি ভাবে স্থিরকৃত হয় :—

১৬-ক। (১) ধারায় বলা হয়েছে কোন গ্রন্থাগার (সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যাতিরেকে), জেলা গ্রন্থাগার অথবা মহকুমা গ্রন্থাগার অথবা শহর গ্রন্থাগার অথবা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার অথবা গ্রামীণ গ্রন্থাগার অথবা প্রাথমিক এককে গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করছে এবং জেলা শাসক অথবা জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক অথবা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অথবা অন্য কোন সরকারী আধিকারিকের কাছ থেকে বেতন বাবদ বা অন্য কোন খাতে অনুদান পাচ্ছেন, ঐ রকম গ্রন্থাগারগুলিকে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষণা করতে পারবেন এবং অবিলম্বে ঐ রকম গ্রন্থাগারগুলির উপর এই আইনের এবং

এর অধীনে গঠিত বিধিগুলির শর্ত আরোপ করবেন।

(২) নির্দেশিত পদ্ধতিতে আবেদনের ভিত্তিতে কোন গ্রন্থাগারকে, যা সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার নয়, পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার হিসেবে সরকার ঘোষণা করবেন এবং অবিলম্বে ঐ রকম গ্রন্থাগারগুলির উপর এই আইন এবং এই আইনের অধীনে গঠিত বিধিসমূহের শর্তারোপ করবেন।

(৩) উপবিভাগ (১) এবং (২)-এ যা কিছু অন্তর্ভুক্ত, তাছাড়াও সরকার করা আবশ্যক বিবেচনা করলে, যে কোন গ্রন্থাগারকে পোষণ করবেন এবং গ্রন্থাগারটিকে ঘোষণা করবেন এবং অবিলম্বে ঐ রকম গ্রন্থাগারগুলির উপর এই আইনের এর অধীনে গঠিত বিধিগুলির শর্ত আরোপ করবেন।

* এই উপবিভাগের অভিষ্ট লক্ষ্যের বলে ১৫নং বিভাগে উল্লেখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে, সেই গ্রন্থাগারকে পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য করতে হবে। ১৬-ক। এর ৫নং বিভাগে উল্লেখিত হয়েছে যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালিত হবে।

সংক্ষেপে উল্লেখিত 'গ্রন্থাগার আইন' মেনে কোচবিহার জেলায় সাধারণের গ্রন্থাগার (সরকার পোষিত) পরিষেবা দিতে গিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রন্থাগার পরিষেবকদের?

আইনের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১০নং ধারায় বলে এই জেলায় (কুচবিহার) স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারিক ১৯৮০-৮১ সালে অনেক গ্রন্থাগারকে (প্রায় ৫৫টির অধিক) সরকার পোষিত গ্রামীণ অথবা প্রাইমারী ইউনিট বা প্রাথমিক একক গ্রন্থাগার হিসেবে অধিগ্রহণের সময় দেখা গেছে বেশীর ভাগ গ্রন্থাগার ক্লাব বা সংঘের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এবং প্রায় গ্রন্থাগারের নামের পূর্বে সংঘ বা ক্লাব কথাটা জুড়ে রয়েছে। এই সময়ে তৎকালীন সংঘ বা ক্লাবের কর্মকর্তাগণ পাঠাগার গৃহ হিসেবে দেখিয়েছেন এবং জমির দলিল দাখিল করেছেন এবং বেশীরভাগ ক্লাব ও গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি একই ব্যক্তিদের দ্বারা ক্লাবের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে এবং এখনও সরকার প্রদত্ত ঘরবাড়ী ও আর্থিক অনুদানের বড় অংশ ক্লাব তার নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছেন। অধিগ্রহণের সময় বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে ছিল বই, আসবাবপত্র ও নিজস্ব গৃহ। যদিও এই জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিয়োগের পর সরকার প্রদত্তআর্থিক অনুদান ঘর বাড়ী নির্মাণ, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়-এর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার প্রচেষ্টা করে চলেছেন। দেখা যায় যে গ্রামের সাধারণ মানুষ এমনকি গ্রন্থাগার-এর অনেক কর্মীবৃন্দ গ্রন্থাগারকে ক্লাব হিসাবেই দেখেন কারণ ক্লাব কথাটা গ্রন্থাগারের নামের আগে জুড়ে আছে। এটাই পরিলক্ষিত হয়েছে যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আইনের প্রথম প্রয়োগ হয় ইং ১৯৮৩ সনে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্লাব সদস্যদের মধ্য থেকেই স্বেচ্ছায় প্রদত্ত পরিষেবকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। তার ফলে তাঁরা গ্রন্থাগারকর্মীর পরিবর্তে ক্লাবকর্মী হিসেবেই নিজেদের জাহির করতে ভালবাসেন। এছাড়া ক্লাব এবং গ্রন্থাগার কার্যকরী সমিতির মধ্যে জমি ও ঘরবাড়ীর বিষয় নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। যদি জন্মলগ্নেই এই সমস্যার সুরাহা করা হত তবে এই সমস্যা থাকত না। এই ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অবিলম্বে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। ১০নং ধারার 'ঘ' উপধারায় বলা হয়েছে 'সরকার অধিগ্রহণের পর কোন গ্রন্থাগার সংগঠিত করতে বা চালু করতে অথবা স্থান বদল করতে পারেন।' আমরা লক্ষ্য করেছি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এই আইন আজ পর্যন্ত এই জেলার কোথাও প্রয়োগ হয়নি। ইং ১৯৮৫ সালের পরে অনেক গ্রামেই গ্রন্থাগারগুলোর যে প্রচার ও প্রসার ছিল এখন তা বিভিন্ন কারণে অন্তর্মিত।

এবার আসা যাক সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক দিকের আলোচনায়। আইনের ১২ 'ক' ধারায় গ্রন্থাগারে সাধারণ সদস্য/সদস্যাদের সদস্যপদ নেওয়ার 'শর্তাবলী' এবং 'ফি' কি হবে? এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার আইনে উল্লেখিত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট শর্তাবলীনামা প্রকাশ করেন নি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের 'ভর্তি ফি' বাবদ কত মূল্য ধার্য হবে বা আদপেও ভর্তি ফি নেওয়া হবে কিনা তার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেন নি। এর ফলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির কাছে প্রামাণ্য নথি পেশ করতে না পারায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার-এর কার্যকরী সমিতি বিভিন্ন শর্তাবলীর (নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধার্থে) সিদ্ধান্ত নেন এবং 'ফি'-র ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে কোন গ্রন্থাগারের সাথে (গ্রামীণ/প্রাথমিক) কোন গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী ও ফি-র কোন সংগতি নেই। তাছাড়া পাশাপাশি গ্রামে অবস্থিত গ্রন্থাগার সদস্যদের মত বিনিময়ের ফলে এবং নিয়মের অনৈক্য থাকায় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে কোন গ্রন্থাগারে একটি সদস্যপদের বিনিময়ে একটি পুস্তক ধার দেওয়া হয়, আবার পাশাপাশি গ্রন্থাগারে একটি সদস্যপদের বিনিময়ে চার/পাঁচটি পুস্তক ধার দেওয়া হয়। এও পরিলক্ষিত হয় যে 'Reference' বই যা গ্রন্থাগারের বাইরে দেওয়া যায় না কিন্তু কার্যকরী সমিতি ও গ্রুপ 'ডি' কর্মচারীদের চাপের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা/গ্রন্থাগারকর্মীরা বাধ্য হয়ে সেই পুস্তক পাঠকদের ধার দিচ্ছেন। এই অসংগতিপূর্ণ নিয়মের মাধ্যমে পুস্তক লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

১২'খ' ধারায় ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে জামানত রাখার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার-এর কোন সুনির্দিষ্ট নীতির উল্লেখ না থাকায় কোন গ্রন্থাগারে জামানত হয় তো ৫ (পাঁচ) টাকা আবার অন্য কোন গ্রন্থাগারে তা ২০ (কুড়ি) টাকা, এর ফলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আবার দেখা যায় কোন কোন গ্রন্থাগারে জামানত রাখার কোন ব্যাপারই নেই। অপর দিকে দেখা গেছে কিছু গ্রন্থাগার অস্থায়ী জামানত নিয়ে মূল্যবান পুস্তক ধার দেন। এই ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ণ আবশ্যক। তাছাড়া পুস্তক লেনদেনের ক্ষেত্রে পাঠকগণ কত দিন পুস্তক ধার হিসেবে রাখতে পারবেন সেটার সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম না থাকায় বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের পুস্তক দীর্ঘদিন ধরে সদস্যরা ধরে রাখেন। তাগাদা বা নোটিশ বারংবার দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকায় সদস্যগণ আর গ্রন্থাগারমুখী হন না, ফলে গ্রন্থাগারে পুস্তক আর ফেরৎ আসেনা।

১২'গ' ও 'ঘ' ধারায় বলা আছে গ্রন্থাগারের সম্পত্তি নষ্ট বা ক্ষতি; অপব্যবহার বা গ্রন্থাগার প্রচলিত আইনের বিধান সমূহ কোন সদস্য/সদস্যা মেনে না চললে গ্রন্থাগারিক সেই ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারের সদস্যপদ থেকে খারিজ করতে পারেন। এই মর্মে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক গ্রন্থাগার কার্যকরী কমিটিকে কোন আদেশনামা না দেওয়ায় গ্রন্থাগারিকরা কি এই নীতির বৈধতা প্রমাণ করতে পারবেন?

১৪নং ধারায় কার্যকরী সমিতির উপর এই সমস্ত ক্ষমতা কার্যকরী করার দায়িত্ব দিয়েছেন। শুধু পুস্তকে কালো অক্ষরে এই নির্দেশ লিপিবদ্ধ থাকলেও এর কোন বিশদ ব্যাখ্যা এবং তার প্রয়োগের নির্দেশ আজ পর্যন্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার দেননি, তাছাড়া প্রতিটি গ্রন্থাগার-এ আইনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় এবং গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর থেকে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের অবহিত না করতে পারায় এই আইন শুধু প্রহসন হয়ে রয়ে গেছে।

এবার আসা যাক সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালন বিধি, ১৯৮১ বিধি সমূহের পর্যালোচনায় স্মারক নং-২৯১-ই.ডি.এন. (এস.ই.) তাং কলিকাতা-২১/৪/১৯৮৪ প্রজ্ঞাপনে—'৪'(গ) ধারায় বলা হল যে সদস্যদের কাছ থেকে ভর্তি বাবদ কোন মূল্য নেওয়া যাবেনা।' কিন্তু এই প্রজ্ঞাপন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর থেকে গ্রন্থাগারগুলোতে আজ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাই অনেক গ্রন্থাগারে ভর্তি ফি বহাল রয়েছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমাজ শিক্ষা শাখা তাদের স্মারক নং $\frac{৪৭৪\text{-ই ডি এন (এস. ই.)}}{\text{এল - ৮৮/৮৬}}$ তাং কলিকাতা, ১২/৮/১৯৮৭ ইং তারিখে এক সংশোধনে জানালেন যে (৬) নং বিধির (১) নং উপবিধিতে - '(ক)' এর (গ) উপ-প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত উপ-প্রকরণ হবে (গ) নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করার দিনে, সাধারণ সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত সংখ্যার সদস্য নির্বাচিত হবেন—

(১) ২০০ পর্যন্ত সদস্য — সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে ৮ (আট) জন নির্বাচিত হবেন;

(২) ১০০০ জনের বেশী সদস্য নয় — সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে ১০ (দশ) জন নির্বাচিত হবেন;

(৩) ১০০০ জনের বেশী সদস্য — সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে ১২ (বার) জন নির্বাচিত হবেন।

এক্ষেত্রে সদস্যপদ নথি (Membership Register) অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা ধরলে অনেক হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় নথিভুক্ত সদস্যদের মধ্য থেকে ৪৫% থেকে ৫৫% শতাংশে সদস্যপদ নবীকৃত হয়। পরে গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি নির্বাচনের সময়ে অনেকেই সদস্যপদ ইচ্ছা/অনিচ্ছায় গ্রহণ করেন শুধু কার্যকরী কমিটিতে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার নিমিত্তে। গ্রন্থাগারের কিছু কিছু সদস্য যেমন — মহিলা সদস্যা — বিবাহিত হয়ে স্থানান্তরিত হন, চাকুরীজীবিরা — বদলী নীতির জন্য স্থানান্তরিত হন। আবার কিছু সদস্য মৃত অথচ আইনগত কোন প্রমাণ থাকে না — এই ক্ষেত্রে তাদের সদস্য সংখ্যা ধরে যদি নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করা হয় তবে তা সঠিক হবে কি? কারণ কোন সদস্য চাঁদা না দিলে তিনি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন, কিন্তু তার সদস্য পদ চিরতরে বাতিল হবে কি? অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অনেক সদস্য তাদের বকেয়া চাঁদা ১০ (দশ) বছরের পরও পরিশোধ করে বৈধ সদস্য হিসাবে পরিগণিত হন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রন্থাগারে পাঠানো জরুরী মনে করি।

বিভিন্ন নিয়ম থাকলেও তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ খুবই জরুরী। কথায় আছে শাসন না থাকলে বাঁধন থাকেনা। আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ নিজেরাও প্রশাসনিক নিয়ম কানুন এবং তার প্রয়োগের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। এটা আমাদের দুর্বলতা না উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনীহা তা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন পূর্বে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, কোচবিহার এক আদেশনামায় প্রতিটি গ্রন্থাগারে পুস্তক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করার নির্দেশ প্রেরণ করেছেন। নির্দেশ এল তার পরিকাঠামো তৈরী না করেই। এর পূর্বে এই জেলায় সম্ভবতঃ ১৯৮৬/৮৭ সালে Card catalogue চালু করার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে ১০০০ (এক হাজার) টাকা করে

এককালীন অনুদান দেওয়া হয়েছিল। সেই অর্থ সঠিক ভাবে ব্যয় হয়েছে কি? ব্যয় না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা নিয়েছিল দপ্তর? এদিকে দেখা যায় অনেক কর্মী পঞ্চায়েত, বিদ্যালয় সম্পাদক ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন এবং তারা গ্রন্থাগার-এর কাজ বাদ দিয়ে ঐ সব কার্য সম্পাদন করতে ব্যস্ত থাকেন, ফলে গ্রন্থাগারগুলোর পরিষেবা ব্যাহত হয়। এর জন্য সরকারী সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। তাছাড়া অনেক কর্মী deputation-এ দুটি জায়গায় পরিষেবা দেন। তাদের জন্য অন্যান্য দপ্তরের মত কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না, ফলে পরিষেবার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখা দেয়। এই ব্যাপারে গ্রন্থাগার দপ্তরের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা উচিৎ যে প্রত্যেক কর্মীকেই ছয় মাস করে প্রয়োজনে Deputation Vacancy-তে পরিষেবা দিতে হবে। ঠিক অনুরূপভাবে গ্রন্থাগারে চতুর্থ শ্রেণী কর্মীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সাধারণ কাজকর্ম কি হবে বা অফিসে কি নিয়ম মেনে চলতে হয় তা অবগতির কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দপ্তর গ্রহণ করেন নি। এদিকে ৯-'ঘ' ধারায় তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতির উল্লেখ না থাকায় তারা নানা রকম অজুহাত বিশেষ করে, কেউ কেউ 'সাইকেল পিওন' পদবীর অজুহাতে এড়িয়ে যান। আর একটি সমস্যা দেখা যায় যে উক্ত ধারায় গ্রন্থাগারিক অধস্তন কর্মীদের নিয়মিত কাজ ঠিক করে দেবেন, কিন্তু যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আছেন এবং পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যা বা উচ্চ বিদ্যালয়-এর সম্পাদক বা সভাপতি পদে আসীন তাদের কাজের নির্দেশ গ্রন্থাগারিকরা দিতে সাহস পাবেন কি? তাছাড়া যে সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মী স্থানীয় অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা (Local man) তাদের দ্বারা গ্রন্থাগার কার্যকরী সমিতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এর ফলে ইচ্ছে থাকলেও সঠিক নিয়ম প্রয়োগ ও সঠিক গ্রাহক পরিষেবা ব্যাহত হয়। সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায় স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্যগণ বিবেচনা করবেন।

পরিবর্তনশীল সমাজের সংগে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে দিতে গেলে এর বিভাগের সঠিক পরিকাঠামো এবং আইনের সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন। তার চেয়েও বড় কথা আমরা যদি জীবিকা-কে মনে প্রাণে না ভালবাসি, সমাজকে নৈতিক বোধ থেকে আন্তরিকভাবে কিছু দেওয়ার চেষ্টা না করি, তবে আইন যতই থাকুক — কাজের কাজ কিছু হবে না।

উৎস ঃ

১। কোচবিহার জেলার সাধারণের গ্রন্থাগার সমূহ।

২। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের করণ, কোচবিহার।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Library and Society

২। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, পরিচালন ব্যবস্থা, নির্দেশাবলী ও কর্মী প্রসঙ্গ সহায়িকা।

৩। গ্রন্থাগার পত্রিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সপ্তদশ কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ আগামী **১ লা জুলাই, ২০০৩** থেকে শুরু হবে এবং **১৬ই আগস্ট, ২০০৩** পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে চারদিন — মঙ্গল, বুধ, শুক্র বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ২৭শে জুন, ২০০৩।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন ঃ ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন এক নজরে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার চিত্রটি তুলে ধরা যাক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১,০৬,১০০ টাকা বিভিন্ন সাধারণ চাঁদার গ্রন্থাগারগুলির (বেসরকারী) পুস্তক সংগ্রহ ও আসবাবপত্রাদি উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়। বিভিন্ন সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত কিছু পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যও করা হয়। এজন্য রাজশিক্ষা বাজেটে বাৎসরিক ১,৪০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হয়, সরকারের কাছ থেকে এই সাহায্য পাওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে। এইসব গ্রন্থাগারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক। (১) গ্রন্থাগার একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হবে (২) একটি স্বীকৃত পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হবে। (৩) নিজস্ব গৃহ অথবা সম্ভাব্য ভাগ বাড়ি থাকবে এবং সেখানে পাঠকক্ষের সুবিধা থাকবে। (৪) ১০, ০০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ থাকবে (৫) বাৎসরিক ৩০০০ টাকার বাজেট থাকবে। (৬) হিসাবপত্রাদির সুরক্ষণ এবং বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। (৭) ২০০ বা অধিক সংখ্যক নিয়মিত সদস্য থাকবে।

খ। (১-৩) 'ক' বিভাগের অনুরূপ (৪) ৩০০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ থাকবে (৫) ১০০০ টাকা বার্ষিক বাজেট থাকবে (৬) হিসাবপত্রাদি সুরক্ষণ এবং বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে (৭) ১০০ বা অধিক নিয়মিত সদস্য থাকবে।

গ। গ্রামীণ গ্রন্থাগার 'গ' বিভাগের অন্তর্গত। এদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে (১) সুপরিচালনা ব্যবস্থা (২) পাঠের জন্য সম্ভাব্য সুব্যবস্থা (৩) ৫০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ (৪) ৩০০ টাকার বাৎসরিক বাজেট (৫) হিসাবপত্রাদি সুরক্ষণ এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১০০০ সাধারণ চাঁদার (বেসরকারী) গ্রন্থাগার সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি জাতীয় উন্নয়ন খাতে সাহায্য পায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির মুখে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায় সূচিত হয়। ভারত সরকারের কাছ থেকে পরিপূরক আর্থিক সাহায্য (ম্যাচিং গ্র্যান্ট) পাওয়া যায়।

দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের নিম্নরূপ চিত্রটি পাওয়া যায় :

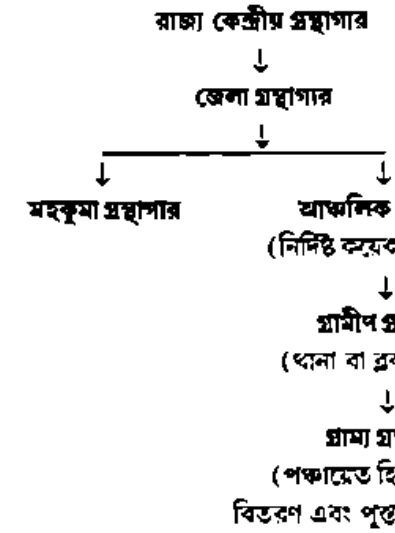

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠন ও উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য বি.টি রোডের একটি পুরাতন গৃহে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় (১৯৫৬); গৃহটি সংস্কার করে কার্যোপযোগী করার জন্য ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয়— পুস্তক ১,৫০,০০০ টাকা; আসবাবপত্রাদি ও সরঞ্জাম ১,০০,০০০ টাকা; গ্রন্থযান ২৫,০০০ টাকা। একজন পরিচালক, একজন গ্রন্থাগারিক, চার জন সহকারী গ্রন্থাগারিক, দশজন গ্রন্থাগার সহকারী, কতিপয় কেরাণী ও অন্যান্য কর্মী নিয়ে এর কর্মী পরিষদ গঠিত। এপ্রিল মাস (১৯৬০) থেকে গ্রন্থাগারটি চালু করার ব্যবস্থা হয়।

জেলা গ্রন্থাগার : সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরেই জেলা গ্রন্থাগার। এ পর্যন্ত ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ১৫টি জেলায় একটি করে এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা এই তিনটি বৃহৎ জেলায় প্রত্যেকটিতে একটি করে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

জেলা গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় :- মোট ১,৩০,০০০ টাকা। গৃহ - ৭৮,০০০ টাকা; পুস্তক ১২,০০০ টাকা; গ্রন্থযান ২৫,০০০ টাকা; আসবাবপত্রাদি ও সরঞ্জাম ১৫,০০০ টাকা।

১ জন গ্রন্থাগারিক, ২ জন গ্রন্থাগার সহকারী, ২ জন

গ্রন্থাগার কর্মী, ড্রাইভার, ক্লিনার, দারোয়ান, নাইট গার্ড, পিয়ন ও দপ্তরী মোট ১১ জন নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ গঠিত। বাৎসরিক ব্যয় : পুস্তক ও পত্রপত্রিকা বাবদ ৩,০০০ টাকা, আনুষঙ্গিক খরচ ৪,০০০ টাকা, জেলা গ্রন্থাগার কার্যকরী রাখার জন্য বাৎসরিক ১৮,০০০ ব্যয় হয়। যদিও সরকার জেলা গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য দেন তবু এর সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা হল জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ নামে একটি স্বাধীন সংস্থা দ্বারা, সরকার হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনাদির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করে থাকেন।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার : পরিকল্পনা ও সংগঠনের দিক দিয়ে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি প্রায় জেলা গ্রন্থাগারের সদৃশ। কেবলমাত্র আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ৫/৬ মাইল বিস্তৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের নিভৃততর ও অতিদূর প্রদেশে অবস্থিত কতকগুলি শাখা গ্রন্থাগার সংযুক্ত। এই সমস্ত শাখা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডার থেকে পাঠকদের পুস্তক সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সময় পর্যন্ত ১২০টি শাখা গ্রন্থাগার সংযুক্ত ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। অখণ্ড শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা যা বুনিয়াদি বিদ্যালয়, সমাজশিক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষালয় নিয়ে গঠিত, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার তারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে শিক্ষা উন্নয়ন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের জন্য প্রাথমিক ব্যয় : গৃহ ২৫,০০০ টাকা, পুস্তক ৮,০০০ টাকা, আসবাবপত্রাদি এবং অন্যান্য ৮,০০০ টাকা মোট ৪১,০০০ টাকা। কর্মী : এক জন গ্রন্থাগারিক, একজন সাইকেল পিয়ন। মাসিক ব্যয় : আনুষঙ্গিক খরচ ৪০ টাকা; প্রতি শাখা গ্রন্থাগারের জন্য আনুষঙ্গিক খরচ ১০ টাকা।

শাখা গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত। কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি এবং পুস্তক সরবরাহ করা হয়। সংগঠন ও কার্যপ্রণালীর দিক দিয়ে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সমতুল্য দুটি কেন্দ্রীয় সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার অখণ্ড শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা অঞ্চল বানীপুর ও কালিম্পং-এ স্থাপিত হয়েছে। এই দুটি গ্রন্থাগারে কর্মী ও আসবাবপত্রাদি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের চেয়ে কিছু বেশি হারে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার : গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি জেলা গ্রন্থাগার কার্য ব্যবস্থার ভিত্তি বা বুনিয়াদ। এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি থানায় একটি করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় একটি চালু গ্রাম্য চাঁদার গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে উন্নীত করা হয়েছে অথবা নূতন একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় : গৃহ ৬,০০০ টাকা (সরকার প্রদত্ত ৪,০০০ টাকা এবং স্থানীয় দেয় সাহায্য ২,০০০ টাকা); পুস্তক, আসবাবপত্রাদি ২,০০০ টাকা; মোট ৮,০০০ টাকা। কর্মী : একজন গ্রন্থাগারিক; একজন সাইকেল পিওন। মাসিক ব্যয় : আনুষঙ্গিক খরচ ৫০ টাকা (স্থায়ী)।

আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সরকার স্পনসর্ড এবং এর সমস্ত আর্থিক ব্যয়ভার সরকারের। কিন্তু সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা স্থানীয় পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা হয়ে থাকে। সরকার এগুলির তত্ত্বধান ও পরিদর্শন করে থাকেন। গত ছয় বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫০৮টি সরকার স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এইসব গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে পাঠকক্ষের ব্যবহার ও গৃহে পাঠের জন্য পুস্তক দেওয়া হয়। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে অবাধ অধিগম্য পদ্ধতি চালু আছে। বর্তমানে গৃহে পাঠের জন্য পুস্তক নেবার জন্য সদস্য চাঁদা দিতে হয়।

প্রাচীন ও প্রখ্যাত সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ সাহায্য : কতগুলি প্রাচীন ও প্রখ্যাত সাধারণ চাঁদার গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কার্যব্যবস্থার প্রসারকল্পে সরকার কর্তৃক নিয়মিত এবং অনিয়মিত (রেকারেন্ট এবং নন রেকারেন্ট) আর্থিক সাহায্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলিকে দেওয়া হল :

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; (২) উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, হুগলী; (৩) রামমোহন লাইব্রেরী, কলকাতা; (৪) পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতি, কলিকাতা; (৫) বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, হুগলী; (৬) খিদিরপুর মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরি।

এছাড়াও কলকাতার তিনিটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার; রেভারেন্ড পি.সি. মজুমদার পাবলিক হল অ্যান্ড লাইব্রেরী এবং রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরি কলেবরে সরকারী সাহায্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্যও সরকার নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলিকে বাৎসরিক অনুদান দিয়ে থাকেন :

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - ১২,০০০ টাকা

(২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ - ৩,০০০ টাকা

(৩) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ১,৫০০ টাকা।

গ্রামের গ্রন্থাগারিকদের স্বল্পকালীন শিক্ষা দেওয়ার একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম : তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের চিত্র নিম্নরূপ হবে :

(১) বিভিন্ন মহকুমা, প্রখ্যাত শহর এবং শহরাঞ্চলের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

(২) কলিকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন।

(৩) সমস্ত পঞ্চায়েত ও থানায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত ও উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। জেলা ও গ্রাম এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির জন্য একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্য :

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগার সংখ্যা	মোট পুস্তক সংখ্যা	মোট পুস্তক ব্যবহৃত বা প্রদত্ত	গ্রন্থাগারের দ্বারা মোট উপকৃত জনসংখ্যা
১। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১	৩,০০০	—	—
২। জেলা গ্রন্থাগার	১৬	১,৩৬,০০০	৪,০০,০০০	৩,৩০,০০০
৩। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	২৪	৫০,০০০	১,০০,০০০	৭০,০০০
৪। গ্রামীণ গ্রন্থাগার	৪৬৫	২,৩২,০০০	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০
৫। সরকার কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত চাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার	১০০০	২৫,০০,০০০	৪০,০০,০০০	৫,০০,০০০

বিঃ দ্রঃ এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নলিখিত সূত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা দপ্তরের মুখ্য পরিদর্শক নিখিলরঞ্জন রায় লিখিত প্রবন্ধ যা Journal of the Indian Library Association-এর Vol. 3 No. 1 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত হয়ে 'গ্রন্থাগার', ফাল্গুন ১৩৬৭-তে প্রকাশিত হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির কয়েকটি গৃহীত সুপারিশ :

১৯৬১ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য সভায় ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির যে কয়টি সুপারিশ গ্রহণ করেছেন তা ঐ সভার প্রশ্নোত্তরে জানা যায়।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নিগমের এ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ডঃ কে. এল. শ্রীমালী জানান, গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির ১৭টি সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। নিম্নলিখিত ৯টি সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষকে এই সুপারিশগুলি কার্যকরী করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১। ভারতের প্রতিটি নাগরিকের নিকট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিঃশুল্ক (বিনা চাঁদা মূলক) হওয়া বিধেয়।

২। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিম্নরূপ হওয়া উচিত : জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, ব্লক গ্রন্থাগার, পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার ইত্যাদি —

৩। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ অত্যাবশ্যক। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহের উচিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ গঠনে উৎসাহ দান করা।

৪। সরকারের উচিত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

ক) মূল কার্যালয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া।

খ) একজন সর্বক্ষণের পার্ট-টাইম সম্পাদক বা অফিসের কর্মচারীর জন্য অর্থ সাহায্য।

গ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে সাধারণভাবে উপযোগী এমন কোন কর্মসূচী যে সম্পর্কে সরকার উদ্যোগী হইতে ইচ্ছুক।

৫। দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা উচিত এবং ইহা ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ ও চাঁদামূলক গ্রন্থাগার, স্কুল গ্রন্থাগার, বিভাগীয় ও গবেষণা গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা থাকা উচিত।

৬। যতদিন না সাধারণ গ্রন্থাগারে সুষ্ঠু সূত্রানুসন্ধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন পর্যন্ত সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের উচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মন্তব্য সহ পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করিয়া এবং বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া সাহায্য করা।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উচিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহিত নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করা।

ক) জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক তালিকা সরবরাহ করা।

ক্রমশঃ

সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা

কিরণময় দত্ত

সরকারী প্রতিনিধি কি পাবলিক লাইব্রেরীর পরিষেবা উন্নতি করতে পারেন? যাঁরা পাবলিক লাইব্রেরীর সরকারী প্রতিনিধি তাঁদের উদ্দেশেই প্রশ্নটা রেখেছি। হয়ত এর উত্তরে অনেকেই অবাক হবেন অথবা আমাদের আবার পরিষেবায় কী ভূমিকা আছে বলে এড়িয়ে যাবেন। তবে সকল সরকারী প্রতিনিধি নন। প্রশ্নটা আমাকেই করেছি কারণ আমি একজন সরকারী প্রতিনিধি অর্থাৎ কিনা শহর গ্রন্থাগারের। মজার ব্যাপার হল উক্ত লাইব্রেরী আমাকে ভালোবেসে D.L.O.-র নিকট আবার নাম প্রস্তাব করেন Govt. Nominee হিসাবে আর স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (L.L.A.)-এ প্রস্তাব সমর্থন করে Govt. Nominee করে পাঠান।

আলোচ্য বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবা উচিত। প্রথমেই জানা উচিত সরকার পোষিত পাবলিক লাইব্রেরী এবং জেলা গ্রন্থাগারে পরিচালন সমিতি (M.C.) গঠনে সরকারী প্রতিনিধি একজন থাকবেন কার্যকরী সদস্যগণের মধ্যে। সরকারী Memo No 679-Edn Dated 3.11.81, Memo No 291-Edn(SE) Dated 21.4.84-র Rule 6[1]/A (a) One person to be nominated by the authority. এখানে "authority" মানে L.L.A. (Local Library Authority) বা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার। অপরপক্ষে জেলা গ্রন্থাগারের M.C. গঠনের সহকারী Memo No 1211-Edn(MEE) Dated 26th October 1995 এর Rule No 5-এর অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে "One person to be nominated by the Local Library Authority".

এখন প্রশ্ন হল এই সরকারী প্রতিনিধি গ্রন্থাগারে পরিচালন সমিতিতে শুধু মাত্র সদস্য হয়ে সভাতে যোগদান করে কোরাম রাখবেন? গ্রন্থাগারের আইনে তেমন কিছুই Function of Govt nominee বলে নেই। তবে Memo No 291-Edn(SE) Dated 21st April 84 এর Rule No 6[2](ii) para তে আছে — "The convener of the first meeting who may be the librarian or in his absence District Library officer or in his absence District Library Officer or a person nominated by him. অর্থাৎ সরকারী প্রতিনিধি গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির প্রথম সভায় গ্রন্থাগারিকের অনুপস্থিতিতে অথবা স্থানীয় গ্রন্থাগার আধিকারিক বা তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম সভার আহ্বায়ক হতে পারেন। এইটুকুই সরকারী প্রতিনিধির কার্য লিখিতভাবে আছে। সে কারণে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে গ্রন্থাগারের আইনে নিয়মনীতি নির্দিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।

প্রথমতঃ জেলাভিত্তিক Govt. Nominee-দের নিয়ে L.L.A. ব্যবস্থাপনায় একটি কনভেনসন্ করতে হবে। সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সজাগ সচেতন করাতে হবে—

(ক) সরকারী প্রতিনিধি Library Management Rules & Act বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

কারণ কিছু কিছু গ্রন্থাগারের সম্পাদক বা গ্রন্থাগারিক অজ্ঞানতাবশতঃ বা অনিচ্ছাকৃত আবার ইচ্ছাকৃত নিয়মের তোয়াক্কা না করে Library Rules কে লঙ্ঘন করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ — Bank Account operation, বিভিন্ন সরকারী Grant-এর টাকা অন্যখাতে ব্যয় করেন ইত্যাদি।

(খ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের (RRRLF) আর্থিক সাহায্য কিভাবে পেতে পারে সঠিক guideline সরকারী প্রতিনিধিদের ওয়াকিবহাল করাতে হবে।

কারণ যদি উক্ত আর্থিক সহায়তার জন্য ফর্ম, নথিপত্র তৈরী করে তখন সরকারী প্রতিনিধি পূর্ণ সহযোগিতা করে স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের কার্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে অনুমোদন করবেন। এর ফলে অফিসের কাজ কিছুটা কমবে বলে আশা করা যায়।

(গ) দুইমাসে অন্ততঃ একবার L.L.A.-তে সরকারী প্রতিনিধি মিলিত হবেন এবং নিজ নিজ গ্রন্থাগারের ভালো অথবা মন্দ Report পেশ করবেন। এজন্য সরকারী প্রতিনিধিকে তথ্য বহুল চাহিদা দিয়ে ডায়েরী দিতে হবে। ডায়েরীতে কি কি তথ্য চাওয়া হবে সেটা কনভেনসনে ঠিক হতে পারে। মাঝে মাঝেই শোনা যায় — অমুক লাইব্রেরী ঠিকমত খোলে না, পরিষেবা ভালো নেই, সারাদিনে ১০টা বই Issue হয় ইত্যাদি — সরকারী প্রতিনিধির দায়বদ্ধতা আছে। সঠিক Report পাঠানো এবং উন্নততর পরিষেবা বাড়ানো, D.L.O. এবং গ্রন্থাগারের পরিচালনের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, সরকারী প্রতিনিধি পেতে বেশি ভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা হয় — ফলে কমিটি গঠনে বিলম্ব ঘটে। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ —

(ক) L.L.A.-এর অনিয়মিত সভার ফলে অনুমোদন বা নাম নির্বাচনে দেরী হয়।

(খ) D.L.O.-এর দ্বারা নাম নির্বাচনের স্বাধীনতা নেই —

যদি থাকে তাঁকে সমালোচনায় পড়তে হতে পারে।

(গ) সরকারী নমিনি (Govt. Nominee) গ্রন্থাগারিক কখন চাইবেন তার বোধ হয় সঠিক নিয়মনীতি নেই — তাহলে বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিভিন্ন মতামত দেন — যেমন (১) নির্বাচন Procedure শুরু হ'লে সরকারী নমিনি চাইবেন গ্রন্থাগারিক Returing Officer হিসাবে, (২) যেদিন গ্রন্থাগারে Final Election হয়ে যাবে তারপরে D.L.O.-কে কাগজপত্র তৈরী করে পাঠিয়ে সরকারী নমিনি (Govt Nominee) চাইবেন. এরফলে কোন কোন গ্রন্থাগারিক সময়মত সরকারী নমিনি (Govt Nominee) চাওয়ার আবেদন করেন না (৩) আবার দেখা যায় পূর্বতন সম্পাদক নিজের মনোমত সরকারী প্রতিনিধির জন্যে তদারকি তদ্বির করেন।

(ঘ) অনেক সময় এ অভিজ্ঞতা আছে সরকারী প্রতিনিধি যিনি হন, তিনি অনুরোধ উপরোধে ঢেঁকি গেলেন বা খানিকটা নিমরাজী হয়ে যান। যার ফলে আর এক সমস্যা। সরকারী প্রতিনিধি যদি গ্রন্থাগারমনস্ক না হন, Library Management Rules জানা না থাকলে বা Rules সম্বন্ধে পড়াশুনা করা না থাকলে, সর্বোপরি আন্তরিকতা ও উদারমনস্কতা না থাকলে সমস্যা আসবেই।

(ঙ) কারা সরকারী প্রতিনিধি হবেন তার কোন কিছু Guideline আছে বলে আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে L.L.A. কার্যকরী সদস্যের একজন, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয় প্রধান, স্থানীয় ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজসেবী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে কেউ হতে পারেন। ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয় — খুব স্পষ্ট করেই বলছি — (১) কখনও স্বজনপোষণ (২) নিয়মিত সময় দিতে পারেন না (৩) গ্রন্থাগারের বাৎসরিক কার্যকলাপে অনীহা বা নেতিবাচক ভূমিকা ইত্যাদি। তা বলে ইতিবাচক দিক নেই তা নয় — অনেকক্ষেত্রে সরকারী প্রতিনিধি গ্রন্থাগারমনস্ক ব্যক্তিত্বপূর্ণ হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারে নানা দিক দিয়ে বিপুল উন্নতি ঘটেছে।

সর্বশেষে, একটাই উত্তর সরকারী প্রতিনিধি পাবলিক লাইব্রেরীর পরিষেবা নিশ্চয়ই উন্নতি করতে পারেন যদি নিম্নলিখিতগুলি করা হয় —

(ক) L.L.A.-তে সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে নিয়মিত কনভেনসন করা।

(খ) সরকারী প্রতিনিধি কারা হবেন তার প্যানেল করা।

(গ) D.L.O.-কে নিয়মিত Report পাঠানো।

(ঘ) সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে আন্তরিকতা ও নিয়মনিষ্ঠতা থাকা।

(ঙ) Library Management Rules-এ সংশোধন করে সরকারী প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে নিয়মনীতি করা যায়।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। **আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৩ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য **৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩-এর মধ্যে** আবেদন করতে পারেন।

২। **আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৩ঃ** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য **৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩-এর মধ্যে** আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ১ (বৈশাখ, ১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। — *কর্মসচিব।*

গ্রন্থ সমালোচনা

আলোচক — প্রবীর রায়চৌধুরী

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী/সংকলক/অর্চনা শ্রীমানী/কল্যাণী প্রামাণিক/রূপা প্রকাশনী/কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশ কাল - জুলাই, ২০০২; মূল্য - ৪৫০ টাকা।

প্রথমেই উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জীর সংকলকদ্বয় — কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী এবং বারাসত নগর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহায়িকা শ্রীমতী কল্যাণী প্রামাণিককে অভিনন্দন জানাই বাংলা গ্রন্থপঞ্জী জগতে এই উল্লেখযোগ্য সংযোজনের জন্য। প্রায় চার দশক আগে ১৯৬৫ সালে প্রয়াত বাণী বসু সংকলিত "বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের একনিষ্ঠা কর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব প্রয়াত বাণী বসু প্রায় দেড়শো বছরের (১৮১৮-১৯৬২) বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের যে গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেন তা বিদ্বজ্জন মহল ও গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা সমাদৃত হয়। তিনি ছিলেন এই বিষয়ে পথিকৃৎ। বাণী বসুর গ্রন্থপঞ্জীর পর আলোচ্য এই গ্রন্থপঞ্জীটি দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

এই গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯৬৩-১৯৯০ সালের মধ্যে প্রকাশিত মোট ৭৫১১টি বাংলা শিশু ও কিশোর গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য ছাড়াও বাংলাদেশ, রাশিয়া ও চীনে প্রকাশিত বাংলা শিশু ও কিশোর গ্রন্থের হদিস এই গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যাবে। এমনকি বাণী বসুর গ্রন্থপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত হয়নি এই ধরনের কিছু গ্রন্থ এই পঞ্জীতে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এর ফলে এই গ্রন্থপঞ্জীর পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জীটি দুই ভাগে বিভক্ত। মূল গ্রন্থপঞ্জীটি ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বর্গীকৃত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের বিষয়ানুগ চিত্রটি ফুটে উঠেছে, অপরদিকে এই বর্গীকৃত তালিকা গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থ নির্বাচন, বর্গীকরণ ও সূচীকরণ কাজে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে। মূল গ্রন্থপঞ্জীটি ছাড়াও তিনটি নির্দেশিকা বা সূচী, যথা, লেখক নির্দেশিকা, আখ্যা নির্দেশিকা এবং বিষয় নির্দেশিকা সংযোজিত হওয়ার ফলে গ্রন্থপঞ্জীটির উপযোগিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থপঞ্জী সংলেখের ক্ষেত্রে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য থাকা প্রয়োজন, যথা, বর্গীকরণ সংখ্যা, বিষয় শিরোনাম, গ্রন্থকারের নাম, আখ্যা, লেখক বিবৃতি, সংস্করণ, প্রকাশ স্থান, প্রকাশক, প্রকাশ কাল, পৃষ্ঠা, চিত্র, টীকা, মূল্য ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে, বর্গীকরণ, বিষয় শিরোনাম ইত্যাদি নিয়ে কিছু বক্তব্য থাকলেও তথ্য সমৃদ্ধ এই গ্রন্থপঞ্জীটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন নেই।

এই গ্রন্থপঞ্জীর পরবর্তী সংস্করণে বিবেচনার জন্য সংকলকদ্বয়ের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি। প্রথমত, শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বাংলা পত্র পত্রিকার একটি তালিকা থাকা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত সমুদয় বাংলা শিশু ও কিশোর পত্র-পত্রিকা — নিয়মিত বা অনিয়মিত প্রকাশিত বা প্রকাশনা বন্ধ হয়েছে — এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য নিয়ে যেসব আলোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় এই বিষয়টি কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা গোচরে আসবে। এছাড়া গ্রন্থপঞ্জীতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ নজরে এসেছে যা বাঞ্ছনীয় নয়। আখ্যা পৃষ্ঠায় অন্যতম সংকলকের নামের বানান ভুল দৃষ্টিকটু লাগে। পরবর্তী সংস্করণে এই বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন গ্রন্থপঞ্জী সম্পূর্ণতার দাবী করতে পারে না। এই সম্ভাবনা সব গ্রন্থপঞ্জীতেই থাকে। পরবর্তী সংস্করণে এই সম্পূর্ণতা লাঘবের চেষ্টা হয়। এ সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই গ্রন্থপঞ্জীটি নিঃসন্দেহে বাংলা গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আশা করা যায় এই গ্রন্থপঞ্জীটি বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের গবেষক, লেখক, গ্রন্থপঞ্জী প্রণেতা, সাধারণ পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। প্রতিটি সাধারণ ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থপঞ্জীটি একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে অবশ্যই সংগৃহীত হওয়া উচিৎ।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সিহড় সুকান্ত পাঠাগার

সিহড়, কোতুলপুর, বাঁকুড়া

গত ৯ই মে ২০০৩ (২৫শে বৈশাখ, ১৪১০) বাঁকুড়া জেলার সিহড় সুকান্ত পাঠাগারে গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অসিত কুমার নন্দী। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে জটাধারী ব্যানার্জী ও মহাদেব সিং। অনুষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় "শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার উপর রবীন্দ্র প্রভাব" সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনা করেন। পাঠাগারের সদস্য/সদস্যরা রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ও রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বহু সদস্য/সদস্যা, গ্রন্থাগার প্রেমী স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — নিমাইচন্দ্র নন্দী।

বীরভূম জেলাগ্রন্থাগার

সিউড়ি, বীরভূম

গত ২২ ও ২০ শে মে, ২০০৩ বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বসে আঁকো, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তব্য, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত ১০০ পুস্তকের প্রদর্শনী সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সাহিত্য পাঠের আসর' গ্রন্থানুরাগীদের নিকট চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক। দুদিনের সভায় বহু স্থানীয় গ্রন্থাগারিক প্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগারের পাঠক পাঠিকা, সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

প্রতিবেদক — তরুণ কুমার মুখার্জী।

বড়িশা পাঠাগার (টাউন লাইব্রেরী)

শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

গত ১১ই মে, ২০০৩ দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বড়িশার ঐতিহ্যমন্ডিত বড়িশা পাঠাগার-এর শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধক ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাই সাধন বসু। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ডঃ অমলেন্দু দে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী ব্যক্তি, গ্রন্থাগারের পাঠক পাঠিকারা উপস্থিত ছিলেন। শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১২-১৪ মে ও ২২শে মে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১২ই মে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ১৩ই মে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই মে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "সাধারণ মানুষকে পাঠনুখী করার প্রয়োসে পাঠাগারের ভূমিকা"। বক্তারা ছিলেন ডঃ সুবীর সেন, ডঃ সাথী ভট্টাচার্য্য, ডঃ অরুণ ঘোষ, শ্রী সুকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক শৈবাল মিত্র প্রমুখ। ২২ শে মে পাঠাগারের "বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য মন্ত্রণা ও পরামর্শ দান" বিভাগের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সদস্য, পাঠক পাঠিকা, স্থানীয় বহু গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলাশাখার ডেপুটেশন

সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে ৭ই এপ্রিল, ২০০৩ জেলা আধিকারিকের কাছে কর্মীদের গ্রেডেড তালিকা তৈরী, শূন্য পদে লোক নিয়োগ, অডিট, চাকুরীরত অবস্থায় মৃতদের পরিজনদের চাকুরী প্রভৃতি বিষয়ে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে আলোচনা সভা

গত ১৪ই মে, ২০০৩ পরিষদ ভবনে "সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা" সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিভিন্ন সংস্থার গ্রন্থাগারিক, সহগ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মোট ৫২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং ১৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় স্থির হয় (১) সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। (২) প্রশিক্ষণের কাল হবে ৬ দিন (৩) প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে (৪) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৫-৩০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষক কারা হবেন সেসব বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় স্থির হয় এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের '**গ্রন্থাগার**' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্য নির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে '**গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল**' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা **গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে** মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
১৪.০৫.২০০৩	২২২৬	নারায়ণ চক্রবর্তী	উঃ ২৪ পরগণা	২০০.০০
১৬.০৫.২০০৩	২২৩৪	বিনয় ভৌমিক	কলকাতা	১০০০.০০
১৬.০৫.২০০৩	২২৩৫	ব্রজনাথ নন্দী	হুগলী	১০১.০০
১৯.০৫.২০০৩	২২৪২	অরুণা চৌধুরী	কলকাতা	১০০০.০০
২০.০৫.২০০৩	২২৪৮	কৃষ্ণা সেনগুপ্ত	কলকাতা	২০০.০০
২৪.০৫.২০০৩	২২৫৪	স্নিগ্ধা দাস	কলকাতা	৫০০.০০

প্রাপ্তি স্বীকার

[গত ১৬ই মে থেকে ১০ই জুন, ২০০৩ পর্যন্ত গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য প্রেরিত নিম্নলিখিত রচনাগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করছি। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য রচনা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। আশাকরি লেখকরা সহযোগিতা করবেন। *— সম্পাদক*]

১। সেমুর লুবেৎজ্‌কি (Seymour Lubetzky) — অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

২। গ্রন্থাগার : একটি গ্রন্থমিতিমূলক পর্যালোচনা — জয়দীপ চন্দ্র

৩। তথ্য উৎপাদের নকশা প্রণয়ন — তাত্ত্বিক এবং
প্রায়োগিক উপাদান সমূহের বিশ্লেষণ — সুবল চন্দ্র বিশ্বাস

GRANTHAGAR

Vol. 53 : No. 3 Editor Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy June, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : On workshop for library workers of public libraries in West Bengal : Some proposals

Refers to the deliberations of the meeting held at the Association Building on 14th May, 2003, regarding the workshops that are being held in the different districts of West Bengal. The workshops are said to be being organised in the backdrop of decrease in the members of library users in the public libraries of West Bengal and make them viable as dependable and dynamic information centres. The workshops are said to be organised, to update and reline the professional competence and expertise of the Librarians and other categories of library professionals. Refers to some proposals made by the participants. Refers also to the consensus amongst the participants about the need for uniformity in library and information service, specially with respect to cataloguing and classification, library management, book selection, accounts and audit and such other subjects. P. 65.

Jana, Pranabananda and Ghosh, Gopika Prasad. On the preparation of the database for Bengali books (In Bengali)

In the background of growing computerisation of libraries and information centres, the need, importance and problems of developing databases for Bengali books, are discussed. Among the very many problems, reference is made to the problems of transliteration of Bengali titles and the problems of standard spelling of Bengali Surnames. Reference is also made to the need for caution in respect of developing computerised databases in such areas as the infrastructure of the data base, display and printing output are to be based on CCF, UNIMARC, developing a software for Bengali books, formatting tags such UNIMARC and ACCR2R for uniformity and standardisation and such other things. Provides a list of standard spelling of surnames of some Bengali/Indian. P. 67.

Notice :

1. The Secretary of School library sub-committee requests the librarians of school libraries, to attend a seminar to be organised by the Bengal Library Association to discuss the problems of school libraries of West Bengal. P. 66.
2. Computer Training Courses commences on 1st July, 2003. Last date of application : 27th June, 2003. P. 78.

Roy, Tapan Kumar. Public libraries : Some legal problems.

Discusses some of the functions of the Local Library Authorities empowered by the Public Libraries Act, 1979. Reference is made to the problems of the functional autonomy for the authority, problems of forming rules, etc. P. 74.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of Bengal Library Association.

Refers to the library development programme of the State Govt. at the period, including the start of the State Central Library being at the top with rural library book distributing centres at the bottom, library grants for different types of libraries etc. P. 79.

Dutta, Kiranmoy. The Role of Govt. Nominees in public libraries.

Suggests among other things about holding of a convention to arrive at a consensus on the proper role and function of Govt. Nominees in the Local Library Authority, matters regarding assistance to be received by the libraries from the Raja Rammohan Roy Library Foundation, time lag between the need for and availability of Govt. Nominees should be minimised and such other matters. P. 82.

Notice :

The Secretary of the Association appeals to the authorities of the libraries to apply for the following awards to be awarded by Association to the following types of libraries :

1. Model Children's Library and
2. Model School Library. P. 83.

Book Review : RoyChowdhury, Prabir. rev. Bengali children's literature : A Bibliography

While appreciating such venture since the publication of Bani Basu's book on the subject (form 1818-1962), points out to a few incongruities in classification and subject heading. P. 84.

Granthagar Fund :

1. The Secretary appeals to the members to generously help to tide over the financial stress for the regular publication of Granthagar.
2. **List of donors :** P. 86.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
14.05.03	2226	Sri Narayan Chakraborty	24 Parganas (N)	200.00
16.05.03	2234	Sri Binoy Bhowmik	Kolkata	1000.00
16.05.03	2235	Sri Brajanath Nandi	Hooghly	101.00
19.05.03	2242	Sm. Aruna Chowdhury	Kolkata	1000.00
20.05.03	2248	Sm. Krishna Sengupta	Kolkata	200.00
24.05.03	2254	Sm. Singhdha Das	Kolkata	500.00

Articles received for publication (16 May-10 June, 03)

1. Seymour Lubetzky by A. K. Dasgupta (in Bengali)
2. Granthagar : A bibliometric analysis – J. Chandra.
3. Designing of Information Products : Analysis of Theoretical and Pragmatic components – S. C. Biswas. P. 86.

Library News : P. 85.

1. **Rabindra Jayanti :**
   a. Sihor Sukanta Pathagar, Kotulpur on 9th May, 2003.
   b. Birbhum District Library on 22-23 May, 2003.
2. **Centenary Celebration :**
   Of Barisha Pathagar on 11.05.03.
3. WB Public Library Employee's Assoc., Coochbehar Dist. Branch : Deputation on 7.4.03 to DLO reg. : pay and status, recruitment in vacant posts etc. P. 85.

Association News :

On 14 May, 03, workshop for librarians and library professionals was held at the Association Building. About 52 library professionals attended. It was presided over by Prof. Prabir RoyChowdhury. P. 86.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা **২০০০ (দুই হাজার)** শব্দের মধ্যে হওয়া **বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words)** মধ্যে সংক্ষিপ্তসার **(ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি** রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল তথ্য সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না।** এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. **গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 3 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor Nirmalya Roy June, 2003

CONTENTS

Page

On workshop for library workers of public libraries in West Bengal : Some proposals (***Editorial***) 65

Pranabananda Jana and Gopika Prasad Ghosh 67
On the preparation of the database for Bengali Books

Tapan Kumar Roy 74
Public Libraries : Some legal problems

Nirmalendu Mukhopadhaya 79
Library movement in Bengal and the history of Bengal Library Association

Kironmoy Dutta 82
The role of Govt. nominees in public libraries

Book review : Reviewer : Prabir RoyChowdhury 84

Library News 85

Association News 86

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 3) 87

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2245-2356
Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury *Associate Editor :* Nirmalya Ray

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : ড শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় শ্রাবণ, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

বই পড়ার অভ্যাস (সম্পাদকীয়) ৮৯

বিনোদ বিহারী দাস ও প্রফুল্ল কুমার পাল

মুদ্রিত প্রকাশনা এবং বৈদ্যুতিন প্রকাশনা — একে অপরের পরিপূরক

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী

বাঙালী মুসলমান নাম : প্রকারভেদ ও বানানীকরণ : সমস্যা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

ডঃ ওহেদেদারের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

সরকারী আদেশনামা : (১) সাইকেল শিওনের পদের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত
(নং 88/LS/Sectt. dated 17.6.2003)

(২) বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক/সহগ্রন্থাগারিকদের
কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম সংক্রান্ত
(নং 481-EDN(C.S.) dated 8th July, 2003)

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 4)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মাল্য রায় শ্রাবণ, ১৪১০

সম্পাদকীয়

বই পড়ার অভ্যাস

অনেকেই বলেন আজকাল বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হিসেবে টেলিভিসন, সাইবার কাফে, ইন্টারনেট প্রভৃতির প্রভাবকে দায়ী করার প্রকতাও দেখা যাচ্ছে। এটা হয়ত সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

আমরা, বিশেষ করে শিক্ষিতরা, বই পড়ি জ্ঞানার্জনের জন্য, তথ্য আহরণের জন্য, বিনোদনের জন্য। বই পড়ার উদ্দেশ্য নিজেকে জানা, নিজের সমাজকে জানা, সমাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। বই লেখকের মানসিক চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠকের চিন্তাধারার সংযোগ ঘটায়। পাঠক মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পাঠকের চেতনা আনে। বই পড়ে দুঃখের দিনে মানসিক সান্ত্বনা পাওয়া যায়, আবার সুখস্মৃতি উপভোগ করা যায়। এবার দেখা যাক বই পড়ার অভ্যাস সত্যিই কি কমে যাচ্ছে? আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে এখনও সাক্ষরের তুলনায় নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী। ফলে শিক্ষিতরাই সাধারণতঃ বই পড়ে। শিক্ষিতদের মধ্যেও আবার সকলে বই পড়ে না। শিক্ষিতদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস শুরু হয় শৈশবে। একথা অনস্বীকার্য যে বই পড়ার অভ্যাস শৈশবেই শুরু হলে ভবিষ্যত জীবনেও পাঠস্পৃহা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বর্তমানে শিশুদের পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বই পড়ার সময়ই নেই। বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে শিশুদের প্রতিটি পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য, বেশী তথ্য আহরণের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যবই ছাড়াও প্রতি বিষয়ের জন্য একাধিক অন্যান্য রেফারেন্স বই বা নোট বই পড়তে হচ্ছে। এর সঙ্গে সকাল বিকেল সন্ধ্যে একাধিক প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়া, নাচ, গান, আঁকা শেখা, সাঁতার, যোগব্যায়াম, ক্যারাটে, ফুটবল-ক্রিকেট অ্যাকাডেমীতে যাওয়া, কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য তৈরী হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে পাঠ্যবই, গাইড বই বা রেফারেন্স বই ছাড়া অন্য বই পড়ার ব্যাপারে অভিভাবকরাও শিশুদের উৎসাহ দেন না। বিভিন্ন চাপে কোমলমতি শিশুদের শৈশব বোধহয় হারিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা আজ হযবরল, আবোলতাবোল, ঠাকুরমার ঝুলি প্রভৃতি বই বা তাদের রচয়িতাদের নামই হয়ত জানে না। অর্থাৎ বলা যায় পাঠ্যবই ছাড়া অন্য ধরনের ভাল বই পড়ার অভ্যাস শৈশব থেকেই কমে যাচ্ছে। কৈশোরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ্যবই-এর স্থান নেয় নোটবই বা নোটের জেরক্স। এছাড়া বর্তমান আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। অতীতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার রীতি ছিল। ফলে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাস বজায় থাকত। বর্তমান ভোগবাদী সমাজে বই উপহার দেওয়ার রীতি আর নেই — এর জায়গা নিয়েছে প্রেসার কুকার, হট পট, ভি.সি.পি., সিডি রোম, ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতি।

ফলে সাহিত্য, সমাজনীতি, দেশের সংস্কৃতি সংক্রান্ত বই পড়ার অভ্যাস নিম্নগামী বলা যায়। পাঠকের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পাঠচক্র। বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের, বিভিন্ন ধরনের বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে হবে। বই পড়ার মানসিকতা, ধৈর্য্য শৈশব থেকে গড়ে তুলতে হবে। শৈশব থেকে পাঠক বই পড়ার আনন্দ অনুভব করলে পাঠাভ্যাস সারাজীবন অব্যাহত থাকবে। বিদ্যালয়স্তর থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা শিশুদের বোঝাতে হবে। দুঃখের বিষয় বহু বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার বা উপযুক্ত মানের গ্রন্থাগার নেই। আবার যেখানে উপযুক্ত মানের গ্রন্থাগার আছে সেখানে ভাল বই পড়ার জন্য পাঠকদের অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষিকারাও হয়ত উদাসীন।

বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানো বা বজায় রাখার জন্য শিশুদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। সদ্য সাক্ষর সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে সকলের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন — সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও প্রয়োজন।

মুদ্রিত প্রকাশনা এবং বৈদ্যুতিন প্রকাশনা-একে অপরের পরিপূরক।

বিনোদ বিহারী দাস, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*

ও

প্রফুল্ল কুমার পাল, *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়*

ভূমিকা ঃ

বর্তমান যুগে প্রকাশনার একটি নূতন মাধ্যম হল বৈদ্যুতিন প্রকাশনা। কাগজ ও মুদ্রণ আবিষ্কারের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর অর্ধির দশক পর্যন্ত লিপি, গ্রন্থ ও পত্রিকাই তথ্যের প্রধান উৎস ও মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল। যদিও ক্যাসেট, রেকর্ড, ফিল্ম, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি মাধ্যমও ছিল। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে তথ্যের উৎস ও সংগ্রহের মাধ্যম গ্রন্থ থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তাহা অবশ্যম্ভাবী ভাবে বর্তমান ও আগামী দিনের পৃথিবীতে তথ্যের উৎস ও মাধ্যম হিসাবে জায়গা করে নিচ্ছে। বৈদ্যুতিন প্রকাশনার (Electronic publications) একটি অন্যতম রূপ বর্তমানে বিশেষ ভাবে কার্যকরী তাহল ইন্টারনেট (Internet)।

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার এখন তথ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বৈদ্যুতিন প্রকাশনা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হচ্ছে—প্রস্তুতি চলছে গ্রন্থাগার যাতে অটোমেশনের (Automation) মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে দ্রুত তথ্য পরিষেবা দিতে পারে। গ্রন্থাগারের তথ্য উৎসকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই জন্ম নিয়েছে ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী (Electronic Library), ডিজিট্যাল লাইব্রেরী (Digital Library) এবং ভারচুয়াল লাইব্রেরী (Virtual Library)।

উপরোক্ত তিন প্রকার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৈদ্যুতিন প্রকাশনা বলতে আমরা বুঝি এমন এক ধরনের প্রকাশনা যেখানে তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে বৈদ্যুতিন আকারে (Electronic format) যা কমপিউটার ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারী তথ্যের উদ্ধার ও ব্যবহার করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তথ্যের রূপ ও আকার লিপিবদ্ধ থাকে গতিশীল বস্তু বা ইমেজে, শব্দে, যার মাধ্যমে তথ্য ও ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় সমন্বয় ঘটে থাকে। সাধারণতঃ সিডি-রোম ছাড়া আরো যে সমস্ত মাধ্যমে তথ্য উৎস বৈদ্যুতিন ভাবে প্রকাশ করা যায় তাহল ম্যাগনেটিক টেপ, ভিডিও ডিস্ক, ডিভিডি ইত্যাদি।

বৈদ্যুতিন প্রকাশনা বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পত্রিকা, গ্রন্থ, আকরউৎস, সম্মেলনের বিভিন্ন প্রকাশনা এখন গ্রন্থ আকারে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক মাধ্যমিক প্রকাশনা (Secondary Publications), যার বেশীর ভাগই সূচী/সারাংশ (Indexing/Abstracting) সংক্রান্ত, পরিষেবা বৈদ্যুতিন প্রকাশনার মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়েছে।

বর্তমানে গ্রন্থাগার গ্রন্থ ও পত্রিকা সংগ্রহের পাশাপাশি বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সংগ্রহের উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয় (automated) গ্রন্থাগার চালু করার লক্ষ্যে অনেকেই এগিয়ে চলেছে। প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সংগ্রহ ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী, ডিজিট্যাল লাইব্রেরী এবং ভারচুয়াল লাইব্রেরীর রূপ নিয়েছে। নিম্নে উক্ত ধারণাগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১. ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী (Electronic Library) ঃ

ইলেক্ট্রনিক লাইব্রেরী সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন। মূলত যা বলা যায় তাহল এর তথ্যউৎস/সম্পদউৎস প্রকৃতিতে হবে বৈদ্যুতিন। Oppenheim (1997) describes it as "an organised and managed collection of information in a variety of media (text, still image, moving image, sound, or combinations thereof), but all in digital form" (9)। কমপিউটারের মাধ্যমে এই বৈদ্যুতিন তথ্য উৎসের অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং সঞ্চয় করা যায় এবং সেই সঙ্গে কমপিউটার ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেবার কার্যকারীতাও বোঝায়। ইলেকট্রনিক লাইব্রেরীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর আকারগত পরিকাঠামো (Physical Structure) নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ মুদ্রিত প্রকাশনার পাশাপাশি বৈদ্যুতিন প্রকাশনার সংগ্রহ মিলেই ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী। ইলেকট্রনিক লাইব্রেরীর সম্পদ উৎসের মূল মাধ্যম হল সিডি-রোম (CD-ROM)। তবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য তথ্য ভান্ডারে প্রবেশ করা যেতে পারে। মূলত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের (LAN) মধ্যে দিয়েই এর পরিষেবার বিস্তার লাভ করে।

২. ডিজিট্যাল লাইব্রেরী (Electronic Library) ঃ

প্রথাগত গ্রন্থাগার ও ডিজিট্যাল লাইব্রেরী দুটোই একই ধরনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। তবু ডিজিট্যাল লাইব্রেরী প্রচলিত

গ্রন্থাগারের চাইতে একটু ভিন্ন ধরনের, বিশেষ করে তার ব্যাপ্তি এবং অভিগমন (access) এর দিক থেকে। ডিজিটাল লাইব্রেরীর কিছু অতিরিক্ত সুযোগ থাকে (তার গঠন পদ্ধতির মাধ্যমে) ব্যবহারকারীকে বেশী পরিষেবা দেবার। তার সংগ্রহের সবটাই ডিজিটাইজড্ টেক্স্ট (Digitized text) এর মধ্যে থাকে :

Working Group of the U.S. Information Infrastructure Technology and Application (IITA) has defined : 'Digital libraries are systems providing users with coherent access to a very large, organised repository of information and knowledge." (7)

সুতরাং ডিজিটাল লাইব্রেরীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে আমরা বলতে পারি ডিজিটাল লাইব্রেরী হচ্ছে একটি সুসংগঠিত ডিজিটাল তথ্যের সংগ্রহ যেখানে তথ্যের সংগ্রহ, উদ্ধার ও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে কমপিউটারের মাধ্যমে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় ডিজিটাল লাইব্রেরী হচ্ছে একটি বৈদ্যুতিন উৎসাদির যান্ত্রিক পরিকাঠামো যেখানে তথ্য তৈরী করা, অনুসন্ধান করা, ব্যবহার করা, সঞ্চয় করা, পরিবেশন করা এবং উদ্ধার করা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার বিশেষে কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদূর প্রান্ত থেকেও ঐ তথ্য আহরণ করা যেতে পারে।

উপরিউল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিজিটাল লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে—

- বৈদ্যুতিন তথ্য উৎস - ডিজিটাল ডেটা যে কোন মাধ্যমে।
- যান্ত্রিক সামর্থ্য - তথ্য তৈরী করা, অনুসন্ধান করা ও তথ্যের ব্যবহার।
- তথ্যের উদ্ধার।
- মেটা ডেটা।
- ব্যবহারকারী - তথ্য চাহিদা ও ব্যবহার।

৩. ভারচুয়াল লাইব্রেরী (Virtual Library) :

ডিজিটাল লাইব্রেরী এবং ভারচুয়াল লাইব্রেরী একই রকম নয়। সকল ভারচুয়াল লাইব্রেরী তার প্রকৃতিগত দিক থেকে বৈদ্যুতিন হবে। কিন্তু সকল বৈদ্যুতিন লাইব্রেরী ভারচুয়াল নয়। কোন গ্রন্থাগারের সকল তথ্য উৎস বৈদ্যুতিন হতে পারে কিন্তু তাকে কখনই ভারচুয়াল লাইব্রেরী বলা যাবে না। ভারচুয়াল লাইব্রেরীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।

— কোন বাহ্যিক সংগ্রহ থাকবেনা।
— তথ্য থাকবে বৈদ্যুতিন আকারে।
— একই জায়গায় কোন তথ্য থাকবে না।
— যে কোন জায়গা থেকে (work station) তথ্যের আহরণ এবং প্রবেশ পাওয়া যাবে।
— যখনই আবশ্যক হবে তথ্যের উদ্ধার ও বন্টন করা যাবে।
— তথ্যের ফলশ্রুতি অনুসন্ধান ও ব্যবহার করা যাবে ইত্যাদি।

Sarbina I Pacifi defines virtual library as follows : 'In the broadest sense, a Virtual Library is a system by which users access information that resides solely in electronic format on computer networks, without respect to physical location of the information" (5)

অর্থাৎ ভারচুয়াল লাইব্রেরী বলতে বলা যেতে পারে যোগাযোগ প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন তথ্য উৎসকে আহরণ ও অনুসন্ধান। ব্যবহারকারী পরিষেবা নিয়ে থাকে একটি কমপিউটারের সামনে বসে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে। ডিজিটাইজড্ লাইব্রেরী, নেটওয়ার্ক ভিত্তিক উন্নত পারস্পারিক যোগাযোগ ব্যবস্থাই ভারচুয়াল লাইব্রেরীর বাস্তব রূপ পেয়েছে।

অন্যভাবে বলা যায় ভারচুয়াল লাইব্রেরীর ব্যবহারকারী তার নিজের কমপিউটারের সামনে বসে (এমন কি তার নিজের বাড়ীতে বসে) পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের জানা অজানা গ্রন্থাগারের তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারেন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে। যে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করবেন সেখানে ভারচুয়াল গ্রন্থাগারিকের চলমান ছবি (Animation) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন ব্যবহারকারীকে। তথ্য উপস্থাপন, তথ্যের সংক্ষিপ্তকরণ, তথ্যের নির্দেশ, তথ্য পরিষেবা সবই তথ্য উৎস থেকে দেওয়া হয়।

৪. বৈদ্যুতিন প্রকাশনা (Electronic Publications) :

মুদ্রণ জগতের পরিবর্তন তথা ব্যবস্থা ও পরিষেবার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। তথ্য প্রযুক্তি মুদ্রিত প্রকাশনার ধ্যান ধারনাকে পরিবর্তিত করে বৈদ্যুতিন প্রকাশনায় রূপান্তরিত করেছে। বৈদ্যুতিন প্রকাশনা থেকে বিভিন্ন পরিষেবা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিস্তারিত করা হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বৈদ্যুতিন প্রকাশনা হল এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে তথ্যের, পাঠ্যাংশের (text), চিত্রের, নকসার, শব্দের রূপ লিপিবদ্ধ থাকে বৈদ্যুতিন আকারে। যে মাধ্যমে তথ্যের উপস্থাপন করা যায় তাহল ইনটারনেট, অনলাইন এবং সিডিরোম। বৈদ্যুতিন প্রকাশনা = বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি + কমপিউটার প্রযুক্তি + যোগাযোগ প্রযুক্তি + প্রকাশনা।

৪১. বৈদ্যুতিন নথি/গ্রন্থাদি (e-Documents) :

মুদ্রিত প্রকাশনাকে বৈদ্যুতিন প্রকাশনায় রূপান্তরিত করাকেই বৈদ্যুতিন নথি বলা হয়। অর্থাৎ পাঠ্যাংশকে (text) কম্পিউটারের পর্দায় উপস্থাপনকেই বৈদ্যুতিন নথি বলা যেতে পারে। এর মধ্যে গ্রন্থ, পত্রিকা, খবরের কাগজ, বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ ইত্যাদিকেও বলা যেতে পারে। বৈদ্যুতিন নথিকে আরো নানা রূপে কার্যকরী মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যেতে পারে যেমন— পাঠ্যাংশে, স্থিরচিত্রে, অঙ্কনে, জীবন্তচিত্রে, শব্দে, দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তু ইত্যাদি বিষয়ে। এগুলিকে আবার মাল্টিমিডিয়ার (multimedia) মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৪১১. বৈদ্যুতিন গ্রন্থ (e-Books) :

বৈদ্যুতিন গ্রন্থ বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়, তথ্যাধার হিসাবে শিক্ষিত এবং সাধারণ ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করছে। বৈদ্যুতিন ভাবে প্রকাশিত পাঠ্যাংশের/গ্রন্থের ডিজিটাইজড রূপের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারে দেখতে পারেন, পড়তে পারেন প্রয়োজনে মুদ্রণ করতে পারেন এমন কি নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নূতন তথ্য আহরণ করতে পারেন। মুদ্রিত গ্রন্থের বিকল্প হিসাবে বৈদ্যুতিন গ্রন্থের প্রকাশনা। সিডি-রোম ই বৈদ্যুতিন গ্রন্থের অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম।

৪১২. বৈদ্যুতিন পত্রিকা (e-Journals) :

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার যে রূপটি সবচেয়ে বেশী কার্যকরী তা হল বৈদ্যুতিন পত্রিকা। এই বৈদ্যুতিন পত্রিকা, নিউজলেটার (News letter) বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র স্থাপন করেছে। বৈদ্যুতিন পত্রিকা হল সম্পূর্ণ পাঠ্যাংশের পত্রিকা (Full text journals), ইনটারনেটের মাধ্যমে যাতে প্রবেশ পাওয়া যায়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত তথ্য অনুসন্ধান করা যায় — বিশেষ করে প্রবন্ধের মুখ্য পরিশব্দ (Keywords), সারাংশ, গ্রন্থকারের নাম এবং পত্রিকার নামের সাহায্যে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইনটারনেট এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বৈদ্যুতিন পত্রিকার ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার এবং প্রকাশকের গেটওয়ে (Gateway) ব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা কোন প্রকাশকের ওয়েবসাইটের (website) মাধ্যমে বৈদ্যুতিন পত্রিকার প্রবেশ/ব্যবহার করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিন পত্রিকা সাধারণতঃ তিনভাবে প্রকাশিত হয় — (১) অনলাইন জার্নাল (online journal) (২) সিডি-রোম জার্নাল (CD-ROM journal) (৩) নেটওয়ার্ক জার্নাল (Network journal)। অনলাইন জার্নাল পাওয়া যায় অনলাইন হোষ্ট (online host) এর মাধ্যমে যেমন OCLC, Dialog ইত্যাদি। সিডি-রোম জার্নাল পাওয়া যায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যক্তিগত ও সংগৃহীত সম্পূর্ণ পাঠ্যাংশ জার্নাল (full text journals), যেগুলি মুদ্রিত/ছাপা আকারে পাওয়া যায় এবং সিডি-রোমেও পাওয়া যায়। আর নেটওয়ার্ক জার্নাল পাওয়া যায় ইনটারনেটের মাধ্যমে (অর্থাৎ WWW ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে)।

৪১৩. বৈদ্যুতিন আকর গ্রন্থ (e-Reference Books) :

অন্যান্য বৈদ্যুতিন প্রকাশনার মতো বৈদ্যুতিন আকর গ্রন্থও বিভিন্ন প্রকাশক প্রকাশ করে চলেছে - যেমন বিশ্বকোষ, অভিধান, শব্দকোষ (thesarus), সহায়ক গ্রন্থ, বর্ষপঞ্জী, নির্দেশিকা ইত্যাদি। এগুলি যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে (http://encyclopedia.com) পাওয়া যায় আবার সিডি-রোমেও পাওয়া যায়। *(ক্রমশঃ)*

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্য নির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে **'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল'** খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো। — *কর্মসচিব*

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৯.০৬.২০০০	২২৬৪	অতুলচন্দ্র জানা	মেদিনীপুর	২০০.০০
১২.০৬.২০০০	২২৬৯	মল্লিকা মিত্র	কলকাতা	১০০০.০০
২১.০৬.২০০০	২২৭৫	শ্যামল গুপ্ত	হাওড়া	১০০.০০

বাঙালী মুসলমান নাম ঃ প্রকারান্তরকরণ সমস্যা ঃ অনুসন্ধান

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, অতিথি অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ও

দীপিকা নিয়োগী, সহ-গ্রন্থাগারিক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, পশ্চিমবঙ্গ

[সারসংক্ষেপ ঃ বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের নামের প্রকারান্তরকরণ করতে নানা সমস্যা হয় এবং কেন হয় আলোচনা করা হয়েছে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা আশা করি।]

মুসলমান নাম ঃ ভুক্তিপদের (entry element) সমস্যা

গ্রন্থাগারিকদের অনেক সমস্যার মধ্যে কঠিনতম যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেটা হল মুসলমান গ্রন্থকারদের নামের রূপান্তরকরণ সমস্যা। বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। সূচীকরণের কাজে এইসব গ্রন্থকারদের নামের কোন্ অংশ ভুক্তিপদ (entry element) রূপে গণ্য হবে সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো মান নেই। ফলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। এমন কি একই গ্রন্থাগারে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের চিন্তাভাবনা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় একই গ্রন্থকারের নাম ভিন্ন ভিন্নভাবে সূচীকরণ করা হচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞরা অনেক আলোচনা করেছেন; আলোচনাপ্রসূত নির্দেশিকা কখনো কখনো পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেগুলির মধ্যে অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিভিন্ন মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। কারণ মুসলমান নামের বৈচিত্র সম্বন্ধে প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। সর্বজনগ্রাহ্য সঠিক নির্দেশিকার সন্ধান কেউই দেননি।

বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের নাম ঃ এই রচনার উদ্দেশ্য

এই রচনায় আমরা চেষ্টা করেছি কেবলমাত্র বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের (সব মুসলমান নাম নয়) নামের ভুক্তিকরণ করতে কী কী সমস্যা হয় এবং কেন হয় সেটা আলোচনায় নিয়ে আসা। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারলে 'সূচীকরণসমস্যা' সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। এই প্রয়াস সমস্যা সমাধানের একটা স্তর মাত্র। এই রচনা ভবিষ্যতে কোনো সত্যে পৌঁছাতে যদি বিন্দুমাত্র সাহায্য করে তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মুসলমান নাম ঃ পদবীর উৎস

বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারের নামের সূচীকরণ করতে গিয়ে 'মুসলমানদের নাম ও পদবীর উৎস' — সংক্রান্ত বিষয়টি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।

ইসলাম, আরবভূমি ও আরবিভাষা

ইসলামের জন্ম আরবভূমিতে এবং আরবীভাষা ইসলামের ধর্মীয় ভাষা। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তির নাম অবশ্যই সুন্দর, আদর্শগত ও অর্থবহ হওয়া কাম্য। সুতরাং মুসলমানের নাম আরবী ভাষায় রাখা যুক্তিহীন নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুসলমান সমাজে জাতিভেদের কোনো অবকাশ নেই। এই সমাজ সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে বাস্তবে মুসলমান সমাজে বংশ ও গোত্র পরিচয়জ্ঞাপক বহু পদবী ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন পর্ব থেকেই আছে। এরমধ্যে কতকগুলি রক্ত সম্পর্কিত (by blood) আর কতকগুলি পেশাগত (by occupation) : পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নামকরণে ইসলামী মূলনীতি

নামকরণের ব্যাপারে ইসলামী মূলনীতি হল—

১) নবী ও রসুলদের নাম নামকরণে ব্যবহার করা উচিত

২) আল্লাহতআলার ৯৯টি গুণবাচক নামের পূর্বে 'আবদ' (দাস) শব্দ সহযোগে গঠিত নাম — নামকরণে ব্যবহার করা কর্তব্য

আন্তর্জাতিক অবস্থা

বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় মুসলমানেরা যে সব দেশ জয় করে বসতিস্থাপন করেছিলেন সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম ও আরবীভাষাকে গ্রহণ করে নামের পরিবর্তন ঘটায়। এই নামগুলি সম্পূর্ণরূপে ইসলামসম্মত না হলেও আরবীভাষা প্রভাবান্বিত। যেমন :

নাম	দেশ
আব্দুল রশিদ দোস্তম	— উজবেকিস্তান
ইব্রাহিম বাবাংগিদা	— নাইজিরিয়া
জামসেদ পাজিরা	— ইরাণ
পাপোলি মহম্মদ কুট্টী	— কেরালা
টুহু আবদুল রহমান	— ইন্দোনেশিয়া
ফাতিমা মারসিনি	— মরক্কো

ভারতের মুসলমান নাম

ভারতে ইসলামের বিজয়পতাকা উত্তোলিত হয় ৭১২

খ্রীষ্টাব্দে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। সিন্ধুপ্রদেশকে কেন্দ্র করে আরবদেশীয় বণিকরা বঙ্গদেশ/বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। তাঁরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটা মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তবে বাংলার সমগ্র জনসমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নগণ্য। আরবী মুসলমানেরা প্রধানতঃ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই ভারতে আসেন এবং শহরেই বাস করতে থাকেন।

পরবর্তীকালে এঁদের বংশধরেরা ভাবতে শুরু করেন যে তাঁদের ধমনীতে অবাঙালী রক্তই প্রবাহিত। অনেকেই তাঁদের কৌলিন্য প্রকাশ করেন এই বলে যে কোনো পীর, মৌলানা, দরবেশদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক রয়েছে। অনেকে নিজেদের খোদ হজরত মহম্মদের বংশধর — এই দাবীতে মূল নামের আগে সৈয়দ শব্দ ব্যবহার শুরু করেন। যেমন সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ নাজমুল নীহার (বাংলা দেশের কবি গবেষক)। মুসলমান সমাজের এই স্বাতন্ত্র্য সচেতনার জন্য এই অংশ নিজেদের অভিজাত সম্প্রদায় অর্থাৎ আশরাফ বলে পরিচিতি লাভ করেন। এঁরা পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত পেশার দ্বারা প্রাপ্ত (by occupation) পদবী নামের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

পদবী		অর্থ
কাজী (আরবী শব্দ)	—	বিচারক
খোন্দকার (ফার্সী শব্দ)	—	শিক্ষা দপ্তরে কার্যরত উর্ধতন রাজকর্মচারী
মীর মুন্সী (আরবী শব্দ)	—	সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী
মোল্লা (আরবী শব্দ)	—	ইসলামী বিদ্যায় অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী
গাযী (আরবী শব্দ)	—	বিজয়ী যোদ্ধা
শেখ (আরবী শব্দ)	—	আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন মণীষী

দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য — (১) ইসলাম ধর্মের তত্ত্বে জাতিভেদের কোনো স্থান না থাকলেও জাতিভেদ মুসলমান সমাজে দেখা গিয়েছে। যেমন কোরাণে বলা হয়েছে, "পরস্পর পরিচিতির ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি রক্তসম্পর্কিত (by blood) আর কতকগুলি পেশাগত (by occupation)।

রক্ত সম্পর্কিত বলতে বিশ্বনবী মহম্মদ (সঃ) এর বংশধরগণ সৈয়দ, ফাতেমী, হাশেমী, হাসানী ও হোসায়নী প্রভৃতি পদবীতে পরিচিত। খলিফাদের বংশধরগণ সিদ্দীকী, ওসমানী, ফারুকী পদবীতে পরিচিত। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর বংশধরগণ আব্বাসী, মদীনাবাসী আনসার সাহাবার বংশধরগণ আনসারী পদবীতে পরিচিত। (পেশাগত পদবীগুলি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে)।

(২) বিদেশ বলতে পাশ্চাত্য দেশেও পেশাগত পদবীর ব্যবহার হামেশাই লক্ষ্য করা যায়। যেমন, Smith, Miller, Shepherd, Taylor, Butcher, Carpenter ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে অতীতের পেশা লুকিয়ে ফেলতে উত্তরসূরীরা পেশার বানানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে নিয়ে লিখছেন যেমন — Taylor (আসলে Taylor) Smythe (আসলে Smith) ইত্যাদি। ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মেও এই বৈশিষ্ট্য নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বঙ্গদেশ ও মুসলমান নাম

বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর আগে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্ভবের আগে বঙ্গদেশে যাঁরা বাস করতেন তাঁরা হয় হিন্দু আর নয় তো বৌদ্ধ। এইসব হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিতকরণের ফলেই বঙ্গদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এখানে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে জনগণনা হয়। ১৮৭২ সালে জনগণনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় স্থানীয় মুসলমানরা বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজ থেকে উদ্ভূত। বঙ্গদেশে ব্যাপকহারে মুসলমান হওয়ার প্রবণতা শুরু হয় অষ্টম নবম শতকে পশ্চিম থেকে আগত সুফী সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের ফলে। বিরাট অংশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা। অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশাতেও মুসলমান সমাজে যোগ দেন। নৃতত্ত্ব-বিদদের অভিমত অনুযায়ী বঙ্গদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী কোনো উপাদান নেই বললেই চলে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের মুসলমান বাঙালীই, মাত্র ধর্মের তফাৎ। যেহেতু বাঙলা ছিল গ্রামপ্রধান দেশ ও গ্রামের মুসলমানরা ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান, সেই জন্যে তারা ধর্মান্তরিত হবার পর তাঁদের আগের হিন্দু জীবনের সনাতনী সংস্কার ও লোকাচারসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করতেন। শুধু দু একটা ইসলামী শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ছাড়া এবং পুত্রকন্যার নামে দু-একটা আরবী বা ফরাসী শব্দ ব্যবহার ছাড়া — উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্ত সাধনার একটা ধারা প্রবাহিত ছিল। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বহিরাগত মুসলমানদের চোখে এঁরা হলে শ্রমজীবি বা আতরাফ (নিম্নশ্রেণীর মুসলমান)। এঁদের মধ্যে আছেন কৃষিকর্মে নিযুক্ত মুসলমান, দর্জি, জোলা ফকির, জল্লু, কসাই, বারহি, নিকারি,

আবদাল, বেলিয়া ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মুসলমানদের 'রর্ষীল' নামেও ডাকা যায়।

ইসলামী নাম ও নামকরণ

আগেই বলা হয়েছে মুসলমান সমাজ সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে হিন্দুদের মত জাতিভেদের কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। কার্যতঃ মুসলিম সমাজেও জাতিভেদ দেখা দেয়। কৌলিন্যের যখন ছিল তখন নামের সঙ্গে পদবী যুক্ত হবে বলা বাহুল্য। তবে হিন্দু বা খ্রীষ্টানদের মত পদবী ব্যবহারে ধর্মান্তরিত মুসলমান/বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম দেখা যায় না। একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন—

ক) **শেখ** একটি পদবী। এই পদবী কখনও নামের আগে, কখনও নামের পরে ব্যবহার করে পুরোনাম হয়েছে —

বাবু শেখ
শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার

খ) **খান** একটি পদবী। এই শব্দ ব্যবহার করে পুরো নাম রচিত হয়েছে —

জালালুদ্দিন খান (বঙ্গসেন)
খান আবদুল আজীজ

গ) **মোল্লা** আর একটি পদবী। নামের আগে ও পরে প্রয়োগ করে মূল নাম হয়েছে —

মোল্লা জালালউদ্দিন
মুহাব্বত আলী মোল্লা

সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষা

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশাতেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। নবাব মুর্শিদকুলি নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও খান পদবী গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ধর্মান্তরিত মুসলমান নিজেদের কৌলিন্য প্রকাশ করে নিজেদের বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর বলে মনে করতে থাকেন। সুতরাং আরবদেশের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পদবীগুলি যথা সৈয়দ, জারুকী, সিদ্দিকী, খান ইত্যাদি কাহিন্দু ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা নিজেদের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যেমন—

সৈয়দ মুজতবা আলী
সৈয়দা নার্গিস আলী
মুজতাহিদ জারুকী
কমল সিদ্দিকী

ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কী, পাঠান ও মোগল শাসনকালে মীর্জা, খান ইত্যাদি পদবীগুলির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যেও এই পদবী নামের সঙ্গে যোগ করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন

কামরুল ইসলাম খান
আবদুল রশীদ মির্জা

হিন্দু এবং মুসলমান - একই পদবী

হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে একই পদবীর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন

ধর্মান্তরিত মুসলমান নাম	হিন্দু
ইজ্জত আলী বিশ্বাস	— নীতিশ বিশ্বাস
মুস্তাফা আলী দেওয়ান	— হিমাংশু দেওয়ান
রজব আলী মন্ডল	— নির্মলকুমার মন্ডল
মোহসেন আলী সরকার	— পরিমলচন্দ্র সরকার
মকবুল আহমদ চৌধুরী	— অনিল চৌধুরী
শামসুন নাহার	— বিজয়সিং নাহার
হাজি মহম্মদ বাবরুদ্দীন তালুকদার	— তপন তালুকদার
তাহেরউদ্দীন ঠাকুর	— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আবদুল করিম বেপারী	— রসময় বেপারী

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। **আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৩ :** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩-এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

২। **আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৩ :** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩-এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থাগার পত্রিকার ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ১ (বৈশাখ, ১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। — **কর্মসচিব।**

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : ১৯৫৯

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ পর্যন্ত কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। তার মধ্যে চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুরে দুটি করে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এ পর্যন্ত গঠিত জেলা পরিষদগুলির মধ্যে কেবল হাওড়া পাঠাগার সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতি বেসরকারী কর্মীদের নিয়ে গঠিত। আর সব জেলা গ্রন্থাগার পরিষদই গঠিত হয়েছে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে। সরকারী কর্তৃত্ব ও অর্থেই জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। সেজন্য সরকার তথা সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে তাঁদের আয়ত্তাধীন রাখতে আগ্রহী। পরিষদ লক্ষ করছে যে এর ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দেবে যা এই বৃত্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার : ১৯৫৯

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরানো ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বদলে নতুন এগারো শ্রেণীর বিদ্যালয় (পরবর্তীকালে দ্বাদশ শ্রেণী) প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করলেই বৃত্তি শিক্ষার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার অধিকার জন্মাবে। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা কোন বিদ্যালয়েই এখনও দেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। অনেকগুলি এগারো শ্রেণীর বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উপকরণও সেসব জায়গায় জোগাড় করা হয়েছে। কিন্তু খুব কম বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগারের গুরুত্বের বিষয়ে যথোচিত নজর দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যথোচিত উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। সরকারী বিদ্যালয়গুলির কাজ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারেও এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে।

পরিষদ মনে করে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে হলে এখনই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারিক নেওয়া প্রয়োজন। যেমন-তেমন গ্রন্থাগার এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে যে অসুবিধা ও ক্ষয়-ক্ষতি হবে তার চেয়ে তাদের গোড়া থেকেই গ্রন্থাগার গড়বার ভার দিলে সব দিক থেকেই লাভ হবার সম্ভাবনা। পরিষদ কর্তৃপক্ষকে একথা ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সম্পাদকীয়র মাধ্যমে (দ্রষ্টব্য : 'গ্রন্থাগার' অগ্রহায়ণ ১৩৬৬)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ফল : ১৯৫৯-৬০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে গৃহীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ জন প্রথম বিভাগে, ২০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, সুদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিমলাচরণ সরকার।

১৯৬০ সালের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১২ জন প্রথম শ্রেণীতে, ১৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ৯ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। শিবশঙ্কর মিত্র ও মানস কুমার মিত্র একই সঙ্গে প্রথম, রাজেন্দ্র সিং দ্বিতীয় এবং মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় হয়েছেন।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম : ১৯৫৯

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কলেজে গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটি এতদিন ধরে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। জানা গেছে, রাজ্য সরকার কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন যোগ্যতানুসারে ১ জুন ১৯৫৯ থেকে নিম্নলিখিত হারে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন :

অনুমোদিত যোগ্যতা	বেতনের হার
গ্র্যাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	১০০-৫-১১৫-১০-২২৫ টাকা
অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	১৩০-৫-১৫০-১০-৩৫০ টাকা
এম.এ/এম.এস.সি এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	১৩০-৫-১৫০-১০-৩৫০ টাকা
	(আরম্ভ ১৫০ টাকা)

যে সব গ্রন্থাগারিক উপরিউক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নন, তাঁরা যোগ্যতা অর্জন করে নিলে এই বেতন হারের অধিকারী হবেন।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্তি : ১৯৬০

১৯৬০ সালে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক পদে দীনেশচন্দ্র সরকার নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক ছাড়া এই গ্রন্থাগারে আর সব পদে লোক নিয়োগ করে কাজও শুরুও হয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে গ্রন্থাগারিকের শূণ্যপদ পূরণ করা হল।

নবনিযুক্ত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক দীনেশচন্দ্র সরকার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করে তিনি পাবনার (বর্তমানে বাংলাদেশ) এডওয়ার্ড কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক রূপে প্রথমে এই বৃত্তিতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং অধ্যয়ন শেষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর অনেকগুলি বিদেশী ভাষা জানা আছে। তিনি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তাঁর মত সুপণ্ডিত ও সুযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগে এ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন-কথিকা

১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন—এই বিষয়ে একটি কথিকা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উপ-প্রধান মন্মথনাথ রায় এই কথিকায় অংশগ্রহণ করে বলেন, তৃতীয় যোজনাকালে গ্রন্থাগার বাবদ সরকার প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। তিনি সরকারের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নীতি ও কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ দেন। তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায় যে, সরকার এই রাজ্যে একশটি মহকুমা শহরে, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েত অঞ্চলে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করবেন।

বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও সমাজশিক্ষা সংগঠকদের সভা :

১৯৬০ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে (২৪ পরগণা) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও চব্বিশ পরগণা গ্রন্থাগার সমিতির যুক্ত উদ্যোগে আহূত এক জনসভায় জেলার ৪০টি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ১৬ জন সমাজ শিক্ষা সংগঠক এবং বহু গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মন্মথনাথ হাজরা। জেলা সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক অনাদিনাথ সিংহ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আদর্শ ও কার্যধারার আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণ এবং পাঠ্য উপকরণের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সকলকে ঐ দিনটি সাধ্যমতো পালনের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন উন্নতমানের পঠনপাঠন ও ভারসাম্য পাঠরুচি সৃষ্টির জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনের সম্ভাব্য কর্মসূচী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। উপস্থিত প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের মধ্যে সরোজ হাজরা, আশীষ সেন, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র কুমার বসু প্রমুখ বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এক বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এই শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে আরও অধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা দেওয়া।

কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা দানের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এবং আধা বৃত্তি কুশলীদের শিক্ষাদানের ভার রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের হাতে দেবার সুপারিশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে দুটি সংস্থা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে যোগ্যতার সঙ্গে ঐ দুই ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করে আসছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না। তাঁরা রাজ্য সরকারকে এটা যথোচিত ভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করেছেন।

সরকারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিকল্পনা ও তার ফলাফল

১৯৫০ সালের পরে অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৫০-৫১ সালে তা গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে ভারত সরকারও গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির ৯টি সুপারিশ গ্রহণ করেন। এই দশ বছরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেরূপ উন্নয়ন আশা করা গিয়েছিল নানা কারণে তা হয়নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের ২৫/৩০ বৎসর পরেও দেখা যায় প্রতিষ্ঠাকালে এই পরিষদের যে লক্ষ্য ছিল তা পূরণে অনেক বাধা বিঘ্ন রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এই পরিষদের ছিল লক্ষ্য। এ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছুটা প্রসারণ অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তা সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু হয়েছে কি? পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। কেন কিছু গ্রামীণ, শহর ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এসবের ফলে যতটা সুফল আশা করা গিয়েছিল তা কিন্তু পূরণ হয়নি।

১. উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে গ্রন্থাগারগুলি সঠিক ভাবে কাজ করতে পারছিল না। কর্মীর অভাব, অর্থাভাব ইত্যাদি এগুলির উপযুক্ত বিকাশে বিঘ্নস্বরূপ ছিল। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চার বছর পরেও তার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা যায়নি। বহুদিন পর্যন্ত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের পদ শূণ্য ছিল।

২. পরিকল্পনার গোড়া থেকেই রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীন থাকাতেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলির যে ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।

৩. সরকারী আনুকূল্যে গঠিত বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। কিন্তু এই জেলা পরিষদ গুলির কি ভূমিকা হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। অনেক জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলিতে পুস্তক আদান-প্রদানের কর্মসূচী ছিল। এর একটা ইতিবাচক দিক ছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কেন জানিনা পরবর্তীকালে এই কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলি নতুন যে কর্মসূচী গ্রহণ করলেন তা হল গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত উপযুক্ত সার্টিফিকেট কোর্স থাকতে জেলায় জেলায় কেন যে এরকম শিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠল সেটাই বিস্ময়কর। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণ কোর্সটি বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে একটি নির্দিষ্ট মানের হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারও একে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির পক্ষে ঐ মানের শিক্ষাক্রম প্রচলনের সম্ভাবনা ছিল না যদিও তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাহায্য নিতেন। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টায় এ সময়ে কিছু কিছু জেলায় কিছু শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার অনুমোদন লাভ করে।

নানা কারণে এ সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ সমাজশিক্ষা দপ্তরের ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন, সুপরামর্শ সমাজ শিক্ষা দপ্তর নাকচ করে দিতেন। জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনার জন্য সরকার জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করেন তাতে ছিল সরকারী আমলাদের প্রাধান্য এবং তাঁরা গ্রন্থাগার শিক্ষণ কোর্স চালু করাতেই গুরুত্ব দেন। অথচ এর প্রয়োজন ছিলনা। এই সব কারণে পরিষদ উপলব্ধি করেন যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ না হলে রাজ্যে সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব নয়।

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পদাধিকারীরা প্রায় সবাই ছিলেন সরকারী আমলা; নিজের নিজের দপ্তরের কাজ নিয়েই তাঁদের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হত, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিষয়ে মন দেবার সুযোগ খুব কমই হত। এজন্যও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

এ সময়ে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা কেমন ছিল?

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম তিরিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের আমলে (১৯৪৭-৭৭) যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় ছিলনা। কিন্তু এগুলির যা ছিলনা তা হল সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা এবং এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল ঐসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের। তাঁরা একে তো অত্যন্ত কম বেতন পেতেন তার উপর সে বেতনও নিয়মিত পেতেন না। নানা কারণে এই সময়ে সরকার পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগারের (পঞ্চাশের দশকে যাদের নাম ছিল স্পনসর্ড গ্রন্থাগার) কর্মীদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এইসব কর্মীরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যে বিজ্ঞান সম্মত কলাকৌশল আয়ত্ব করেছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করার সুযোগ পেতেন না। গ্রন্থাগার পরিচালকমন্ডলীতে গ্রন্থাগারিকের স্থান পাওয়া তো দূরের কথা, গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগার সুষ্ঠু পরিচালনার প্রস্তাব যত যুক্তিসঙ্গতই হোক না কেন তা গ্রহণ করা হত না। এর ওপর পরিচালকমন্ডলীর অসহযোগিতা ও অন্যদিকে সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অফিসারদের স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালি সহ্য করেই গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজ করতে হত। ফলে এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কোথাও বা ঠাণ্ডা লড়াই চলে, কোথাও বা তাঁর বহিঃপ্রকাশ হয়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। অফিসারদের হাতে ছিল শাস্তিমূলক নানা ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা-সাসপেনশন, বদলি, বরখাস্ত ইত্যাদি। তাঁরা তাই প্রয়োগ করে অবাধ্য কর্মীদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করতেন

প্রায়শই — মূল কারণের দিকে নজর দিতেন না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সব সময়েই এই গ্রন্থাগার কর্মীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ; তবু এই পরিষদের কতগুলি সীমাবদ্ধতা গোড়া থেকেই ছিল। পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুসারে এই পরিষদ শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদই ছিলনা, ছিল গ্রন্থাগারগুলিরও পরিষদ। গ্রন্থাগার পরিচালকমন্ডলীর এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই এক নয়। বেতন ও পদ মর্যাদার প্রশ্নে এবং অন্যান্য অনেক প্রশ্নে গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এইসব কারণেই সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি নতুন সমিতি গঠন করতে হয়। এটির বোধ হয় ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। এই সমিতির প্রথম নাম ছিল পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এর জন্ম ; পরবর্তীকালে এই সমিতির নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। সমিতির মুখপত্র 'গ্রন্থাগার কর্মী' বেশ কিছু কাল হল প্রকাশিত হচ্ছে। এই সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন বোলপুরে হয় গত ১০-১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ সালে।

গোড়ায় এই নতুন গড়ে ওঠা সমিতির সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে যৌথ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। এতে উভয় পরিষদেরই যেমন শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনও জোরদার হয়েছে। একসময়ে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলি গঠিত হওয়ায়ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সামনে সমস্যা দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও পরিষদ চেষ্টা করেন জেলা পরিষদগুলির প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু আসলে জেলা পরিষদগুলি গঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রভাব ক্ষুন্ন করতেই এবং তাঁর মূলে ছিলেন সরকারী আমলারা। সুতরাং ঐ সমস্যার সমাধান হতে দীর্ঘকাল লেগেছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি নতুন পরিষদ গঠনের কথা বলতে হয়। সমসাময়িক কালেই পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগার সমিতি নামে আর একটি নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই এই সমিতি গঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে এ সময়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ অনেক সমিতি গড়ে উঠেছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার বিষয়টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক কোন দিনই অবহেলিত ছিলনা। পরিষদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতির মাধ্যমে অনেকদিন ধরে পরিষদের আলোচনা চলছিল। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে পরিষদ যেভাবে যৌথভাবে আন্দোলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির সঙ্গে সেরূপ সম্পর্ক এখনও পর্যন্ত হয়নি ; তবে এটা সম্ভব হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন যে আরও শক্তিশালী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক অতিক্রম করে। সত্তরের দশকের শেষ দিকে এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিশেষ পরিবর্তন সূচনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদেরও দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। পরবর্তী বিশ্লেষণে এই পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত অষ্টাদশ কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ আগামী ২৫শে জুলাই, ২০০৩ থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে ছয়দিন — সোমবার থেকে শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মিঃ থেকে ৮-৩০ মিঃ। কোর্স ফি কেরার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ২১শে জুলাই, ২০০৩।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোন ২২৪৪-৩৮৬৬/ ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

ডঃ ওহদেদারের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডঃ বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

৯ই জুলাই, ২০০০ সাল। ঐদিনই খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক ও সাহিত্যিক ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ গণশক্তি, প্রতিদিন ইত্যাদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইত্যাদি নানা সংস্থা শোকসভা করে ঐ গুণী ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সাহিত্য কীর্তি স্মরণ করে। ডঃ আদিত্য ওহদেদারের মৃত্যুতে স্মৃতিতর্পন হিসাবে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় মাননীয় শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রী অরুণকান্তি দাশগুপ্ত মহোদয়ের যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে ডঃ ওহদেদারের বাংলা সাহিত্যের উপর ছড়ানো ছিটানো রচনাগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করলে বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়েনি। একথা স্মরণ রেখে এবং যেহেতু ডঃ ওহদেদার সারা জীবন বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি নিয়েই সময় কাটিয়েছেন, তাই তাঁর পুরানো দিনের লেখা কয়েকটা কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি।

ডঃ ওহদেদারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ৪৮। পত্রিকার স্থানাভাবের কথা স্মরণ রেখে এর মধ্য থেকে আমি মাত্র দু'টি কবিতা নির্বাচন করেছি — একটি হ'ল "ভোরের শিশির", অপরটি "ডেলি প্যাসেঞ্জার"। যদিও কবিতাগুলি অনেক আগের লেখা, ছন্দের প্রাসঙ্গিকতা হয়তো অনেকের কাছে বেমানান মনে হতে পারে, তবে ঐ সময়ের নিরিখে কবিতাগুলি যে ছন্দ ও ভাবের দিক থেকে কতটা উজ্জ্বল তা কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যাবে।

ডঃ ওহদেদারের লেখা প্রথম কবিতা 'ভোরের শিশির'। ১৯৩৫ সালে কাশী থেকে এক মাসিক পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নীচে দেওয়া হল :

ভোরের শিশির

ধরার ঘাস সুধায় ধীরে
ভোরের শিশিরে,
স্বর্গ ছাড়ি মর্তে কেন
নামিয়া এলিরে;

আঁধার পথে গা ঢাকিয়া
স্বর্গ হতে বিদায় নিয়া
আমার বুকে মিশিয়া থাকি
কী সুখ পাবিরে।

কাহিল ঘাসে ভোরের শিশির
মিষ্ট হাসিয়া,
ধন্য আমি তোমার সরস
পরশ লভিয়া;
তুমি আমায় আপন ক'রে
রাখ তোমার মাথার পরে,
স্বর্গ ছাড়ি ধরায় নামি
তোমারি লাগিয়া।

ডঃ ওহদেদারের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' অন্যতম। এই কবিতাটি ভাব ও ভাষা সৌন্দর্যে কবি চিত্তের চরমতম প্রকাশ বলে আমার কাছে প্রতিভাত। এটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নরূপ :

ডেলি প্যাসেঞ্জার

ছোট এক গ্রামের স্টেশন;
সাড়াহীন থাকে চুপ ক'রে।
কেবল যখন
দিনের আলোর সাথে তিমিরের ঘুলে
খানিক পাকায় জট,
তখন সময় হয়।

যাক-এসে-গেছি বলা অনেক নিঃশ্বাস
তৃপ্তির আশ্বাসে ভরা তখন ছড়ায়:
আজ্ঞ-তাহলে-চলি-কাল-ফের-দেখা
নিঃশব্দ এ সম্ভাষণ জানায় পা-ফেলা।

তারপর গ্রামপথ
এই-শেষ-হয়ে-আসা ক্রোশখানি পথ।

তারপর ছায়া-ছোঁওয়া একটি কুটির,
তাহার দুয়ার খোলা 'ওগো-এসো' বলা।
তারপর হাসিভরা একখানি মুখ,
জুড়ানো চোখের কথা
'এসে-গেছ-তুমি?'

পরিশেষে, ডঃ ওহদেদারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রতি জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর সৃষ্টিশীল ও গবেষণাধর্মী লেখাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকুন, চরম সামাজিক অবক্ষয় ও কর্ম-ফাঁকির যুগে তাঁর নিরলস পরিশ্রমের আদর্শ আমাদের কর্মে অনুপ্রাণিত করুক এবং সকলের প্রতি তাঁর সুব্যবহার গ্রন্থাগার আদর্শ আজকের পারস্পরিক জটিল সম্পর্ককে উপেক্ষা করে আমাদের ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করুক — ২০০৩ সালের ৯ই জুলাই দিনটিতে এই আমাদের আশা।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগারিক দিবস-২০০৩

আলোচনা সভা

স্থান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম, গোলাপবাগ

তারিখ : ১০ই আগষ্ট (রবিবার)

আলোচ্য বিষয় : "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়।"

প্রতিনিধি ফী : ৫০.০০ টাকা

নাম নথিভুক্তিকরণ : ১. বি. এল. এ., কলকাতা, (পরিষদ অফিস, দুপুর ২টা-৮টা)
২. ইয়াসলিক, কলকাতা (ইয়াসলিক অফিস, দুপুর ২টা-৮টা)
৩. বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার, ৬৯, বি. সি. রোড, বর্ধমান - ৭১৩১০১
৪. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (গোপাল বাগ, বর্ধমান)

উদ্যোক্তা :
- বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
- ইয়াসলিক
- রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন
- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগিতায় :
- বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলাশাখা
- পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বর্ধমান জেলাশাখা
- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন

উদ্বোধনের সময় : বেলা ১০.৩০ টা

- প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
- বর্ধমান ষ্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার টাউন সার্ভিস বাস অথবা যে কোন লোকাল বাসে গোলাপ বাগ মোড়ে নামতে হবে। রিক্সাতেও যাওয়া যায়।
- বর্ধমান ষ্টেশনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস থাকিবে। সকাল ৯.৩০ টায় একটি এবং ১০.৩০টায় একটি।
- নাম নথিভুক্তিকরণের শেষ তারিখ ৮ই আগষ্ট, ২০০৩ (শুক্রবার)।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ *সম্পাদক, ইয়াসলিক*

গ্রন্থাগার সংবাদ

রামমোহন লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুম, কলকাতা

গত ২২শে মে, ২০০৩ রামমোহন লাইব্রেরির শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, মেয়র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সদস্য, পাঠক পাঠিকা, ও বহু গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের আগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রামমোহনের বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে লাইব্রেরিতে শেষ হয়। সেদিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের গল্প কবিতা নিয়ে "রামমোহন স্মৃতি রণজিৎ পাল সাহিত্য পুরস্কার এবং "রামমোহন চর্চায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" শীর্ষক ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার নীলিমা গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার" দেওয়া হয়। শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২৩শে মে ২০০৩ এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। বিষয়বস্তু ছিল "গ্রন্থাগার পরিষেবা"। ঐ সভায় বহু গ্রন্থাগারিক,গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ২৪শে মে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কোচবিহার জেলায় এল.এল.এ-র জন্য কর্মী প্রতিনিধি নির্বাচন

কোচবিহার জেলায় লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিতে কর্মী প্রতিনিধির ২টি আসনে শ্রী মোহনলাল মন্ডল ও শ্রী গোপাল সরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

কমলাপুর সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার, দমদম

গত ১৩/৪/২০০৩ কমলাপুর সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগারে উপসাগরীয় যুদ্ধ ও বিশ্বজনমত শীর্ষক আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রী দুলাল রায়। সভায় যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপসাগরীয় যুদ্ধের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে শান্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

গত ১৩/৫/২০০৩ কমলাপুর সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার ও স্থানীয় একটি সংঘের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়।

উভয় অনুষ্ঠানে বহু সদস্য, স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নেতাজী পাঠাগার

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল ক্লাব, কলকাতা

গত ৮ই জুন, ২০০৩ পাঠাগারকে আরো জনমুখী করা ও পাঠাগারের প্রসারের লক্ষে এক প্রভাত ফেরী সংগঠিত হয়। ১২ই জুন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী অমলেন্দু দে।

মালদহ জেলা গ্রন্থাগার

গত ১২-১৪ জুন, ২০০৩ মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নৃত্য, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৪ই জুন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে বহু স্থানীয় মানুষ, ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ইয়াসলিকের বার্ষিক বিশেষ বক্তৃতা

গত ২৭শে জুন, ২০০৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কে. সি. বোস মেমোরিয়াল হল-এ ইয়াসলিক (IASLIC)-এর বার্ষিক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। বিষয় ছিল — "তথ্যের অধিকার"। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি অফ জুডিসিয়াল সায়েন্স-এর উপাচার্য ডঃ এন. আর. মাধব মেনন। শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে গণতন্ত্র টিকে থাকার জন্য তথ্যের অধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন এবং ভারতের সাংবিধানিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ মাধব মেনন তথ্যের সাংবিধানিক অধিকার ও স্ট্যাটুটারি অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া

গত ৮ই জুন, ২০০৩ পল্লীশ্রী পাঠাগারে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শিক্ষক শ্রী বিশ্বনাথ বোস ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র কুমার গুপ্ত। অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — অশোক কুমার দাস।

পরিষদ সংবাদ

ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৩

গত ১৪ই জুন, ২০০৩ নীলরতন সরকার হাসপাতালের অ্যাকাডেমিক হল-এ পরিষদ পরিচালিত লাইব্রেরী সায়েন্স-এর সার্টিফিকেট পাঠক্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী অনবদ্য সান্যাল। সভাপতি ছিলেন ছাত্রসংযোগ উপসমিতির সভাপতি শ্রী শ্যামল রায়চৌধুরী। পরিষদের অতীত অনুসন্ধান করে বক্তব্য রাখেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ডঃ বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী প্রবীর দে। সভাপতি শ্রী শ্যামল রায়চৌধুরী বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পরিষদের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি শ্রী অনবদ্য সান্যাল পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের স্মৃতিচারণ করে গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও শ্রুতিনাটক উপস্থিত সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়। পরিষদের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

[গ্রন্থাগারে প্রকাশনার জন্য নিম্নলিখিত প্রকাশটির প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে। — সম্পাদক]

বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ

— বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়,
কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও
দেবব্রত মান্না

ফোন নং 2406-6151

হ্যালো লাইব্রেরিয়ান

লাইব্রেরি প্রিজারভেশন এন্ড রিসার্চ ইউনিট

২৭/৬ রাজা রামমোহন রায় রোড
বেহালা - কোলকাতা - ৭০০ ০০৮

আনরেকর্ডেড বই এর এ্যাকশেসন, ক্যাটালগ, ক্লাসিফিকেশন ও বিবলিওগ্রাফী আমাদের অভিজ্ঞ লাইব্রেরিয়ান দ্বারা করে দিয়া থাকি। অল্প খরচে আমাদের কেমিক্যাল/হার্বাল স্প্রে করে বই সংরক্ষণ করুন। আমরা সমস্ত লাইব্রেরী ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ বই সংরক্ষণের কাজে পরিষেবা দিয়া থাকি।

লাইব্রেরির সমস্যা ?

ফোন করুন : 2406-6151

Government of West Bengal
Mass Education Extension Department

Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata - 91

No. 88/LS/Sectt.
5L-82/2001

Dated, Kolkata, the 17th June, 2003

From : Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Library Services, West Bengal.

Sub : Change of the name of the post of Cycle Peon.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to decide that the post of Cycle Peon attached to Sponsored Rural/Area/Primary Unit Library shall be redesignated as Junior Library attendant, the scale of pay remaining unchanged. The job requirements of the redesignated post will be as below :-

(I) Disposal of books in different Library under respective L.L.A. by using cycle or as directed by the authority.
(II) Stamping on books, labelling on books, Write Call No, Fixing date label, arrange the books properly, supply of books/periodicals as per demand.
(III) Distribution of books among the members of the library in absence of the Librarian.
(IV) Dusting and cleaning of books and periodicals kept in the library, and any other task to be assigned by the authority for the interest of the library services.

2. This order issues with the concurrence of Finance Deptt. vide their U/O. No. 3796 Group-P (Service) dated 14.02.2003.
3. All concerned are being informed.

Sd/ P. C. Bala.
Deputy Secretary

No. 88/1 (60)/LS/Sectt. Dated, Kolkata, the 17th June, 2003

Copy forwarded for information and necessary action to the :

1. Principal Accountant General (A&E), W.B. Treasury Buildings, Kolkata - 1.
2. Finance Department, Gr-P (Service) of this Govt., Writers' Buildings', Kolkata - 1.
3. Pay & Accounts Officer, Kolkata, Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears' Lane, Kolkata-12.
4. Treasury Officer _____
5. District Library Officer _____
6. Librarian, State Central Library, 17, CIT Scheme, VIIM, VIP Road, Kol-54.
7. P.S. to MIC, Library Services.
8. P.A. to Secretary, MEE Department.
9. Guard File.

Deputy Secretary

Government of West Bengal
Higher Education Department
C. S. Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata - 700 091

No. 481-Edn (C.S.)
5P-61/98

Dated, Kolkata, the 8th July, 2003

From : Shri K. K. Chakraborty, Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal, Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata.

Sub : Terms and conditions for awarding the benefit of the Career Advancement Scheme to the Librarians/Assistant Librarians of the non-Government Colleges in the State.

In continuation to this Department's G.O. No. 117-Edn (C.S.) dated 04.02.1999, the undersigned is now directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to state that the following terms and conditions should be fulfilled while allowing the employees concerned the benefit of the Career Advancement Scheme for the Librarians/Assistant Librarians of the State-aided non-Government Colleges in the State :-

1) Eligibility : As prescribed in Clause 5(a) and 5(b) of the Annexure-I of this Department's G.O. No. 117-Edn (C.S.) dated 04.02.1999.

2) Procedure : (a) Eligible Librarians/Assistant Librarians should submit a self-appraisal report as per the format in the Annexure-II.

(b) A Screening Committee will be consituted to consider and recommend the benefit of the career advancement scheme to the Librarians/Assistant Librarians with the following persons as its member :-

(i) A subject-expert to be nominated by the Vice-Chancellor of the affiliating University.

(ii) One member of the Governing Body of the College.

(iii) The President of the Governing Body of the College or Administrator.

(iv) The Principal/Teacher-in-Charge of the College.

(v) A nominee of the Director of Public Instruction, West Bengal.

The meeting of the Screening Committee will be convened by the Principal/Teacher-in-Charge of the College in the College premises as and when necessary. For any meeting of the Committee, the Principal/Teacher-in-Charge, Subject-expart and the Director of Public Instruction's nominee must be present.

3) Performance : The performance of the Librarian/Assistant Librarian with regard to these duties will have to be satisfactory and the same is to be assessed inter-alia, in the manner as per the format in the Annexure-I.

4) The recommendations of the Screening Committee will have to be submitted by the Principal/Teacher-in-Charge to the Governing Body of the College for its recommendation. The proposal (alongwith a statement for pay fixation), so recommended should then be sent to the Director of Public Instruction, West Bengal for approval.

5) (i) A Librarian/Assistant Librarian will be eligible for placement in the senior scale through this procedure of selection if he/she has participated in one orientation course and one refresher course of approved duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of a comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission (those with Ph. D. degree would be exempted from one refresher course).

(ii) The Orientation Course/Refresher Course should be done within 31.12.2004.

(iii) A Librarian/Assistant Libranan who is superannuating within next three years will be exempted from attending Orientation Course/Refresher Course.

Principal/Teacher-in-Charge of the non-Government Colleges will Communicate with the University concerned for nomination of the subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians of his/her College for allowing the benefit of Career Advancement benefit.

All concerned are being informed.

Sd/Illegible
Deputy Secretary

No. 481/1(5)-Edn(C.S.) Dated. Kolkata. the 8th July. 2003

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1) The Registrar. Calcutta University. Senate House, College Street. Kolkata - 700 073.
He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.

2) The Registrar. Burdwan University. Rajbati. Burdwan - 713104.
He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.

3) The Registrar. Vidyasagar University, P.O.-Vidyasagar University, Paschim Midnapore - 721102.
He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.

4) The Registrar. University of North Bengal, Raja Rammohanpur, P.O. - North-Bengal University, Darjeeling - 734430.
He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.

5) The Registrar. Kalyani University, Kalyani, Nadia - 741235.
He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.

Sd/Illegible
Deputy Secretary

No. 481/2(8)-Edn(C.S.)

Dated, Kolkata, the 8th July, 2003

Copy forwarded for information to :-

1) The Joint Director of Public Instruction (UGC), West Bengal;
2) The Joint Director of Public Instruction (NGC), West Bengal;
3) The Joint Director of Public Instruction (PPS), West Bengal;
4) The Finance Department of this Government;
5) The P.S. to the MIC, Higher Education Department;
6) The P.A. to the Principal Secretary of this Department;
7) The Computer Cell of this Department;
8) The Guard file.

Sd/Illegible
Deputy Secretary

ANNEXURE - I to the G.O. No. 481-Edn (C.S.) dated 08.07.2001

ASSESSMENT OF PERFORMANCE

1)	No. of days the College was open during the last academic year less the no. of days the incumbent was on leave or other approved duties (A) *	No. of days the incumbent attended the College (B)	Marks obtained (Full marks-15) B/A x 15
2)	No. of books & journals purchased during the last year out of grants received from (a) UGC (b) non-UGC (C)	No. of books & Journals processed (a) Catalogue (b) Classification (D)	Marks obtained (Full Marks-15) D/C x 15
3)	Average no. of books issued to (1) students (2) teachers (3) reading room per week (1) (2) (3)		Full marks - 10
4)	Computerisation of Library & physical verification of books		Full marks - 5
5)	Seminars, Conference, Symposia, work-shop, etc. attended during the last 10 years		Full marks - 5

* Leave or other approved duties are to be shown in details.

(A candidate must obtain at least 75% of the total marks to qualify for career advancement)

PART - A
SCORE SHEET

Name

Designation with effect from _____

Scale of pay

1)	No. of days the College was open during the last academic year less the no. of days the incumbent was on leave or other approved duties (A)	No. of days the incumbent attended the College (B)	Marks obtained (Full marks-15) B/A x 15
2)	No. of books & journals purchased during the last year out of grants received from (a) UGC (b) non-UGC (C)	No. of books & Journals processed (a) Catalogue (b) Classification (D)	Marks obtained (Full Marks-15) D/C x 15
3)	Average no. of books issued to (1) students (2) teachers (3) reading room per week		Full marks - 10
4)	Computerisation of Library & physical verification of books		Full marks - 5
5)	Orientation Course, Refresher Course, Seminars, Conference, Symposia, Workshop etc. attending during the last 10 years.		Full marks - 5

Signature of the Subject-expert

Signature of the President/ Administrator

Signature of the member of the Governing Body

Signature of the Principal/ Teacher-in-Charge

Signature of the DPI's nominee

PART - B

(For use of the Screening Committee)

Considered the papers of Shri/Smt. _____.
Librarian/Assistant Librarian of _____
College/Mahavidyalaya placed before the Screening Committee in connection with his/her placement/ promotion to the post of Librarian/Assistant Librarian (Senior Scale/Selection Grade). The Committee recommends his/her placement/promotion to the post of Librarian in the scale of Rs. _____ w.e.f. _____.

It is also recommended that the post held by Shri/Smt. _____ _____ be upgraded to the post of Librarian/Assistant Librarian (Senior Scale/ Selection Grade) and the same is created w.e.f. _____

Resolved further that all necessary particulars be sent to the Government for approval.

(i) Signature of the subject-expert

(ii) Signature of the Member of the Governing Body

(iii) Signature of the President/ Administrator

(iv) Signature of the Principal Teacher-in-Charge

(v) Signature of the DPI's nominee

PART - C

(For use of the Governing Body / Administrator)

The Governing Body in its meeting held on _____ resolved that on the recommendation of the Screening Committee, Shri/Smt. _____. Librarian/Assistant Librarian of the College is placed in/promoted to the post Librarian/Assistant Librarian (Senior Scale/Selection Grade) in the scale of Rs. _____ w.e.f. _____.

It is recommended that the post held by Shri/Smt. _____ be upgraded to the post of Librarian/Assistant Librarian (Senior Scale / Selection Grade) and the same be created w.e.f. _____.

Resolved further that all necessary particulars be sent to the Government for approval.

_____

President / Administrator/
Secretary

ANNEXURE - II to be G.O. No. 481-Edn (C.S.) dated 8.7.2003
SELF APPRAISAL REPORT

A. General Information :

a) Name (In block letters)

b) Designation — With effect from :

c) Address :
   i) College
   ii) Residence

d) Area of Specialisation if any

e) Date of birth

f) Details of service
   i) College serving now — From _____ to _____
   Total _____ years

   ii) College(s) served

Name of the College	From	To	Total Period

iii) Total service rendered :

iv) Break in service, if any:

B. Academic Qualifications (Copies of Diplomas to be attached) :

Examinations passed	Board/ University	Subjects	Year	Div. Class
S. F. or equivalent				
H. S. or equivalent				
Bachelor's Degree				
Master's Degree				
Research Degree				
Others (Diploma/ Certificate etc)				

C. Research experience & Training :

Research stage	Title of the work/Thesis	University
M. Phil or equivalent		
Ph. D. / D. Litt. / D. Sc.		
Post Doctoral		
Publications (Give a list separately) (xerox copies of title page to be attached)		
Any other relevant information/ Research Guidance with brief particular		

D. Refresher Course. Orientation Course. Seminars, Conferences, Symposias, Workshops, etc. attended during last 10 years (Use separate sheet, if necessary) :

Name	Sponsoring Agency	Place & Date

E. Services rendered in the College Library :

a) Cataloguing (Code followed)

b) Classification (Scheme followed) :

c) Reference Service / Bibliographical Service

d) Physical Verification

e) Updating of old documents

f) Preservation of Library materials :

F. Technical Service :

a) No. of days the college was open :

b) No. of days the incumbent was on leave (give details)

c) No. of books & journals purchased during the last year

i) From UGC grants

ii) From non-UGC grants

d) Computerisation of Library

e) Administrative works, if any offered by the college authority

G. Participation in corporate life (use separate sheet, if necessary)

a) Co-curricular activities

b) Enrichment of Campus life (Hostel, Sports, Games, Cultural Activities)

c) Students Welfare & Discipline

d) Professional Organisation of Librarians

e) Editorship of journals

I) Any other information

Signature of the Librarians/
Assistant Librarians

Certified that all the entries made in this documents are checked and verified properly and found to be correct.

Principal / Teacher-in-Charge

(Principal / Teacher-in-Charge of the College should submit a report regarding the performance of the incumbent for the last three consecutive academic years)

[কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে পরিষদের প্রতিনিধিদল মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (দ্রঃ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০, পৃষ্ঠা ৬০)। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক/সহ গ্রন্থাগারিকদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম সংক্রান্ত এই সরকারি আদেশনামা। আমরা আশাকরি আগামী দিনে অন্যান্য সমস্যাগুলিও সমাধান করা সম্ভব হবে। — *কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।*]

Sixty-National Convention on Library and Information Networking

NACLIN 2003

Theme

"Managing Knowledge Resources in the Digital Era"

October 14-17, 2003

Venue : Jadavpur University, Kolkata-700 032

Organised by :

DELNET-Developing Library Network, New Delhi-110003

JADAVPUR UNIVERSITY, Kolkata-700 032

The National Convention is scheduled for four days. The first two days are exclusively designed for conducting tutorials by experts on the following topics: **(1) Metadata & Dublin Core (2) Building Subject Gateways (3) UNICODE Applications (4) MARC 21.**

The next two days will focus on the theme of the National Convention : "Managing Knowledge Resources in the Digital Era". This theme is divided into several sub-themes as detailed below : Digitisation of knowledge resources, Digital resources creation, On-line information resources/products and services, Subject analysis and representation, Database technology, Bibliographic formats, Retro-conversion, Digital information retrieval, Exploring Internet resources, Networking and consortia techniques, Conservation of digital resources, Application of knowledge management, Metadata and Dublin Core, Knowledge Technology.

❑ **SUBMISSION OF PAPER :**

Participants are welcome to contribute papers for presentation at the National Convention on the above sub-themes or related themes. The papers should be based on research, survey, case studies or action plans rather than theoretical explanations. Papers should reach the **Director, DELNET, 40 Lodhi Estate, Max Mueller Marg, New Delhi 110003 on or before August 31, 2003**. They should be submitted on A4 size paper and on 1.44MB floppies or through E-mail. Papers should contain the name of the author, title of the article, name of the affiliating institute, mailing address and E-mail address. The contributors will be communicated about the acceptance of the paper by Director, DELNET to enable them to present their papers. Please ensure that the paper submitted should not have already been published elsewhere. The editors will have the right to edit the papers before acceptance is communicated.

❑ **PARTICIPATATION FEE :**

The following will be the charges for Registration and Tutorials upto July 31, 2003. Twenty percent extra will be charged after July 31, 2003.

- Members of DELNET **Rs. 2,500**
- Non-Members **Rs. 4,000**
- Library Professionals Working in West Bengal/North-Eastern States and Bangladesh **Rs. 2,000**.

Participation fee includes fee for attending the tutorials and the National Convention including kit, tea, lunch and dinner.

ADDRESS FOR COMMUNICATION

Registration / Accommodation :
Mr. Binod Bihari Das
Organising Secretary, NACLIN 2003
Chief Librarian
Jadavpur University
Kolkata-700 032
Tel : 91-33-24146460, 24146866/Fax : 91-33-2414-6414/91-33-2413-7121
Email : **chief librarian@jdvu.ac.in**

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০

বাংলা নাট্য সংকলন ১ম খণ্ড

সম্পাদনা : ড. অজিতকুমার ঘোষ, ড. বিষ্ণু বসু, নৃপেন্দ্র সাহা ২০০

সফদর হাসমি নাট্য সংগ্রহ (শোভন সংস্করণ)

সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৭৫

শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী উপেন্দ্রনাথ দাস

সম্পাদনা : ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা ৪০

নীল দর্পণ (ইং) সম্পাদনা : সুধী প্রধান ৭০

গেরাসিম লিয়েবেদেফ ড. হায়াৎ মামুদ	১৮
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী গণেশ মুখোপাধ্যায়	৯
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার শংকর ভট্টাচার্য	৪০
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ড. অজিতকুমার ঘোষ	১৫
বাংলার নটনটী (৪র্থ খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত	৩৫
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৩	২০
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৫	৫০
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬	৬০
নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩, ৪ (প্রতিটি)	১০
বঙ্গীয় নাট্যশালা ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	
সম্পাদনা : ড. বিষ্ণু বসু	৫০

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান

(১৯০১-১৯০৯) শংকর ভট্টাচার্য ৬০

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান

(১৯১০-১৯১৯) শংকর ভট্টাচার্য

সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৮০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

কিরণচন্দ্র দত্ত • সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০

আশার ছলনে ভুলি (২য় সং) উৎপল দত্ত ৪৫

প্রসঙ্গ : নাট্যকার মন্মথ রায় ৫০

সম্পাদনা : শিব শর্মা

নট-নাট্যকার-নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ : একটি আলেখ্য

লেখা : বিষ্ণু বসু • সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০

নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য

লেখা : সজল রায়চৌধুরী • সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৮০

বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান

ড. ব্রজমোহন ঠাকুর ৩৫

প্রাপ্তিস্থান : বইয়ার কফি হাউস (কলেজ স্ট্রিট), রবীন্দ্রসদন, দীনবন্ধু মঞ্চ (শিলিগুড়ি)

বাংলা আকাদেমি-ভাণ্ডার ১১৮ সেনচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-১০

স্মারক নং : ২৪৯৪/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি তারিখ : ১১.৭.২০০৩

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

GRANTHAGAR

Vol. 53 : No. 4 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy July, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Reading habits

While emphasizing on the need for increasing the reading habits of people of different age-groups, reference is made to the possible reasons for such state of affair. It is also pointed out that together with the increasing addition for television's entertainment programmes, visits to cyber cafes, use of internet etc., rat race among children for scoring higher marks in examination, are also causes in the erosion of reading habits. Urges upon library professionals along with other sections of the society, to take positive proactive measures to stem the tide and develop reading habits among people. P. 89.

Das, Benode Behari and Paul, PK. Printed publications and electronic publications -- Complementary to each other

In this serialised article, the main features of electronic library, digital library & virtual library are briefly discussed. The different kinds of electronic publications are outlined. The various issues and concerns posed by the electronic publications are discussed. The objective of the article is not to criticise the electronic format but rather to illustrate that the electronic technology is an important tool and the electronic resources should complement other formats. P. 90

An Appeal : The Secretary of the Bengal Library Association appeals to the library professionals to generously donate to the Granthagar Fund in view of the increasing cost of publications. P. 92.

List of donors to "Granthagar Fund" P. 92.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
09.06.03	2264	Sri A. C. Jana	Medinipur	200.00
12.06.03	2269	Ms. Mallika Mitra	Kolkata	1000.00
21.06.03	2275	Sri Shyamal Gupta	Howrah	100.00

Mukhopadhyay, Bijoy and Niyogi, Deepika. Bengali Muslim names : Problem of rendering : an investigation

In this serialised article, problem of rendering Bengali Muslim names has been discussed. Cites examples how the same name has been rendered in different ways in different libraries as well as in the same library. The article is an investigation to try to find out the solution. P. 93.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Library movement in Bengal and history of Bengal Library Association

In this serialised article, the author points to the different facts of library movement in Bengal including that of the condition of District libraries, role of libraries in the Secondary education system, plan of the West Bengal Government for library development and such other matters. P. 96.

Chattopadhyay, Dr. Barun Kumar. Reverence on the death of Dr. Ohdedar.
Refers to the poetic talent of the late Dr. Ohdedar by bringing to light some of his famous poems. P. 100.

Library News :

1. **Rammohan Library and Free Reading Room, Kolkata**
   The centenary celebration was held on 22 May, 2003.
2. **Local Library Authority, Coochbehar : Election**
   Sri Mohanlal Mondal and Sri Gopal Sarkar were elected uncontested.
3. **Kamalapur Sangha Town Library, DumDum**
   A Seminar on Gulf War and World public opinion was held on 13.04.03.
4. **Netaji Pathagar, Vidyasagar Central Club, Kolkata**
   A function was held on 8 June, 2003 to popularise the library.
5. **Maldah District Library**
   Rabindra and Nazrul birth anniversary was held on 12-14 June, 2003.
6. **IASLIC : Annual Special Lecture**
   – was delivered by Hon'ble Justice Chittatosh Mukhopadhyay, Ex-chief Justice of Mumbai High Court on **Right to information** at the Jadavpur University on 27.06.03.
7. **Pallisri Pathagar, Hirapur, Howrah**
   Rabindra and Nazrual birth anniversary was held on 8 June, 2003. P. 102-03.

Association News :
Students' Re-union, 2003 was held on 14 June, 03. Sri Anabadya Sanyal was the Chief Guest. P. 103.

Article received for Publication :
Cataloguing of Bengali books and description based alternative access point – Bijaypada Mukhopadhayay, Krishnendu Pramanik and Debabrata Manna.

Notice :
Librarian's Day : To be held on 10 Aug. '03 at Burdwan University Auditorium, Golapbag.
Topic : Measures for increasing reading habits.
Time : 3.00 p.m.
It is to be held under the joint auspices of BLA, IASLIC, RRRLF, Burdwan University.

W.B. Govt. Circulars : P. 104-112

1. Change of the name of the post of Cycle Peon vide order of Mass Extn. Dept., Govt. of W.B. (88/LS/Sectt. dated 17.6.2003)
2. Terms and conditions for awarding the benefit of the Career Advancement Scheme to the Librarian/Asst. Librarians of Non-Govt. Colleges vide order of Higher Education Dept., Govt. of W.B. (491-EDN(C.S.) dated 8th July, 2003)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫০ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়। — সম্পাদক

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিক' প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 4 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor Nirmalya Roy July, 2003

CONTENTS

	Page
Reading habits (*Editorial*)	89
Benode Behari Das and Prafulla Kumar Pal Printed publications and electronic publications – complementary to each ohter.	90
Bijoypada Mukhopadhyay and Deepika Niyogi Bengali Muslim names : Problem of rendering : An Investigation	93
Nirmalendu Mukhopadhyay Library movement in Bengal and the history of Bengal Library Association	96
Barun Kr. Chattopadhyay Reverence on the death of Dr. Ohdedar	100
Library News	102
Association News	103
W.B. Government orders : (1) Change of the name of the post of Cycle Peon (88/LS/Sectt. dated 17.6.2003)	104
(2) Terms and conditions for awarding the benefit of the Career Advancement Scheme to the Librarian/Asst. Librarians of Non-Govt. Colleges (481-EDN(C.S.) dated 8th July, 2003)	105
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 4)	115

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2245-2356
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় ভাদ্র, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারিক দিবস প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ১১৭

বিনোদ বিহারী দাস ও প্রফুল্ল কুমার পাল ১১৮
মুদ্রিত প্রকাশনা এবং বৈদ্যুতিন প্রকাশনা — একে অপরের পরিপূরক

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী ১২২
বাঙালী মুসলমান নাম : প্রকারান্তরকরণ সমস্যা : অনুসন্ধান

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত ১২৭
সেমুর লুবেৎজ্‌কি

শোক সংবাদ

চিঠিপত্র ১২৯

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

বার্ষিক বিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব (২০০১-২০০২)

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 5)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার; ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় ভাদ্র, ১৪১০

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিক দিবস প্রসঙ্গে

বিগত ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর আগষ্ট মাসের ১২ তারিখটি গ্রন্থাগারিক দিবসরূপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ঐ তারিখটি (মতান্তরে ৯ই আগষ্ট, ১৮৯২) হল ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ, বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ড: শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের (১৮৯২-১৯৭২) জন্মদিন। এই গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপনের এক পশ্চাৎপট আছে। ১৯৮৯ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত ইয়াসলিকের সম্মেলনকালে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসনস্ অফ ইন্ডিয়া (JOCLAI) নামের দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠক থেকেই প্রতি বছর ১২ই আগষ্ট গ্রন্থাগারিক দিবসরূপে পালন করার সুপারিশ করা হয়। জয়পুর সম্মেলনেই ইয়াসলিকের বার্ষিক সাধারণ সভায় ঐ সুপারিশ গৃহীত হয়। পরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) সহ অন্যান্য পরিষদও সুপারিশটি গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যুগ্ম উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী একটি সেমিনারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় পৃথক পৃথক স্থানে এই সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। এ বছর ১০ই আগষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (ARRLF)-এর যৌথ উদ্যোগে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক দিবস গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে এমন একটি দিন যেদিন সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা একত্রিত হয়ে মুক্ত মনে গ্রন্থাগার পরিষেবাগত অনুভূতি ও ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেন — আত্মসমীক্ষা, আত্মসমালোচনা করে নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিষেবার মূল্যায়ন করেন।

এ বছরের গ্রন্থাগারিক দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল "পাঠস্পৃহা বাড়ানোর উপায়"। পাঠস্পৃহা সৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির অন্যতম শর্তই হল উপযুক্ত গ্রন্থাগার। পাঠস্পৃহা সৃষ্টি শৈশব থেকেই, বিদ্যালয় স্তর থেকেই করতে হবে। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার থাকা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় মানুষের চাহিদা, শিক্ষা-সংস্কৃতির মান, জীবিকা প্রভৃতি সমীক্ষা করে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ নির্বাচন, পরিচালন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা উচিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অন্যান্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারকে যুক্ত করে ঐ সম্পর্কিত ও মানুষের জীবন জীবিকা সম্পর্কিত পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করে নতুন নতুন পাঠকদের পাঠস্পৃহা বাড়ানো সম্ভব। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ব্যবস্থাও সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। যে কোন গ্রন্থাগারে যতটুকু সম্পদ আছে সেগুলি যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। গ্রন্থাগারের পরিষেবার প্রচার করতে হবে — পরিষেবা পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে পুস্তক পাঠের আগ্রহকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

আশা রাখব গ্রন্থাগারিক দিবস গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক দিবসে পরিণত হবে না। বিভিন্ন আলোচকদের আলোচনা থেকে যা জানা যাবে — অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা হবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

মুদ্রিত প্রকাশনা এবং বৈদ্যুতিন প্রকাশনা-একে অপরের পরিপূরক।

বিনোদ বিহারী দাস, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*

ও

প্রফুল্ল কুমার পাল, *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪২. বৈদ্যুতিন প্রকাশনা : সুবিধা ও অসুবিধা

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার ক্রমাগত অগ্রগতি এবং পঞ্জীয় তথ্যকে (Bibliographic database) বৈদ্যুতিনকরণের মাধ্যমে ভারচুয়াল লাইব্রেরী (Virtual library) গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমন কি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে তার প্রভাব বিস্তার করছে। তথ্যের আদান প্রদান আন্তর্জাতিক ভাবে চলছে। ভারতবর্ষের মতো দেশেও তার প্রচলন শুরু হয়েছে। কয়েকটি ডিজিটাইজড (digitised) ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার গড়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে ভারচুয়াল লাইব্রেরী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রথাগত গ্রন্থাগার থেকে তথ্যের এই ডিজিটাইজেশন (Digitization) বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন রকম প্রভাব দেখা দিয়েছে। যে যান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ ঘটছে তা ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিতে বিশেষ করে উন্নত দেশের যান্ত্রিক পরিকাঠামোর সঙ্গে অনুন্নত দেশের যান্ত্রিক সমন্বয় সম্ভব হয়ে উঠছে না। এই সব প্রতিকূলতার কথা মাথায় রেখেও বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে পা মেলাতে তথ্যের বৈদ্যুতিনকরণের উপর গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। এমনকি তা গ্রহণও করতে হবে। তবে একথা বলা যাবে না যে মুদ্রিত গ্রন্থ থাকবে না। বরং বিপরীত মতটা গ্রহণীয় — মুদ্রিত গ্রন্থ, পত্রিকা এবং তথ্যউৎস ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও। একটি গ্রন্থাগারে কোনগুলি মুদ্রিত ও কোনগুলি বৈদ্যুতিন আকারে সংগ্রহ করা হবে ক্ষেত্র বিশেষে বিচার করতে হবে। দুই রকম প্রকাশনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে ব্যবহারকারীর চাহিদা বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সংগ্রহ নীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার কতকগুলি সুবিধা আছে যেগুলি মুদ্রিত প্রকাশনার তুলনায় অনেকাংশে ব্যাপক এবং বিস্তৃত। প্রকাশনার গতিশীলতা ও দ্রুত অনুসন্ধান এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও অন্যভাবে বলা যায় যে এই প্রকাশনায় তথ্য আহরণ করা যায় পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যেখানে প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থাগারে বৈদ্যুতিন প্রকাশনার সংগ্রহ ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু এর সুবিধাগুলির পাশাপাশি কতকগুলি অসুবিধা জড়িয়ে আছে। বৈদ্যুতিন প্রকাশনার সাথে জড়িয়ে আছে প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, ব্যবহারকারী, পাঠক সহায়ক, কপিরাইট, দাম, হার্ডওয়ার, সফটওয়ার, গঠন, নকসা এবং গুণীজনের সমাদর ইত্যাদি বিষয়গুলি। নিম্নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল।

৪২১. প্রবেশযোগ্যতা (Accessibility) :

একথা ঠিক যে বৈদ্যুতিন প্রকাশনার জগতে প্রবেশ করা, অনুসন্ধান করা ও সঠিক তথ্য নির্ধারণ করা খুবই দ্রুত এবং সহজ। এই ব্যবস্থা সবটাই নির্ভর করে কমপিউটার প্রযুক্তির (হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার) উপর। কিন্তু এই হার্ডওয়ার / সফটওয়ারের অসংগতির জন্য, উন্নত ও অনুন্নত দেশের প্রযুক্তিগত বৈষম্যের জন্য, ভৌগলিক কারণের জন্য বৈদ্যুতিন প্রকাশনা ব্যবহার বহুলাংশে বিঘ্নিত হয়। তার উপর রয়েছে প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর অভাব। উন্নত বিশ্বে কমপিউটার ও তার যন্ত্রাংশে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সময় উপযোগী (up to-date) উন্নতিকরণ সম্ভব হয়ে উঠছে না। এমন কি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ফলে ইন্টারনেটে তথ্য আহরণ ভীষণ ধীর গতিতে করা যায়, তারপর যদি ছবি, চিত্র, চার্ট ইত্যাদি থাকে তাহলে তা উদ্ধার করতে বেশ সময় লাগে।

৪২২. বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং এর পরিসীমা জানা :

ব্যবহারকারীকে বৈদ্যুতিন প্রকাশনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে হবে, প্রবেশ/আহরণ করার পদ্ধতি জানতে হবে, ব্যবহার করার জন্য কত মূল্য দিতে হবে তাও জানতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিন প্রকাশনার ডিরেকটরি (Directory), বুলেটিন (Bulletin), নিউজলেটার (Newsletter) ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে হবে।

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার আরো একটি সমস্যা হল প্রাসঙ্গিক (relavant) ও বৈধ তথ্যের (valid information)

পৃথকীকরণ খুবই কঠিন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ভাবে থাকে যে কোন তথ্য অনুসন্ধানকারীর পক্ষে সবকিছু দেখা বা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া কোন্ তথ্য কোন ওয়েবসাইটে (website) আছে তা জানাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সর্বোপরি ওয়েবসাইট ঠিকানার (website address) সংহতির অভাবের জন্য, ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য, কোন বিজ্ঞপ্তি (Notice) ছাড়াই তথ্যের ঠিকানা তুলে নেওয়ার জন্য, যান্ত্রিক হঠকারীতার জন্য তথ্যের উদ্ধার খুবই সময় সাপেক্ষ হয় এবং কোন কোন সময় তা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪২৩. তথ্য ব্যবহার এবং মালিকানা স্বত্ব ঃ

বৈদ্যুতিন প্রকাশনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িয়ে আছে তাহল এর মালিকানা স্বত্ব। বৈদ্যুতিন প্রকাশন ব্যবহারের জন্য গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাম দিতে হয়। যে সময়ের জন্য ব্যবহারের অনুমতি পায় তার সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে আর ব্যবহারের কোন অধিকার থাকে না। পরবর্তীকালে সেই একই তথ্য ব্যবহার করতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত দাম দিতে হয়। অর্থাৎ একই তথ্যের এবং পত্রিকার জন্য তাকে বারবার অর্থ প্রদান করতে পারে। কিন্তু মুদ্রিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই বললেই চলে। মুদ্রিত গ্রন্থ এবং পত্রিকা একবার ক্রয় করলে ন্যূনতম সংরক্ষণ ব্যয়ে গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন তার নিজের সম্পদ বলে বিবেচিত করে ব্যবহারকারীকে বারবার পরিষেবা দিতে পারে। তবে সিডি-রোম এর মাধ্যমে ক্রয় করলে সেটি তার নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু তা সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন। তাছাড়া এর স্থায়িত্ব (longevity) কত দিন তা বলার সময় এখনও আসেনি।

৪২৪. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability) ঃ

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার গ্রহণযোগ্যতা মুদ্রিত প্রকাশনার গ্রহণযোগ্যতার সাথে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উভয়ের গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম। গবেষণার ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে) বৈদ্যুতিন প্রকাশনা গবেষকদের কাছে দ্রুত কার্যকরী তথ্য উৎস ও যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বৈদ্যুতিন প্রকাশনার এই গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় মুদ্রিত প্রকাশনার গুরুত্ব কমেনি। বৈদ্যুতিন প্রকাশনার যাবতীয় সাফল্য নির্ভর করে একটি ব্যবস্থার (system) উপর এবং সেই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে একটি বিশেষ যান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর। তথ্য অনুসন্ধানকারী বা ব্যবহারকারীকে সেই যান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়। সেখানে দীর্ঘদিন বসে থাকা, কমিপিউটারের পর্দায় চোখ রেখে পঠনপাঠন করা, প্রয়োজনীয় তথ্য কমপিউটার পর্দায় উপস্থাপন করতে না পারা (অর্থাৎ মুদ্রিত প্রকাশনার পাতা যেভাবে দেখা যায় কমপিউটারের পর্দায় সেভাবে দেখা যায় না। একে বার বার ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখতে হয়) ইত্যাদি অসুবিধা রয়েছে। তার উপর রয়েছে যান্ত্রিক গন্ডগোল, স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বসা, আসবাবপত্র ইত্যাদি নানা কারণে ব্যবহারকারীর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, যা বর্তমানে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে — যেমন অ্যারগনমিক্স (Ergonomics)। অন্য দিকে মুদ্রিত প্রকাশনা ও তার ব্যবহার এখনও পর্যন্ত কার্যকরী। আরাম দায়ক, সুলভ ও সহজলভ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহারকারীর কাছে মুদ্রিত প্রকাশনার জনপ্রিয়তা ও কার্যকারীতা অক্ষুণ্ণ আছে। এমন কি প্রথম বিশ্বের (উন্নত প্রযুক্তি) দেশগুলিতেও মুদ্রিত প্রকাশনার কোন ঘাটতি নেই। মুদ্রণ হার এখনও কমেনি বরং বেড়েই চলেছে — বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান তথ্যাদি মুদ্রিত প্রকাশনার জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করছে।

৪২৫. রূপান্তরকরণ ঃ

পঠন ও পাঠদান এবং গবেষণার জন্য বেশীরভাগ সম্পদশালী তথ্যাদি এবং গ্রন্থাদি মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। এটা কখনোই সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিন প্রকাশনায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয় এবং সবক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়ও নয়। ছাত্র ও গবেষকগণ যখন সম্পূর্ণভাবে অনলাইন (online) অনুসন্ধানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তখন মুদ্রিত প্রকাশনার গ্রন্থাগার ব্যবহার করা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। যদি ধরে নেই গ্রন্থাগারের সমস্ত সংগ্রহ ও তথ্যাদি বৈদ্যুতিন প্রকাশনায় রূপান্তরিত করা যাবে তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন, দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য। বৈদ্যুতিন প্রকাশনা ব্যবহার করার জন্য যান্ত্রিক পরিকাঠামো প্রত্যেক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকার কথা চিন্তা করা যায় না। এমন কি গ্রন্থাগারে বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারে এই পরিকাঠামো ব্যবস্থা কবে হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

৪২৬. তথ্যের গুণগতমান হ্রাস ঃ

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার আর একটি সমস্যা হল সঠিক তথ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারণ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যে কেউ ওয়েবসাইটে (website) তথ্য প্রকাশ করতে পারেন। তাতে ভুল এবং দুর্বল তথ্যের প্রকাশ হতে পারে। কেননা এখানে কোন সম্পাদকীয় নিরীক্ষণ করা হয় না। তাছাড়া গবেষক ওয়েবসাইটের কোন তথ্যের তথ্য উৎস হিসাবে (Reference source) দেখালে সেই তথ্যের যথার্থতা (authenticity) বিচার করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে কেননা কোনো ওয়েবসাইটের

উৎস উল্লেখ করলে তা পরে নাও পাওয়া যেতে পারে।

৪২৭. প্রয়োজনের চাইতে অধিক তথ্য ঃ

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার তথ্য অনুসন্ধান হয় মুখ্য পরিশব্দ (keywords) এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যাংশের (full text) মাধ্যমে। এখানে দেখা যায় একই শব্দের অনুসন্ধানের ফল ভিন্ন ভিন্ন। অনুসন্ধানের সময়, ভিন্ন ভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine) ব্যবহারের ফলে এই ধরণের ভিন্নতা ঘটে থাকে। তাছাড়াও আর একটি অসুবিধা হল অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভিড়। কোন একক অনুসন্ধানের ফল হিসাবে পাওয়া যায় হাজারো প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তার কাছাকাছি তথ্যাদি যা বেশীর ভাগই প্রয়োজনীয়।

৪২৮. বৈদ্যুতিন প্রকাশনা নির্বাচন ঃ

বৈদ্যুতিন প্রকাশনার বিভিন্ন রূপের (format) মধ্যে কোন একটিতে নির্বাচন বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার যেমন সিডি-রোম, অনলাইন ভার্সান (On line version) ইত্যাদি। মুদ্রিত প্রকাশনা যে পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্রয় করতে পারে বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সেভাবে ক্রয় করা যায় না। যারা বৈদ্যুতিন প্রকাশনা প্রকাশ ও বিক্রি করেন তাদের কাছ থেকে নিশ্চয়তা আদায় করা, কোন্ কোন্ প্রকাশনা ক্রয় করা হবে তা নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

৪২৯. ব্যবহার ঃ

মুদ্রিত প্রকাশনা যেভাবে, যে স্থানে ও যে পরিবেশে ব্যবহার করা যায়, তার বৌদ্ধিক দিকটি আলোচনা করা যায়, পাঠ করা যায়, প্রতিলিপি করা যায় — বৈদ্যুতিন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্যের এমন সহজ, সুন্দর, যন্ত্রতন্ত্র ও সাবলীল ভাবে ব্যবহার ও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

কোন কোন সময় তথ্য অনুসন্ধানে এত সময় লাগে যা কোন গবেষকের কাছে সময়ের অপচয় মনে হতে পারে।

৪২৯১. সংরক্ষণ ঃ

মুদ্রিত প্রকাশনা ন্যূনতম ব্যয়ে যে ভাবে সংরক্ষণ করা যায় বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সেভাবে সংরক্ষণ করা যাবে না। ইহা সংরক্ষণ করা অনেক বেশী ব্যয়বহুল ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্ভর। বৈদ্যুতিন প্রকাশনার তথ্যের স্থায়িত্ব কতদিন, তথ্যের আহরণ ও প্রবেশ কতদিন পর্যন্ত করা যাবে এবং প্রচলিত প্রযুক্তি ভবিষ্যতের জন্য কতটা প্রযোজ্য তা বলার সময় এখনও আসেনি।

৫. উপসংহার ঃ

বৈদ্যুতিন প্রকাশনা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে অনেকের মনে দেখা দিয়েছে তাহল কাগজবিহীন সমাজ (Perperless Society) অর্থাৎ কোন মুদ্রিত প্রকাশনা থাকবে না — সকল তথ্যই বৈদ্যুতিন ভাবে সংগঠন এবং উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে সারা পৃথিবীতেই মুদ্রিত প্রকাশনার গুরুত্ব কমেনি। আমেরিকা, জাপান ও অন্যান্য উন্নতদেশে মুদ্রিত প্রকাশনার বৃদ্ধি ঘটছে। শুধু তাই নয় বৈদ্যুতিন প্রকাশনার যে তথ্য কমপিউটারের পর্দায় ভেসে উঠে তাকে অনুশীলনের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তথ্যগুলিকে কাগজে মুদ্রণ (printout) করতে হয়। তথ্যের আহরণের মাধ্যমেই জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটে। জ্ঞানের সমৃদ্ধি থেকে বোধের যে উৎকর্ষতা জন্মায় তা মুদ্রিত প্রকাশনা বা লিখিত প্রকাশনার মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। কমপিউটারের পর্দায় পঠনপাঠন করে অনেকের পক্ষেই জ্ঞানার্জন সম্ভব নাও হতে পারে।

তবে একথা বলা যাবে না যে বৈদ্যুতিন প্রকাশনার গুরুত্ব নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। সারা বিশ্বে গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যের যে চাহিদা ও বৃদ্ধি ঘটছে প্রযুক্তিগত সাহায্য ছাড়া এর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না যেমন — সূচী (Index), গ্রন্থপঞ্জী (Bibliographies), সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন প্রকাশনার কোন বিকল্প নেই। আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে (Literary works), পাঠ্য পুস্তকাদির ক্ষেত্রে, ইতিহাসগত গবেষণার ক্ষেত্রে মুদ্রিত প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণার জন্য, বিজ্ঞানের নতুন নতুন ধারণার জন্য বৈদ্যুতিন প্রকাশনার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও মুদ্রিত প্রকাশনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রন্থ এখনও মানুষের চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করে, যদিও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যম গ্রন্থের স্থান দখলের বৃথা প্রচেষ্টায় লিপ্ত। ভালো গ্রন্থ মানুষের জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়, হৃদয়কে করে প্রসারিত, রুচিকে করে পরিশীলিত। গ্রন্থ মানুষের জ্ঞানের চাহিদাকে এক দিকে যেমন পূরণ করছে, তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ চিন্তার বিষয়কে অক্ষরের মালায় বহন করছে। মানুষের মহৎ অভ্যাসের অন্যতম হলো গ্রন্থ পড়া, গ্রন্থ ক্রয় করা ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে দুটির গুরুত্বই অপরিসীম। বিশাল এই দেশের পাঠক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর চাহিদা ও প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। যিনি বৈদ্যুতিন প্রকাশনা চান তাকে যেমন বঞ্চিত করা যাবে না তেমনি যাঁরা গ্রন্থ পড়তে চান তাঁদের হাতেও গ্রন্থ তুলে দিতে হবে। আবার পরিষেবার দ্রুততার জন্য অনেকক্ষেত্রেই প্রযুক্তি নির্ভরতা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবে কোনভাবেই মানবিক ও ব্যক্তিগত পরিষেবা ব্যতিরেকে নয়।

সব দিক বিবেচনা করে বলা যায় মুদ্রিত প্রকাশনা ও বৈদ্যুতিন প্রকাশনা একে অন্যের পরিপূরক। কেহ অন্যের

দখলকারী ও উচ্ছেদকারী নয়। সাম্প্রতিক কালে "Communications of the ACM" পত্রিকাতে অধ্যাপক মি. এল. বর্জম্যানের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে "Digital Libraries hold great promise for improving access to information, but they will supplement, not supplant, the information services provided by physical libraries and human librarians." (2)

References :

1. Babu, T Asoke & others *Ed.* Vision of Future Library and information systems. New Delhi. Viva Books Pvt. Ltd. 2000.
2. Borgman, Christine L. Where is the Librarian in the Digital Library? Comunication of the ACM. vol. 44, No. 5, May 2001. P. 66, 67.
3. Kawatra, P. S. TextBook of Information Science. New Delhi. APH Pub. P. 6, 279.
4. Kumar, P. S. G. A student's Manual of Library and Information Science. Delhi. B. R. Pub. P. 961, 962.
5. Meera, B. M. Electronic Information Resources : A case study of Designing Virtual Library in Mathematics. *In* SRELS Journal of Information Management. vol. 39, No. 2, June 2002, P. 157.
6. Moorthy, A Lakshmana. Electronic Publications : Issues and concerns. *In* DRTC Annual Seminar on Electronic Sources of Information, 1-3 March, 2000. P. 19-33.
7. Rathore, R. S. Digital Libraries : A Boon for Resource Sharing and networking. In T Asoke Babu & other *Ed.* Vision of Future Library and Information Systems. P. 200, 201.
8. Reddy, E Rama, e-publishing and e-Documentary Sources. CALIBER-2002, 14-16 Feb., 2002, Jaipur. P. 349-355.
9. Rowley, Jennifer. The Electronic Library. 4th ed. London. Library Association; 1998. P. 3-4.
10. Saracevic, Telko. Digital Library Evaluation : Towards and Evolution of Concepts. Library Trends. vol. 49, No. 2, 2000. P. 350-369.

(সমাপ্ত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের '**গ্রন্থাগার**' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে '**গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল**' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা **গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে** মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৮.০৭.২০০৩	২২৮৯	কৃষ্ণা সেনগুপ্ত	কলকাতা	১০০.০০
০৯.০৭.২০০৩	২২৯০	বিশ্বনাথ সিংহ	নদীয়া	১০০.০০
১২.০৭.২০০৩	২২৯২	প্রশান্ত কিশোর রায়	কলকাতা	১০০.০০
২২.০৭.২০০৩	২৩০১	শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী	হাওড়া	৫০০.০০

বাঙালী মুসলমান নাম ঃ প্রকারান্তরকরণ সমস্যা ঃ অনুসন্ধান

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, *অতিথি অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*

ও

দীপিকা নিয়োগী, *সহ-গ্রন্থাগারিক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, পশ্চিমবঙ্গ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[সারসংক্ষেপ ঃ বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের নামের প্রকারান্তরকরণ করতে নানা সমস্যা হয় এবং কেন হয় আলোচনা করা হয়েছে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা আশা করি।]

পদবীবিহীন মুসলমান নাম

পদবীবিহীন নামও মুসলমান সমাজে দেখা যায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা প্রতিবেশী বর্ণহিন্দু এবং নগরবাসী 'আশরফী পদবী' সমূহের পাশে তাদের পদবীকে মর্যাদাহীন বলে মনে করতেন। ফলে অন্ত্যজ হিন্দুদের মতোই পদবী প্রত্যাহার করার প্রবণতা তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যেমন —

আব্দুর খালেক
মঞ্জুর আলী
রফিক হোসেন
হিজবুল হাসান

এখানে খালেক, আলী, হোসেন, হাসান — প্রত্যেকটির একটিও পদবী নয়। প্রতিটি শব্দই নামের অংশ বিশেষ।

মূল মুসলমান নামের সঙ্গে ডাক নাম যুক্ত করা

নামকরণের ক্ষেত্রে আরও একটা রীতি ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে অনুসৃত হচ্ছে। সেটা হল মূল নামের সঙ্গে ডাকনাম যুক্ত করা। যেমন আতাউর রহমান মুক্তি, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আসিফ ওমর পূর্ণ, মতিউর রহমান রিন্টু, মোফাজ্জেল হোসেন মায়া, রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা, সুবুদ্ধি বরকৎ মন্ডল, এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা অবশ্যই বলতে হয়।

প্রথমতঃ ভারত তথা বঙ্গদেশে ইসলামের বিস্তৃতির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইসলামের বিস্তৃতির পার্থক্য আছে। এখানে ইসলাম একমাত্র ধর্মে পরিণত হতে পারেনি। মূলতঃ হিন্দু দর্শনের প্রভাব, হিন্দু জনসংখ্যার বিশালত্ব, এদেশে বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যালঘুত্ব এবং কতিপয় মুসলমান নবাব, সুলতানদের বাস্তব, রাজনৈতিক বোধ — মনে হয় এর প্রধান কারণ। গ্রামপ্রধান বঙ্গদেশে বেশির ভাগ মানুষ — ইসলামের সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে দেশি এবং বিদেশির কোন সম্পর্ক নেই। অনেকে ধর্মান্তরিত হবার পরও হিন্দুনাম পরিহার করতেন না। ফলে কালু শেখ, আনন্দ খান, স্বপ্না আরা ইত্যাদি নাম মুসলমানদের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি অশোক মিত্র তাঁর 'আপিলাচাপিলা' ধারাবাহিক রচনায় (দেশ ৬৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, পৃ ৬৫) ডাকনাম যুক্ত করার স্বপক্ষে সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাঙালী হিন্দুসমাজের একটি প্রথা উঠতি মুসলমান পরিবারেও অনপনেয় প্রভাব ফেলেছে, একটু বেশি করেই ফেলেছে। হিন্দু পরিবারের প্রচলিত ডাকনামগুলি মুসলমান সংসারেও ঢুকে গেছে ঃ ঝুনু, টুসু, পল্টু, মন্টু, বাদল, চুনি, মণি ইত্যাদি। তা ছাড়া মুসলমান সমাজে নামকরণে বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব, এক ঝাঁক নুরুল ইসলাম, এক ঝাঁক সিরাজুল হক। এক নুরুল ইসলামকে অন্য এক নুরুল ইসলামের থেকে তফাত করার তাগিদে পোষাকি নামের সঙ্গে ডাক নাম জুড়ে দেওয়ার শুরু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাপ্পাকালীন সময় থেকে। নুরুল ইসলাম ঝন্টুর বন্ধু নুরুল ইসলাম সখা, সিরাজুল হক বেণুর দোসর সিরাজুল হক খাঁদু।'

নামের সঙ্গে মহম্মদ শব্দের ব্যবহার

অন্যদিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে মহম্মদ শব্দের ব্যবহার পৃথিবীর অন্য যে কোন অঞ্চলের মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী। কারণ খুঁজলে দেখা যায় যে ভারতে আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানেরা যখন শুধুমাত্র নামের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য নামের আগে বা পরে পদবী সূচক শব্দ শেখ, সৈয়দ, মীর, সিদ্দীকী ইত্যাদি আরবী অথবা ফারসী শব্দ সংযোজন করছেন তখন ধর্মান্তরিত ভূমিপুত্র মুসলমানেরাও ধর্মপ্রচারক নবী 'মহম্মদ' — এর নামকে সর্বজনীনভাবে নিজেদের নামের সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করেন। তবে এই সংযুক্তিরও কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই বলে মনে হয়। যেমন

ক) নামের আগে মহম্মদ
মহম্মদ কাশেম
মহম্মদ আলী

খ) নামের শেষে মহম্মদ
নূর মহম্মদ
মাহমুদ মহম্মদ।

গ) নামের মধ্যে মহম্মদ
হাজী মহম্মদ মহসিন
মুনশী মহম্মদ বরকতুল্লা
মির্জা মহম্মদ ইয়াকুব আলী।

বঙ্গদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মানসিকতার এইরকম গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয় যে শুধুমাত্র ইসলামের ঐতিহ্য রক্ষার জন্যই আরবী-ফারসী শব্দকে তাঁরা নামকরণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

ইসলামী কৃষ্টি অনুসারে মুসলমানের নাম এমন হওয়া উচিত যাতে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামী ঐতিহ্য ও ইসলামী তাহযীবের ছাপ থাকে। প্রমাণিত হয় বঙ্গদেশের মুসলমানরা তাঁদের পূর্বেকার কৌলিক বৃত্তি ছাড়তে পারেনি।

মহম্মদ ও আহমদ্ শব্দের অর্থ ও বানান

'মহম্মদ' শব্দটি নামের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে। ইসলামী আদর্শ অনুসারে এই শব্দটি মুসলমান নামের আগে ব্যবহার করা উচিত ও উত্তম বলে বিবেচিত। **মহম্মদ** শব্দের অর্থ প্রশংসিত। হজরত মহানবীর অন্যতম আর একটি নাম হল আহমদ্। অর্থ প্রশংসাকারী। মহম্মদ ও আহমদ্ শব্দ দুটি একই নামে একসাথে ব্যবহার করা ইসলাম নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সেই নিয়ম উপেক্ষা করে নামকরণ করা হচ্ছে। যেমন —

মুহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (চট্টগ্রাম)
ডাক্তার মুহম্মদ সমিরুদ্দীন আহম্মদ
কাজী মুহম্মদ আহমদ্, ইত্যাদি।

এমনকি মহম্মদ ও আহমদ্ শব্দ দুটির বানানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে —

মহম্মদ, মুহম্মদ, মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ এবং মোহাম্মদ প্রভৃতি
আহমদ, আহমাদ, আহমেদ, আমেদ, আহম্মদ ইত্যাদি।

আল্লাহতাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের নামকরণ সুন্দর, আদর্শগত ও অর্থবহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন্ম যেখানেই হোক আর মাতৃভাষা যাই হোক্ মুসলমানের নাম হবে ইসলাম তথা কোরান — হাদীসসম্মত। এ প্রক্রিয়ায় নাম রাখতে হলে আল্লাহতাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম, নবী ও রসুলদের নাম, নামকরণে ব্যবহার করা অবশ্যই কর্তব্য।

মুসলমান নাম বৈচিত্র্যপূর্ণ

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তা থেকে প্রমাণিত হয় বঙ্গ দেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের 'নামকরণ ও পদবী সংক্রান্ত' বিষয়টি বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা কি ভাবে সমস্যাগুলির মুকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়েছেন সেটা দেখা দরকার।

সূচীকরণ কোড ও ভুক্তিকরণের নিয়মাবলী

পাশ্চাত্য দেশের সূচীকরণ কোড (যথা ALA; AACR1; AACR2) অনুসারে বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের নাম ভুক্তিকরণ করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, নীচে উল্লিখিত কোডগুলি থেকে 'সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী' আলোচনা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

ক) ALA cataloguing rule 1949 (p. 113-115)
Oriental names

Rule No 64 — এই নিয়মদ্বারা শুধুমাত্র আরবী, ফারসী ও তুর্কী গ্রন্থকারদের নাম সূচীকরণ করা সম্ভব। বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

খ) AACR1 1967 (p. 99-101)
Rules for Names In Certain Languages

Rule No 54 — এই নিয়মাবলীও মূলতঃ আরবী বর্ণমালায় লেখা নাম অথবা আরবী বর্ণমালার নাম রোমান হরফে লেখা মুসলমান গ্রন্থকারদের নামের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। যেমন

Rule No 54C, order of elements

ISM (given name), p. 100 — এখানে গ্রন্থকার Nadira Khatun — নামটি সূচীকরণ করে দেখানো হয়েছে ভুক্তিপদ Khatun অর্থাৎ Khatun, Nadira.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে **Khatun** শব্দের অর্থ হল বিবাহিতা ভদ্রমহিলা। Nadira শব্দটি গ্রন্থকারের ব্যক্তিনামের পূর্বাংশ। পাঠকদের কাছে তাঁর পরিচিতি অবশ্যই Nadira রূপে, কখনই Khatun নয়। **Nadira Khatun** কে পাশ্চাত্য কোডের নিয়মাবলী অনুসারে উল্টিয়ে লেখা হয়েছে, **Khatun, Nadira**। নিয়মটি এক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। **Nadira Khatun** এই সম্পূর্ণ নামই ভুক্তিপদ হওয়া উচিত।

Rule No 54c. order of elements, other names

Laqueb (descriptive epithet) p. 101 — এখানে **Mirza Khan Ansari** নামটিকে সূচীকরণ করার পর দেখানো হয়েছে **Ansari, Mirza Khan,**

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় **Mirza** শব্দটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এক পদবী। ভারতে মোগলদের আগমনের সঙ্গে **মীর্জা** পদবীর ইতিহাস জড়িত। **Khan** শব্দটিও পাঠানদের এক উপাধি। মদীনাবাসী আনসার সাহারা-র বংশধরগণ **Ansari** পদবী গ্রহণ করেন। এখানে কোন শব্দই ব্যক্তির মূল নাম নয়। তিনটি শব্দই পদবী। আশ্চর্যের বিষয় আরবী শব্দ ব্যবহার করে নামকরণ করার এক ভুল দৃষ্টান্ত। শব্দের অর্থ

জানা না থাকলে এই ভ্রান্তি ও তাৎপর্যহীনতা সহজেই ধরা পড়ে।

AACR2 1978 (p. 381 - 382)

Rule No. 22.22 – Names in the Arabic alphabet

এই কোডে অনুসৃত নিয়মাবলী AACR1 থেকে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত। সুতরাং বিশদ বিবরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

AACR2R 1988 (p. 418 - 421)

Rule No. 22.22 Names in the Arabic alphabet

AACR1 ও AACR2 কোডে যে নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, এই কোডেও সেই একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

Ranganathan's Classified Cataloguing Code

S. R. Ranganathan তাঁর এই কোডে (পঞ্চম সংস্করণ 1965) আরবী নামের গঠন রীতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা অনেকাংশে AACR1 কোডে অনুসৃত নীতির অনুরূপ। তবে তিনি মুসলমানদের নামের জটিলতা সম্পর্কে প্রত্যন্ত সচেতন ছিলেন। গভীর অনুসন্ধানের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আবেদন রেখেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ভুক্তিকরণের উদাহরণ

এরপরে বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারের নাম বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গ্রন্থগারে কি ভাবে সূচীকরণ করা হয়ে চলেছে তার কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হোলো।

১. বাংলাদেশ

ক) আলীয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ

এই গ্রন্থাগারে উল্লাহ ও উদ্দিন শব্দকে ভুক্তিপদ করা হয়েছে। যেমন

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নামটিকে দ্বিধাহীনভাবে সূচীতে করা হয়েছে —

উল্লাহ, মহম্মদ শহীদ

সেইরকমই জসীমউদ্দীন হয়েছেন —

উদ্দীন, জসীম

রূপসী বাংলা .....

খ) বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই গ্রন্থাগারে সূচীকরণপদ্ধতি অনুসারে খান মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হয়েছেন

খান, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

অথচ এই গ্রন্থাগারে শামসুর রহমান গাজী হয়েছেন

গাজী, শামসুর রহমান

মোঃ আব্দুর জব্বার হয়েছেন

আব্দুর জব্বার, মোঃ

পুনরায় এম. এ. জব্বার হয়েছেন

জব্বার, এম. এ

গ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ

গ্রন্থকার শেখ শামসুদ্দীন খোরাসানী হয়েছেন

শামসুদ্দীন খোরাসানী, শেখ

গ্রন্থকার শামসুর রহমান গাজী হয়েছেন

শামসুর রহমান গাজী

গ্রন্থকার খান মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হয়েছেন

সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ (খান)

ইদানীং ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সূচীকরণ লিখনরীতির কিছু রদবদল করেছেন বলে শোনা গিয়েছে। যেমন

খান মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হয়েছেন

সাইফুল ইসলাম, খান মুহাম্মদ

ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকার শামসুর রহমান হয়েছেন

রহমান, শামসুর

গ্রন্থকার এম. এ. করিম হয়েছেন

করিম, এম. এ

গ্রন্থকার নূর আহমদ মুজতবা হয়েছেন

মুজতবা, নূর আহমদ

গ্রন্থকার খায়রুল কবীর খোকন হয়েছেন

খোকন, খায়রুল কবীর

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের নামী গ্রন্থাগারগুলির সূচীকরণ পদ্ধতিতে কিছু না কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। এর কারণ হল (১) মুসলমান নাম সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকদের সীমিত ধারণা (২) সূচীকরণে পাশ্চাত্য কোডের অন্ধ অনুকরণ, (৩) স্থানীয় সূচীকরণ পদ্ধতির অভাব।

২. পশ্চিম বাংলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের চিত্র

ক) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থকার ফজলুর রহমান এর ভুক্তিকরণ হয়েছে

রহমান, ফজলুর, ১৯৯৯ —
ইসলাম এবং .....

গ্রন্থকার আসগর আলী ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন

ইঞ্জিনীয়ার, আসগর আলী, ১৯৪০
ইসলাম এবং মুসলমান .....

ইমরান আলীকে করা হয়েছেন

আলী, ইমরান
Punjab under imperialism .....

এই গ্রন্থাগারে see reference এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে

Ali, Mahamed
see
Mohamed Ali

Ali, Kazaneigil
see
Kazaneigil Ali

এখানে বলা দরকার যে পাশ্চাত্য কোডের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে গিয়ে ইমরান আলীকে করা হয়েছে আলী, ইমরান। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা ক্রিকেট খেলোয়াড় ইমরান খানকে কখনোই খান, ইমরান বলে ডাকি না। তিনি সবসময়েই ইমরান খান নামেই পরিচিত। সুতরাং ইমরান আলী — র ভুক্তিকরণ করতে হবে ইমরান আলী রূপেই।

এই গ্রন্থাগারেও আবার কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছে যেমন

Qazi Zafrul Islam
কার্ল মার্কসের দেশে

Qaisul Haq
শব্দের সাঁকো

Rabia Khatun
ফেরারী সূর্য .....

মনে হয় আখ্যানপত্রে যা নাম আছে হুবহু সেটাকেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গ্রন্থকারের নাম বিভিন্নভাবে ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। যেমন

(কাজী), আবদুল ওদুদ
শাশ্বত বঙ্গ .....

আবদুল ওদুদ, কাজী
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ .....

(সৈয়দ) মুস্তাফা সিরাজ
নিষিদ্ধ প্রান্তর .....

মুস্তাফা সিরাজ (সৈয়দ)
সবুজ নক্ষত্র .....

মুজতবা আলী, সৈয়দ
দেশে বিদেশে ....

গ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

এই খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামের ভুক্তিকরণ কিভাবে করা হয়েছে তার নমুনা নীচে দেওয়া হল।

i) (কাজী) নজরুল ইসলাম
কাব্য আমপারা। ৩য় সং. কলিকাতা, ১৯৫৬ খ্রীঃ

ii) নজরুল ইসলাম (কাজী)
নজরুল রচনা সম্ভার। আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত

কিন্তু অন্যত্র দেখা যাচ্ছে —

কাজী আকরস হোসেন
যুদ্ধ জয়ের দিনগুলো
.....

বাংলাদেশ ও আমাদের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীগুলিতে বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারের নাম কিভাবে ভুক্তিকরণ করা হয়েছে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয়।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্তি স্বীকার

[গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশনার জন্য প্রেরিত নিম্নলিখিত রচনাগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য রচনা প্রকাশে বিলম্ব ঘটছে। এজন্য মার্জনাপ্রার্থী। — সম্পাদক]

১। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের মান কি হওয়া উচিত?
— শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়

২। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার : মেদিনীপুর শহরের ১৫০ বছরের এক ঐতিহ্যবাহী পাঠাগার প্রসঙ্গ
— মিলন কুমার সরকার

৩। পাঠক বৃদ্ধির উপায় — উল্টোদিক থেকে দেখা
— শিবানন্দ পাল

৪। প্রাক্ বৃটিশ ভারতের গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
— শ্রী অরবিন্দ মাঝী

সেমুর লুবেৎজ্‌কি (Seymour Lubetzky) (১৮৯৮-২০০৩)

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

Descriptive cataloguing প্রথার জনক Seymour Lubetzky পরিণত বয়সেই (১০৪ বছর) ১২ এপ্রিল ২০০৩-এ চলে গেলেন। গত বছর ১০৪ বছরে পা দেবার কিছু আগেই American Library Association (ALA) তাঁকে সম্মানীয় আজীবন সদস্য পদে নির্বাচিত করেন। এটাই হ'ল ALA প্রদত্ত উচ্চতম সম্মান। তাঁর জন্ম নাম Shamryahu Lubetzky। এখন Belaerus নামে পরিচিত দেশের Zelva (অথবা Zelwa) গ্রামে ১৮৯৮ সালে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি সেখানে একটি হিব্রু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ১৯২৭ সালে তিনি আমেরিকাতে চলে আসেন এবং University of California at Berkley থেকে ১৯৩২ সালে জার্মান ভাষায় MA ডিগ্রী লাভ করেন। উত্তর জীবনে তিনি ছটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা নিয়ে University of California at Los Angeles(UCLA) -র গ্রন্থাগারে সূচীকারক হিসাবে যোগ দেন। UCLA-র সঙ্গে ছিল তাঁর আজীবন সম্পর্ক। **Library Quarterly** পত্রিকায় সূচীকরণ সম্বন্ধে তাঁর লেখা এবং ১৯৩৯ সালে ALA-এর বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত একটি প্রবন্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ফলে Library of Congress (LC) ১৯৪৩ সালে তাঁকে ছমাসের জন্য LC-র সূচীকরণ প্রথার আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করবার জন্য নিয়োগ করে। এর ফলশ্রুতি হ'ল **Studies of Descriptive Cataloging - A Report to the Librarian of Congress by the Director of the Processing Department (1946)**। নিজের লেখা এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি ১৯৪৯ সালে **Rules for Descriptive cataloging in the Library of Congress** প্রণয়ন করেন। এর আগে প্রকাশিত সূচীকরণ আইন কানুনে - যেমন ১৯০৮ সালের **Cataloguing Rules** (ইংরেজী এবং আমেরিকান সংস্করণ অথবা ALA সংকলিত **ALA Cataloging Rules for Author and Title Entries** - যাকে ১৯০৮ সালের Cataloguing Rules- এর দ্বিতীয় সংস্করণ বলা হয়- Descriptive cataloguing প্রথার কোন উল্লেখই নেই। এরপর ১৯৫৩ সালে Lubetzky **ALA Cataloging Rules** -এর তীব্র সমালোচনা করে একটি গ্রন্থ লেখেন। এটির পুরো নাম **Cataloging Rules and Principles – A Critique of the ALA Rules for Entry and a Proposed Design for Their Revision**। এটি Library of Congress কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

এর পর তিনি সূচীকরণ আইনকানুনের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। এর নাম **Code of cataloging rules-author and title entry – an unfinished draft ... prepared for Catalog Revision Commitee.** (American Library Association, March 1960)। এতে তিনি দাবী করেন যে তাঁর খসড়ায় আছে "... a well-defined theory and methodology of cataloging, a systematic analysis of the various aspects of the problem and a coherent body of principles and rules designed to produce an effective and reliable guide to the resources of a library"। তাঁর এ দাবী মোটেই অযৌক্তিক ছিলনা। এই খসড়াটি American Library Association অনুমোদন করেছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৬১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত International Conference on Cataloging Principles. কর্তৃক প্রকাশিত Statement of Principles - এ তাঁর খসড়ার অনেক প্রস্তাবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

Library of Congress যদিও তাঁকে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করেছিল তিনি ১৭ বছর এখানে কাটিয়ে ১৯৬০ সালে UCLA-তে ফিরে আসেন। UCLA - তে তিনি পুনর্গঠিত School of Library Service -এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে UCLA তাঁকে সম্মানীয় doctorate ডিগ্রী প্রদান করে। সূচীকরণ সম্বন্ধে তাঁর শেষ এবং অমূল্য অবদান হ'ল ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত **Principles of Cataloging**। সূচীকরণ সম্বন্ধে তাঁর সারাজীবনের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিচয় এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি গ্রন্থে তাঁর কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। প্রথমটি হ'ল **Seymour Lubetzky – Writings on the Classical Art of Cataloging** (Libraries Unlimited, 2001)। এর সম্পাদক হলেন Elaine Svenonious এবং Dorothy McGarry। অন্যটি হ'ল **The Future of Cataloging – Insights from the Lubetzky Symposium** (American Library Association, 2000)। ১৮ এপ্রিল ১৯৯৮-এ UCLA-র উদ্যোগে এই Symposium আয়োজিত হয়েছিল। এটির সম্পাদক হলেন Harkness Connell এবং

Robert L Maxwell।

Lubetzky বরাবরই সূচীকরণ-এর আইন কানুন প্রণয়ন করতে প্রথমে যথাযথ তত্ত্ব নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দিয়েছেন। উপরোক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে Michael Gorman তাই তাঁর প্রবন্ধে Lubetzky-কে "Man of Principles" আখ্যা দিয়েছেন।

প্রবন্ধটির ভূমিকাতে তিনি তাঁর অবদান সম্বন্ধে বলেছেন : The English literary critic F. R. Leavis wrote extensively on the Great Tradition of the English novel, which, if memory serves, began with George Eliot and ended with D. H. Lawrence. English-language descriptive cataloguing has its own Great Tradition – a tradition that began with Antonio Panizzi's "91rules" and reached its most recent peak in the work of Seymour Lubetzky. Because of his influence and the power of his ideas, it can truly be said that most suitable title for a history of Anglo-American cataloguing would be "From Panizzi to Lubetzky" (পৃ: ১২)

শোক সংবাদ

অধ্যাপক মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন বিশিষ্ট অধ্যাপক, পরিষদের আজীবন সদস্য, কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক্তন সদস্য ও পদাধিকারী, গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ গত ২০শে জুলাই, ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯২৭ সালে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় জন্মগ্রহণ। কাঁথি কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক হবার পর তিনি মেদিনীপুরের রাধামোহনপুর বিবেকানন্দ হাই স্কুলে কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ সালে তিনি পরিষদ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি যাদবপুরের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যোগ দেন এবং কিছুদিন পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। বাঙ্গালোরের ডি.আর.টি.সি. থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সরল ও মুক্তমনা, ছাত্রবৎসল, কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, বন্ধু বৎসল, গভীর রসবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ডকুমেন্টেশন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। তিনি পরিষদের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতাও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গ্রন্থাগার জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মর্মাহত। পরিষদের তরফে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

শ্রী অমর সেন

দমদম মতিঝিল কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অমর সেন গত ২৯শে মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। সদালাপী, গভীর রসবোধ সম্পন্ন, বন্ধুবৎসল প্রয়াত অমর সেন তাঁর বাসস্থান এলাকা বসুনগরে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বসুনগর সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারটি সম্প্রতি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করেছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঐ গ্রন্থাগারটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গত ১৪ই জুন, ২০০৩ বসুনগর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে প্রয়াত সেনের স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত সেনের মৃত্যুতে পরিষদ বেদনাহত এবং তাঁর পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

[সাম্প্রতিককালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের সময় ইরাকের জাতীয় গ্রন্থাগার, ধর্মীয় বিষয়ের মন্ত্রকের গ্রন্থাগার প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের আজীবন সদস্য অরুণকান্তি দাশগুপ্ত আই.এল.-এর সভাপতি এবং ইয়াসলিকের সম্পাদককে একটি পত্র পাঠান। ইংরাজীতে লেখা সেই চিঠির একটি প্রতিলিপি পরিষদের নেতৃত্বের কাছেও এসেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল চিঠিটির বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল। — সম্পাদক]

সভাপতি

ইন্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, নিউ দিল্লী

সাধারণ সম্পাদক,

ইয়াসলিক, কলকাতা

প্রিয় মহাশয়,

আপনি অবগত আছেন যে লুণ্ঠনকারী এবং অগ্নিসংযোগকারী দুর্বৃত্তরা ইরাকের জাতীয় গ্রন্থাগার তছনছ করেছে এবং গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বহু মূল্যবান বইপত্র ভস্মীভূত হয়েছে। এইভাবে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে গেছে। একই দশা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ের মন্ত্রকের গ্রন্থাগারের, যেখানে পবিত্র কোরানের এবং অন্যান্য ধর্মীয় পাণ্ডুলিপির দুর্লভ সংগ্রহ ছিল। ঐ কোরানগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন। গ্রন্থাগার আক্রমণের এই বর্বরতা ঘটেছে এমন একটি জাতির সৈন্যদের সামনে যাঁরা তাঁদের বিশাল জাতীয় গ্রন্থাগার—লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস-এর জন্য যথার্থই গর্ববোধ করেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এই লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের দ্বারা ভস্মীভূত মাত্র চারবছরের পুরোন একটি গ্রন্থাগারের ধ্বংসস্তূপের উপর। সেই সময়ে ঐ তরুণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্ভারের সংগ্রহ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০০। গ্রন্থাগারের ঐ গ্রন্থসম্ভার সংগৃহীত হয়েছিল আমেরিকার সিনেটর (Senator) এবং জনপ্রতিনিধিদের জন্য ওয়াশিংটন ডি.সি.-র নিকটবর্তী অঞ্চলে নতুন রাজধানীতে ঐ গ্রন্থাগারটি ক্রমশঃ গড়ে উঠছিল। যে মুহূর্তে টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson, 1743-1826) কংগ্রেসের প্রথম গ্রন্থাগারের ক্ষতির কথা জানতে পারলেন, তিনি তাঁর প্রায় ৬৪৮০টি খন্ড নিজস্ব সংগ্রহ বিক্রয়ের প্রস্তাব দেন।

বর্তমানে ঐ লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস আমেরিকার জাতীয় স্মৃতির মূর্ত প্রকাশ রূপে অবস্থান করছে। এই ঘটনার উল্লেখ করে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Princeton University) ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপক রবার্ট ডারনটন (Robert Darnton) "একটি দেশের অতীত পোড়াও এবং এর ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা দেখাও" (Burn a Country's Past and You Torch its Future) শীর্ষক ওয়াশিংটন পোস্ট (২০শে এপ্রিল, ২০০৩)-এ প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক রচনায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন "....এটি ধ্বংস করায় ব্রিটিশ হানাদাররা কোন দেশের জাতীয় পরিচিতি গড়ে তোলে এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আঘাত হেনেছে। .... জাতীয় গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়ম যে সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করে সেগুলি থেকে সেই দেশের জাতীয় পরিচিতি গড়ে ওঠে।" ডারনটন প্রশ্ন করেছেন, বিদেশী সৈন্য এফ.বি.আই. হেড কোয়ার্টার (FBI Headquarter) এবং ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট পাহারা দিচ্ছেন এই অবস্থায় আমেরিকার লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল আর্কাইভকে যদি একদল দুর্বৃত্ত ধ্বংস করে তাহলে একজন আমেরিকান-এর প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে? তিনি আরও বলেছেন যে যখন আমেরিকান সৈন্যরা ইরাকের তৈল এবং আভ্যন্তরীন মন্ত্রণালয়ের চারিদিকে রক্ষাব্যূহ রচনা করে লুণ্ঠনকারীদের অবাধে জাতীয় গ্রন্থাগারকে ধ্বংস করতে এবং জাতীয় মিউজিয়ামকে লন্ডভন্ড করতে দিয়েছিল তখন ইরাকীদের কি রকম অনুভূতি হয়েছিল সেটা জানলে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু ধারণা হতে পারে। ১২৫৮ সালের মোঙ্গল আক্রমণে (Mongol invasion) ইরাকী সভ্যতার যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাণ ২০০৩ সালের আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনে ইরাকী সভ্যতার ক্ষতির পরিমাণের তুলনায় কম। আমেরিকান প্রশাসনের এই অপরাধযোগ্য উপেক্ষাকে তীব্র নিন্দা করে অধ্যাপক ডারনটন বলেন একটি গ্রন্থাগার বা একটি মিউজিয়ম-এর ক্ষতির অর্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য মানবতার সঙ্গে মানবজাতির সংযোগ ছিন্ন হওয়ার ক্ষতি। এটাই ঘটেছে বাগদাদে। কিন্তু যখন ক্ষতির প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারী ডোনাল্ড এইচ রামসফিল্ডকে (Donald H Rumsfield) নির্বিকার দেখা

গেছে। পেন্টাগনের এক সাংবাদিক সভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি ব্যাখ্যা করেন "এই দেশে (ইরাকে) লুট হচ্ছে আমরা দেখেছি। আমরা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন দেশে সকার খেলায় (Soccer Games) দাঙ্গা হতেও দেখেছি।" এই বলে তিনি পরবর্তী প্রশ্ন করতে বলেন।

আমি জানি না আমেরিকা সরকারের এই সংবেদনহীনতার অপরাধ সম্পর্কে আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন বা ইউ. কে.-র লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন কোন প্রতিবাদ জানিয়েছে কিনা। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি আমাদের গ্রন্থাগারিকদের দুইটি জাতীয় স্তরের সংগঠন আমেরিকা সরকারের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা করবেন। ঐ দুই সংগঠনের এ ব্যাপারে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত এবং ভারতে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসের মাধ্যমে ঐ প্রস্তাব আমেরিকা সরকারের কাছে পাঠানো উচিত। ঐ নিন্দাসূচক প্রস্তাবের প্রতিলিপি আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন, ইউ. কে.-র লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে পাঠানো উচিত।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও জানাচ্ছি যে ১৯৭০ সালের শেষের দিকে বাগদাদে থাকাকালীন ইরাকের ঐ উল্লেখযোগ্য, অপূর্ব জাতীয় গ্রন্থাগার অনেকবার পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সময় সাদ্দাম হোসেন ছিলেন ইরাকের উঠতি নেতা।

ধন্যবাদ সহ,

আপনার বিশ্বস্ত,

এ. কে. দাশগুপ্ত

আজীবন সদস্য, আই. এল. এ. ও ইয়াসলিক

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (1/8 পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (1/16 পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
হরেকৃষ্ণ কোঙার সরণী, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬

গত ২০শে জুন, ২০০৩ দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে অবস্থিত তথ্যকেন্দ্রে দুর্গাপুর নগর নিগম, সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহেতির উপর রবীন্দ্র রচনাকে ভিত্তি করে চল্লিশজন চিত্রকরের চল্লিশটি চিত্রকলার পাঁচদিন ব্যাপী এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর চিত্রকলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রী প্রবীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন মেয়র শ্রী রথীন রায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী প্রবীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন স্থানীয় মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদক — মৃদুল মিত্র।

জগতাগাঁও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র গ্রামীণ গ্রন্থাগার
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

গত ১২ই জুন, ২০০৩ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার জগতাগাঁও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে নবনির্মিত কক্ষের দ্বারোদঘাটন করেন পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা শ্রীমতী স্বপ্না রায়। নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

দেবীনগর শক্তিসংঘ গ্রামীণ পাঠাগার
উত্তর দিনাজপুর

গত ১৩ই জুন, ২০০৩ উত্তর দিনাজপুর জেলার দেবীনগর শক্তিসংঘ গ্রামীণ পাঠাগারের পাঠকক্ষ ও পাঠ্যপুস্তক কক্ষের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা শ্রীমতী স্বপ্না রায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলাশাখার সভাপতি শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের অর্থানুকূল্যে এই ভবন নির্মাণ ও পাঠ্যপুস্তক পরিষেবা কক্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, পাঠক-পাঠিকা, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া

গত ১৫ই জুলাই, ২০০৩ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে "রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ সন্ধ্যা" অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠানে সদস্য/সদস্যা ছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রী সুশান্ত হাজরা ও শ্রী সুবোধ বসু রায়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া ২০০৩ সালের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থাগারের সেরা শিশু পাঠক, সেরা মহিলা পাঠক, সেরা সাধারণ পাঠক এবং বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্র ও সংবাদপত্র বিভাগের সেরা পাঠকদেরও পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সদস্য সদস্যা, পাঠক-পাঠিকা, ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় বহু গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম

গত ১৬ই জুলাই, ২০০৩ বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উপলক্ষে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই উপলক্ষে "পরিবেশ ভাবনা" শীর্ষক এক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শিশুদের "পরিবেশ" বিষয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং "পরিবেশ রক্ষা বৃক্ষ" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিশ্বভারতীর অ্যাগ্রো-ইকনমিক রিসার্চ সেন্টারের ডাইরেক্টর অধ্যাপক কাজী মোঃ কামরুল রহিম মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকায় আলোচনার বিষয়বস্তু গভীরতর মাত্রা পায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডি.এল.ও শ্রী সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বহু সদস্য, সদস্যা, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — তরুণ মুখার্জী।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাবলী নিয়ে সাক্ষাৎকার

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার কলেজ গ্রন্থাগার ও কলেজ গ্রন্থাগারিক সম্পর্কিত কিছু সমস্যাবলী সমাধানের জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের কাছে এক সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়। সাক্ষাৎকারের ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

ক) পদমর্যাদার প্রশ্নে উপাচার্য মহাশয় সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিকট অনুরূপ স্মারকলিপি দেওয়ার উপদেশ দেন যাতে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা একটা আলোচনা করতে পারেন।

খ) হাজিরা খাতা গ্রন্থাগার বিভাগের জন্য আলাদার প্রস্তাব দেন।

গ) বিভিন্ন কলেজগুলি পরিদর্শনের সময়ে শূণ্য পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা করার পরামর্শ কলেজ কর্তৃপক্ষকে দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

প্রতিবেদক — মদন মন্ডল।

গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়নে ডেপুটেশন

গত ৩রা জুলাই, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে দার্জিলিং জেলার-গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের নিকট এক দশ দফা দাবির স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান, অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পরিষেবার মানোন্নয়ন, কেরিয়ার গাইডেন্স ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করা, পরিষেবার স্বার্থে শূণ্য পদে কর্মী নিয়োগ, অবিলম্বে এল.এল.এ সভা আহ্বান করা, গ্রন্থাগার পরিষেবা ক্ষুণ্ণ করে ডি.এল.ও অফিসে কর্মী বদলি বন্ধ করা, অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক অনুদান ও মোবাইল সার্ভিসের অর্থ কেটে রাখা বন্ধ করা, কর্মীদের সার্ভিস বুক সম্পূর্ণ করা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব সুদসহ নিয়মিত দেওয়া, কালিম্পং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষন কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে শিক্ষণ চালু করা প্রভৃতি।

প্রতিবেদক — বিষ্ণুপদ ঘোষ।

বসুনগর গ্রন্থাগার
সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ১৫ই মার্চ, ২০০৩ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম সাধারণ গ্রন্থাগার বসুনগর গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান বসুনগরের ডাঃ করুণাকান্ত রায় স্মৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উপঅধিকর্তা শ্রীমতী স্বপ্না রায়, পরিষদের কার্যকরী সদস্য শ্রী প্রবীর দে, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রী শরৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। সভায় বহু সদস্য ও স্থানীয় গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — প্রবীর দে।

কসবা সাধারণ পাঠাগার, কসবা, কলকাতা
শতবর্ষ উদ্‌যাপন

কসবা সাধারণ পাঠাগারের শতবর্ষ পদার্পণের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হয় গত ২৪শে জুলাই ও ২৭শে জুলাই, ২০০৩ যথাক্রমে পাঠাগার ভবন ও চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভবনে। ঐ দুইদিন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ২৭শে জুলাই এর সভার প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার। তিনি পাঠাগারের সদস্যসংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তিনি পাঠাগারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তার বহুমুখী কাজকর্ম পরিচালনার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী কণা বসু মিশ্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অবাঞ্ছিত প্রভাব কাটিয়ে পাঠাগারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সুসাহিত্যের রস আস্বাদন করতে বলেন। পাঠাগারটির শতায়ুকে স্মরণ করে ও প্রতিষ্ঠানকে আগামীদিনে সার্থক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার আশা রেখে এবছর পাঠাগার কর্তৃপক্ষ কিছু দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য (ক) পাঠাগারের নবনির্মিত দ্বিতল কক্ষে একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (খ) পাঠাগারের কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগ (গ) প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি সংরক্ষণ এবং (ঘ) পাঠাগার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় "আলোর পরশ" এর ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার বিভাগ চালু করা প্রভৃতি। শতবর্ষ উপলক্ষে সারা বছর ধরে নানা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, পুস্তক প্রদর্শনী, সাহিত্য সভা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক ও পাঠাগারের সদস্য/সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে পদযাত্রা ও বইমেলা সংগঠিত করার পরিকল্পনাও আছে। দুই দিনের অনুষ্ঠানেই পাঠাগারের বহু সদস্য সদস্যা, শুভানুধ্যায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, বেলুড়

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, পঃ বঃ সরকারের অনুদানে এবং জনসাধারণের সাহায্যে প্রায় ৫লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার (বেলুড়)-এর নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। গত ২৩শে থেকে ২৫শে মে, ২০০৩ দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব উপলক্ষে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব উপলক্ষে গ্রন্থাগারের এই অনুষ্ঠান অঞ্চলের মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত অষ্টাদশ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আগামী ২৫শে আগষ্ট, ২০০৩ থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে ছয়দিন — সোমবার থেকে শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ২১শে আগষ্ট, ২০০৩।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোন। ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

পরিষদ সংবাদ

তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪০৮

১৪০৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্যামসুন্দর কুণ্ডু ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস রচিত "রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি-উদাহরণের ধারা — একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রূপে বিবেচিত হয়েছে।

আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ রবিবার দুপুর ২টায় পরিষদ ভবনে পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপরোক্ত লেখকদের তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪০৮ প্রদান করা হবে।

৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ রবিবার পরিষদ ভবনে দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। বিগত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থাগার পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৪১০, ৫৩ বর্ষ, সংখ্যা - ৫) ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, (২০০২-২০০৪) সালের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র, আয়ব্যয়ের হিসাব (২০০১-২০০২) এবং বার্ষিক বিবরণ (২০০১-২০০২) প্রকাশিত হয়েছে এবং সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। এগুলি সদস্যদের নিকট পৃথকভাবে আর পাঠানো হবে না। *।। কর্মসচিব।।*

সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে ঐ সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আজকাল পত্রিকার মুখ্য চিত্রশিল্পী শ্রী দেবব্রত ঘোষ। বক্তৃতার বিষয় : বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। সদস্যদের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। *।। কর্মসচিব।।*

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের আলোচনাচক্র

আগামী ৮ই নভেম্বর, ২০০৩ (শনিবার) "বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" শীর্ষক সারাদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ (শুক্রবার) বিকাল ৪.৩০টায় পরিষদ ভবনে এই ব্যাপারে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের সদস্যদের ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

।। কর্মসচিব।।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫০ বছরের অধিক নিয়মিত প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়।

— সম্পাদক

Sixth-National Convention on Library and Information Networking

NACLIN 2003

Theme

"Managing Knowledge Resources in the Digital Era"

October 14-17,2003

Venue: Jadavpur University

Kolkata-700032

Organised by

DELNET-Developing Library Network, New Delhi-110003

JADAVPUR UNIVERSITY, Kolkata-700032

The National Convention is scheduled for four days. The first two days are exclusively designed for conducting tutorials by experts on the following topics: **1). Metadata & Dublin Core 2). Building Subject Gateways 3). UNICODE Applications 4). MARC 21.**

The next two days will focus on the theme of the National Convention: "Managing Knowledge Resources in the Digital Era". This theme is divided into several sub-themes as detailed below: Digitisation of knowledge resources, Digital resources creation, On-line information resources/products and services, Subject analysis and representation, Database technology, Bibliographic formats, Retro-conversion, Digital information retrieval, Exploring Internet resources, Networking and consortia techniques, Conservation of digital resources, Application of knowledge management, Metadata and Dublin Core, Knowledge Technology.

Submission of paper :-

Participants are welcome to contribute papers for presentation at the National Convention on the above sub-themes or related themes. The papers should be based on research, survey, case studies or action plans rather than theoretical explanations. Papers should reach the Director, DELNET, 40 Lodhi Estate, Max Mueller Marg, New Delhi 110003 on or before August 31,2003. They should be submitted on A4 size paper and on 1.44MB floppies or through E-mail. Papers should contain the name of the author, title of the article , name of the affiliating Institute, mailing address and E-mail address. The contributors will be communicated about the acceptance of the paper by Director, DELNET to enable them to present their papers. Please ensure that the paper submitted should not have already been published elsewhere. The editors will have the right to edit the papers before acceptance is communicated.

Participatation Fee

The following will be the charges for Registration and Tutorials. Registration will be accepted upto 14th October,2003.

Members of DELNET **Rs.2,500**

Non-Members **Rs.4,000**

Library Professionals Working in West Bengal/North-Eastern States and Bangladesh **Rs.2,000**

Participation fee includes fee for attending the tutorials and the National Convention including kit, tea, lunch and dinner.

Address for Communication

Registration / Accommodation:

Mr. Binod Bihari Das
Organising Secretary, NACLIN 2003
Chief Librarian
Jadavpur University
Kolkat-700032
Tel: 91-33-24146460, 24146866/ Fax : 91-33-2414-6414 / 91-33-2413-7121
Email : chief_librarian@jdvu.ac.in

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

Annual Report Including Statement of Accounts
for the year
2001-2002
(1st April 2001 - 31st March 2002)

P-134, C.I.T. Scheme - 52
Kolkata - 700 014
Phone : 2244 6866

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২০০০ - ২০০২

কাউন্সিল সদস্যের তালিকা

সভাপতি	ঃ	শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি	ঃ	শ্রী অরুণ রায়, শ্রীমতি সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী বীরেন্দ্র কুমার চন্দ, শ্রী অসিতাভ দাশ, শ্রী হিরণ কুমার দত্ত
সাধারণ কর্মসচিব	ঃ	শ্রী অনুপ কুমার সরকার
যুগ্ম কর্মসচিব	ঃ	শ্রী পুলক কর
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা
সম্পাদক (গ্রন্থাগার)	ঃ	ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী
সহ-সম্পাদক	ঃ	শ্রী নির্মাল্য রায়

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ

শ্রীমতি বীথি বসু, শ্রীমতি অনুশ্রী রায়, শ্রী প্রবীর নাগ, শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী প্রবীর কুমার দে, শ্রী গোপীকাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রী গৌতম গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী, ডঃ বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী

অন্য কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ঃ

শ্রী দেবতোষ দালাল, শ্রী বিমল নারায়ণ শূর, শ্রী বিশ্ববরণ গুহ, ডঃ যতীন্দ্রনাথ শতপথী, ডঃ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাশ), শ্রীমতি অর্চনা শ্রীমানি, শ্রী বাদল গুহ, শ্রী প্রণবানন্দ জানা, শ্রী বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত, শ্রীমতি বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি চন্দনা চক্রবর্তী, শ্রী তরুণ কুমার মন্ডল এবং পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকবৃন্দ (পদাধিকার বলে)

প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য ঃ

মুর্শিদাবাদ - বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, নদীয়া - কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল কাম মিউজিয়াম, পুরুলিয়া - বারুদি নেতাজী ক্লাব এন্ড লাইব্রেরি, বাঁকুড়া - ধ্রুব সংহতি পাঠাগার , বর্দ্ধমান - স্বামীজি মিলন মন্দির, কাইতি ডঃ মৃগেন্দ্র মিত্র পাঠাগার, হুগলী - চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, হাওড়া - বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, মালদহ - মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা (উ) - ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির, কলকাতা - আজাদ হিন্দ পাঠাগার, দার্জিলিং - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাবডিভিসনাল লাইব্রেরি, পূর্ব মেদিনীপুর - তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, পশ্চিম মেদিনীপুর - বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম - ৫২

কলিকাতা - ৭০০ ০১৪

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩, রবিবার পরিষদ ভবনে দুপুর ২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ও পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব সদস্যদের অবগতির জন্য এই সঙ্গে পাঠানো হল।

আলোচ্য বিষয়সমূহ :

১। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

২। ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন।

৩। ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৪। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ১৪০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান।

৫। সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা।

৬। ২০০২-২০০৪ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন।

৭। বিবিধ (সভাপতির অনুমতিক্রমে)

০৮.০৮.২০০৩
পরিষদ ভবন

অনুপ কুমার সরকার
সাধারণ কর্মসচিব

বিঃ দ্রঃ - কোন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক হলে সেই প্রস্তাব বড় কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনের জন্য ১৬.৯.২০০৩ তারিখে রাত ৭-৩০ মিঃ এর মধ্যে অবশ্যই পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রস্তাব বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা যাবে না।

পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত ধারার প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে :

১। যে ব্যক্তির নাম সদস্য তালিকা ভুক্তিকরণের তারিখ থেকে ১২ মাস পূর্ণ হয়েছে এবং যাঁর চাঁদা ২০০২-২০০৩ সাল অবধি দেওয়া আছে তিনি ভোট দিতে পারবেন। [Rule 15 (iii)]

২। পরিষদের ধারানুযায়ী যাঁরা ২০০২-২০০৩ সালের চাঁদা বাকি রেখেছেন তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না, অথবা সদস্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩। পরিষদের কাউন্সিল ২০০২-২০০৩ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে : পরিষদের কর্মকর্তা যথা, একজন সভাপতি, পাঁচজন সহ-সভাপতি, একজন কর্মসচিব, একজন যুগ্মকর্মসচিব, একজন সহ-কর্মসচিব, একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন সম্পাদক (গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য), দাতা আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে কুড়ি জন নির্বাচিত সদস্য, জেলাসমূহ থেকে আসন সংখ্যা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা কমিটির সম্পাদকদের নিয়ে পরিষদের কাউন্সিল গঠিত হবে। [Rule 28]

(ক) উপরে উল্লেখিত কর্মকর্তা পদে পরপর তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন এরূপ ব্যক্তির ঐ পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। [Rule 64]

(খ) উপরে যে কোন পদে উপযুক্ত নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র একজন প্রস্তাবকের স্বাক্ষরসহ যথারীতি সঙ্গে দেওয়া মনোনয়ন পত্র পূরণ করে পরিষদের কার্যালয়ে (পি. ১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম-৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪) আগামী ১৭.৯.২০০৩ রাত ৭-৩০-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

(গ) নিয়মানুযায়ী প্রস্তাবকেরও পরিষদের বৈধ সদস্যপদ ও ভোটদানের অধিকার থাকা চাই, অন্যথায় মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে যাবে।

(ঘ) যে-সব মনোনয়ন পত্র নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা পড়বে সেগুলিকে আগামী ১৮.৯.২০০৩ তারিখ রাত ৭ টায় পরিষদের সাধারণ কার্যালয়ে (পি. ১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম-৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪) অনুষ্ঠিতব্য কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রস্তাবক ও নির্বাচিত প্রার্থী ঐ সময় উপস্থিত থাকতে পারেন।

(ঙ) মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে হলে ১৯.৯.২০০৩ তারিখ রাত ৭ টার মধ্যে সাধারণ কর্মসচিবের কাছে লিখিত পত্রের মাধ্যমে জানাতে হবে।

(চ) বৈধ সদস্যদের তালিকা পরিষদের সাধারণ কার্যালয়ে দেখা যাবে।

(ছ) প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতিপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

(জ) বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের বার্ষিক বিবরণী সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

পরিষদের কার্যালয়ের সময় :

বেলা ২ টা থেকে রাত ৯ টা (রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত)

ফোন নং - ২২৪৪ ৬৮৬৬

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম - ৫২

কলিকাতা - ৭০০ ০১৪

মনোনয়নপত্র

আমি এতদ্বারা শ্রী .....

(ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম)

.....

(পূর্ণ ঠিকানা)

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের ২০০২-২০০৪ সালের .....

পদের জন্য প্রস্তাব করছি।

....

তারিখ (প্রস্তাবকের স্বাক্ষর)

(প্রস্তাবকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা)

.....

(কি ধরণের সদস্য)

আমি শ্রী .....

(প্রার্থীর পূর্ণ নাম)

এই প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করে মনোনয়ন পত্র দাখিল করছি।

.....

(প্রার্থীর স্বাক্ষর)

.....

(প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা)

.....

(কি ধরণের সদস্য)

মনোনয়ন পত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময়

.....

কর্মসচিব,

মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর গৃহীত / বাতিল হইল।

.....

সভাপতি

তাং.....

বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম - ৫২
কলিকাতা - ৭০০ ০১৪

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দ :

আমরা আজ (২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩) পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (২০০১-২০০২) মিলিত হয়েছি। বিগত ২রা মার্চ, ২০০৩ পরিষদ ভবনে পরিষদের ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০২-২০০৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১. প্রয়াত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা

আমরা এই সময়কালে হারিয়েছি পরিষদের সদস্য বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের পূর্বতন গ্রন্থাগারিক কমলেশ ভট্টাচার্য মহাশয়কে, সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং পরিষদের আজীবন সদস্য কালিদাস দে এবং গৌরহরি সাহা, উত্তর দমদম শহর গ্রন্থাগারের নিরুপা দে, কোচবিহার জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী এবং পরিষদের সদস্য সুধাংশু শেখর রায়কে। এঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি প্রাকৃতিক দুর্যোগে, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে এবং সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের দ্বারা নিহত মানুষদের।

এছাড়া ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত যে সকল ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটেছে তাঁদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমরা তাঁদের পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

২. বার্ষিক সাধারণ সভা, কাউন্সিল সভা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভা।

২.১ বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় ৮১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ১০ জন সদস্য খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। এই আলোচনার মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের বেতন, স্কুল গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন, কলেজ গ্রন্থাগারিকদের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশনের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, পরিষদের আর্থিক দুর্বলতা কাটানোর পরিকল্পনা, সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা দেওয়া, সাধারণ গ্রন্থাগারের সাইকেল পিয়ন কর্মীদের পদবীর পরিবর্তন, সময়ানুসারে বার্ষিক সাধারণ সভা করা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। এই সভায় আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে বার্ষিক সাধারণ সভার খসড়া প্রতিবেদন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। পৃথকভাবে খসড়া প্রতিবেদন সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়। আলোচনান্তে ২০০০-২০০১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহীত হয়। পরিষদের ২০০০-২০০১ সালের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করা হয়। আলোচনান্তে হিসাব সভায় গৃহীত হয়।

এই সভায় গ্রন্থাগার পত্রিকায় ১৪০৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "তথ্যাধার হিসাবে ইন্টারনেট—তথ্য উদ্ধার/খননের বিশ্বস্ত সুলুক সন্ধান" বিষয়ক প্রবন্ধের লেখক শ্রী নন্দদুলাল বসাককে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান করা হয়।

[দ্রষ্টব্য : গ্রন্থাগার, শ্রাবণ, ১৪০৭, বর্ষ ৫০, সংখ্যা-৪ (July-August, 2000, Vol. 50, No-4) সংখ্যা]

২.২ কাউন্সিল সভা

আলোচ্য বছরে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে পরিষদ ভবনে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ৩৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচীর মধ্যে ১১ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় সদস্যগণ জেলাগুলিতে L.L.A. সভা নিয়মিত করার জন্য, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শনের রিপোর্ট গ্রন্থাগারগুলিকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা, বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, CLIC প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত বেকার ছাত্রদের নিয়োগ করা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে বই ও পরিষেবার দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে জেলায় কর্মসূচী পাঠানো এবং কর্মসূচী পালনের উৎসাহ দেওয়া, R.A.R.L.F.-এর অনুদান পাওয়ার পদ্ধতি গ্রন্থাগারগুলিকে জানানো ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়।

সভায় ২০০১-২০০২ সালের বাজেট পেশ করা হয়। আলোচনান্তে বাজেট গৃহীত হয়, তবে আয়ের সংস্থান অনুসারে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২.৩ কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

উল্লিখিত বছরে কার্য নির্বাহক সমিতির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যনির্বাহক সমিতির ২১ জন সদস্যের অধিকাংশ সদস্যই সভাগুলিতে উপস্থিত থেকেছেন। এই সভাগুলিতে পরিষদের দৈনন্দিন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং সরকারি স্তরে যোগাযোগ রক্ষা এবং ডেপুটেশন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, সুশীল কুমার ঘোষ এবং রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা প্রদান, গ্রন্থাগারিক দিবস, UNIMARC কোর্স, গ্রন্থাগার দিবস, কলেজ গ্রন্থাগারিকদের স্মারকলিপি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর শিক্ষণ বিভাগের গ্রন্থাগার সংগঠন করা, ৪৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তুতি, বাজেট পেশ, বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের গ্রন্থাগারের পুস্তক বিন্যাস, পরিষদ কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, পরিষদের সল্টলেকের জমি ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩. বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

আলোচ্য বছরে ৪৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১০-১২ মে, ২০০২ জলপাইগুড়ি শহরে সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলাকেন্দ্র মঞ্চে ৪৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

৪. গ্রন্থাগার দিবস

গত কয়েক বছরের মত এ বছর গ্রন্থাগার দিবস বেশ আগ্রহের সঙ্গে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে যেমন সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলি এক পক্ষ কাল ধরে গ্রন্থাগার দিবস পালন করছেন তেমনি কোন কোন বেসরকারি বা অ-পোষিত গ্রন্থাগারগুলিও গ্রন্থাগার দিবস পালন করছেন। কোন কোন জেলা কমিটিও এই দিবস নিজেদের উদ্যোগে পালন করেছেন; পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, সাক্ষরতা প্রসার সমিতি এবং বিজ্ঞান মঞ্চও অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর, ২০০১ মৌলালী যুব কেন্দ্রে গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সমাবেশ উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন গাঁথাগার থেকে গ্রন্থাগার শব্দটি এসেছে। গ্রন্থ এক একটি মানুষের চেতনাকে বেঁধে রাখে। বিশেষ অতিথি বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন বইকে বলা হয় মানুষের চেতনার প্রতিফলন, সভ্যতা, সংস্কৃতির পাহারাদার। ডঃ রামানুজ ভট্টাচার্য বলেন সমাজের প্রয়োজনে বই। তথ্য প্রযুক্তির যুগে বই এক মূল্যবান হাতিয়ার। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অমিয় দেব বই এবং বই-এর ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল গ্রন্থাগারকে পাঠকের ব্যবহারের উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে পরিষদ প্রকাশিত শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জীর (১৯৩১-১৯৪৭) উদ্বোধন করেন অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. পরিষদের সদস্য তালিকা

সদস্যদের অবগতির জন্য আলোচ্য বছরের নথীকৃত সদস্যদের মোট সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হল :—

৫.১ সদস্য সংখ্যার তালিকা

সাল	আজীবন ও দাতা	ব্যক্তিগত	প্রতিষ্ঠানগত	মোট
১৯৯৯-২০০০	১৪৬৯	১৭৯	২২৪	১৮৯৫
২০০০-২০০১	১৫৬০	৬৫১	২৯৩	২৫০৪
২০০১-২০০২	১৬৪৫	১৬৫	২৩১	২০৪১

৫.২ সদস্য সংখ্যা সংযোজন

- চিহ্ন দ্বারা সংখ্যা হ্রাস দেখানো হয়েছে।

সাল	আজীবন ও দাতা	ব্যক্তিগত	প্রতিষ্ঠানগত	মোট
১৯৯৯-২০০০	৪৬	-৬২.	-৭.	-২৩.
২০০০-২০০১	৯১	৪৭২	৬৯	৬৩২
২০০১-২০০২	৮৫	-৪৭২.	-৬২.	-৪৬৩.

জেলাওয়ারী সদস্য সংখ্যার তালিকা আলাদাভাবে সংযোজিত।

৫.৩ সদস্য তালিকা পর্যালোচনা

সদস্য তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি জেলা বাদে প্রায় প্রতিটি জেলায় ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কোন কোন জেলায় প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা একটিও নেই। এমনকি কোন কোন জেলায় প্রতিষ্ঠানগত সদস্য না থাকার ফলে কাউন্সিলে প্রত্যেক জেলার প্রতিষ্ঠানগত সদস্য থাকছে না। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে জেলা কমিটিগুলিকে প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচী ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহ করতে হবে।

৬. বিভিন্ন উপসমিতির কার্যবিবরণ

৬.১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতি

দেশের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট

কোর্সটি ১৯৩৭ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচ্য বছরে ৬৪ বছর পূর্ণ করেছে। দীর্ঘ কয়েক বছরের মত এ বছরও এই কোর্সের ২ বিভাগে (সাপ্তাহিক ও গ্রীষ্মকালীন) ১টি করে কোর্স পরিচালিত হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট কোর্সের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বছরে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের তিন বছরের ফলাফল দেওয়া হল :—

সাল	ছাত্রভর্তির সংখ্যা	মোট পরীক্ষার্থী	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার
১৯৯৯	১১৫	১০৪	৯৩	৮০.৮৬%
২০০০	১২৫	১০৩	৯২	৮৯.৩%
২০০১	১২৩	৯৮	৮৪	৮৫.৭%

২০০১ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে শ্রী পার্থ সারথি দাস মোট ৫৯০ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন।

৬.২ গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশনা উপসমিতি

পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের সংখ্যা খুবই কম। এ জন্য সমস্ত সদস্যকেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আশার কথা পরিষদ যে গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল গঠন করেছে তাতে সদস্যগণ অর্থ দান করছেন। অনেকে একাধিকবারও অর্থ দান করছেন। কিন্তু পত্রিকাকে স্বনির্ভর করার জন্য আগামী দিনে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার তহবিল সংগ্রহের উপর জোর দিতে হবে।

আলোচ্য বছরে পরিষদের উদ্যোগে ডঃ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সূচীকরণ", অসিতাভ দাস সংকলিত "গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্মিলিত সূচী (১৩৫৮-১৪০৭)" এবং গীতা চট্টোপাধ্যায়ের "বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১৯৩১-১৯৪৭)—৩য় খন্ড" প্রকাশিত হয়েছে। আগামীদিনে আরো গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬.৩ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার উপসমিতি

আলোচ্য বছরে কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের পূর্বের সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে না। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর নিকট ১০ আগষ্ট, ২০০১ তারিখে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে পরিষদ ভবনে কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬.৪ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

রাজ্য সরকার সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের পঠনপাঠন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরের বহু বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নতি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এজন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য একদিকে যেমন পাঠ্য পুস্তক সহ রেফারেন্স পুস্তক নিয়মিত ক্রয় করা প্রয়োজন, তদনুরূপ প্রতিটি বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে। এই গ্রন্থাগারিক নিয়োগ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হোক এই দাবি পরিষদ জানাচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দেওয়া হোক এই দাবিও পরিষদ করছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

৬.৫ সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি

কর্মীদের বকেয়া বেতনের (Arrear Salary) টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমস্যার বিষয় কোন কোন জেলায় সমাধান হয়েছে, কোন কোন জেলায় অভ চলছে। অনেক জেলায় কর্মীগণ অবসর গ্রহণের পর পেনশন পাচ্ছেন। কর্মীদের সকল সমস্যা সম্পর্কে পরিষদ ওয়াকিবহাল আছেন।

পরিষদের প্রতিনিধিগণ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জেলার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সভাগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। রাজ্য সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে যে সমস্ত প্রকল্প আছে পরিষদ সেই সব কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে পরিষদ নানাভাবে সহযোগিতা করছে। জেলায় জেলায় গ্রন্থমেলা, বৃত্তি সহায়ক কেন্দ্র স্থাপন, গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার মান উন্নয়নে পরিষদ নিয়মিত সহযোগিতা করে। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে যৌথভাবে জেলাস্তরে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিষদ নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে পরিষদ নানাভাবে সহায়তা করছে।

৬.৬ অর্থ ও পরিষদ ভবন উপসমিতি

পরিষদের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও আর্থিক রূপরেখা তৈরী করে এই উপসমিতি। যথা সময়ে বাজেট প্রস্তুত করা এবং আর্থিক হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করে যথাযথভাবে

নিরীক্ষককে দিয়ে নিরীক্ষণ করতে হয়। এ বছরও প্রয়োজনানুগ না হলেও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে যদিও পরিষদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়নি। প্রতি আর্থিক বছরে সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও পরিষদের আর্থিক অবস্থা দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায়নি। ফলে নিয়মিত ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থা কাটাতে সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে।

পরিষদ নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনমত সংস্কার করছে। এছাড়া সল্ট লেক-এ যে জমি পাওয়া গিয়েছে সেই জমিতে পরিষদের নতুন ভবন নির্মানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৭ পরিষদ গ্রন্থাগার উপসমিতি

রাজ্যের গ্রন্থাগার বৃত্তির শিক্ষণের উপযোগী গ্রন্থাগার হিসাবে পরিষদের গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই গ্রন্থাগারটি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্র-ছাত্রীগণ, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ ব্যবহার করেন।

আলোচ্য বছরে গ্রন্থাগারটি ১৬৫৫টি পুস্তক লেনদেন করেছে। ৭২৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেছেন এবং ১০,১৪০.৯০ টাকার পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। গ্রন্থাগার সংগ্রহে মোট ৯৫টি নতুন পুস্তক সংযোজিত হয়েছে।

৬.৮ ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

প্রতি বছরের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে এই উপসমিতি। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে সপ্তাহান্তিক এবং গ্রীষ্মকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীন বরণ উৎসব পালিত হয়।

আলোচ্য বছরে উপসমিতির শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব পালন করা সম্ভব হয়নি। এই উৎসব আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে উপসমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৬.৯ কম্পিউটার শিক্ষণ কেন্দ্র উপসমিতি

পরিষদ পরিচালিত কম্পিউটার শিক্ষণ কেন্দ্র উপসমিতি গত বছর এই কেন্দ্র চালু করবার পর সুনামের সঙ্গে ছয়টি (পঞ্চম থেকে দশম) কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পূর্ণ করেছে। ইতিমধ্যে কম্পিউটারের বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য UNIMARC কোর্স পরিচালনা করেছে। কম্প্যুটারের কোর্সগুলিতে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার কর্মীদের বিনা বেতনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৭. উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

(ক) সমাবর্তন উৎসব ঃ

পরিষদ পরিচালিত ২০০০ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য সমাবর্তন উৎসব ২৯ জুন, ২০০১, শুক্রবার পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতির সম্পাদক গৌতম গোস্বামী ২০০০ সালের পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পেশ করেন। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারিণী শ্রীমতী কাকলী মুখার্জীকে, তিনকড়ি দত্ত ও মৈথিলী সেনগুপ্ত স্মারক পদক এবং সলিল চাকলাদার গ্রন্থ পুরস্কার প্রদান করেন এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন।

(খ) গ্রন্থাগারিক দিবস ঃ

১২ আগস্ট, ২০০১ তারিখে হুগলীর রিষড়া রবীন্দ্র ভবনে পরিষদ, ইয়াসলিক, আর. আর. আর. এল. এফ. এবং আই. এল. এ.-র যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগারিক দিবস পালিত হয়। গ্রন্থাগারিক দিবসের বিষয় ছিল 'বই সকলের জন্য, সকলের জন্য বই'। রিষড়া পুরসভার পৌরপ্রধান শ্রী দিলীপ সরকার আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী জ্যোতি-প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন দেশের শতকরা ২৩ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন, তারা বই কিনতে পারেন না, গ্রন্থাগার এদের সহায়তা করতে পারে। ডঃ দীপক ভট্টাচার্য বলেন জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করতে বইয়ের কোন বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী শ্রী গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের সৃষ্টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চনীতি ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া শ্রীরামপুর কেরি লাইব্রেরীর প্রাক্তণ গ্রন্থাগারিক ডঃ সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক জি. রামচন্দ্রন বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। প্রায় ৪০০ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন।

(গ) বিশ্ব বই দিবস উপলক্ষে ঃ

পরিষদ, বাংলা আকাদেমী ও বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক-পাঠক সম্পর্ক বিষয়ক একটি আলোচনা চক্র ২৫শে এপ্রিল ২০০১ তারিখে জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন আলোচক (১) বইলেখা ও প্রকাশ করবার সমস্যা, (২) পুস্তক বিক্রেতাদের পাঠকদের চাহিদা মত বই প্রকাশ করবার সমস্যা (৩) বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ (৪) পুস্তক বিপনন

প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান, অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, রবীন বসু এবং সবিতেন্দ্র নাথ রায়। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে পঃ বঃ রাজ্য সরকার প্রতি বছর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সংগ্রহের লক্ষ্যে ২-৩ কোটি টাকা ব্যয় করেন। তিনি ভাল গ্রন্থপঞ্জীর অভাবের কথা জানান।

(ঘ) সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা ঃ

পরিষদের উদ্যোগে ২৫ আগস্ট, ২০০১ পরিষদ ভবনে সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় এই বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিল "সূচীকরণ ও সিদ্ধান্ত সারণি"। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী ডঃ গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(ঙ) রাজকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম স্মারক বক্তৃতা ঃ

১৯ জানুয়ারী, ২০০২ পরিষদ ভবনে প্রয়াত খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক ও গ্রন্থকার রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে এক স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করবার জন্য তাঁর পুত্র-কন্যারা পরিষদকে আর্থিক সহায়তা করেছেন।

প্রথম বক্তৃতা দেন ডঃ করুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভে কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায় বক্তৃতার পটভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার নতুন দিগন্ত সামাজিক তথ্য পরিষেবা (সি. আই. এস.) বিষয়ে ডঃ করুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন।

৮. পরিষদের সাংগঠনিক অবস্থা ঃ

পূর্বের তুলনায় কয়েকটি জেলা কমিটি সক্রিয় হয়েছে। কোন কোন জেলায় নিজেরা বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই সব কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। বইমেলা, গ্রন্থাগার দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান জেলাগুলিতে বিশেষভাবে পালিত হচ্ছে। ২/১টি জেলা বাদে প্রায় সব জেলা বার্ষিক সম্মেলন করেছে বা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তা সত্বেও বলা যায় সদস্য সংগ্রহ, সদস্য পুনর্নবীকরণ, উন্নততর পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির স্বেচ্ছাকর্মীর সংখ্যা আশানুরূপ নয়। নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই অবস্থার আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

৯. জেলাওয়াড়ী বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ

হুগলী ঃ ১লা এপ্রিল, ২০০১ বর্ধমান জেলার ২৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রী প্রবীর দে এবং শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী অরিন্দম কোঙার। জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী হরনাথ ঘোষ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী গুরুদেব মুখোপাধ্যায়। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন পি. এল. ই.-এর শিবানন্দ পাল ও শ্রী সুনীল মন্ডল, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির শ্রী পূর্ণচন্দ্র মালিক, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের শ্রী রূপগোপাল গোস্বামী বক্তব্য রাখেন। প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জেলার উদ্যোগে ৯ই আগস্ট, ২০০১ গ্রন্থাগারিক দিবস পালন শুরু হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অমিত কুমার মল্লিক। বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ সুবল বিশ্বাস, বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অরুনাভ ভৌমিক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রী সমীর কুমার দে, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। সভাপতিত্ব করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া ঃ জেলার উদ্যোগে ৪ আগস্ট, ২০০১ তারিখে "বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা ও গ্রন্থাগার পরিষেবা" বিষয়ক একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য বক্তা ছিলেন গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। এছাড়া বাঁকুড়া জেলা আধিকারিক শ্রী তপন কুমার বর্মন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন বসু বক্তব্য রাখেন।

৪ঠা আগস্ট, ২০০১ তারিখে জেলার উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী নরহরি মন্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক শ্রী অজিত গাঙ্গুলী। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রী প্রবীর দে ও শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন P.L.E.A. বাঁকুড়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী স্ফটিক গোস্বামী।

জলপাইগুড়ি ঃ জেলার ১৫তম জেলা সম্মেলন ২২.০৯.২০০১ তারিখে জেলা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সমীরেন্দ্র তালুকদার ও ভাস্কর গুহ মজুমদারকে নিয়ে সভাপতি

মন্ডলী গঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রী মানিক সান্যাল। দেবাশীষ মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ মাধ্য এবং দিগেন সাহাকে নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও শ্রী প্রবীর দে। সম্মেলনে বিগত আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব পেশ করা হয়নি। এছাড়া পরিষদের সদস্যপদ নিয়েও কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা দূর করবার জন্য পুরনো কমিটি ৬ মাস সময়ে চেয়ে নিয়েছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ২১ অক্টোবর, ০১ জেলা শাখার ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পতাকা তুলে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী বীরেন চন্দ। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বীরেন চন্দ, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী মিনতি ঘোষ, শ্রী অভিজিৎ মুখার্জী, শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ কুন্ডু, P.L.E.A.-র পক্ষে শ্রী হরিদাস সাহা। সম্মেলনে ধীরেন্দ্র নাথ কুন্ডুকে সভাপতি করে এবং কালী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে ৯ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

কোচবিহার ঃ জেলার ষোড়শ সম্মেলন ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক রঞ্জন বর্মী। বক্তব্য রাখেন অরুণ শীল শর্মা, দুলাল চন্দ্র দাস, সুনীল সরকার। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও শ্রী প্রবীর দে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষাকে গৈরিকীকরণ করার বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তাব সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। শ্রী তপন কুমার রায়কে সভাপতি এবং চন্দন গুহ কে সম্পাদক করে জেলা কমিটি গঠিত হয়।

নদীয়া ঃ জেলা শাখার উদ্যোগে ১১ নভেম্বর, ২০০১ "জনমুখী গ্রন্থাগার পরিষেবায় কর্মীদের ও পরিচালক মন্ডলীর ভূমিকা" বিষয়ে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। এছাড়া শ্রী দেবকুমার গুপ্ত, শ্রী সত্যানন্দ মজুমদার, শ্রী হরকালী মারিক, শ্রী কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী মদন মল্লিক বক্তব্য রাখেন।

১১ নভেম্বর, ২০০১ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন শ্রী কাজল মিত্র। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মদন মল্লিক, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সত্যানন্দ মজুমদার। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অনুপ কুমার সরকার।

হুগলী ঃ ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা খন্যানে ৩০ নভেম্বর, ২০০১ তারিখে ৪৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক শ্রী কিরণময় দত্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায় বক্তব্য রাখেন। সভাপতি শ্রী অনিল কুমার রায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বীরভূম ঃ ১৮ নভেম্বর, ২০০১ জেলা শাখার ৯ম জেলা সম্মেলন ও সাধারণ সভা কবি জয়দেব সাধারণ পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রী তরুণ রায় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন। সাধারণ সভায় শ্রী বালানন্দ মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রী জলধর মন্ডল। বক্তব্য পেশ করেন শ্রী তরুণ রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, বিজন চৌধুরী, সুশান্ত রাহা, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, আনারুল হক, প্রণব দত্ত প্রমুখ।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী জেলা সম্পাদক। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কর্মসচিব অরুণ রায় বক্তব্য রাখেন। শ্রী তরুণ রায় ও শ্রী কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায় কে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ১১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত জেলার বই মেলায় ৩০ ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে জেলা কমিটির উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুজিত ভূষণ রায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং গ্রন্থাগারিক শ্রী খগেন্দ্র নাথ সিংহ। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন শ্রী পঙ্কজ কান্তি কর, শ্রী সুজিত ভূষণ রায়, শ্রী খগেন্দ্রনাথ সিংহ, জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থানুরাগী শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান জেলার সভাপতি শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায়।

দার্জিলিং ঃ জেলার উদ্যোগে ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর, ২০০১ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের গ্রন্থাগারিক নির্মল চন্দ্র রায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা বীরেন চন্দ

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সম্পাদক ডঃ চর্তুভূজ কুন্ডু ২০০২ সালটি যে বিশ্বের সর্বত্র আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে তার কথা বলেন। এছাড়া পিনাকী বনিক, মৃণাল কান্তি দে, দীপক কুমার গুহ বক্তব্য রাখেন।

মেদিনীপুর ঃ পরিষদের জেলা শাখা, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং জেলা গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর, ২০০১ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৬৫ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রী তারাশঙ্কর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রী পীযূষ কান্তি জান, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার বিভাগ এবং শ্রী বিমান গুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক, জেলা গ্রন্থাগার। সভাটি পরিচালনা করেন জেলার সম্পাদক শ্রী দিলীপ কুমার রায়।

১০. সাক্ষরতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ঃ

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ধীরে হলেও বর্তমানে চালু আছে। এই আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করে। শুধু জনগণকে সাক্ষর করলেই চলবে না, তাদেরকে প্রবাহমান শিক্ষার আঙ্গিনায় নিয়ে আসতে হবে। একমাত্র গ্রন্থাগারই তাদেরকে এই শিক্ষা দিতে পারে। প্রতি বছর এই ধরনের সাক্ষর প্রাপ্ত মানুষজনের জন্য পুস্তক কিনতে হবে। এ ধরনের মানুষজনকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। তবেই এই আন্দোলনের সার্থকতা আসবে।

১১. সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয় সংহতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ এক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। জাত, পাত, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করবার চক্রান্ত চলছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামকে ধ্বংস করতে এক শ্রেণীর মানুষ সাম্প্রদায়িকতার পথ বেছে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্তের উত্তরসূরী আমরা। আমাদের মধ্যে চেতনা আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বুঝি

'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে'।

তাই নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব। আমরা মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, মানুষের মধ্যে ঐক্য চাই। এর জন্য সমস্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার, বক্তৃতা, আলোচনা চক্র সংগঠিত করতে হবে।

১২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

বন্ধুগণ, আমাদের পরিষদের কর্মকান্ডে সারা বছর কত সংগঠনের ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আমরা পাই। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, আমেরিকান লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের গ্রন্থাগার। প্রতি বছর বার্ষিক অনুদান সহ অন্যান্যভাবে সাহায্য করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই পঃ বঃ রাজ্য সরকারকে।

ধন্যবাদ জানাই পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পঃ বঃ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ, পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন সমূহকে।

পরিষদের কর্মীগণ পরিষদ সচল রাখতে যে পরিশ্রম করছেন তার জন্য তাদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরিষদের শিক্ষকদের ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মী বন্ধুদের যাদের সহযোগিতা ছাড়া পরিষদের কর্মকান্ড চালানো সম্ভব হত না।

পরিশেষে পরিষদের সকল সদস্যদের এবং আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় সমবেত সুধীবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য আপনাদের কাছে পেশ করছি।

ধন্যবাদ।

কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষে
অনুপ কুমার সরকার
।। সাধারণ কর্মসচিব।।

কলকাতা

জেলাওয়ারী সদস্য সংখ্যার হিসাব

জেলা	আজীবন ও দাতা			ব্যক্তিগত			প্রতিষ্ঠানগত			সর্বমোট		
	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২
উত্তর চব্বিশ পরগণা	১৮৪	১৯১	১৯৮	২০	৫৬	১১	৭	১৩	৮	২১১	২৬০	২১৭
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা	৯৪	৯৩	৯৩	১২	৪০	৪	-	১	-	১০৬	১৩৪	৯৭
উত্তর দিনাজপুর	২১	২৩	২৪	৪	১৩	৪	-	-	-	২৫	৩৬	২৮
দক্ষিণ দিনাজপুর	১১	১৬	২০	৪	৫৩	৪	-	-	-	১৫	৬৯	২৪
কোলকাতা	৪৪২	৪৫৪	৪৬৩	২৩	৭৬	২৭	১৩	২১	৭	৪৭৮	৫৫১	৪৯৭
কোচবিহার	১১	১১	১৩	৬	১২	১৬	-	-	-	১৭	২৩	২৯
জলপাইগুড়ি	৩৬	৪০	৫৭	৭	২০	৭	-	-	-	১৭	৬০	৬৪
দার্জিলিং	৩৬	৪৬	৫১	-	৮	২	-	১	১	৩৬	৫৫	৫৪
নদীয়া	৪৬	৪৯	৫১	১৩	৪৪	১৫	৩	৭	৪	৬২	১০০	৭০
পুরুলিয়া	২৫	৩০	৩১	৬	২৬	৪	-	৩	-	৩১	৫৯	৩৫
বর্দ্ধমান	১১৭	১৩৮	১৪১	১৯	৩০	৬	১৮৮	১৯৩	১৯৭	৩২৪	৩৬১	৩৪৪
বাঁকুড়া	৩৪	৩৫	৩৫	১২	৩৭	৫	১	১৯	৩	৪৭	৯১	৪৩
বীরভূম	২৬	২৭	২৮	৯	১৭	১০	-	২	-	৩৫	৪৬	৩৮
মালদহ	৭৭	৮৪	৯০	৮	৮৫	৪	-	-	১	৮৫	১৬৯	৯৫
মুর্শিদাবাদ	৪০	৪২	৪৪	৫	১২	৮	-	-	১	৪৫	৫৪	৫৩
মেদিনীপুর	৪০	৪৬	৫২	১০	৩৮	১৪	১	৩	-	৫১	৮৭	৬৬
হাওড়া	৪২	৪২	৪৪	১১	৪০	১৫	৩	১১	২	৫৬	৯৩	৬১
হুগলী	১৫১	১৫৭	১৭২	১০	৪৪	৯	৮	১৯	৭	১৬৯	২২০	১৮৮
অন্যান্য	৩৬	৩৬	৩৮	-	-	-	-	-	-	৩৬	৩৬	৩৮

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

Statement of Accounts

2001-2002

GEORGE READ & CO.
Chartered Accountants
Kolkata

1, Chowringhee Square
Kolkata - 700 069
Telephone : 2248 2919, 2243 9094
E-mail : georgeread@rediffmail.com

AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODY OF THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P - 134, C.I.T. Road, Scheme - 52, Kolkata - 700 014

We have audited the attached Balance Sheet of Bengal Library Association as at March 31, 2002 and also the Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management of Bengal Library Association. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conduct our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

We report that :

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Bengal Library Association so far as it appears from our examination of those books.
3. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
4. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
5. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give the information required by the Rules in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
   a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bengal Library Association as at March 31, 2002;

   and

   b) in the case of the Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For GEORGE READ & CO.
Chartered Accountants

P. K. Panja (Partner)
(Membership No. 9616)

Place : Kolkata
Date : 8 Aug. 2003

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2002

Figures as on 31st March, 2001	LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.
	General Fund :		
17,86,154.67	As per last Account	17,86,154.67	
	Add : Recurring Grant	1,00,000.00	
	Add : Grant (recurring)	1,40,000.00	
	Add : Excess of Income over Expenditure	5,89,033.32	26,15,187.99
	Building Fund:		
2,45,029.62	As per Last Account	2,45,029.62	
	Less : Building Maintenance	40,000.00	
		2,05,029.62	
	Add : Interest from Bank	174.38	2,05,204.00
	Students' AID Fund :		
10,562.90	As per last Account	10,562.90	
	Add : Bank Interest	64.62	10,627.52
	Flood Relief Fund :		
1,727.75	As per last Account		1,727.75
	B.L.A. Conference Fund :		
23,931.14	As per last Account	23,931.20	
	Add : Interest from Bank	309.94	24,241.04
	Endowment Fund :		
7,100.00	As per last Account		7,100.00
	S.M. Ganguly For Ideal Children Library :		
20,000.00	As per last Account		20,000.00
	Library Drive Fund :		
502.00	As per last Account		502.00
	Recurring Deposit Fund :		
10,000.00	As per last Account		10,000.00
		Carried Over -	

Figures as on 31st March, 2001	ASSETS	Rs. P.	Rs. P.
	Land :		
82,040.00	As per last Account		82,040.00
	Building :		
79,699.94	As per last Account		77,707.44
	Furniture :		
34,428.96	As per last Account		30,986.06
79,203.40	**Office Equipment :**		75,243.23
30,600.00	**Air Conditioned Machine :**		26,010.00
9,06,348.25	**Computer :**		7,70,396.02
1,24,663.90	**Library Books :**		1,26,800.11
	Fumigation Chamber :		
6,500.00	As per last Account		6,500.00
	Deposit To C.E.S.C. :		
20,865.00	As per last Account		20,865.00
4,72,647.00	**Fixed Deposit :**		7,60,309.00
	Unit Trust of India :		
1,40,000.00	As per last Account	1,40,000.00	
	Less : Matured	1,40,000.00	
	Staff Advance :		
2,900.00	As per last Account	2,900.00	
	Add : Advance this year	14,000.00	
		16,900.00	
	Less : Recovered	6,200.00	10,700.00
		Carried Over -	

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2002

Figures as on 31st March, 2001	LIABILITIES	Rs.	P.	Rs.	P.
	Brought Forward				
20,000.00	**Employees' Retirement Fund :**				
	As per last Account			20,000.00	
	Granthagar Karmi Surheed Bhandar :				
10,552.50	As per last Account	10,552.50			
	Add : Interest from Bank	74.02		10,626.52	
	P. B. Roy Memorial Fund :				
1,040.75	As per last Account	1,040.75			
	Add : Interest from Bank	42.47		1,083.22	
	Ideal School Library :				
20,000.00	As per last Account			20,000.00	
	Publication Fund :				
97,928.52	As per last Account	97,928.52			
	Less : Appropriation Account	82,512.20		15,416.32	
	Library Deposit Fund :				
67,450.83	As per last Account	67,450.83			
	Add : Deposit this year	2,875.00			
	Add : Bank Interest	1,098.92			
		71,424.75			
	Less : Refund this year	125.00		71,299.75	
	Life Membership Fund :				
3,43,617.52	As per last Account	3,43,617.52			
	Add : This year	38,580.00			
	Add : Interest from Bank	3,233.40		3,85,430.92	
	R. K. Mukherjee Endowment Fund :			25,000.00	
	Granthagar Fund :			45,785.00	
26,65,598.20				34,89,232.03	

Figures as on 31st March, 2001	ASSETS		Rs.	P.	Rs.	P.
	Brought Forward					
4,66,340.00	**Stock of Publication :**				12,38,213.00	
	Cash and Bank Balances :					
3,708.90	Cash in hand				513.90	
	Cash at Bank :					
74,078.41	Life Membership Fund	SBI-058			1,14,481.81	
24,794.06	Library Deposit	SBI-057			32,969.23	
7,671.29	BLA Conference Fund	SBI-056			7,981.19	
1,823.77	G.K.S.B.	SBI-055			1,897.79	
1,600.38	Students' Aid Fund	SBI-059			1,665.00	
3,514.87	Allahabad Bank	079			5,048.87	
83,315.57	U.B.I.	112640			40,600.39	
9,518.71	U.B.I. 848 (Old) New	100083			48,735.35	
4,315.39	U.B.I. Building Fund	134155			4,489.77	
1,040.75	U.B.I. P.B. Roy Memorial Fund	14165			1,083.22	
319.00	W.B.S.C.B.				335.00	
3,660.65	P.O.S.B.				3,660.65	

In terms of our seperate report of even date.

For GEORGE READ & CO.
Chartered Accountants

P. K. Panja (Partner)

26,65,598.20	34,89,232.03

1, Chowringhee Square,
Kolkata - 700 069
8 August, 2003

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2002

Figures as on 31st March, 2001	EXPENDITURE	Rs.	P.	Rs.	P.
1,57,664.50	To General Administration Expenses			1,16,605.15	
185.00	* Bank Charges			513.00	
15,950.00	* R.R.R.L.F. Project			—	
1,000.00	* R. B. U. Project			3,000.00	
1,59,550.60	* Granthagar			1,06,276.50	
1,23,317.20	* Organisation & Co-Ordination			81,967.75	
—	* Librarian's Day			17,073.00	
—	* Library Day			17,213.95	
48,774.20	* Computer Education Expenses			1,43,209.50	
2,43,518.75	* Library Science Training			3,22,935.90	
1,81,942.68	* Depreciation			1,56,611.49	
4,84,960.00	* Publication			4,66,340.00	
10,838.00	* Previous year's adjustment of recovery of Staff Advance			—	
—	* Excess of income over expenditure			5,89,033.32	
14,27,700.93				20,20,779.56	

Figures as on 31st March, 2001	INCOME	Rs.	P.	Rs.	P.
	By Subscription :				
31,640.00	Personal Membership	28,880.00			
27,210.00	Institutional	1,28,500.00		57,380.00	
1,786.00	* Donation			—	
8,240.00	* Subscription			—	
280.00	* Membership Fee			—	
1,280.00	* Misc. Receipt			104.00	
120.00	* Cost of renewal of Institutional Membership Fee			—	
71,487.00	* R.R.R.L.F. Programme			—	
49,140.00	* Application Forms			46,900.00	
1,100.00	* Advertisement (Re-Union)			—	
5,945.00	* R.B.U. Project			—	
50,000.00	* 45th BLA Conference			—	
7,980.00	* Delegate Fee			—	
3,855.00	* Registration Fees			—	
15.00	* Conference Fees			—	
1,00,000.00	* Grant-in-aid			1,85,000.00	
6,915.00	* Granthagar Account			1,620.00	
1,62,199.00	* Library Science Training			1,16,577.00	
1,15,605.00	* Computer Education Fees			1,48,500.00	
40,697.78	* Bank Interest			31,861.06	
3,647.00	* Accrued Interest of F.D. reinvestment			1,80,662.00	
—	* Library Day			7,960.00	
—	* Librarian's Day			6,002.50	
4,66,340.00	* Closing Stock of Publication			12,38,213.00	
2,73,451.15	* Excess of Expenditure over Income			—	
14,27,700.93				20,20,779.56	

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY :

1. **Fixed Assets :**

Fixed Assets except Land are stated at Written Down Value. Depreciation on Written Down Value is provided @ 2.5% on Building, @ 10% on Furniture, @ 5% on Office Equipments, Aircondition Machine, Computer @ 15% and @ 5% on Books. No depreciation on addition during the year has been provided on prorata basis. Rates of depreciation are applied on a consistant basis.

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2002

Figures as on 31st March, 2001	EXPENDITURE	Rs.	P.	Rs.	P.	Figures as on 31st March, 2001	INCOME	Rs.	P.	Rs.	P.
	APPROPRIATION OF PUBLICATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002										
1,143.00	To Publication Expenses			1,06,400.50		18,134.00	By Sale of Publications			23,888.30	
16,991.00	" Excess of Income over Expenditure			—		—				82,512.20	
18,134.00				1,06,400.50		18,134.00				1,06,400.50	

In terms of our seperate report of even date.

2. **Income and Expenditure Recognition :**
   Income & Expenditure are considered and treated in the accounts on cash basis, except for stock of Publications which has been taken into account on cost price based on physical stock at Association's irrespective of both the receipts as well as payments on this account.

3. **Investments :**
   Investments are stated at cost.

For GEORGE READ & CO.
Chartered Accountants

P. K. Panja (Partner)

1, Chowringhee Square
Kolkata - 700 069
8 August, 2003

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2002

	RECEIPTS	Rs. P.	Rs. P.
To	**Opening Balance as on1.4.2000 :**		
	Cash In Hand	3,708.90	
	Cash at Bank	2,15,652.85	2,19,361.75
,,	**General Administration :**		
	Subscriptions :		
	Personal	28,880.00	
	Institutional Membership	28,500.00	
	Life Membership	38,580.00	95,960.00
	Misc. Income		104.00
	Library Day		7,960.00
,,	Librarian's Day		6,002.50
,,	R. K. Mukherjee Endowment Fund	25,000.00	
	Granthagar Fund	45,785.00	70,785.00
,,	**Granthagar Account :**		
	Advertisement	300.00	
	Renewal of Subscription	1,320.00	1,620.00
,,	**Grants-In Aid from the Govt. of West Bengal :**		
	Additional Recurring Grant from Govt. of West Bengal 2000-2001	1,00,000.00	
	45th Bengal Library Conference	75,000.00	
	Maintenance of Computer Educaiion Centre	50,000.00	
	General Maintenance of B.L.A.	60,000.00	
	Recurring Grant from Govt. of W.B.	1,40,000.00	4,25,000.00
		Carried Over ·	

	PAYMENTS	Rs. P.	Rs. P.
By	**General Administration Expenses :**		
	Refreshment	7,666.75	
	Land Registration Expenses	1,161.00	
	Travelling & Conveyance	7,322.95	
	Misc. Expenses	8,556.05	
	Printing & Stationery	17,898.90	
	Electricity Charges	24,323.00	
	Telephone Charges	5,188.00	
	Repairs & Renewals	5,637.00	
	Postage	6,119.00	
	Salary & Allowances	25,017.50	
	AGM Expenses	1,235.00	
	Audit Expenses	6,300.00	
	Meeting Expenses	180.00	1,16,605.15
	Bank Charges		513.00
	Building Maintenance & Repairs		40,000.00
	Advance to Staff		14,000.00
	Computer Education Centre :		
	Honorarium	57,860.00	
	Telephone Charges	3,889.00	
	Misc. Expenses	5,767.50	
	Maintenance	24,093.00	
	Printing & Stationery	9,893.50	
	Postage	36.00	
	Travelling & Conveyance	150.00	
	Course Materials	7,963.00	
	Consumable (Equipment)	2,950.00	
	Computer Room making Expenses	18,000.00	
	Refund of Course Fees	2,000.00	
	Installation Expenses	780.00	
	Salary & Wages	900.00	
	Refreshment	8,927.50	1,43,209.50
		Carried Over ·	

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2002

RECEIPTS	Rs.	P.	Rs.	P.
Brought Forward				
To **Library Science Training :**				
Composition Fees	90,000.00			
Sale of Publication	23,888.30			
P. Tax Recovered	1,965.00			
Examination Fees	24,500.00			
Library Deposit	2,875.00			
Duplicate Marksheet & Certificate Fees	112.00			
Sale of Application Forms	46,900.00		1,90,240.30	
,, Recovery of Staff Advance			6,200.00	
,, **Computer Education Centre :**				
Course Fees	1,39,500.00			
Unimarc Workshop	9,000.00		1,48,500.00	
,, U.T.I. Matured	1,40,000.00			
F.D. Matured	13,000.00		1,53,000.00	
,, **Interest Account :**				
Building Fund Account	174.38			
Students Aid Fund Account	64.62			
BLA Conference Fund Account	309.90			
G.K.S.B. Account	74.02			
P. B. Roy Memorial Fund	42.47			
Library Deposit Fund	1,098.92			
Life Membership Fund	3,233.40			
Other Bank Account	31,861.06		36,850.77	
Carried Over -			13,61,592.32	

PAYMENTS	Rs.	P.	Rs.	P.
Brought Forward				
,, R.B.U. Library Project allowances			3,000.00	
Library Science Training :				
Admission Test Expenses	740.00			
Professional Tax	1,950.00			
Salary & Allowances	2,47,078.00			
Honorarium to Examiners	10,182.50			
Postage	5,268.00			
Prizes	1,800.00			
Convocation	717.50			
Advertisement	13,454.00			
Honorarium to Staff	450.00			
Examination Expenses	6,900.90			
Travelling & Conveyance	20.00			
Printing & Stationery	34,375.00			
	3,22,935.90			
Library Books	6,809.90			
Refund of Library Deposit	125.00		3,31,870.80	
,, **Grenthager Account :**				
Postage	9,915.00			
Paper	145.00			
Printing, Stationer & Binding	96,216.50		1,06,276.50	
,, **Organisation & Co-Ordination Expenses A/c. :**				
45th BLA Conference	50,000.00			
District Committee activities	6,318.00			
Travelling & Conveyance	4,709.75			
46th BLA Conference	19,558.00			
Students' Reunion Committee	1,382.00		81,967.75	
,, Librarian's Day			17,073.00	
,, Library Day			17,213.95	
Carried Over -				

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C.I.T. SCHEME-52, KOLKATA - 700 014

RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2002

RECEIPTS	Rs.	P.	Rs.	P.
Brought Forward			13,61,592.32	

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 5 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy August, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : On Librarians' Day

Outlines the background of the observance of Librarians' Day on 12 August each year throughout India since 1990. In West Bengal, this year the Day was observed under the joint auspices of BLA, IASLIC, Raja Rammohan Roy Library Foundation on 10th August at the auditorium of Burdwan University. The function was organised by Burdwan University. The theme of the day-long Seminar on this day was "Ways and means for increasing the reading habits of readers". It is felt that for increasing reading habits, library services should be properly organised basing on proper evaluation of the user needs, educational faculties including taking appropriate measures towards illiteracy eradication programme, adult education and related matters.

P. 116.

Das, Benode Behari and Paul, P. K.

Printed publications and electronic publications — Complementary to each other.

In this serialised article, the main features of electronic library, digital library and virtual library are briefly discussed. The different kinds of electronic publications are outlined. The various issues and concerns posed by the electronic publications are discussed. The objective of this article is not to criticise the electronic format but rather to illustrate that the electronic technology is an important tool and the electronic resources should complement other formats. P. 118.

Mukhopadhyay Bijoypada and Niyogi, Deepika.

Bengali Muslim names : Problem of rendering : an Investigation

In this article, problem of rendering Bengali Muslim names has been discussed. Cites examples how the same name has been rendered in different ways in different libraries as well as in the same library. The article is an investigation to try to find out the solution.

P. 122.

Bengal Library Association : An Appeal

1. The Secretary of the Association requests all concerned to generously donate to the **Granthagar Fund,** to meet a portion of expenses towards publication of the monthly journal.

P.121.

2. List of donors to "Granthagar Fund" P. 121.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
08.07.03	2289	Ms. Krishna Sengupta	Kolkata	100.00
09.07.03	2290	Sri Biswanath Sinha	Nadia	100.00
12.07.03	2292	Sri Prasanta Kishore Roy	Kolkata	100.00
22.07.03	2301	Ms. Sarmistha Banerjee	Howrah	500.00

Obituary

Prof. Mangal Prasad Sinha

The eminent teacher of Library and Information Science of Jadavpur University, an ex-Director of Library Science Training Course of the BLA, a life member of the Association and an eminent leader of Library movement of West Bengal, Sri Sinha passed away on 20 July, 03. The Association deeply mourns his sudden demise. P. 128.

Sri Amar Sen

An ex-Librarian of Dum Dum Motijheel college and one of the founders of Basunagar Public Library, Sri Sen passed away on 29 May, 03. The Association deeply mourns his death. P. 128.

Dasgupta, Arun Kanti. Seymour Lubetzky.

Gives an outline of the contribution of Seymour Lubetzky in the field of cataloging who passed away on 12 April, 2003 at the age of 104. P. 129.

Library News : P. 131-133

1. **City Central Library, Durgapur**
   Tagore birth day celebration was held on 20 June, 03.
2. **Jagtagaon Samaj Siksha Kendra, Rural Library, Uttar Dinajpur**
   Opening of the new building on 12 June, 03
3. **Debinagar Sakti Sangha Rural Library, Uttar Dinajpur**
   Opening of the new building on 13.6.03.
4. **Purulia District Library, Purulia**
   Tagore and Nazrul Sandhya was held on 15 July, 03.
5. **Birbhum District Library, Birbhum**
   Tree planting week observed on 16.07.03.
6. **Basunagar Library, North 24 Parganas**
   Golden Jubilee celebration was held on 15 March, 03.
7. **Kasba Public Library, Kolkata**
   Pre-centenary function was held on 24.7.03 and 27.7.03.
8. **Ramkrishna Library, Belur**
   Opening of the new building on 23 May, 03.

1. **Library and library workers' affairs**
   The problem of college librarians and libraries were enumerated and put up in a Memorandum and submitted to the Vice-Chancellor of Kalyani University. The college Libraries of Murshidabad and Nadia which are affiliated to Kalyani University, participated in the deputation. P. 132.
2. **Deputation on improvement of library services.**
   Under the joint auspices of the BLA and WB Public Libraries Association, a deputation was given to the SDO, concerning the problems of the libraries of Darjeeling District. P. 132.

Bengal Library Association : Computer Training Course.

The Course is to commence w.e.f. 25th August, 03. All concerned are requested to contact the Association. Last date of admission is 21st Aug., 03.

Letter from a member

A letter from Sri Arun Kanti DasGupta, an eminent Librarian, Life Member of IASLIC and ILA and also BLA addressed to the President, ILA and the Secretary, IASLIC, condemns the vandalism perpetrated by the anti-socials in the presence of American soldiers, in

destroying the National Library of Iraq. He requests the two Associations to condemn the actions and send copies of the same to the American Library Association and British Library Association. P. 129.

Association News

1. **Tincowri Dutta Memorial Award, 1408 (BS)**
   The article on "Ranganathan's Five Laws" etc. by **Shyam Sundar Kundu** and **Subal Chandra Biswas**, was considered as the best article of the year and was awarded the Tincowri Dutta Memorial Award, 1408 B.S.
2. **The 67th Annual General Meeting of the Association.**
   The 67th Annual General Meeting will be held at the Association Building on 21st September, 03 at 2 p.m. The Annual Report (2001-2002) and Statement of Accounts have been incorporated in this issue according to the decision of the 66th Annual General Meeting.
3. **Sushil Ghosh Memorial Lecture**
   The said Lecture would be delivered by Sri Debabrata Ghosh, Chief Artist, Aajkaal Patrika on 13 September, 03 at 6 p.m. on "Illustration in Bengali books" at Association Building.
4. **On 8 November, 03 a Seminar on "The role of School Libraries in School education"** will be held.

Annual Report and Statement of Accounts (2001-2002)

A Report of the Secretary of the Association to be read at the 67th Annual General Meeting to be held on 21 September, 03 at 2 p.m. at Association Building.

Notice of 67th Annual General Meeting. **Nomination form** for election of Council members (2002-2004). **Annual Report** and **Statement of Accounts (2001-2002)** have been incorporated in this issue (Vol. 53 No. 5) as per the decision of the last Annual General Meeting.

In the Annual Report death of library professionals and others during the period have been reported mourning their demise. The report contains the brief account of Annual General Meeting, Council and Executive meeting held during the period along with the evaluation of different activities of the Association. District-wise membership strength have been shown separately.

The condition of the organisation of the Association has been reflected in the report. Annual activities of the District branches of the Association have been included.

The **Balance Sheet** as at 31 March, 2002, **Income and Expenditure Account (2001-2002), Receipts and Payments (2001-2002)** along with the **Auditors' Report** have been shown.

Acknowledgement of receipt of articles

1. What should be the standard of Uttarpara Joykrishna Public Library ?
   — Sri Santasree Chattopadhyay
2. Rajnarain Bose Smriti Pathagar : a heritage library of 153 years in Midnapore
   — Milan Kr. Sarkar
3. Ways and means of increasing readers – An observation from the opposite side.
   — Sibananda Pal
4. A brief history of the pre-British Indian libraries
   — Arabinda Maji

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম** এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words)** মধ্যে সংক্ষিপ্তসার **(ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত** সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে** সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা** (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 5 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst Editor Nirmalya Roy August, 2003

CONTENTS

Page

On Librarians' Day (***Editorial***) 117

Benode Behari Das and Prafulla Kumar Pal 118
Printed publications and electronic publications – Complementary to each other

Bijoypada Mukhopadhyay and Deepika Niyogi 122
Bengali Muslim names : Problem of rendering : An Investigation

Arun Kanti DasGupta 127
Seymour Lubetzky

Obituary 128

Letter from a Member 129

Library News 131

Association News 134

Annual Report and Statement of Accounts (2001-2002) 136

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 5) 156

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from P-234, C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, B.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2245-2356
Editor: **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৬ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল কায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় আশ্বিন, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রয়োগের সমস্যা (সম্পাদকীয়) ১৬১

জয়দীপ চন্দ্র

মফঃস্বলের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পাঠকের চাহিদা ও বাস্তব অবস্থা : একটি সমীক্ষা

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী

বাঙালী মুসলমান নাম : প্রত্যুত্তরকরণ সমস্যা : অনুসন্ধান

বেবী দাস

অম্লান দাগ

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

রোজনামচা : মঙ্গলকথা

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

চিঠিপত্র

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থ সমালোচনা ১৮২

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 6) ১৮৭

14.10.03

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার; ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৭-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Oedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991, Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classilication. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998. Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৬ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় আশ্বিন, ১৪১০

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রযুক্তির সমস্যা

বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য, গ্রন্থাগার আধুনীকিকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং হচ্ছে। কিছু কিছু বিশেষ গ্রন্থাগারে বা সাধারণ গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সাম্প্রতিককালে সেইসব গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারেও এর প্রয়োগের জন্য খুবই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ইউ জি সি, ন্যাক (National Accredation Council, NAAC)-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করে তাদের প্রত্যেকটির কর্মধারা পর্যালোচনা করা শুরু করেছেন। ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মান নির্ধারণের প্রশ্ন এসে গেছে। মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সেইসব শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারে আধুনিকীকরণ ঘটে থাকলে অর্থাৎ গ্রন্থাগারে কম্প্যুটারের ব্যবহার হলে স্বভাবতই তুলনামূলক ভাবে যে সব শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারে এর প্রচলন হয়নি তার থেকে উঁচু মানের শিক্ষায়তন বলে গণ্য করা হবে। এই চাপের সামনে এসে কিছু কিছু কলেজ বইগুলির বর্গীকরণ, সূচীকরণের কাজ শুরু করার পাশাপাশি কম্প্যুটার প্রযুক্তি ব্যবহারে ন্যাক (NAAC) গুরুত্ব দেওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষও এদিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছেন। ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাড়াহুড়ো করে বর্গীকরণ, সূচীকরণ ও কম্প্যুটার ব্যবহারের প্রকাশতা দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের কার্যক্রমে লাভতো নেইই বরং নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। পরিকল্পনাবিহীনভাবে তড়িঘড়ি করে সস্তায় বাজীমাৎ করার প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে আর্থিক অপচয় ডেকে আনবে। কিছু কিছু কলেজের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করেই কাজ শুরু করে দিচ্ছেন। ইতিপূর্বে বহু কলেজে ইউ. জি. সি-র অনুদানে গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য কম্প্যুটার কেনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারে রাখা হয়নি — রাখা হয়েছে কলেজের অফিস ঘরে বা শিক্ষকদের ঘরে। অফিসের কাজে, প্রশ্নপত্র রচনার ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে। সেগুলি অবশ্যই গ্রন্থাগারের পরিষেবার কাজে ব্যবহারের জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগারে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। যে সব কলেজের গ্রন্থাগারে বা অন্য ধরনের গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার ব্যবহার শুরু করা হয়েছে বা হচ্ছে সেখানেও খুব পরিকল্পিতভাবে কম্প্যুটার প্রয়োগের কাজ হচ্ছে না। সেসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সফ্‌টওয়্যার (Software) প্রয়োগের ফলে নানান সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সর্বজনস্বীকৃত মানসম্পন্ন পদ্ধতিতে কম্প্যুটার ডেটাবেস তৈরি হচ্ছে না। বিভিন্ন বেসরকারী ভুইফোঁড় কোম্পানী তাদের নিজস্ব সফ্‌টওয়্যার বিক্রি করার ফলে নানান ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া কম্প্যুটার প্রয়োগে বা ব্যবহারে যথাযথভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী বা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী অনেকক্ষেত্রেই না থাকায় নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। আমাদের দৃঢ় অভিমত যে গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রয়োগ করে গ্রন্থ সংগ্রহ, পরিগ্রহণ, সূচীকরণ, গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সঞ্চালন, তথ্য পরিষেবা, আন্তঃ গ্রন্থাগার সম্পদ বিনিময় প্রভৃতি কাজ করা সম্ভব। কিন্তু গ্রন্থাগারে পরিকল্পিতভাবে কম্প্যুটার প্রযুক্তির ব্যবহার না হলে গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য সফল হবে না, অর্থের অপচয়ও হবে।

এই সব কারণে গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার ব্যবহার শুরু করার আগে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। ঠিক করতে হবে গ্রন্থাগারের কোন্ কোন্ কাজের জন্য কম্প্যুটার ব্যবহার করা হবে। সফ্‌টওয়্যার ক্রয় করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। বিভিন্ন সফ্‌টওয়্যারের সুবিধা, অসুবিধাগুলি বিবেচনা করে সফ্‌টওয়্যার পছন্দ করে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিভিন্ন ডেটা এন্ট্রি (data entry)-র জন্য একটা স্বীকৃত ফরম্যাট (format) ব্যবহার করতে হবে। গ্রন্থাগারে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট ব্যবহারের জন্য একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এই নীতি নির্দ্ধারণের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ, সরকার ও গ্রন্থাগার

বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াস আও প্রয়োজন। জানা গেছে জাতীয় গ্রন্থাগারে সূচীকরণের ক্ষেত্রে ইউনিমার্ক ব্যবহার হচ্ছে। মার্ক, ইউনিমার্ক বা সিসিএফ এর মধ্যে কোন ধরনের গ্রন্থাগারে কি ব্যবহার করা হবে সেটা ঠিক করতে হবে। এছাড়া অবশ্যই প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী।

গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিষেবার মান প্রকৃতই উন্নত করতে হলে তাড়াহুড়ো করে গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার প্রয়োগ না করে, ধাপে ধাপে পরিকল্পিতভাবে এগোলে কম্প্যুটার ব্যবহারের সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে এবং পরিষেবার মান যথার্থই উন্নত হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত উনবিংশ কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ আগামী ২১শে অক্টোবর, ২০০৩ থেকে ২৯শে নভেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে ছয়দিন — সোমবার থেকে শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ১৮ই অক্টোবর, ২০০৩।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৫.০৮.২০০৩	২৩০৫	বীরেন্দ্র নাথ দত্ত	হুগলী	১০০.০০
০৮.০৮.২০০৩	২৩০৭	কৃষ্ণা সেনগুপ্ত	কলকাতা	২০০.০০
০৮.০৮.২০০৩	২৩০৮	শুভেন্দু ঘোষাল	হাওড়া	১১১১.০০
১২.০৮.২০০৩	২৩১০	সুব্রত সরকার	দার্জিলিং	৩০০.০০
২৬.০৮.২০০৩	২৩৩২	মমতা সেন	কলকাতা	৫০০.০০
০৫.০৯.২০০৩	২৪৫১	আশিস কুমার সাহা	উত্তর ২৪ পরগণা	২০০.০০

মফঃস্বলের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ পাঠকের চাহিদা ও বাস্তব অবস্থা ঃ একটি সমীক্ষা

জয়দীপ চন্দ্র

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

০. ভূমিকা ঃ

ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ড: শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন-এর ভাষায়, "the result of modern rethinking on education is to make the library the heart of the school from which every activity of the school radiates:. [১] কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে, বিশেষতঃ মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকে যায়। ১৯৯৩ সালে National Council of Educational Research and Training (NCERT)-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে বিদ্যালয় শিক্ষার উত্তরণ এবং ব্যবহারকারীকে গ্রন্থমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য, পাশাপাশি এই সমীক্ষা আরও দেখায়, যে পরিমাণ গুরুত্ব এবং সহযোগিতা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রাপ্য তা থেকে এগুলি অনেকাংশেই বঞ্চিত।[২]

অন্যদিকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সীমায়িত সামর্থের মধ্যেও যতটুকু করা সম্ভব, বাস্তবে তার কতটুকু সম্পাদিত হয়, সেটাও প্রশ্নের অবকাশ রাখে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলনসই হলেও, মফঃস্বলের খুব কম বিদ্যালয়েই প্রকৃত গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যদিও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাত্রেই গ্রন্থাগারিক সহ গ্রন্থাগার আবশ্যিক। যেহেতু প্রকৃত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারই প্রথম ধাপ, সুতরাং প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও চাহিদাপূরণের সাথে সাথে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার ও গ্রন্থমুখী করে তোলার ক্ষেত্রেও নজরদান প্রয়োজন।

ব্যবহারকারীকে সন্তুষ্ট করতে হলে যেমন তাঁদের মনোভাব জানা দরকার, তেমনি গ্রন্থাগারের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্যেও পাঠককুলের মনোভাব জানা প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনায় একটি সমীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকদের চাহিদা এবং তাঁদের পাঠরুচি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. উদ্দেশ্য ঃ

বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য হল একটি সমীক্ষার মাধ্যমে, মফঃস্বলের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কি ধরনের ব্যবস্থাপনা এবং পরিষেবা আশা করে এবং তাদের পাঠরুচি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা। যে যে বিষয় এই সমীক্ষায় জানার চেষ্টা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ —

ক. মক্ষ পদ্ধতি (Access system);
খ. গ্রন্থাগারের সময় (Library hour);
গ. প্রতিবারে প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা;
ঘ. বাড়ীতে বই রাখার সময় (Retaining period);
ঙ. কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা;
চ. পরীক্ষার পর গ্রন্থাগারে বইদানের ইচ্ছা;
ছ. অ-বই ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে যাবার ইচ্ছা;
জ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ইচ্ছা;
ঝ. ছাত্রদের পাঠরুচি;
ঞ. বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য গ্রন্থাগারে যাওয়ায় ছাত্রদের অবস্থান।

২. কার্য পদ্ধতি ঃ

নদীয়া জেলার একটি প্রাচীন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বর্তমান) নবম এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের একটি প্রশ্নমালা (Questionnaire) দিয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে চাওয়া হয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে।

৩. সীমাবদ্ধতা ঃ

দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সমীক্ষা করলে আরো নিখুঁত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

৪. ফলাফল ঃ

মোট প্রশ্ন মালা সংগ্রহকারী	১৩২ জন
মোট সাড়াদানকারী	১২৩ জন
অসম্পূর্ণ প্রশ্ন মালা প্রদানকারী	৩ জন
প্রকৃত সাড়াদানকারী	১২০ জন (১০০%)
নবম শ্রেণী	৭২ জন (৬০%)
একাদশ শ্রেণী	৪৮ জন (৪০%)

৪.১ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ঃ

বিষয়	পছন্দ	নবম শ্রেণী	একাদশ শ্রেণী	মোট	শতাংশে
ক. মক্ত পদ্ধতি	মুক্ত	৬৪	৪৪	১০৮	৯০.০০
	বন্ধ	৮	৪	১২	১০.০০
খ. গ্রন্থাগারের সময়	টিফিনে	৩২	২০	৫২	৪৩.৩৩
	বিশেষ ক্লাসে	৩২	২৮	৬০	৫০.০০
	বিদ্যালয় শুরুর আগে/পরে	৮	০	৮	৬.৬৬
গ. প্রতিবারে প্রাপ্য বই	একটি	৪০	২০	৬০	৫০.০০
	দুটি	২৮	২০	৪৮	৪০.০০
	তিনটি	৪	৮	১২	১০.০০
ঘ. বাড়ীতে বই রাখার সময়	সাতদিন	১২	৪	১৬	১৩.৩৩
	পনেরো দিন	৪০	৩২	৭২	৬০.০০
	একমাস	২০	১২	৩২	২৬.৬৬
ঙ. কম্পিউটার	প্রয়োজন আছে	৫৪	৪০	৯৪	৭৮.৩৩
	প্রয়োজন নেই	১৮	৮	২৬	২১.৬৬
চ. পরীক্ষার পর গ্রন্থাগারে বই দান	করব	৪০	১৬	৫৬	৪৬.৩৬
	করব না	২৪	০	২৪	২০.০০
	ভেবে দেখব	৮	৩২	৪০	৩৩.৩৩

৪.২ গ্রন্থাগার পরিষেবা ঃ

ক. অ-বই-এর ব্যবহার

অ-বই	শ্রেণী	ব্যবহারকারী	মোট	শতাংশে
i. মানচিত্র (Maps)	নবম	৪৬	৬৮	৫৬.৬৬
	একাদশ	২২		
ii. ভূ-গোলক (Globe)	নবম	১৪	২০	১৬.৬৬
	একাদশ	৬		
iii. সারণী (Charts)	নবম	৬	১০	৮.৩৩
	একাদশ	৪		
iv. চিত্র (Pictures)	নবম	৫	৯	৭.৫০
	একাদশ	৪		
v. যন্ত্র গনক (Computers)	নবম	৭	২৪	২০.০০
	একাদশ	১৭		

খ. অনুলয় পরিষেবা ঃ

পরিষেবা	শ্রেণী	ব্যবহারকারী	মোট	শতাংশ
i. বিগত বৎসরগুলির প্রশ্নাবলী	নবম	২৮	৫২	৪৩.৩৩
	একাদশ	২৪		
ii. প্রশ্নোত্তর তৈরীর ক্ষেত্রে সাহায্য	নবম	৫২	৮০	৬৬.৬৬
	একাদশ	২৮		
iii. পাঠ্যসূচী বহির্ভূত তথ্য	নবম	৪০	৬১	৫০.৮৩
	একাদশ	২১		
iv. সমকালীন ঘটনাবলী	নবম	৩২	৫২	৪৩.৩৩
	একাদশ	২০		

[উপরের সারণী ২টিতে একই ব্যবহারকারীর একাধিক পছন্দ থাকায় মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২০এর বেশী হয়েছে।]

৪.৩ অন্যান্য ঃ

বিষয়	নবম শ্রেণী	একাদশ শ্রেণী	মোট	শতাংশ
i. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ				
করব	৪০	১৬	৫৬	৪৬.৬৬
করব না	৮	০	৮	৬.৬৬
ভেবে দেখব	২৪	৩২	৫৬	৪৬.৬৬
i. বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার				
করি	২৪	১২	৩৬	৩০.০০
করিনা	৪৮	৩৬	৮৪	৭০.০০

৪.৪ পাঠরুচি ঃ সারণী - ক

বিষয়	১ম পছন্দ	২য় পছন্দ	৩য় পছন্দ	৪র্থ পছন্দ	৫ম পছন্দ	৬ষ্ঠ পছন্দ	৭ম পছন্দ	৮ম পছন্দ	৯ম পছন্দ
i. সাধারণ জ্ঞান	০	২৪	৪০	১৬	২০	৪	৪	১২	০
ii. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী	৪০	৮	১২	১২	১২	৮	১২	১২	৪
iii. খেলাধূলা	৮	০	২০	৪	৩২	৮	৪	১৬	২৮
iv. কবিতা	১৬	১২	০	১২	১২	২৪	১২	২০	১২
v. গল্প / উপন্যাস	৪৪	১৬	১২	২০	৪	৪	১২	০	৮
vi. প্রবন্ধ	০	৮	১২	৪	১৬	২৮	২৪	১২	১৬
vii. কমিক্স্	১২	২০	০	৮	৮	১৬	৪	১৬	৩৬
viii. ভ্রমণ কাহিনী	০	১২	২০	২৮	৮	৪	৪০	০	৮
ix. জীবনী	০	২০	৪	১৬	৮	২৪	৮	৩২	৮

সারণী - খ

প্রথম পছন্দ	নবম শ্রেণী	একাদশ শ্রেণী	মোট	শতাংশে
i. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী	৩২	৮	৪০	৩৩.৩৩
ii. খেলাধূলা	৮	০	৮	৬.৬৬
iii. কবিতা	৮	৮	১৬	১৩.৩২
iv. গল্প / উপন্যাস	১৬	২৮	৪৪	৩৬.৬৩
v. কমিক্স্	৮	৪	১২	১০.০০

[ব্যবহৃত সমস্ত সারণীতে শতাংশ মান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে।]

৫. পর্যালোচনা ঃ

ক) ৯০% ছাত্র সরাসরি তাকে গিয়ে বই খুঁজতে পছন্দ করে। স্বাভাবিকভাবেই এতে আরও বেশী করে 'Every book its reader' এর সত্যতা প্রমাণিত হবার সুযোগ ঘটে;

খ) অন্ততঃ অর্ধেক ছাত্র মনে করে, গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ 'ক্লাস'-এর বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। এই ফল আরও প্রমাণ করে ছাত্রমহল গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল;

গ) ৫০% ছাত্র এক-একবারে একটি বই পেলেই সন্তুষ্ট;

ঘ) বাড়ীতে একটি বই অন্ততঃ ১৫দিন রাখার প্রয়োজন অনুভব করেছে ৬০% ছাত্র এবং বাস্তবে অধিকাংশ গ্রন্থাগারে বই রাখার সময় ১৫ দিন;

ঙ) প্রায় ৮০ শতাংশ ছাত্র গ্রন্থাগারে কম্পিউটার রাখার স্বপক্ষে মত দিয়েছে, অর্থাৎ গ্রন্থাগারে 'Digital environment' বেশীর ভাগ ছাত্রের পছন্দের;

চ) প্রায় অর্ধেক ছাত্র (৪৬.৬৬%) পরীক্ষার পর গ্রন্থাগারে বই দান করতে রাজী এবং ১/৩ অংশ ছাত্র ভেবে দেখতে চায়। সুতরাং 'Collection development'-এর ক্ষেত্রে এটি বিশেষ উপযোগী;

ছ) মানচিত্র ব্যবহার করার জন্য প্রায় ৫৭% ছাত্র গ্রন্থাগারে যায়, সুতরাং 'Book selection' বা 'Document selection' এর সময় বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার;

জ) প্রায় ৬৭% অর্থাৎ ২/৩ অংশ ছাত্র প্রশ্নের উত্তর তৈরীর জন্য গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারিকের সাহায্য পেতে চায়, যা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে;

ঝ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, পরিচিতি লাভ করতে চায়। প্রায় ৪৭% ছাত্র অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে একবারে রাজী হয়েছে এবং সমসংখ্যক ছাত্র ভেবে দেখার কথা বলেছে। সুতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রচার হাতিয়ার হিসাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠন করতে পারে;

ঞ) মাত্র ৩০% ছাত্র বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থাগারে যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাশাপাশি জনগ্রন্থাগারমুখী করে তোলা;

ট) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ১/৩ অংশের বেশী ছাত্রের প্রথম পছন্দের বিষয় গল্প/উপন্যাস, পাশাপাশি ১/৩ অংশের পছন্দ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী;

ঠ) প্রথম পছন্দ হিসেবে না থাকলেও ২য় ও ৩য় পছন্দ হিসাবে সাধারণ জ্ঞানের স্থান বেশ উজ্জ্বল।

৬. উপসংহার ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগার সর্বদা অনুভূত হলেও এর উন্নতির কথা উপযুক্ত স্তরে বিবেচিত হয়নি। ফলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক অনেক ক্ষেত্রেই 'অশিক্ষক কর্মচারী' হিসেবে বিবেচিত হন, যা আমাদের বৃত্তিগত লজ্জা। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য একদিকে যেমন দরকার গ্রন্থাগারিক হিসাবে অহং বোধ, তেমনি দরকার বৃত্তিগত সংস্থাগুলির (Professional association) উপযুক্ত সাহায্য, যাতে সরকারীস্তরে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অচলাবস্থা কাটানোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায় এই সমীক্ষাটি একটি নমুনা মাত্র। বর্তমানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য অনেকেরই অজানা। তাই বিভিন্ন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী তথা আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. HASAN (Nabi). School libraries in India : a descriptive analysis. ILA Bul. 32, 3-4; 1996-97; 25-9.

২. VERMA (S L) and SINGH (Anil). Role of libraries in school education and their present scenario in India. ILA Bul. 36, 1; 2000; 5-9.

পরিশিষ্ট ঃ

প্রশ্নমালা

১. তুমি কোন শ্রেণীতে পড়? নবম / একাদশ।

[যদি তুমি তোমার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত যাও, তাহলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর টিক (✓) চিহ্নের মাধ্যমে দাও।]

২. পছন্দের বই কিভাবে খোঁজ করলে তোমার সুবিধা হয়?

☐ সরাসরি বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে ☐ গ্রন্থাগারিকের সাহায্য নিয়ে

৩. গ্রন্থাগারের সময় কখন হলে তোমার সবচেয়ে সুবিধা হয়?

☐ টিফিন পিরিয়ডে ☐ ক্লাস শুরুর আগে বা পরে

☐ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ পিরিয়ডে

৪. বইছাড়া নীচের কোনটি বা কোনগুলি তুমি পড়ার জন্য ব্যবহার কর?

☐ মানচিত্র ☐ গ্লোব ☐ চার্ট/সারণী ☐ ছবি

৫. প্রতিবার গ্রন্থাগারে গিয়ে কটি বই পেলে তুমি খুশী হও?

☐ ১ টি ☐ ২ টি ☐ ৩ টি

৬. বই কদিন বাড়ীতে রাখলে তোমার সুবিধা হয়?

☐ ৭ দিন ☐ ১৫ দিন ☐ ৩০ দিন

৭. বই লেনদেন ছাড়া আর কি ধরনের পরিষেবা, তুমি গ্রন্থাগারের কাছে আশা কর? (একাধিক পছন্দে '✓' দিতে পারো)।

☐ সমকালীন ঘটনাবলী ☐ পাঠ্যসূচী বহির্ভূত তথ্য ☐ বিগত বছরগুলির প্রশ্নাবলী ☐ প্রশ্নোত্তর তৈরীর ক্ষেত্রে সাহায্য

৮. গ্রন্থাগারে কম্পিউটার থাকলে কি তোমার সুবিধা হত?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৯. গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে, তুমি কি তাতে অংশ নেবে?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ ভেবে দেখব

১০. পরীক্ষার পর তোমার কয়েকটি বই যদি গ্রন্থাগারের জন্য চাওয়া হয় তাহলে কি তুমি দেবে?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ ভেবে দেখব

১১. বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থাগারে কি তুমি যাও?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১২. পাঠ্যবই ছাড়া অন্য যেসব বই তুমি তোমার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে নিতে পছন্দ কর, তাদের পছন্দের ক্রমানুসারে ১-৯ নম্বর দাও; অর্থাৎ সবচেয়ে পছন্দের বিষয় '১' নং এবং সবচেয়ে অপছন্দের বিষয় '৯' নং।

☐ গল্প/উপন্যাস ☐ কবিতা ☐ প্রবন্ধ
☐ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ☐ জীবনী ☐ সাধারণ জ্ঞান
☐ ভ্রমণ কাহিনী ☐ খেলাধূলা ☐ কমিক্স

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

আগামী ৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ (রবিবার) কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে "বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" শীর্ষক সারাদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বর চাঁদা ৭৫.০০ ধার্য করা হয়েছে। সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

অসিতাভ দাশ
সভাপতি, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

কিরণময় দত্ত
সভাপতি, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

বাঙালী মুসলমান নাম ঃ প্রকারান্তরকরণ সমস্যা ঃ অনুসন্ধান

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, *অতিথি অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*

ও

দীপিকা নিয়োগী, *সহ-গ্রন্থাগারিক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, পশ্চিমবঙ্গ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[সারসংক্ষেপ ঃ বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের নামের প্রকারান্তরকরণ করতে নানা সমস্যা হয় এবং কেন হয় আলোচনা করা হয়েছে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা আশা করি।]

১. **বাংলাদেশ**

ক) **বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী. বাংলা একাডেমী. (১৯৮৮) ঃ ঢাকা**

এই গ্রন্থপঞ্জীতে বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারের নাম যে পদ্ধতিতে ভুক্তিকরণ করা হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে সে নিয়মাবলী অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়। যেমন

মুহম্মদ ইসমাইল নামকে পাশ্চাত্য নামের অনুকরণ করে **ইসমাইল, মুহম্মদ** (পৃষ্ঠা ২৯৫) করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থপঞ্জীতেই নিম্নলিখিত নামগুলিকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। যেমন

মুহম্মদ জয়নুদ্দীন
মুহম্মদ নূরুদ্দীন
মুহম্মদ মুসা
মুহম্মদ হুসাইন। ইত্যাদি।

খ) **বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী. ১৯৮৬**

এই গ্রন্থপঞ্জীতে যে সব নিয়মাবলী গ্রহণ করা হয়েছে, বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে সেগুলি অনুসরণ করা যায় কিনা চিন্তা করা যেতে পারে।

২. **ভারত**

ক) **ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (Indian National Bibliography)**

এই গ্রন্থপঞ্জীতে মুসলমান গ্রন্থকারের নাম বিভিন্নভাবে ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

Muhammad Rais Nadvi
Al - Iamhat ila mali
Anvarul - Bari Min - al - zulumat

প্রভৃতি নামগুলিকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কিন্তু Muhammad Nadvi Sibte

নামটিকে পাশ্চাত্য ধারায় উল্টিয়ে করা হয়েছে

Sibte, Muhammad Nadvi, ed.	

পুনরায় Mirza Farhatullah Beg নামটি পরিবর্তিত অবস্থায় হয়েছে

Farhatullah Beg, Mirza	

খ) **জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা ঃ ১৯৮২-১৯৯১ (সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী, কলকাতা ১৯৯৭)**

এই গ্রন্থে একই গ্রন্থকারের নামকে ভিন্নভাবে ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। যেমন

এস. এম. আখতার হোসেন	
বিশ্বতীর্থ হজ্জ ও যিয়ারাত	

আখতার হোসেন, এস. এম	
ইসলামী শিক্ষা ও বিধান	

আরও দেখা গিয়েছে যে গ্রন্থকার **শেখ মুন্না** এই নামটিকে অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। অথচ **শেখ আজিজুল হক** এই নামটিকে করা হয়েছে

আজিজুল হক, শেখ	

তবে সমগ্র গ্রন্থটিতে — প্রত্যেকটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রে যেভাবে গ্রন্থকারের নাম ছাপা হয়েছে সেভাবেই ব্যক্তি নামগুলিকে সংলেখের শিরোনামে লেখা হয়েছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও কোথাও কোথাও ঘটে গিয়েছে।

গভীর আলোচনার প্রয়োজন

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে নামের স্বকীয়তা বজায় রাখতে গেলে বাঙালী মুসলমান নামের ভুক্তিশব্দ স্থির করার ক্ষেত্রে — গভীর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। পাঠকদের চাহিদার ঝোঁক কোন দিকে এটা চিন্তা করেই বর্তমান গ্রন্থাগারিকগণ পাশ্চাত্য সূচীকরণ কোডের নিয়মাবলী মেনে বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারের নাম ভুক্তিকরণ করা সঠিক বলে মনে করছেন না। স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা উচিত বলে তাঁরা ভাবনা চিন্তা করছেন।

মুসলমান নাম সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

মুসলমান নাম ও পদবী নিয়ে লেখা কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

Colebrook, T. E. On the proper names of Mohammedans. 1879 — এটি একটি অনবদ্য রচনা। রচনাকার তাঁর এই গবেষণা পত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের নামকরণের কিছু নিজস্ব রীতি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ইসলামের প্রসারকালে আরবের মুসলিম ব্যক্তির নামকরণে সে দেশের প্রথাই অনুসরণ করা হয়েছিল। সে ঐতিহ্য এখনো বর্তমান আছে। তিনি যে শ্রেণীবিন্যাসের উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ —

i) আলম বা ইসম (Proper name)
ii) কুনইয়া বা উপনাম (Nick name)
iii) লাকব বা খিতাব (honorific title)
iv) নিসবা বা আলনসাব (Name of relationship)
v) আলামত (honorific title applied to princess only)
vi) ওনয়ান (honorific title applied to private individuals in token of esteem)
vii) ম্যাকলস বা তাখাল্লুস (pseudonyms)

মুসলমান নামে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির যে কোনো একটি বা একাধিক অংশের ব্যবহার দেখা যায়। কারণ মুসলমানদের নামকরণের সময় শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য জানতে হবে। সর্বোপরি জানতে হবে তার ব্যাকরণগত রূপ। কারণ সব পদই নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের নামকরণে বিশুদ্ধ ইসলামী রীতি অনুসরণ করা হয় না। নামকরণে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন বম্বে আলী মিঞা — বাংলা সাহিত্যের এক স্বনামধন্য কবি : নামটির অর্থ হল আলী মিঞার বান্দা বা দাস। কিন্তু প্রকৃত অর্থে একজন মুসলিম আল্লাহ্ ছাড়া কারও বান্দা বা দাস নয়। ফলে নামটি ইসলামে অবৈধ।

তবে নিসবা, লাকব বা খিতাব এবং তাখাল্লুস-এর ব্যবহার বাঙালী মুসলমান সমাজে নামকরণের সময় লেখা যায়। যেমন

ক) নিসবা অনুসারে বাঙালী মুসলমান নাম হল — নূরুদ্দীন চাটগামী (চট্টগ্রামের বাসিন্দা)

খ) লাকব বা খিতাব অনুসারে বাঙালী মুসলমান নাম হল —

শেখ মুজিবর রহমান, সম্মানিত হন
'বঙ্গবন্ধু' নামে (লাকব)

এ. কে. ফজলুল হক, মূল্যায়নে
শেরে বাংলা লাকবে সম্মানিত হন।

গ) তাখাল্লুস বা ছদ্মনাম অনুযায়ী বাঙালী মুসলমান নাম হল —

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী — 'গাছপাথর' ছদ্মনামে পরিচিতি লাভ করেছেন।

২. ড: মুহম্মদ হারুনের গ্রন্থ : 1984

ড: হারুন-এর ইংরাজীতে লেখা গবেষণামূলক গ্রন্থটি (cataloguing of Indian Muslim Names 1984) বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের 'Genesis of muslim names' অধ্যায়টি Colebrooke-এর প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। বহুলাংশে স্বীকৃতি গ্রহণ পদ্ধতিটি উহ্য রয়ে গিয়েছে। যেহেতু মহম্মদ হারুণ একজন গ্রন্থাগারিক সেহেতু Colebrooke অনুসৃত পশ্চিমী দুনিয়ার মুসলমান নামের সূচীকরণ পদ্ধতি নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করেছেন। ফলে বঙ্গদেশের বর্মান্তরিত মুসলমান নামের সূচীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রস্তাবনা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৩. ড: মোহাম্মদ কলিমুদ্দিনের গ্রন্থ : 2000

অতি সম্প্রতি বাংলায় লেখা আরও একটি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে — 'মুসলিম নাম ও পদবী : ভারতীয় মুসলিম নামের উৎস, বিবর্তন, সূচীকরণ, অভিধান'। গ্রন্থটি হারুনের লেখা উপরিউক্ত ইংরাজী গ্রন্থটির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রায় সরল অনুবাদ।

মহম্মদ কলিমুদ্দিনের গ্রন্থটি পড়লে মনে হতে পারে যে বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক কোন রচনা বা গ্রন্থ উনি পড়েন নি। শব্দ ব্যবহারে লেখক ভীষণ অমনোযোগী। যদিও তিনি একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালী গ্রন্থাগার কর্মী। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। ২১-২২ পৃষ্ঠায় হঠাৎই 'ক্যাটালগ' শীর্ষকে

যে অংশটি লেখা হয়েছে এই অংশটি গ্রন্থের শেষে পরিভাষা হিসাবে দেওয়া সংগত হত। এই অংশে সামান্য কিছু পরিভাষা দিয়েছেন কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে এই সব পরিভাষা ব্যবহার করার ব্যাপারে যত্ন নেননি।

২৫-২৬ পৃষ্ঠায় রঙ্গনাথনের জীবনী অংশটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অরুণকান্তি দাশগুপ্ত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় (৫১ বর্ষ, সংখ্যা-৫, ভাদ্র ১৪০৮, পৃ: ১০৫) কলিমুদ্দিনের গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান নামের যে উপাদানগুলির আলোচনার প্রসঙ্গটির ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন তা সম্পূর্ণ কোলব্রুক (Colebrooke) এর রচনা থেকে নেওয়া। মহম্মদ হারুণও (Haroon) তাঁর গ্রন্থে বিষয়টি নিয়েছেন কোলব্রুক-এর রচনা থেকে। সুতরাং প্রশংসা প্রাপ্য কোলব্রুক-এর। হারুনেরও নয়, কলিমুদ্দিনেরও নয়। লেখকের দুর্বলতা শুধু বাংলা ভাষায় নয়, সূচীকরণ বিষয়েও ধারণা অস্বচ্ছ।

বাঙালী মুসলমান নাম ও পদবী নিয়ে লেখা আরও দুটি গ্রন্থের নাম অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার।

ক) খগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের লেখা
'নাম ও পদবীতে হিন্দু মুসলমান'—
সঞ্চয়নী প্রকাশনী
কলকাতা

খ) দ্বিতীয়টি হল ড: মোহাম্মদ হাননান এর লেখা
'বাঙালী মুসলমানের নাম ও পদবী'
অনন্যা, ঢাকা

শ্রী ভৌমিক তাঁর গ্রন্থে যে অসাধারণ বিচক্ষণতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন — যার ফলশ্রুতিতে গ্রন্থটি একটা আদর্শ রচনার মানে পৌঁছেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ড:হাননানের পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতা গবেষক ও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

এই আলোচনা থেকে এটাই প্রামাণ্য যে বাঙালী মুসলমান গ্রন্থকারেরা নাম ও পদবী গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো স্ববিরোধীতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে তাঁদের নাম সূচীকরণ করার জটিলতা থেকেই যাচ্ছে। এই সব সমস্যার সমাধানের সূত্র অনুসন্ধান হল আমাদের পরবর্তী কর্তব্য।

গ্রন্থপঞ্জী :

আপিলা - চাপিলা / অশোক মিত্র — (*দেখুন* দেশ, ৬৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, পৃ ৬৫)

ইসলামী নাম ও নামকরণ / কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা — হাড়োয়া, ২৪ পরগণা : [প্রকাশক নেই], ১৯৬৮

তিনপ্রসঙ্গ : মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জাতপাত/শ্যামল চক্রবর্তী — কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৩

নাম ও পদবীতে হিন্দুমুসলমান / খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক — কলকাতা : সঞ্চয়নী, ১৯৯৮

বাঙালি মুসলমানের নাম ও পদবী / মোহাম্মদ হাননান — ঢাকা : অনন্যা

বাঙালীর পদবী / মহম্মদ আমীর হোসেন — (*দেখুন* অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪০৭, পৃ ১৬১-১৯৮)

বাংলার সামাজিক ইতিহাস / অতুল সুর — কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৯৮

মুসলিম নাম ও পদবী : ভারতীয় মুসলিম নামের উৎস, বিবর্তন, সূচীকরণ, অভিধান / মোহাম্মদ কলিমুদ্দিন — হাওড়া : সবুজপত্র, ২০০০

মুসলিম সমাজ : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা / মইনুল হাসান — কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০২

Cataloguing of Indian Muslim names / Mohammed Haroon. – Delhi : Indian Bibliographies Bureau, 1964.

On proper names of Mohammadans / T. E. Colebrooke. (*In* Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (New series) v. II (1879) & v. 13 (1881).

টীকা :

আতরাফ — নিম্ন সমাজ বা বংশের লোক

আনসারী — অর্থ সাহায্যকারী। হজরত মুহাম্মদ যখন হিজরত (পলায়ন) করেন মক্কা থেকে মদিনায়, তখন মদিনার যে সব ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করেন তাঁদের আনসারী বলা হয়।

আব্বাসী — হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পিতৃব্য আল-আব্বাসের সন্তানদের শাসনকাল। ৭৫০-১২৬৮ খৃষ্টাব্দ।

আশরাফ — উচ্চ বংশের লোক; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ভদ্রলোক।

আহম্মদ — হযরত মুহাম্মদের এক নাম। জননীর দেওয়া নাম। অর্থ - চরম প্রশংসাকারী।

ইসলাম — ইছলাম/এসলাম, শান্তি। ইসলাম-আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন। হযরত মুহাম্মদ (মঃ) ইসলাম ধর্মকে পূর্ণতা দান করেন ও প্রচার করেন।

ইসলামি তাহযীব — ইসলামিক সামাজিক প্রথা

কোরান — আল্-কোরআন। আল্লাহ্‌র বাণী। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে

প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ সমূহ। ইসলাম ধর্মের একমাত্র মূল ধর্মগ্রন্থ।

খান — খাঁ। পাঠানদের উপাধি, মুসলিমদের সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ। সুলতান বা বাদশা কর্তৃক (হিন্দুকে) দেওয়া উপাধি বিশেষ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন হযরত আবু বকর, তারপর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর, তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান এবং চতুর্থ খলিফা হন হযরত আলী। এই চার খলিফাকে সাধারণতঃ বলা হয় খুলাফা-ই-রাশেদুন অর্থাৎ সত্য খলিফা। হযরত আলীর শাসন কাল ৬৫৬-৬৬১ খৃষ্টাব্দ। এরপর শাসনক্ষমতা থাকে উমাইয়া বংশের হাতে। তারপর আব্বাসীর শাসন ৭৫০-১২৬৮ খৃষ্টাব্দ। এই সময় আফ্রিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ফাতেমী শাসন ৯৫০-১১৭১ খৃষ্টাব্দ ইত্যাদি।

ফাতেমী — হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার (নবী-নন্দিনী) বংশধর আফ্রিকায় শাসনকাল — ফাতেমী

ফারুকী — ভালোমন্দ বিচার করার যার যোগ্যতা আছে তাঁকে ফারুকী উপাধি দেওয়া হয়। হজরত ওমরকে হজরত মুহাম্মদ এই উপাধি দেন।

মীর্জা — মিরযা/মীরযা, আমীরযাদাহ্ এর সংক্ষিপ্ত রূপ, রাজপুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র।

মীর — মুনশী, প্রধান সেক্রেটারী, প্রধান কেরানী

মুহাম্মদ — হযরত মুহাম্মদের এক নাম। এ নাম দেন দাদা আব্দুল মোতালিব। অর্থ — চরম প্রশংসিত।

রবীল — নিম্নশ্রেণী, অন্ত্যজ

শেখ — সেখ/শাইখ/শইখ/শয়খ — সম্মানিত বৃদ্ধ। মুসলমানদের বংশীয় পদবী। পীর/মুর্শিদ। প্রধান/সরদার।

সিদ্দীকী — অর্থ বিশ্বাসী। এই উপাধি প্রথম দেওয়া হয় হজরত আবু বক্করকে।

সূফী — সূফী, ধার্মিক, মুসলিম মরমী সাধক।

সৈয়দ — সাইয়িদ। নবী-নন্দিনী হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীর বংশধরের পদবী।

হজরত মুহাম্মদ (সঃ)
হজরত মুহাম্মদ (দঃ)
হজরত মুহাম্মদ (রাঃ) — এগুলি হল সম্মানসূচক বাক্য

(সঃ) — 'সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম' (আরবী)। অর্থ— ওঁনার প্রতি সৃষ্টিকর্তার শান্তি বর্ষিত হউক।

(দঃ) — দরুদ অর্থ স্তববাক্য (আরবী)। অর্থ — উনি সৃষ্টিকর্তা দ্বারা মানুষের উপকারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ওনার প্রতি সৃষ্টিকর্তার শান্তি বর্ষিত হউক।

(রাঃ) — রাজেতাল্লাহোআনা (আরবী)। অর্থ — ভগবানের দূত।

হাদীস — হাদিস/হাদিছ/হদীস। হজরত মুহাম্মদের (সঃ) বাক্য, কার্য এবং তাঁর অনুমোদিত বাক্য ও কার্য।

হাসানী — হযরত আলীর পুত্র ইমাম হাসানের পুত্র দ্বিতীয় হাসান এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্‌র পুত্রদ্বয় মহম্মদ ও ইব্রাহিম পরে করেন স্বল্পস্থায়ী ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আল-হাসানী শাসন।

পরিভাষা :

বাংলা থেকে ইংরাজী

আকর গ্রন্থ — Reference book
আখ্যাপত্র — Title page
গ্রন্থকার — Author
গ্রন্থাগারিক — Librarian
প্রকারান্তরকরণ — Rendering
ভুক্তিকরণ — Rendering
ভুক্তিপদ — Entry element
সূচীকরণ — Cataloguing
সূচীকরণ কোড — Cataloguing code
শিরোনাম — Heading
সংলেখ — Entry

ইংরাজী থেকে বাংলা

Author — গ্রন্থকার
Cataloguing — সূচীকরণ
Cataloguing code — সূচীকরণ কোড
Entry — সংলেখ
Entry element — ভুক্তিপদ
Heading — শিরোনাম
Librarian — গ্রন্থাগারিক
Reference book — আকর গ্রন্থ
Rendering — প্রকারান্তরকরণ, ভুক্তিকরণ
Title page — আখ্যাপত্র

(সমাপ্ত)

অম্লান দাগ

বেবী দাস

(প্রিয় শিক্ষক প্রয়াত মঙ্গল প্রসাদ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন)

একদল যাত্রী আসে
একদল চলে যায় ফিরে
সেইসব মানুষের ভীড়ে
কারো মুখ চোখে ভাসে
কেউ কেউ দাগ কেটে যায়
মনের গভীরে।
বোঝাবো কেমনে যে হায়
বোঝাবো কি করে!

পাহাড়-ও তো প্রিয় হয়
কারো কারো কাছে,
কারো প্রিয় বজ্রনিনাদ।
তেমনই প্রিয় যে ছিল
সকলের কাছে,
সিনহা, মঙ্গলপ্রসাদ।

বাহিরটা ছিল তাঁর
কঠোর কঠিন।
ভিতরটা ছিল তাঁর
পালকের মত।
যতই চিনেছি আমরা
তাঁরে প্রতিদিন,
ততই হয়েছি অবাক,
হয়েছি বিস্মিত।

আমরা পাহাড়ের বুকে
স্নেহের ঝরণা দেখেছি।
দেখেছি তাঁর চোখে
সূর্যের ঝিকমিক আলো।
আমাদের ভয় গেছে কেটে
যতবার তার কাছে গেছি।
ততই লেগেছে ভালো
ততই লেগেছে ভালো।

NACLIN 2003

Sixth-National Convention on Library and Information Networking

Theme

"Managing Knowledge Resources in the Digital Era"

Organised by

DELNET-Developing Library Network, New Delhi-110003

JADAVPUR UNIVERSITY, Kolkata-700 032

।। উদ্বোধন অনুষ্ঠান।।

উদ্বোধনের তারিখ : ১৪ই অক্টোবর, ২০০৩

সময় : সন্ধ্যা ৫টা ৩০মি:

স্থান : ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি প্রেক্ষাগৃহ

।। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।।

রোজনামচা ঃ মঙ্গলকথা

বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়

[প্রয়াত অধ্যাপক মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহের স্মরণ সভায় পঠিত এই প্রবন্ধটি প্রয়াত-অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন — সম্পাদক]

এক সময়ে ভাবতাম ছোটবেলার বন্ধুরমত বড় বয়সে আর তেমন বন্ধু হয় না। মঙ্গল আমার সে ধারণা ভেঙে দিয়েছে। মঙ্গল আমার বড় বয়সের বন্ধু। আমার চেয়ে আট বছরের বড়। তবু আমরা পরস্পরকে 'তুই' বলতাম, কবে যে 'তুই' শুরু আজ আর মনে নেই, 'আপনি' বা 'তুমি' কোনদিন বলেছি বলেও মনে পরে না।

আমাদের দুজনেরই অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্য বলেন — 'মঙ্গলদা' এবং 'আপনি'। মায়াদিও 'মঙ্গলদা' বলতেন। কিন্তু আমার কাছে দুজনেই মঙ্গল এবং গণেশ। মনে হয় ৩৩ নম্বর হুজুরীমল লেনের ওহার নৈকট্যই আমাদের অনেককেই এতটা অন্তরঙ্গ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

ছোটবেলার বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে। জীবনে বসবার ঠাঁই বদল করেছি। শেষকালে এখন গল্ফগ্রীনে। অনেক স্থান বদল করে করে মঙ্গলও শেষকালে যাদবপুরেই কাজলা-ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে ছিল। আমরা দুজনেই বসবার চাকরি পেয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজনেরই শেষ চাকরি। এবং চাকরির শেষ।

ভদ্রকালীতে আমার মামার বাড়ী। ওখানে মায়ের অনেক বন্ধু ছিলেন। মায়ের সঙ্গে মায়ের পাতানো বন্ধুদের বাড়ীতে, কিশোর বয়সে খুব যেতাম। কেউ 'মনের কথা', কেউ 'গঙ্গাজল', কেউ 'বকুলফুল'। মঙ্গলের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পাতাই নি। বন্ধুত্ব পেতে গিয়েছিল।

মঙ্গলের মৃত্যুটা আমার মনে হয়েছে ইচ্ছামৃত্যু। কেমন সুন্দরভাবে বেশ কিছুদিন ধরে ও নিজেকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করে নিল। পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে, মায়ার বাঁধন কাটাবার জন্যে, যা কিছু ভালবাসত সব ছেড়ে যাবার জন্যে, ধীরে ধীরে মনটাকে মানিয়ে নিল। মিষ্টি খেতে ভালবাসত, মাছ ছিল খুব প্রিয়। এ সব খাওয়া কমিয়ে দিল। এমনকি ছেড়েও দিল। শেষের দিকে তো খাওয়াও ভুলে গিয়েছিল।

মৌনী হয়ে গেল। ইচ্ছে করে। শুধু শুনত। আবার তখনই ভুলে যেত। খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমরা চেষ্টা করেও পারব না। ভাবখানা এমন যেন এসব অনেক হয়েছে। ৭৮ বছর ধরে এসব করেছি। আর নয়।

পৃথিবী মঙ্গলের কাছে বড় পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আউল-বাউল মনের অবস্থা। সব দিক থেকে প্রস্তুত হয়েই তবে শেষবারের জন্যে 'বাউল মনে' গিয়েছিল চলে যাবার জন্যে। চলেও গেল খাঁটি বাউলের মতন।

মঙ্গল ছিল সকলের প্রিয় শিক্ষক। যত্নবান শিক্ষক। যে বিষয়টা পড়াত সেই বিষয়টাকেও ভালবাসত। বিষয়টাকে সম্পূর্ণ নিজের অধিকারে আনতে পেরেছিল। আর পেরেছিল বলেই পড়িয়ে আনন্দ পেত। যারা পড়ত তারাও আনন্দ পেত। আজকাল এটা বড় দুর্লভ। কত কথা এ সম্পর্কে বলা যায়। এ সব কথকতা আমার রোজনামচায় কিছু কিছু লেখা আছে। আরও লিখতে হবে।

এ সবের উর্দ্ধে কেন জানিনা বন্ধু মঙ্গলের স্মৃতি আমার কাছে পুরোনো ভাললাগা গানের মত ফিরে ফিরে আসে। যত দিন বেঁচে থাকব আসবে। ওর স্মৃতি বাতাসে মিশে আছে। তাই বাতাস এখন সুবাতাস।

ওর চলে যাওয়াটা আমি মেনে নিয়েছি। কেননা ওর চলে যাবার সাজগোজ এবং প্রস্তুতি দেখে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ও চলে যাবে। কেমন করে যাবে সেটাই ছিল দুর্ভাবনা।

একটা সময় এসেছিল যখন ও বারে বারে অসুস্থ হচ্ছিল। একদিন খবর পেলাম ও যাদবপুর অঞ্চল থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। বড়িষায়। মনে হয় সেটা ১৯৯৩। মঙ্গলের কাছে নিয়মিত যাওয়াটা তখন একটা অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছিল। ও কাছে থাকবে না জেনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের রোজনামচা ওকে শুনিয়ে ছিলাম। তারিখটা ছিল ১.৪.১৯৯৩।

থাক না কোথাও কাছাকাছি

শুনছি আছিস নাকি
পা বাড়িয়ে
চলে যাবি দূরে
বেহালা ছাড়িয়ে।

ভেবে দেখ্ ছিলাম কোথায়
কোতরং, মাহেশ,
চন্দননগরে

এখন এসেছি কাছে
বহুদিন পরে
বহুকষ্ট করে।

এখানে আমার কোন
বন্ধু নেই
এমনও সময় আসে
সময় কাটে না

কেউ নেই, যার কাছে যাই
কথা বলি, আলোচনা করি
সময় কাটাই
সে এক অসহ্য যন্ত্রণা।

তখন সান্ত্বনা পাই
মনে ভেবে
খুব কাছে
মঙ্গল তবুতো আছে
তুইও থাকবি না?

থাকলো কোথাও
কাছাকাছি
যতদিন আমরা কজন
বেঁচে আছি।

মঙ্গলকে লেখাটা শুনিয়ে ছিলাম। শুনে মোনালিসা হাসি হেসেছিল।

একদিন খবর পেলাম মঙ্গল হাসপাতালে ভর্তি। দেখা করতে গেলাম। বাড়ী ফিরে ৮.১০.৯৩ রোজনামচা লিখেছিলাম। লেখাটার নাম মাঙ্গলিক।

মাঙ্গলিক

আমাদের সকলের অন্তরের
অন্তহীন দাবী
সুস্থ হয়ে ওঠ।
সকলেরই একমাত্র প্রার্থনা
রোগমুক্ত হবি।

কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটে
হঠাৎই একদিন
চোখের আড়ালে।

ডাক্তারের নল শিশি
তোর দুই হাতে
টেনে ছিঁড়ে ফেলে
সহজিয়া মঙ্গলের মত
এমনই একদিন আমাদের কাছে
চলে আয়
পান খেতে খেতে।

পানরং ফুলের পাপড়িতে
তোকে আমরা অভ্যর্থনা করি
আমাদের সকলের হাত
হাতে হাতে ধরি
আহ্লাদে লাফিয়ে উঠি
করতালি দিই।

এই লেখাটা মঙ্গলকে শোনাবার সুযোগ পাইনি। ওর অসুস্থতার জন্যে। এই জন্যে মনে একটু দুঃখ আছে। লেখাটা ছিল মঙ্গলের সুস্থ হয়ে ওঠার প্রার্থনা। আমার মনের আকুতি। আপনারা জানেন সেবার মঙ্গল সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছিল।

৬৫ বছর পর্যন্ত পড়ানোর পরে মঙ্গল আর পড়াতে রাজী হল না। তখন আমাদের বিভাগে আমরা মঙ্গলকে একটা খুব আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়েছিলাম অনুষ্ঠান করে। সেদিন ১৪.৮.৯২ মঙ্গলের উপস্থিতিতে আমি বন্ধু মঙ্গলের কাছে আমার বহুবিধ ঋণের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলাম।

আমার ঐ লেখাটি মঙ্গলের খুব ভাল লেগেছিল। আমার কাছে একটা কপি চেয়ে নিয়েছিল। অনেককে পড়িয়েছিল। শুনলাম ওর আলমারি থেকে লেখাটি পাওয়া গেছে।

বন্ধু মঙ্গলের উপস্থিতি সব সময়ে অনুভব করি। অনেক দিনের পুরোনো গানের মত মঙ্গলের কথা মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করে। এখন আর আমাকে মঙ্গলের কাছে যেতে হয় না। মঙ্গলই এখন আমার কাছে আসে। বাতাসের মত ওকে আমি অনুভব করি। আমার ওই লেখাটি পড়ে আমি মঙ্গল-স্মরণ শেষ করছি।

প্রিয় বন্ধু মঙ্গল

ভেবেছিলাম
মঙ্গলকে নিয়ে
একটা কবিতা লিখব।

কাজে নেবে
দেখলাম
কাজটা বড় কঠিন
বড় শক্ত।

মঙ্গলের মধ্যে
কি আছে
কবিতা লেখার?

চন্দ্রের
যে সব লক্ষণের জন্য

চাঁদ
কবিতার বিষয়বস্তু
যেমন —
ওর ধারকরা
আলোর ফুলঝুরি
বহুরূপীর মত
চেহারার কারসাজি
কখন গোল
কখন তরমুজের ফালা।
স্বপ্ন, মায়া, রোমান্স, রহস্য
লোককে পাগল করার
কত ছলনা
কী নেই শশীর?

তোমরাই বলনা
কোন্ কোন্ কাব্যগুণ
মঙ্গলের আছে!

বাতায়ন —
কবিতায়, সঙ্গীতে
বড় কদরের।
জানালা
কবিদের খুব প্রিয়।

ঘরে বসে
দূরের সঙ্গে
কেলাকুলি।
তারার সাথে ভাব
মেঘের সঙ্গে খেলা
ঝড়ের পিঠে জিন
পাখির চোখে চোখ।

সব সম্ভব
চার দেয়ালের
ঐ ফাঁকের জন্যে।

কোন্ বাড়ীর
কোন্ জানলার
কোন্ ছবি
সবচেয়ে দামী
কবিরা
তার খবর রাখে।

অথবা বলা যায়
যারা খবর রাখে
তারা কবি।

মঙ্গলের
এ সবের
কিছুই নেই,
মঙ্গল
কেবলই মঙ্গল।

ওকে নিয়ে
কবিতা লেখা
কি
চাট্টিখানি কথা!

ফুল
কবিদের
বড় আদরের।

কুসুমের
কত বিচিত্র নাম।
কত
রং, গন্ধ, পাপড়ি,
মাধুর্য, সৌন্দর্য, বাহার
মোহিনী হাতছানি।

কুসুমের
এ সবের
মঙ্গলের
কিছুই নেই।

বাহার
মঙ্গলের কাছে
ঘেঁসতে ভয় পায়।

রং?
সাদা পাঞ্জাবী
নয়তো গেরুয়া।

গন্ধ?
বড় জোর
পানের, সুপুরির
নয়তো দোক্তার।

পাপড়ি?
বাপরে!
মেরেলি কোন কিছু

মঙ্গলের
দশহাত দূরে দূরে থাকে।
মাধুর্য?
ওর পকেটের
কোন ফোকরে
থাকলেও থাকতে পারে।

সৌন্দর্য?
বলতে পারব না।
হয়তো অতীতে
কোন ছেলে-দেখা বিকেলের
নরম হলুদ আলোয়
কারও নীরব ভীতু
চোখের আয়নায়
যুবক মঙ্গলের সৌন্দর্য
ছায়া ফেলেছিল।
সে খবর
কাক পক্ষীও
টের পায়নি।
আমরাতো কোন ছার।

কুসুমের
কোন্ গুণ
মঙ্গলের আছে?

চাঁদের মত
কোন কলঙ্কও
মঙ্গলের নেই।

পয়সার, চরিত্রের, অপবাদের,
বদরাগের, অসভ্যতার
কোন খুঁত
ওর গায়ে
দাগ কাটতে পারেনি।

ওর বড় মিল
গাছ গাছালির সঙ্গে।
স্থির, ধীর, শান্ত।
দানেই পরিতৃপ্ত।
প্রতিদানের
পরোয়া করে না।

মঙ্গলের মন
সাদা, ধবধবে, পুষ্টিকর।
দুধের মতন।

কাঁচের মত
ঝকঝকে, পরিষ্কার।

জলের মতন
তরল, টলটলে।

ও জলে
মন ধুয়েছি
সহস্রবার।

ও কাঁচে
মুখ দেখেছি
যখন তখন।

বন্ধু বলেই
ও দুধ পান করেছি
কণ্ঠভরে
ইচ্ছে হলেই।

ভিরে ওকে
খুঁজে পাওয়া কঠিন।
যারা জানে
তারা ওর ভক্ত।

সব ঠিক
সব সত্যি
তিন সত্যি

তবু
এ কথাও
মিথ্যে নয়।
মঙ্গল
কবিতার বিষয়বস্তু কিনা
গবেষণা সাপেক্ষ।

তাই মঙ্গলকে নিয়ে
কবিতা লেখা
খুবই কঠিন
বড় শক্ত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৫ই জুলাই ২০০৩, ৪৫জন সভা সভ্যার উপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০২-২০০৩) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোরাম, আজীবন সদস্য, সাম্মানিক সভা সংক্রান্ত গ্রন্থাগার নিয়মাবলী সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

প্রতিবেদক — স্বপ্না ব্যানার্জী।

(খ) রামমোহন কুইজ

গত ৩রা আগষ্ট, ২০০৩ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ আয়োজিত 'রামমোহন কুইজ' অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারক ছিলেন অনল বসু, তুলসী ভট্টাচার্য, নিবেদিতা কুমার ও রঞ্জিত কুমার দে। ৩০শে আগষ্ট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।

প্রতিবেদক — গঙ্গেশ নন্দী।

সারস্বত হিন্দী লাইব্রেরী, বেহালা, কলকাতা

রজত জয়ন্তী বর্ষ

গত ১৯শে জুলাই, ২০০৩, শনিবার বেহালার পাঠকপাড়া রোডের নিজস্ব ভবনের সভাঘরে রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রী দেবেশ ব্যানার্জী। বিগত ২৫ বছরের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরেন সম্পাদক শ্রী বালেশ্বর সিং। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ক বক্তব্য রাখেন। মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করতে সর্বব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীতে আছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, আলোচনা চক্র, সাহিত্য সভা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। কমিটির সকল সদস্য এই গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রতিবেদক — জগন্ময় ভট্টাচার্য।

সুকান্ত স্মৃতি সাহিত্য পাঠাগার, পুঞ্চাডি, পুরুলিয়া

সুকান্ত জন্মজয়ন্তী

গত ১৬ই আগষ্ট, ২০০৩, পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চাডির সুকান্ত স্মৃতি সাহিত্য পাঠাগারে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জহর দাস, প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ প্রবীর সরকার। সফল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগী ও সেরা নিয়মিত পাঠক ও পাঠিকাদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পাঠক-পাঠিকা, এলাকার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক, গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল।

জয়দেব সেন স্মৃতি পাঠাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন

সোনারপুর থানার অন্তর্গত লস্করপুরে বিগত ১৭ই আগষ্ট, ২০০৩ জয়দেব সেন স্মৃতি পাঠাগারের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রণী নেতা প্রবীর রায় চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার প্রধান ও পাঠাগারের সভাপতি কমল গাঙ্গুলী, পরিচালন কমিটির সম্পাদক প্রবলচিত্ত নন্দী গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। বর্তমানে পাঠাগারের আজীবন সদস্য ২১৮ জন, সাধারণ সদস্য ১৪০ জন, পাঠ্যপুস্তকসহ মোট বইয়ের সংখ্যা ২০০০।

প্রতিবেদক — প্রবলচিত্ত নন্দী।

নবজাতক পাঠাগার, সাউথ সিঁথি, কলকাতা

গত ২৭শে আগস্ট, ২০০৩ নবজাতক পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ও রাবীন্দ্রিক সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা সভা, ৪দিন ব্যাপী পুস্তক প্রদর্শনী এবং 'মল্লিকা' দেওয়াল পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রী হিরণ কুমার রায়। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, পাঠক পাঠিকা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — তনুশ্রী দাস।

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, পূর্বস্থলী, বর্দ্ধমান
প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারে বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অন্যতম অনুষ্ঠান হিসাবে গত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৩ সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে "আগষ্ট বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছে" এই বিষয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক রচনা প্রতিযোগিতা এবং একদিনের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। সেই দিনই পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং তাম্রপদকপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পূর্বস্থলীর নবরূপকারকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাধীনতা কেন্দ্রিক এক গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — তপন কুমার চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলা শাখা
প্রতিনিধি নির্বাচন

গত ২৭শে আগষ্ট, ২০০৩ বীরভূম জেলা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কৃতাকে ২জন কর্মী প্রতিনিধি নির্বাচনে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলা শাখার মনোনীত সমিতির জেলা সম্পাদক প্রণব দত্ত এবং সহ-সভাপতি সন্তোষ ঘোষ নির্বাচিত হন।

প্রতিবেদক — প্রশান্ত দত্ত।

প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা
শতবর্ষ উদ্‌যাপন

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ শতবর্ষে পদার্পণ করল। উদ্বোধনী দিনে বিকাল ৩টায় 'বই এর জন্য হাঁটুন' এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা প্যারীমোহন গ্রন্থাগার থেকে কামারহাটি পৌরসভা পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। পদযাত্রার উদ্বোধন করেন কামারহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান গোবিন্দ গাঙ্গুলী। ঐ পদযাত্রায় ৪টি বিদ্যালয় সহ ৯৫ টি সংগঠনের তিনহাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যা ৫-৩০ মি: এ মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কামারহাটি নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন শ্রী নিমাই মাল, গ্রন্থাগার মন্ত্রী, পঃ বঃ সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রী মানস মুখার্জী, বিধায়ক, কামারহাটি বিধান সভা কেন্দ্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন কামারহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী গোবিন্দ গাঙ্গুলী। স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। সারা বর্ষব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণার সম্পাদক শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে সকল গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়" শীর্ষক আলোচনা শিবির ও জেলা গ্রন্থমেলার আয়োজন উল্লেখযোগ্য।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সন্ধ্যা ৬-৩০ মি: প্যারীমোহন গ্রন্থাগারে "সমাজজীবনে মূল্যবোধের সংকট" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

প্রতিবেদক — অমিতাভ ভট্টাচার্য।

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থাগারিক দিবস : ২০০৩ — একটি প্রতিবেদন

গত ১০ই আগষ্ট, ২০০৩ তারিখে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ্ স্পেশাল লাইব্রেরীজ এ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস্, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে মহতী 'গ্রন্থাগারিক দিবস', ২০০৩ সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

উক্ত গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপনে 'পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়' শীর্ষক একটি আলোচনা চক্র বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহীদের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বর্দ্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী উদয় সরকার। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা ও উদ্বোধন করেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অমিত কুমার মল্লিক।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্দ্ধমান জেলা লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সভাপতি শ্রী সুমন্ত বর্মন, বর্দ্ধমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ দে, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন্ অফ্ সায়েন্স অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শ্রী উদয় সরকার।

বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় শ্রী অরিন্দম কোনার, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রতিনিধি শ্রী অভিজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ও লেখিকা সুমিতা চক্রবর্তী, প্রকাশনা সংস্থার শ্রী প্রসূন বসু ও শ্রী প্রবীর মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রী অর্জুন দাসগুপ্ত।

পরিশেষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী আলোচনা সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার সুচিন্তিত মতামত দেন।

গ্রন্থাগারিক দিবস সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক সুবল বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৭২৯ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগারপ্রেমী স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিও ছিল বিশেষ লক্ষণীয়।

প্রতিবেদক — শ্রী সমীর কুমার দে।

অধ্যাপক মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহের স্মরণ সভা

গত ২৩শে আগষ্ট, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিক-এর যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। সভার শুরুতে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রী অরুণ রায় এবং ঐ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এর পর প্রয়াত সিংহের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্মরণ সভায় প্রয়াত সিংহের ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী, বন্ধু, পরিষদের ও ইয়াসলিকের সদস্য/সদস্যা, শুভানুধ্যায়ী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইয়াসলিকের সম্পাদক শ্রী দীপক নাগ বলেন অধ্যাপক সিংহ ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি বলেন আপাতদৃষ্টিতে অধ্যাপক সিংহকে কঠোর মনে হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন কোমল। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল পিতৃতুল্য। তিনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ৭০-৮০ দশকে ইয়াসলিকের Training Division এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপদেশ IASLIC এর কাছে সবসময়েই প্রয়োজন ছিল। শ্রী নাগ প্রয়াত সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। প্রশান্ত সিনহা বলেন প্রয়াত সিংহের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। যতীন্দ্রনাথ শতপথী প্রয়াত সিংহের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি জানান অধ্যাপক সিংহ বলতেন তিনি খুব ভাল ছেলেদের শিক্ষক নন, সাধারণ ছেলেদের শিক্ষক। তিনি জানান প্রয়াত সিংহ Indexing System-এর course পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। সলিল খান ১৯৭৪-৭৫ সালের তাঁর ছাত্রজীবনের নানা ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলেন অধ্যাপক সিংহ যেমন ভুল হলে ভর্ৎসনা করতেন, সেরকম ঠিক হলে উৎসাহ দিতেন, প্রশংসা করতেন। সে সময় documentation টা ভীতির ব্যাপার ছিল। তখনই Project চালু হয়েছে। সে সময় ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন 'ডাকু মঙ্গল সিং'। M.Lib.Sc-তে ক্লাসি

মাফিক ক্লাস ছাড়াও যখনই মনে হত তিনি ক্লাস নিতেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি একটু অন্য রকমের ছিল। chain indexing এর ওপর তাঁর গবেষণাপত্র আছে। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মঙ্গলাপ্রসাদের স্মৃতিচারণ করে তাঁর রোজনামচা থেকে বিভিন্ন সময়ের ঘটনার উল্লেখ করে মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী অধ্যাপক সিংহের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে অধ্যাপক সিংহের নিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান, সংগঠন ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, ছাত্রপ্রীতি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যাদবপুর গ্রন্থাগার পুনর্গঠনে মঙ্গলবাবুর নিষ্ঠা ও ভূমিকা প্রশংসনীয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে এক গ্রামে জন্ম এবং অকৃতদার হলেও পরিবারের সকলের প্রতি তাঁর কর্তব্য মঙ্গলবাবু যথাযথভাবে করে গেছেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে ডকুমেন্টেশন পড়াবার এক ঘরানার সৃষ্টি করেন — সেটা হল মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ ঘরানা। সংগঠন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রী সিংহ পরিষদের সহ-সভাপতি, ট্রেনিং কমিটির ডিরেক্টর ছিলেন। গ্রন্থাগার সম্মেলনে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংসদ গঠনে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরও জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান তাঁর স্মৃতিকে বজায় রাখার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। প্রয়াত বন্ধুর প্রতি শ্রী রায়চৌধুরী শ্রদ্ধা জানান। এরপর শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র হিসাবে প্রয়াত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পুলক কর অধ্যাপক সিংহের ছাত্রদের প্রতি ভালবাসার কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানান। কৃষ্ণপদ মজুমদার তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা জানান। মঙ্গলবাবুর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগ নেবার প্রস্তাব দেন। তিনি দুটি প্রস্তাব দেন। একটি হল এনডাওমেন্ট (Endowment) করে তাঁর স্মরণে পরীক্ষায় কৃতি ১টি ছাত্রকে বৃত্তি (stipend) দেওয়া এবং অপরটি হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে তাঁর স্মরণে একটি সভাগৃহ নির্মাণ। শ্রী মজুমদার এর জন্য মঙ্গলবাবুর ছাত্রছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুদের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন রাখেন।

শ্রী হিরণ দত্ত বলেন অধ্যাপক সিংহ পরিষদের শিক্ষাক্রমে বিবলিওগ্রাফী প্রজেক্ট একাই সামলাতেন এবং ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দিতেন। পরিষদের পরীক্ষায় এই বিষয়ে যে ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তাকে মঙ্গলবাবুর স্মরণে একটা পদক দেওয়ার প্রস্তাব দেন শ্রী দত্ত। অরুণ রায় মঙ্গলবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে জানান মঙ্গলবাবুর কাছেই তাঁর পাহাড়ে যাবার হাতেখড়ি। তিনি বলেন মঙ্গলদার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। তিনি মজা করতে ভালবাসতেন। পরিশেষে সভার সভাপতি নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান মঙ্গলবাবু ১৯৫২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলেন মঙ্গলবাবু খুব মিতভাষী, আবেগপ্রবণ ছিলেন। ছিন্নমূল বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি খুব ভোজন রসিক ছিলেন। মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসতেন। তিনি মঙ্গলবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর সভার সমাপ্তি ঘটে।

বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

আগামী ৮.১১.২০০৩ (শনিবার) ডায়মন্ডহারবার স্টালিন আইনস্টাইন শহর গ্রন্থাগারে দুপুর ১টায় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সদস্য/সদস্যাদের সময়মত উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক, দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

আলোচ্য বিষয় : ১। প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন ২। আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ ৩। কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিষদের সংবিধান প্রযোজ্য।

১। ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত পরিষদের চাঁদা দেওয়া থাকলে ভোটার হতে পারবেন।

২। মনোনয়ন পত্র পাওয়ার তারিখ/সময় : ২৩.১০.০৩ তারিখ থেকে কাজের দিন বেলা ১.৩০ টা থেকে ৭টা পর্যন্ত।
স্থান : বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার, বিবেকনগর, বিল রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫

৩। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১.১০.০৩ রাত ৭টার মধ্যে। স্থান : বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার।

৪। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ ও সময় : ১.১১.২০০৩ দুপুর ৩টায়।

৫। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করার তারিখ ও সময় : ৩.১১.২০০৩ সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে। লিখিতভাবে বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগারে জমা দিতে হবে।

৬। বৈধ সদস্যদের তালিকা বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শ্রী অরুণকান্তি দাশগুপ্ত-র চিঠি

"গ্রন্থাগার"-এর ৫৩ বর্ষ, সংখ্যা-৫ ভাদ্র (১৪১০) সংখ্যায় ইরাকের জাতীয় গ্রন্থাগারে লুট ও অগ্নিসংযোগ সম্পর্কে ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইয়াসলিককে লেখা শ্রী অরুণ দাশগুপ্তর একটি চিঠির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে আমেরিকার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপক রবার্ট ডারনটন-এর (Robert Darnton) একটি সাম্প্রতিক রচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ রচনাটির ইংরেজি আখ্যা হল **"Burn a country's Past and your Torch its Future"**। ঐ ইংরেজি আখ্যাটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল : "একটি দেশের অতীত পোড়াও এবং এর ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা দেখাও"। শ্রী দাশগুপ্ত বিভিন্ন আমেরিকান ইংরেজির অভিধান দেখে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে ঐ অনুবাদটি ভুল হয়েছে। সঠিক অনুবাদ হবে "**একটি দেশের অতীতকে পোড়াও আর তার ভবিষ্যৎকেও বিনষ্ট কর।**" আমরা এই সংশোধন গ্রহণ করলাম।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

ভ্রম সংশোধন

['গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্ষ ৫৩, সংখ্যা-৪-এ অনবধানবশতঃ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। ত্রুটিগুলো নীচে সংশোধন করা হল। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। — সম্পাদক]

বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	কলাম/পংক্তি	যা ছাপা হয়েছে	যা পড়তে হবে
৫৩	৪	৯৩	প্রথম কলাম / ৪	রূপান্তরকরণ	প্রকারান্তরকরণ
ঐ	ঐ	৯৩	দ্বিতীয় কলাম / ১	আরবি	আরবী
ঐ	ঐ	৯৩	দ্বিতীয় কলাম / ২৮	পাপোলি	পাপোলি
ঐ	ঐ	৯৪	দ্বিতীয় কলাম / ৩১	তারা	তাঁরা
ঐ	ঐ	৯৪	প্রথম কলাম / ২৮	গাযি	গাযী
ঐ	ঐ	৯৪	দ্বিতীয় কলাম / ১০	আসলে Taylor	আসলে Tailor
ঐ	ঐ	৯৪	প্রথম কলাম / ৩৭	(by occupation)।	(by occupation)।"
ঐ	ঐ	৯৪	দ্বিতীয় কলাম / ৩৮	হলে	হলেন
ঐ	ঐ	৯৫	দ্বিতীয় কলাম / ৩, ৮	সিদ্দিকী	সিদ্দীকী

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ, আদর্শ গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ, সর্বোপরি একজন বিদগ্ধ বাঙালী ছিলেন নির্মল চন্দ্র চৌধুরী। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ নির্মল চন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিবছর স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবার ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ প্রথম বর্ষ স্মারক বক্তৃতা বৈকাল ৪ ঘটিকায় শশিভূষণ স্মারক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বক্তৃতার ব্যয় নির্বাহের জন্যে 'নির্মল চন্দ্র চৌধুরী স্মৃতি তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এই তহবিলে সাধ্যমত দান ক'রার জন্য বিনীত অনুরোধ। চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে টাকা পাঠালে - N.P.P. N.C. Chaudhury Smriti Tahabil এই নামে পাঠাতে অনুরোধ করি। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদে দানকৃত অর্থ আয়কর মুক্ত। ঠিকানা - সাধারণ সম্পাদক, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নেতাজী সুভাষ রোড (পাঁচমাথা), ডাকঘর - নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, ডাক সূচক - ৭৪১ ৩০২।

গ্রন্থ-সমালোচনা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা পঞ্জী—সংকলক ও সম্পাদক : বিপ্লব কবিরাজ ও মৃণাল কান্তি মণ্ডল। পুরুলিয়া জেলা সপ্তদশ বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত, ২০০৩: (৬, ৪৫ পৃঃ)। মূল্য ৩০.০০ টাকা।

এই পঞ্জীটিতে পুরুলিয়া জেলার জীবিত, মৃত, নিয়মিত অনিয়মিত অনধিক একশ বছর সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকার সংকলনে সম্পাদকদ্বয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা ভূমিকায় বলেছেন, একাজ তাঁরা নিতান্ত কৌতূহলবশে করেছেন। কাজটি আয়াসসাধ্য এবং শিক্ষিত পটুত্বের অবকাশ রাখে। সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবা কর্মে ব্রতী এই দু'জন কর্মী পেশায় গ্রন্থাগারিক হওয়ার একাজ তাঁদের পক্ষে করা সহজ হয়েছে। কেননা, গ্রন্থাগার বিদ্যায় এ ধরনের পঞ্জী প্রণয়নের বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব রয়েছে।

পত্র পত্রিকার পঞ্জী প্রণয়ন করে লাভ কী - বিশেষ করে যেসব পত্র-পত্রিকা অধুনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে? এর উত্তরে বলা যায়, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পত্র-পত্রিকার সমাধিক গুরুত্ব রয়েছে। বিগত দিনের পত্র-পত্রিকায় আমরা পাই তাঁদের সমকালের স্বাক্ষর। ইতিহাসের অনেক উপকরণ পুরানো পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কারণ সেখানে থাকে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের নানা উপাদান। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোনো পত্র-পত্রিকা থেকে তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' সংকলন করেছেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক পুলিন বিহারী সেন রবীন্দ্র রচনা পঞ্জী সংকলন করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন একথা আমরা জানি এবং এরকম পঞ্জীর গুরুত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত গবেষকরাও সম্যক অবহিত।

সমালোচ্য পঞ্জীটিতে মোট ৪৪২টি বিভিন্ন বিষয়ের ও কয়েকটি ভাষার পত্র-পত্রিকা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ৯২টি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। সেগুলিকে তারকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ৬০টির প্রকাশ অনিয়মিত। বাকী ২৯০টি অধুনা বিলুপ্ত।

এই পঞ্জীতে পত্র-পত্রিকার নাম বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত এবং তাতে ক্রমিক নম্বরও দেওয়া হয়েছে। সাধারণত পঞ্জীতে ক্রমিক সংখ্যা থাকায় পৃষ্ঠা সংখ্যা না দিলেও চলে। কিন্তু বইয়ের মতো ছাপা এই পঞ্জীতে বইয়ের নিয়মেই পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকলে ভালো হত। তাহলে আর গণনা করে পৃষ্ঠাসংখ্যা জানতে হত না। আর একটি অভাব বোধ হচ্ছে, এতে কোন রকম পরিসংখ্যান না দেওয়ায়। কোন বিষয়ের কতগুলি পত্রিকা, কতগুলি নিয়মিত বা অনিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা জানতে গেলে গণনা করা ছাড়া উপায় নেই। এইসব পরিসংখ্যান ভূমিকায় বা আলাদা করে দেওয়া যেত।

প্রতিটি পত্রিকার ক্ষেত্রে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তা হল, ভাষা, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশকাল, প্রকাশ স্থান, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বর্তমান সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রণ, বিষয় ও বর্তমান অবস্থা, অর্থাৎ পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয় কিনা অথবা বিলুপ্ত হয়েছে তার বিবরণ।

যেসব পত্রিকা বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলি এই পঞ্জীতে স্থান দেওয়া হয়েছে শুধু কি পঞ্জীর কলেবর বৃদ্ধির জন্যই? অবশ্যই নয়। পুরানো সাময়িক পত্রিকা নিয়ে পণ্ডিত-গবেষকদের কাজের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। খুদে পত্রিকার আয়ুষ্কাল স্বাভাবত খুব কম হয়ে থাকে। এদের মধ্যে দু'একটি ছাড়া দীর্ঘজীবি কেউ নয়। এরা যাতে হারিয়ে না যায় এজন্য এদের পঞ্জী প্রণয়ন এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে।

এই পঞ্জীর মুখবন্ধে সুবোধ বসু রায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তার থেকেই এসব পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব বোঝা যায়। ছৌ নাচের শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'ছত্রাক' পত্রিকার ১৩৮৬-র নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ রচনাটিই পরিবর্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হয় ছত্রাক প্রকাশনীর 'অযোধ্যা' সংকলন গ্রন্থে ১৩৯০ সালে। ২০০৩ সনে সরকারী-বেসরকারী মহলে ঐ সম্পর্কে খোঁজ পড়ে যায়। সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় ঐ খুদে পত্রিকাটিতেই। লিটল ম্যাগাজিন ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ করার মতো নয়। সব পত্রিকার সব লেখাই হয়তো উচ্চ মানের নয়-কোন কোন পত্রিকা হয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু কোন কোন সময়ে একটি মাত্র লেখাই এদের অমূল্য করে তোলে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এদের অবদান কম নয়।

অনেকেই জানেন, বিভিন্ন সময়ে এই ক্ষুদ্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলি বা সাধারণ সংখ্যাগুলি গবেষকার পক্ষে কত মূল্যবান হয়েছে। জীবনানন্দ চর্চায় 'নয়ুখ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। 'সবুজপত্র'ই বোধ হয় সর্বপ্রথম বাংলা লিটল ম্যাগাজিন। এরপর অনেক লিটল ম্যাগাজিন বের হয় — 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পূর্বাশা', 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'চতুষ্কোণ', 'অরণি', 'অগ্রণী', 'উত্তর সূরী', 'নিরুক্ত', 'একক', 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস', 'অনুক্ত', 'কবিপত্র প্রকাশ',

'ষষ্ঠীমধু' ইত্যাদি। সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়েও অনেকগুলি খুদে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বার হয়েছিল; তার মধ্যে 'লোকায়ন', 'এখনি', 'অনুষ্টুপ', 'সংসপ্তক', 'সাগ্নিক', 'বিকল্প', 'অশনি', 'জলার্ক', প্রভৃতি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলি এ সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান। এছাড়াও নানা খুদে পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বহু মূল্যবান লেখা বার হয়েছে।

'বর্তিকা', 'তীব্র কুঠার', 'চেতনা', 'কৌশিকী', 'বারোমাস', 'সমতট', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা' ইত্যাদির মধ্যে পাঠকদের কাছে সাহিত্যের যথার্থ কাজকে পৌঁছে দেওয়ায় এক ধরনের দায়বদ্ধতা দেখা যায়। 'গতানুগতিকতার ঊর্ধে উঠে 'মধুপর্ণী', জেলাকেন্দ্রিক সংখ্যা প্রকাশ করে, 'গণকণ্ঠ' মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম নিয়ে সমীক্ষা চালায়, 'জলার্ক', যখন 'দেশব্রতী' সংকলন করে বা সরোজ দত্ত সংখ্যা বার করে, 'বর্তমান লোকায়তিক' যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশ্ব রাজনীতির দলিলকে পাঠকের কাছে তুলে ধরে, 'বর্তিকা' যখন শবর-সাঁওতাল-ওঁরাও জাতি সমীক্ষা বা জেলা সমীক্ষা করে, 'কৌশিকী' যখন আঞ্চলিক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ কাজ করে, তখন এইসব খুদে পত্রিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। বড় বড় কাগজ যা করতে পারেনি। তা করছে এই লিটিল ম্যাগাজিনের দল তাদের অপূর্ব নিষ্ঠা নিয়ে।

অনেকেই হয়তো জানেন না, খ্যাতনামা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' যখন প্রকাশকদের থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, 'পূর্বাশা' সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য তখন সেই পাণ্ডুলিপি ১০০ টাকা দিয়ে লেখকের কাছ থেকে কিনে ছাপান। না হলে এই বইটি হয়তো চিরতরে হারিয়ে যেত।

উপরে যেসব ছোট পত্রিকার কথা বলা হল সেগুলির অনেকগুলি কলকাতা থেকে প্রকাশিত। কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকার নামই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হল। পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস, লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার এই পুরুলিয়া। এই পঞ্জীতে যেসব পত্রিকা স্থান পেয়েছে তা যে কেবল পুরুলিয়া শহরেই ছাপা হয়েছে তা নয়, জেলার অন্যান্য জায়গা থেকেও ছাপা হয়েছে। পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পাড়া থেকেও। সাময়িক পত্রিকা ছাপার মতো উপযুক্ত প্রেস অবশ্যই থাকা চাই বিশেষ করে দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে। এখন যেসব প্রেস থেকে এইসব পত্রিকা ছাপা হয়েছে সেই প্রেস গুলির ঠিকানা খুঁজলে পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম চোখে পড়বে। যেমন; ঝুচুকপাড়া, সরকার পাড়া, সদর পাড়া, নাপিত পাড়া, আমলাপাড়া, গোয়াল পাড়া, চক্রবাজার, মানবাজার, বাঘমুণ্ডি, বার বেন্দ্যা, ভামুরিয়া, তুন্তরী, কাশীপুর, সাঁওতাল ডিহি, পলাশ পাহাড়ী, কালীপাহাড়ী, আড়রা, নুনসেফ ডাঙা, নীলকুঠি ডাঙা, অলন্দী ডাঙা, কিংবা নিকটবর্তী অঞ্চল বা জেলার বিভিন্ন স্থান, বলরামপুর, রামচন্দ্রপুর, রঘুনাথপুর, তুলিন, ঝালদা ইত্যাদি। 'মণিহারা' পুরুলিয়ার একটি অঞ্চল, সেই নামেই ছাপা হয়েছে একটি পত্রিকা। জেলার বাইরে থেকেও পত্রিকা ছাপা হয়েছে আসানসোল, ধানবাদ, পাটনা এমন কি কলকাতা থেকেও। একথা সত্য যে তেমন সাময়িক পত্র বা দৈনিক পত্রিকা ছাপতে শক্তিশালী প্রেসের প্রয়োজন। এরকম পত্রিকা প্রকাশের উপযুক্ত ভালো ছাপাখানার অভাব পুরুলিয়ায় ছিলনা। কলকাতা থেকে তাঁরা খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না।

যদিও কোন পরিসংখ্যান দেওয়া নেই পঞ্জীভুক্ত পত্রিকা গুলির মধ্যে প্রকাশ কাল অনুযায়ী ১৮টি বার্ষিক, ষান্মাসিক ৬, দ্বিবার্ষিক ১, চতুর্মাসিক ১, ত্রৈমাসিক ৬, দ্বিমাসিক ৮, মাসিক ৩০, পাক্ষিক ২৫, সাপ্তাহিক ৩৩ এবং দৈনিক ২। কোন কোন পত্রিকা প্রথমে ষান্মাসিক, পরে বার্ষিক, ত্রৈমাসিক থেকে বার্ষিক, দ্বিমাসিক থেকে ত্রৈমাসিক, দৈনিক থেকে সাপ্তাহিক, মাসিক থেকে ত্রৈমাসিক, মাসিক থেকে পাক্ষিকে পরিবর্তিত হয়েছে। কিছুসংখ্যক পত্রিকার প্রকাশ কাল পঞ্জীতে উল্লিখিত হয়নি। পত্রিকাগুলির মধ্যে ত্রৈমাসিক পত্রিকার সংখ্যাই সর্বাধিক।

দুটি হস্ত লিখিত পত্রিকার নামও রয়েছে এর একটি 'তরুণ শক্তি'র প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সাল। অপরটি 'বিশ্বদীপ'-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৪০। এটি পরে মুদ্রিত রূপে প্রকাশিত হয়। আরও একটি হস্ত লিখিত পত্রিকা 'যুগছায়া' দেখা যায় হিন্দী ভাষায়। প্রকাশস্থল পুরুলিয়া শহর। প্রকাশ সন ১৯৭২।

বাংলা ভাষাতেই সর্বাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং যে বিষয়ে সর্বাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তা সাহিত্য। বাংলা ছাড়া হিন্দী, ইংরেজী, সাঁওতালী, কুড়মালী ও মৈথিলী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পত্রিকা আবার দ্বিভাষিক-কোনটি বাংলা ও হিন্দী, কোনটি বাংলা ও ইংরেজি।

সাহিত্য পত্রিকার এক অক্ষরের নাম 'রু' (রূপ) অথবা এক অক্ষরের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক 'ঘ্রৌ' যেমন আছে তেমনি একাধিক শব্দ যুক্ত নাম রয়েছে-'পরোয়া করি না', 'বোদ্দুর এলরে', 'যেখানে আলোক লাজ' 'কিছু পলাশের নেশা' 'কবিতার কাছে নতজানু' ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে 'অড়' 'তহর' 'ভিতম' ইত্যাদি বাংলা ভাষার পত্রিকা বলে মনে হয়না অথচ এগুলি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'অজিকু'র অর্থ কি? অভিধানেও মেলেনা। কোন সংস্কৃত শব্দ কি? 'অনৃজু' শব্দের অর্থ অবক্র বাঁকা। 'আফর' কি কোন আরবি বা ফারসী শব্দ? অথচ এগুলি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা বলেই পঞ্জীতে উল্লিখিত। 'অগ্রগামী', 'অনাগত', 'অবরুদ্ধ',

'করমতীর্থ', 'করমদীপ', 'কল্যাণ', 'চেতনা', 'টুকরাল', 'সূর্যেন্দু সঙ্গম', 'শিখর ভূমি', এগুলি সাহিত্যের পত্রিকা হিসেবে নিবি মানিয়ে যায় কিন্তু আসলে এগুলি সংবাদ সম্পর্কিত এবং সংবাদপত্র। পরবর্তীকালে 'কল্যাণ' শব্দের সঙ্গে 'বার্তা' যোগ করে তাতে সংবাদপত্রের আমেজ আনা হয়েছে। কিন্তু 'চেতনা'র নাম পরিবর্তন করে "ভিন্ন চোখে" করলেও সেরূপ কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয়না।

সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে বেশ কয়েকটি কবিতা পত্রিকাও রয়েছে—'কবিতার কাছে নতজানু', 'কবিতার বনানী', 'কৌম', 'জ্যোতির্বিদ', 'দাঁড়', 'শারদ কবিতা' পরে 'শারদ ও বৈশাখী' 'শঙ্খচিল', 'শ্বেত পলাশ', 'জবালা', 'নাট মন্দির' ইত্যাদি। সাহিত্য ও সংবাদ পত্রিকা 'লয়া পাতা' ও 'লয়া সুরঙ', নাম দুটি কাবিক; এতে স্থানীয় ভাষার ছাপ পড়েছে।

সাঁওতালী ভাষার অধিকাংশ পত্রিকাই, যেমন, 'অলচিকি', 'আরতা গম', 'উমুল', 'কলম', 'কুরুবক', 'জাং তিরিও', 'ডিরিহিরি', 'বারণা', 'তাপান দাঃ', 'তিরয়ো', 'তেতরে', 'পচ্ছিম বাংলা', 'পিয়ো তিরয়ো', 'পোডগোড়া', 'মিদং আড়ং', 'রায়বার', 'লাংতিনি', 'সিলি', 'সুসাব', 'সুশীর ডাহার' অথবা কুড়মালী ভাষার 'আখাইন', 'জাহালি', 'তুরুখুতু', 'বাজার', 'মানভূম এক্সপ্রেস' দু'একটি ছাড়া বাংলা ভাষার পত্রিকা বলে মনে হবে না। 'মানভূম এক্সপ্রেস' ইংরেজি ভাষার পত্রিকা বলেই গণ্য হবে। অথচ এটি প্রকাশিত হয় কুড়মালী ভাষায়। 'দি খবর ওয়ালা' পত্রিকাটিতে হিন্দীর গন্ধ থাকলেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায়। একমাত্র মৈথিলী পত্রিকা 'প্রজাতন্ত্র' কে বাংলা পত্রিকা বলতে কারো দ্বিধা হবে না। প্রকৃতপক্ষে ঐ নামে একটি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। 'রায়বার' কথাটির অর্থ নৃপতির যশোগাথা; 'অঙ্গদের রায়বার' কথাটি পাওয়া যায়। সাঁওতালীভাষাতেও কি রায়বার এর একই অর্থ?

ইংরেজী ভাষার পত্রিকাগুলির মধ্যে সংবাদ সম্পর্কিত ও সংবাদপত্রই বেশি। যেমন 'দি ছোট নাগপুর টাইমস' 'দি পুরুলিয়া টাইমস' দি, মালভূমি (প্রথম প্রকাশ ১৯০২), কোলফিল্ড টাইমস, 'দি খবরওয়ালা' 'রাইটার্স জার্নাল', ইত্যাদি। 'দি ডাইমেনশন' ও দি নিউ স্কেচ' ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলেও সংবাদ সম্পর্কীয় বা সংবাদ পত্র কিনা তা বলা নেই। দুটি পত্রিকার নাম 'দি বর্ডার লাইন', (সংবাদপত্র) এবং 'মিউটিনি' (সাহিত্য বিষয়ক) ইংরেজী হলেও এদের সবটাই বাংলায়। আরো একটি পত্রিকার নাম 'অ্যাপোলো' বাংলা কাগজ।

বাংলা সংবাদপত্র গুলির নাম 'মালভূম', 'মালভূম এক্সপ্রেস', (এটি আবার কুড়মালী ভাষাতেও প্রকাশিত), 'মালভূম' জেলা বোর্ড গেজেট 'মালভূম দর্পণ', 'মালভূম সংবাদ', 'মালভূমি জেলা সমাচার', ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গেজেট, 'পুরুলিয়া এক্সপ্রেস', 'পুরুলিয়া খবর', 'পুরুলিয়া গেজেট', 'পুরুলিয়া জনবিকাশ', 'পুরুলিয়া জেলা সমাচার', 'পুরুলিয়া দর্পণ', 'পুরুলিয়া প্রভাকর', 'পুরুলিয়া বার্তা', 'পুরুলিয়ার কথা', 'পুরুলিয়া শহর সংস্কৃতি সংবাদ', 'পুরুলিয়া সংবাদ' ইত্যাদি। পুরুলিয়া ছাড়াও অন্যান্য স্থানের নামেও সংবাদপত্র প্রকাশ হতে দেখি। 'কোলফিল্ড', 'ছোটনাগপুর', 'মানভূম', 'মানভূমি' ইত্যাদির নাম আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া আছে 'আলদা সমাচার', 'পঞ্চকোট দর্পণ', 'পঞ্চকোট বার্তা', 'পঞ্চকোট সংবাদ', 'সুন্দরী পঞ্চকোট' ইত্যাদি।

দু'একটি দৈনিক পত্রিকার নামও পঞ্জীটিতে পাওয়া যায়। 'দৈনিক দিন দুনিয়া' (পুরুলিয়ার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র, প্রথম প্রকাশ ৮মে ১৯৮১। পুরুলিয়া শহর থেকে প্রকাশিত।অপরটির নাম 'দৈনিক প্রভাতী' (পরবর্তী নাম 'প্রচার পত্র')।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে—ধানবাদ থেকে প্রকাশিত 'কোলফিল্ড টাইমস', 'মালভূম' নামের পত্রিকাগুলি কেন পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকা পঞ্জীর মধ্যে আসছে। পঞ্জীর ভূমিকায় পুরুলিয়া জেলার রাজনৈতিক ভূমিকার ইঙ্গিত এবং মালভূমের পুরুলিয়া ভুক্তির বিষয় থাকলে বিষয়টি স্পষ্ট হত। 'সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু রাঢ়' (সংবাদপত্র) এবং 'রাঢ়ভূমি' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি) নাম দুটি মালভূম ও পুরুলিয়ার ভূখণ্ড নিয়েই।

এখন অন্যান্য বিষয়ের যেসব পত্র-পত্রিকা রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা যাক। শিশু সাহিত্য সম্পর্কে বেশ কিছু পত্রিকা রয়েছে; যেমন, 'অনু ছড়া কার্ড', 'আগডুম বাগডুম', 'কেকা', 'কিশোর জগৎ', 'কিশোর ভাবনা', 'ঝলক', 'টুকুস', 'পায়েল', 'সবুজ আকাশ', 'সবুজ কলি', 'সবুজ চিঠি', 'সবুজ', 'সোনাবন্ধু', 'সঞ্চিতা', 'ছড়াকার্ড' ইত্যাদি।

ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি পত্রিকা ও প্রকাশিত হয়েছে যেমন, শ্রী অরবিন্দ কেন্দ্র ট্রাস্ট, 'মায়ের আহ্বান' (সাধনা) (শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত), 'বিশ্ব মানব ধর্ম', 'বিশ্ব জননী সারদা', (পূর্ব নাম শ্রী শ্রী মা সারদা)।

হিন্দী ভাষায় বেশ কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 'জনসেবক', 'নিরালা', 'নির্মাণ', 'যুগচ্ছায়া', 'প্রগতি'(বাংলা ভাষাতেও আছে) 'সমবেত' 'সরোকার' ইত্যাদি। 'ঋদ্ধ রন্ধ' বাংলা ও সাঁওতালী ভাষার দ্বিমাসিক গবেষণা মূলক পত্রিকা। হোমিও চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা 'নিরাময়' এবং 'হোমিও বাণী'। 'পূর্বাশা' কুষ্ঠ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদ। উল্লেখযোগ্য পুরুলিয়া জেলা

কুষ্ঠ প্রবণ অঞ্চল এখানে কয়েকটি কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। খেলাধূলা সম্পর্কে তিনটি পত্রিকা দেখা গেল : 'খেলাধূলা' ও 'খেলার জগৎ' (দ্বিমাসিক)। খেলাধূলার অপর পত্রিকাটির নাম 'পুরুলিয়া ময়দান'।

'বহুরী' সাহিত্য পত্রিকাটির পরবর্তীকালের নাম কেন 'মনখারাপ' হল, কিংবা সাহিত্য পত্রিকা 'বাইন বহুল'-এর অর্থ কি? 'আনার-বানার' সংবাদপত্রটির নামটি কি 'আগডুম বাগডুম' জাতীয়?

বিভিন্ন আন্দোলন সংক্রান্ত পত্রিকাও কিছু আছে। 'লোকপত্র' ও 'সঙ্ঘ পত্র' দুটির সম্পাদকই অরুণ চন্দ্র ঘোষ। 'হরিজন কল্যাণ সংবাদ', 'মোদক সমাজের সমাচার', কৃষকদের মুখপত্র 'কৃষক সভা' 'কিসান সভা বুলেটিন' 'মজদুর দর্পণ' যে বিশেষ বিশেষ সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত তাতে সন্দেহ নেই। ট্রেড ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখপত্র 'যুক্ত আন্দোলন' (১৯৬১) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাদেব মুখোপাধ্যায় এবং পরবর্তী সম্পাদক বিশ্বনাথ কোলে।

সমবায় আন্দোলনের উপরও একটি পত্রিকা দেখা যায় 'সমবায়ের কথা' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আলোক চৌধুরী। 'বৌধ খামার' নামটিতে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনে হয়, এটি বুঝি কৃষি সংক্রান্ত কোন পত্রিকা। কিন্তু এটি নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকা।

পত্রীটি সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক কথাই বলা হল তা এই কাজটিকে ছোট করার জন্য নয়। সম্পাদক স্বয়ং সমালোচনা আহ্বান করেছেন-এবং তাঁরা আশ্বাসও দিয়েছেন পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করবেন। তাঁদের কাজ যে তথ্যে পূর্ণ একথা পূর্বেই বলা হয়েছে — আর একবার তাঁদের এই কাজের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। এঁদের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কেউ কেউ যদি অপরাপর জেলার পত্রিকা পঞ্জী প্রণয়ন করেন তবে সমগ্র বাংলা দেশের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। পুরুলিয়া জেলার পত্র-পত্রিকার এই পঞ্জীটির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

[নিম্নলিখিত রচনাগুলি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য এসেছে। রচনাগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করা হচ্ছে। স্থানাভাবের জন্য রচনা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে এবং হয়ত হবে। দীর্ঘ রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়। লেখকদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মাবলী দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সকলকে ২ কপি রচনা এবং সঙ্গে ইংরাজী সারাংশ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। — সম্পাদক]

১। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পরিলেখ
— মোঃ গোলাম মোস্তফা ও ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত সাধারণের গ্রন্থাগার ও তার তথ্য পরিষেবার কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা
— সুব্রত বোস ও অতুন চক্রবর্তী

৩। সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার — কার্যাবলী ও উপযোগিতা
— বিনোদ বিহারী দাস ও প্রফুল্ল কুমার পাল

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ : একটি বিবলিওমেট্রিক অন্বেষণ
— পার্থপ্রতিম রায়

আবার গ্রন্থাগার পোড়ানো হল

বলপাই-এর পর আবার নদীয়া জেলার চাকদহের জাগরণী পাঠাগারের অসংখ্য মূল্যবান বই দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা পোড়ানো হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিরোধী বর্বরতার বিরুদ্ধে পরিষদ প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানায়। ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সন্ধ্যা ৬টায় বালো আকাদেমি সভাঘরে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আহ্বায়ক — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ।

'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'

পর্যটন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ

বরফে ঢাকা পাহাড় থেকে সোনালী সমুদ্র, বন্য প্রাণীতে ঘেরা ঘন জঙ্গল থেকে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কী নেই পশ্চিমবঙ্গে! পশ্চিমবঙ্গ মানেই এক সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী।

রাজ্য পর্যটন বিভাগের কয়েকটি প্রধান পরিকল্পনা হল, সরকারী টুরিস্ট লজগুলোর পরিকাঠামোগত ও পরিষেবার উন্নতিসাধন, আরও নতুন সরকারী টুরিস্ট লজ এবং তারকাখচিত হোটেলের নির্মাণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার পর্যটন বিভাগের কয়েকটি প্রধান পর্যটন প্রকল্পগুলি হল :

- ঐতিহাসিক পর্যটন
- তীর্থ ভ্রমণ
- সাংস্কৃতিক পর্যটন
- ক্রীড়া পর্যটন
- প্রমোদ উদ্যানের নির্মাণ
- অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ
- বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী পর্যটন
- হিল রিসর্ট
- নদী ভ্রমণ
- সৈকত পর্যটন
- রেল পর্যটন এবং অকশ্যই প্রকৃতি পর্যটন।

আসুন ঘুরে বেড়াই পশ্চিমবঙ্গে উপভোগ করুন পৃথিবীর এক আশ্চর্য রূপ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৪১৪৪/২০০৩ তথ্য ও সংস্কৃতি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

GRANTHAGAR

Vol. 53 : No. 6 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy September, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Problems of Computer use in Libraries

The welcoming trend in the improvement of library services as a result of use of computers in libraries, specially in College and University libraries, in appreciated. The need for modernisation of libraries in Colleges and Universities, is said to be due to the result of the recent visit of the NAAC (National Accredation Council) and the urge for these Institutions to elevate their academic status. Caution is given that in the absence of well-trained library professionals in the use of computers and haphazard and hasty computerisation of such libraries, pushing of any kind of library software etc, may prove to be counter-productive and wastage of money. P. 161-62.

Chandra, Joydip.

School libraries of the mofussils, user demand and present condition : A Survey

The Survey is centred on a Higher Secondary School in the village areas in the district of Nadia, West Bengal. The students were given questionnaire (to 132 students) of which 123 students responded. Incidentally, the concerned school has a full-time professionally trained librarian. Among the important highlights of the findings of the Survey mention is made of : (1) that about 90% of the students like to have open access system; (2) 50% of the students desire separate library hour; (3) 80% of the students urge use of computers in libraries; (4) About 67% of the students desire the help of libraries in the preparation of answers to questions for examination and such other things. The Survey points out to the fact about the importance of effective and functional school library for the help of school students which the planners of school education, should take note of. P. 163-67.

Mukhopadhyay Bijoypada and Niyogi, Deepika.

Bengali Muslim names : Problem of rendering : an investigation

In this article, problem of rendering Bengali Muslim names has been discussed. Cites examples how the same name has been rendered in different ways in different libraries as well as in the same library. The article is an investigation to try to find out the solution. The serialised article is concluded in this issue. P. 168-171.

Das, Baby. Undecaying mark

(In memory of the late beloved teacher, Prof. M P Sinha) : A Poem. P. 172.

Mukhopadhyay, Bijoypada. A Diary : Reminiscences about M P Sinha

The Author reminiscences about his long association with the late Mongalprasad Sinha and offers his deep condolence on the departed soul. P. 173-176.

Library News : P. 177-178, 185.

1. **Kishore Progati Sangha Town Library, Chunchura**
   a. Annual General Meeting was held on 5th July, 2003.
   b. Rammohan Quiz was held on 3.8.03.
2. **Saraswat Hindi Library, Behala, Kolkata**
   Silver jubilee function was held on 19.7.03.
3. **Sukanta Smriti Pathagar, Punchadi, Purulia**
   Sukanta birth anniversary was held on 16.08.03.
4. **Joydev Sen Memorial Library, South 24 Parganas**
   Library building was opened on 17.8.03.
5. **Nabajatak Pathagar, South Sinthi, Kolkata**
   Rabindra Jayanti was observed on 27.08.03.
6. **Krishnanath Pustakagar, Purbasthali, Bardhaman**

Platinum jubilee function was held on 15.08.03.

7. **West Bengal Library Employees, Assoc. Birbhum District Br.**
   Election of 2 employees to Local Library Authority was held on 27.08.03.
8. **Piyari Mohan Memorial Library, Belghoria, North 24 Parganas**
   Centenary celebration was held on 4.09.03.
9. **Jagarani Pathagar, Chakdah, Nadia**
   Protest of BLA against burning of valuable books of the library.

2. List of donors to "Granthagar Fund" P. 162.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
05.08.03	2305	Birendra Nath Dutta	Hooghly	100.00
08.08.03	2307	Sm. Krishna Sengupta	Kolkata	200.00
08.08.03	2308	Subhendu Ghosal	Howrah	1111.00
12.08.03	2310	Subrata Sarkar	Darjeeling	300.00
26.08.03	2332	Mamata Sen	Kolkata	500.00
05.09.03	2451	Asis Kr. Saha	North 24 Pgs.	200.00

Librarians' Day

The function was held on 10 August, 03 at the Burdwan University Auditorium under the joint auspicious of BLA, IASLIC, Raja Rammohan Roy Library Foundation and the Burdwan University. The Chief Guest was Sri Nemai Mal, Hon. Library Minister, WB. Sri Prabir RoyChaudhury presided over the meeting as well as the Seminar on "Ways of increasing reading habits." Sri Amit Kr. Mallik, Vice-Chancellor, Burdwan University, inaugurated the function.

Association News :

1. **Condolence meeting on the late Prof. M P Sinha**
   The meeting was held at the Association building on 23.08.03 which was presided over by the BLA president, Sri Nirmalendu Mukherjee. It was held under the joint auspices of BLA and IASLIC. Sri Dipak Nag, Sri Prabir RoyChoudhury, Sri Nirmalendu Mukherjee, Sri B P Mukherjee, Sri Hiran Datta, Sri J N Satpathi, Sri S C Khan, Sri A. Banerjee, Sri K P Majumder, Sri Arun Roy were among the the speakers who expressed their deep sorrow at the demise of the leading light of the library science training and library movement in West Bengal.

Book Review : Mukhopadhyay, Nirmalendu

Index of newspapers and magazines of the district of Purulia, Compiled by Biplab Kaviraj and Nirmal Kanti Mondal. P. 182-185.

Acknowledgement

The following articles have been received for publication in the Granthagar :

1. Bangladesh University Library by Md. Golam Mostafa and Dr. A K Banerjee.
2. A Survey on the library Services in the public libraries of West Bengal by Subrata Basu and Atanu Chakrabarti.
3. Museum Libraries : Functions and utilities by B B Das and P K Pal.
4. Libraries in Tagore literature : A bibliometric Study by Parthapratim Roy. P. 185.

Letters from a member P. 181.

Acceptance of correction from Sri Arun Kanti Dasgupta on his letter published in Granthagar (Bhadra, 1410 B.S., Vol 53, No. 5) about the Bengali translation of an English title by Prof. Robert Darnton.

Errata. P. 181.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)** প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা **২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম** এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words)** মধ্যে সংক্ষিপ্তসার **(ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে** প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল তথ্য সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে** সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে** জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা **পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা** পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 6 Editor Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst Editor : Nirmalya Roy September, 2003

CONTENTS

	Page
Problems of Computer use in libraries (***Editorial***)	161
Joydip Chandra School libraries of the mofussils. user demand and present conditions : A survey	163
Bijoypada Mukhopadhyay and Deepika Niyogi Bengali Muslim names : Problem of rendering : An Inves	168
Baby Das Undecaying mark	172
Bijoypada Mukhopadhaya A Diary : Reminiscences about M P Sinha	173
Library News	177
Association News	179
Letter from a Member	181
Errata	181
Book Review	182
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 6)	187

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2245-2356
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৭ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলেন্দু বসু কার্তিক, ১৪১৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার পোড়ানোর বর্বরতা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ১৯৩

রামকৃষ্ণ সাহা
আধুনিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ

শ্যামসুন্দর কুণ্ডু
প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
রঙ্গনাথন : দুই মতাদর্শের সমন্বয়

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত ২০৭
মেলভিল ডিউই এবং ইংরেজী বানান সংস্কার

গৌতম চট্টোপাধ্যায়
আবার গ্রন্থাগার পোড়ানো : এবার নদীয়ায়– একটি প্রতিবেদন

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ২১২
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

গ্রন্থাগার সংবাদ ২১৪

পরিষদ সংবাদ ২১৫

চিঠিপত্র ২১৯

আবেদন ক) জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পুনর্গঠন খ) ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন ২২০

MEMORANDUM ২২২

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 7) ২২৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume:
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৭ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় কার্ত্তিক, ১৪১০

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পোড়ানোর বর্বরতা প্রসঙ্গে

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে চিরকাল বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার লড়াই হয়েছে। শেষপর্যন্ত বর্বরতার পরাজয়ও চিরকাল হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সভ্যতার প্রকাশ ও ভিত হল সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি। আর সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হল গ্রন্থাগার। তাই সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য, সভ্যতার অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারের ওপর আক্রমণ প্রাচীনকাল থেকেই ঘটে এসেছে। আমরা জানি আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হিটলারের সময় বার্লিনের গ্রন্থাগারের বহু বই পোড়ানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে সভ্যতার অগ্রগতি থেমে যায়নি। বৃটিশ আক্রমণকারীদের দ্বারা ভস্মীভূত গ্রন্থাগারের ধ্বংসস্তূপের ওপর এক সময় গড়ে উঠেছে আমেরিকার বিখ্যাত লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস। আবার সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধের সময় ইরাকের জাতীয় মিউজিয়াম ও জাতীয় গ্রন্থাগার তছনছ করা হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে। গ্রন্থাগার আক্রমণের এই বর্বরতা ঘটেছে আমেরিকার সৈন্যদের সামনেই।

আমাদের দেশেও সত্তরের দশকে কিছু পথভ্রষ্ট বিপ্লবী গ্রন্থাগার আক্রমণ করে বইপত্র ধ্বংস করার কাজে মেতেছিল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও গর্জে উঠেছিল। বিগত কয়েকবছরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গ্রন্থাগার পর পর দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। যেমন হুগলীর বলপাই পাঠাগার, বারগড়চুমুকপুর-এর লেনিন পাঠাগার, কলকাতার আনন্দমোহন কলেজ গ্রন্থাগার, বর্ধমান জেলার কামারগড়িয়া হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মৃতি পাঠাগার প্রভৃতি। বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৩ নদীয়া জেলার চাকদহের বিষ্ণুপুরে জাগরণী সাধারণ পাঠাগার দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ গ্রন্থাগারে আগুন লাগানো হলে গ্রন্থাগারের প্রায় ৪৩০০ মূল্যবান বই, ২০০০ পত্রিকা, আসবাব পত্র, মূল্যবান নথি নষ্ট হয়। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। এক কথায় ঐ গ্রন্থাগারটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

গ্রন্থাগার হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধার। গ্রন্থাগারের ওপর আক্রমণ, গ্রন্থাগারের বই পোড়ানোর অর্থ হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ। কাজেই যারা বই ও গ্রন্থাগার পোড়ায় তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু। এই সব দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রুদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্য মানুষকে প্রতিবাদ জানাতে হবে — গ্রন্থাগার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য সকলের মিলিত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারকে অশুভ শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গ্রন্থাগার পুনর্গঠন করার ব্যবস্থাও নিতে হবে। আশার কথা আজও সমাজে কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আছেন। তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত বলপাই গ্রন্থাগার, লেনিন গ্রন্থাগার আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। আমরা আশা করব সকলের সব রকমের সহায়তায় নদীয়ার জাগরণী সাধারণ পাঠাগারও আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। জানা গেছে এর মধ্যেই পুনর্গঠিত বলপাই গ্রন্থাগার-এর তরফে জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পুনর্গঠনের জন্য গ্রন্থাগার মন্ত্রীর কাছে ৫০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেকেই আর্থিক সহায়তা বা বই পত্র দিয়ে সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

আমরা মনেকরি সকলের সহযোগিতায় ভস্মীভূত জাগরণী সাধারণ পাঠাগার আবার পুনর্গঠিত হবেই। সেই সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং সভ্যতার অগ্রগতির কেন্দ্র গ্রন্থাগারের ওপর বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধ করার শপথও এখন নিতে হবে।

আধুনিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ

রামকৃষ্ণ সাহা

বর্তমানকালে শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। গণমাধ্যমগুলিতে তারা শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে নানাবিধ তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে — কিন্তু উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে শিক্ষার অন্যতম উপকরণ গ্রন্থাগার। এমতাবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই যে আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন, জটিল এবং স্থান-কাল অনুসারী। ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে বিশ্বায়নের হাওয়া লেগেছে — শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই হাওয়া প্রভাব বিস্তার করছে নানাভাবে। আমাদের ছাত্ররা আজ শুধু দু মুঠো অন্নের সংস্থান করার জন্য শিক্ষালাভ করতে আসছে তা নয়, — তারা এখানে শিক্ষালাভ করে ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে এবং সেদেশে তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কিছু দেশের ছাত্র-ছাত্রীরাও এখানে শিক্ষালাভ করতে আসছেন। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার লক্ষ্য, উপকরণ ও প্রকরণের পরিবর্তন ঘটছে — পাশাপাশি আবার অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অর্থের অভাব, প্রাইভেট টিউশনির আধিক্য প্রভৃতি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া বা জ্ঞান লাভের সংস্থার পরিবর্তে বা শিক্ষার্থী তৈরী করার সংস্থার বদলে পরীক্ষার্থী (Examination hawlers) তৈরীর সংস্থায় পরিণত করছে। শিক্ষার এই আবহাওয়া মণ্ডলে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একজন আজীবন শিক্ষার্থী সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ এবং সেক্ষেত্রে কোন কোন অংশের কি দায়িত্ব রয়েছে সেগুলির পর্যালোচনা করা।

যদি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণের বিষয়টিই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তবে কতগুলি মান নির্ধারণ করার প্রশ্ন এসে যায়। আমাদের দেশের সরকার বা গ্রন্থাগার পরিষদ এ সম্পর্কে কোন মান নির্ধারণ না করাতে অসুবিধা বেড়েছে। এক্ষেত্রে হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হল ইউনেসকো-ইফলা নির্ধারিত মান, মার্কিন গ্রন্থাগার পরিষদ রচিত মান ও ইউরোপীয় মান। শিক্ষা ব্যবস্থা যেহেতু আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ভর এবং ইউরোপ আমেরিকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশের চাইতে অনেক গুণ উন্নত সেজন্য তাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবার মানও অনেকটা উন্নত। ফলে পাশ্চাত্য আদর্শ ও মানের বিচারে পরিষেবার পরিকাঠামো ও প্রকরণ নির্দেশ করতে গেলে দিবা স্বপ্ন বলে বোধ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের দেশের শিক্ষা কমিশনগুলি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেকগুলি সুপারিশ করেছেন — যেগুলিকে তখন প্রয়োগ করলে বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল এবং পাশ্চাত্যজনদের কাছাকাছি পৌঁছানো যেত। প্রথমে কমিশনগুলির সুপারিশ গুলির দিকেনজর দেওয়া যাক।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে এ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির যে বাস্তব অবস্থা ১৯৫২ সালে উল্লেখ করেছিলেন আজও দীর্ঘ ৫০ বছর পরেও তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে এ দাবী কেউ করছেন না। মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবার গুরুত্ব এবং প্রয়োগ বিষয়ে এবং পাশাপাশি কিছু মূলতত্ত্ব সুপারিশ করেন। কমিশনের গ্রন্থাগার বিষয়ক মূল বক্তব্য আপনাদের দৃষ্টিগোচর করা প্রয়োজন।-

কমিশনের মূল বক্তব্য হলো ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের চাপ কমাতে হবে, সাধারণ বিষয়ের উপর পাঠাভ্যাস বাড়ানো প্রয়োজন, গ্রন্থাগারে রেফারেন্স বই, স্ট্যান্ডার্ড বই এবং সাধারণ আকর্ষণের বইয়ের সংগ্রহ ও ব্যবহার বাড়াতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমন কি কমিশন একথাও বলেছে যে ছাত্রদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না উঠলে কমিশনের অনেক সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব নয়। কমিশন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বিদ্যালয়ের প্রধান উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে কমিশন উল্লেখ করেছে "যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারই নেই — বইগুলো পুরানো এবং অব্যবহার্য, ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এবং রুচি অনুসারে নির্বাচিত নয়। বইগুলি কয়েকটি তাকে রাখা থাকে — যিনি দায়িত্বে আছেন তার না আছে বইয়ের প্রতি ভালবাসা, না আছে গ্রন্থাগারবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান। অবস্থা আরো কঠিন হয়েছে যে অধিকাংশ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা পরিচালক তথা ব্যবস্থাপক এবং কর্তৃপক্ষ তথা সরকার এই অবস্থা সম্পর্কে নিরাসক্ত ও অনুভূতিহীন।"

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ

হলো —

— একটা ভাল গ্রন্থাগার করতে গেলে একটা আকর্ষণীয়, যথেষ্ট স্থান সম্পন্ন, আলোকিত ঘরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে ঘরের দেওয়ালে রঙীন ছবি থাকবে, ফুল দিয়ে শোভাবর্ধন করা হবে।

— বই, পত্র-পত্রিকা খোলা মাঝে বা মুক্ত তাকে রাখতে হবে যাতে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের পছন্দমত বই বেছে নিতে পারে। আসবাব পত্রে নান্দনিক ছাপ থাকবে।

— ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই ধারণা তৈরী করা প্রয়োজন যাতে তারা অনুভব করে যে এটা তাদেরই গ্রন্থাগার।

— গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে উপযুক্ত বই, পত্র-পত্রিকার নির্বাচন ও সংগ্রহের ওপরও মানের উপর। একটি কমিটি তৈরী হবে সেই সব শিক্ষকদের নিয়ে যাদের বই সম্পর্কে ভালবাসা আছে, পুস্তক সমালোচনা পড়েন নিয়মিতভাবে।

— গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রেফারেন্স বই, মানসম্পন্ন (standard) বই এবং সাধারণের আগ্রহ বাড়াতে সক্ষম এমন বই থাকা প্রয়োজন।

— উপযুক্ত গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

— উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত এবং বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি বই পত্র-পত্রিকা সঠিক মান অনুসারে সাজাবেন, সূচী তৈরী করবেন।

এছাড়াও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কমিশন অনেকগুলি সুপারিশ করেছে।

— প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকবে। যতক্ষণ না গ্রন্থাগারিক পাওয়া যাবে ততক্ষণ কিছু শিক্ষককে গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে হবে — পাশাপাশি শ্রেণী গ্রন্থাগার থাকবে। শিক্ষকদের গ্রীষ্মাবকাশে গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

— কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের অধীনে বিষয়মূলক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকবে।

— প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাসের উপর নজর রাখবেন। অধিকাংশ শিক্ষকের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা কি পড়ে বা আদৌ পড়ে কিনা এ সম্পর্কে ধারণা নেই। শিক্ষকরা কি ভাবে নজর রাখবেন সে সম্পর্কে কমিশন দুটি পদ্ধতির সুপারিশ করেছে।

— কমিশন যেমন সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সম্প্রসারণ করার সুপারিশ করেছেন তেমনি আবার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দ্বার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার কথা বলেছে।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের সাপেক্ষে এতটা সম্প্রসারিত যে এই স্বল্প পরিসরে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে মূল বক্তব্য হলো ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতার মাধ্যমে জ্ঞান-বিতরণের উপর জোর না দিয়ে তাদের জ্ঞান আহরণ করার পদ্ধতি শিক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ

১৯৬৪ সালে দৌলতসিংহ কোঠারির সভাপতিত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় তাতে গ্রন্থাগার বিষয়ে মুদালিয়র কমিশনের মত বিস্তারিত সুপারিশ না থাকলেও মূল সুর পাঠাভ্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯৫৭ সালে নিয়োজিত Library Advisory Committee যে সব সুপারিশ করেছিল কোঠারি কমিশন সেগুলিকেই গ্রহণ করেছে এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তির সুপারিশ করেছে। কোঠারি কমিশন বই, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে শ্রাব্য-দৃশ্য বস্তুর সংশ্লেষ ঘটানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। এছাড়া গ্রন্থাগারকে বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য গতিশীল সংস্থার পরিণত করার সুপারিশও করা হয়েছে।

অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত অশোক মিত্র কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কিত ১৩টি বিষয় পর্যালোচনা করেছেন। তার মধ্যে ১২.১২ নং সুপারিশে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে স্কুলের লাইব্রেরীগুলির দুর্দশা চরম, শ্রেণী-লাইব্রেরীর কোন অস্তিত্ব নেই। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্ব বিলীন হতে চলেছে: লাইব্রেরী করার জন্য কোন কোন স্কুলে স্থান সঙ্কুলান হয় না। বই যা সংগৃহীত হয় তা হেড মাষ্টার মহাশয়ের অফিস ঘরের এক কোণে আলমারীতে গাদা করে রাখা হয় বা শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষের এক কোণে কিম্বা অফিস ঘরের একধারে পড়ে থাকে। স্কুলের জন্য লাইব্রেরীয়ানের পদ অনুমোদন পায় না, আর যদি অনুমোদন পায় তবে তার বেতন হার যে কোন শিক্ষকের তুলনায় সামান্য। লাইব্রেরী গ্রান্ট যদি পাওয়া যায় তো তা' অনিচ্ছাকৃত, হয়ত বা কিছুই না। বাইরের বই থেকে নতুন বই-এর সংযোজন হয় কদাচিৎ।

১২.১৩-১২.১৬ অনুচ্ছেদগুলিতে কমিশন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ

করেছেন এবং শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের মাধ্যমে যা সম্ভব তার তুলনায় গ্রামীণ লাইব্রেরীর সম্প্রসারিত কর্ম অনেক বেশি শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য অনুধাবন করে মিত্র কমিশনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো **গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা** — এই শিক্ষার মূলসূত্র হবে 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা'। শিক্ষার এই আদর্শগত অংশ অনুসারে **শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করবেন।**

লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত সাহিত্যের সাহায্যে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে আত্মস্থ করতে হয় এবং জ্ঞানে রূপান্তরিত করতে হয় সেই সম্পর্কে **শিক্ষক ব্যবহারিক সহায়তা (demonstrate) করবেন।** তিনি **গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ ও ব্যবহারের পদ্ধতি শেখাবেন।**

১২.২১ নং সুপারিশে বলা হয়েছে যে কমিশন রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাবে প্রত্যেকটি নতুন স্কুল বিল্ডিং-এ যেন **লাইব্রেরী সহ পাঠকক্ষ** স্থাপনের সুযোগ থাকে। এখানে যেন ৫০ জন ছাত্র এবং ১০ জন শিক্ষকের লেখাপড়ার কাজ করার মত এবং অন্ততঃ ১০,০০০ বই রাখার মত জায়গা থাকে।

১২.২২ নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে চলতি বিদ্যালয়ে **যখন ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ট পাঠানো হবে তখন লাইব্রেরীর বিষয়টি যেন সামনে থাকে।** প্রত্যেকটি স্কুল তার প্রাক্তন ছাত্র এবং প্রতিবেশী ধনী-বণিকদের নিকট স্কুল লাইব্রেরীর জন্য মুক্ত হস্তে দান করার আবেদন রাখতে পারে। এইভাবে সংগৃহীত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল এবং রাজ্য সরকারের নিকট ম্যাচিং গ্র্যান্ট-এর জন্যে আবেদন করতে পারে। **বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পদ অনুমোদিত হওয়া উচিৎ এবং তার বেতন শিক্ষকদের সমতুল হ'তে হবে।**

এতো গেল আমাদের দেশের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থা ও দুর্বলতার কথা এবং কমিশনগুলির সমস্যা সমাধানের কিছু সূত্র। এখন দেখা যাক এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। এ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে বিদেশের আর্থ সামাজিক চিত্রের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৬৫০-১৭৫০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে জনজীবনে বিপুল পরিবর্তন দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ, শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ, গীর্জার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশের ফলে জনজীবনে নতুন ধারার সূত্রপাত দেখা দেয় — পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থারও বিপুল পরিবর্তন হয়। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে তৈরী হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ আমেরিকার সমাজ জীবনে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ঐ সব দেশের অর্থনীতি এখন কৃষিকাজ ও শিল্পোৎপাদনের উপর মূল নির্ভরতা কাটিয়ে তথ্য ভিত্তিক পরিষেবার উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছে। আগে কৃষিকাজে, বা শিল্পোৎপাদনে যত লোক নিয়োগ হত এখন তার থেকে বেশি লোক নিয়োগ হচ্ছে তথ্য প্রক্রিয়ায়। এখনকার শ্রমিক কায়িক শ্রমের চাইতে বৌদ্ধিক শ্রমের দিকে বেশি বেশি করে ঝুঁকছে। এজন্য তারা তাদের সমাজকে তথ্য সমাজ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা বলছেন। এই সমাজের চাহিদা অনুসারে শিক্ষার চরিত্র ও প্রকরণও বদলাচ্ছে। মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব বাড়ছে।

আমাদের দেশের পরিস্থিতি অন্যরকম। এখনও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কৃষিভিত্তিক। শিল্পোৎপাদন ও তথ্যকেন্দ্রিক উৎপাদনের পরিমান অনেক কম। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ তথ্যকেন্দ্রিক কর্মধারা বা পেশাকে গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় কম্প্যুটার ও টেলিযোগাযোগের প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৬০-৬২ সাল নাগাদ কম্প্যুটার ও টেলিযোগাযোগকে কেন্দ্র করে তথ্য ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এই তথ্য ব্যবস্থাই ঐ সব দেশের উন্নত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যা, কৃষিক্ষেত্র ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে কম্প্যুটার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে পরিগণিত। স্বাভাবিক কারণেই শুধু মুদ্রিত বস্তু নয় তার পাশাপাশি মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিশ, বৈদ্যুতিন মাধ্যম তথা CD-ROM, DVD-ROM প্রভৃতির উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়ে গেছে — যা এখন আমাদের দেশে শুরুর মুখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট ব্যবস্থা — যা আমাদের দেশেও শিক্ষিত সমাজে ক্রমাগত ব্যবহৃত হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলেও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই তথ্য সৃষ্টি, তথ্য পরিবহন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য ব্যবহার প্রভৃতি আজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত। সেজন্য তারা বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে তথ্য সচেতনতা বা তথ্য সাক্ষরতা (**Information literacy**) বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আমাদের দেশের অবস্থা অনেকটা পিছিয়ে — এখনও আমাদের দেশের মানুষকে সাক্ষর করার জন্য আন্দোলন করতে হয়, স্কুলে বাবার দিয়ে ছাত্রদের ধরে রাখতে হয়। সাধারণ

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হলেও ব্যাপকভাবে লাভ করেনি; অন্য রাজ্যে এর অবস্থা সঙ্গীন। ফলে আমাদের এখন সাক্ষরতা কেন্দ্রিক অর্থাৎ মুদ্রিত পাঠ্যবস্তু ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করাই প্রধান কাজ। অধিকাংশ মানুষকেই এর মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বড় দুর্বলতা হলো সাড়ে সাত কোটি বঙ্গসন্তানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনভিত্তিক মুদ্রিত পুস্তকের অভাব রয়েছে। অনুন্নয় পুস্তক এবং মানসম্পন্ন গ্রন্থ হাতে গোনা যায়। সুতরাং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরে মূল কাজ হবে উপযুক্ত মানের পুস্তক সংগ্রহ গড়ে তোলা। পাঠাভ্যাস তৈরী করাই প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিদ্যালয় স্তর থেকেই এইকাজ শুরু করা প্রয়োজন। যেখানে সামর্থ্য আছে সেখানে পাশাপাশি বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ব্যবহার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ, ১৯৪৮ সালের রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এবং সাধারণ গ্রন্থাগার এ্যাডভাইসরি কমিটি, অশোক মিত্রের কমিশনের মূল সুর হলো গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা যার পরিণাম হবে ছাত্রের তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতাবৃদ্ধি। এটার গুরুত্ব বর্তমান যুগে আরো বেড়েছে এই কারণে যে বিদেশের অর্থনীতির অনেকাংশই দাঁড়িয়ে আছে মানবসম্পদের উপর। সুতরাং দেশগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বর্তমান যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আরো করবে। কারণ অর্থনীতিতে তথ্যের গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। সাম্প্রতিক কালে জানা গেছে যে আমেরিকার জাতীয় আয়ের বৃহদাংশ আসে মানবসম্পদ তথা তথ্য সম্পদের উপর ভিত্তি করে। আর আমাদের দেশের মূল অর্থনৈতিক ক্রিয়া হলো — কৃষি। যাইহোক মূল বিষয় একটি এবং রণনীতিও সর্বত্রই এক। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউনেস্কো স্বনির্ভর মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আদর্শ নির্ণয় করেছেন। মুদালিয়র কমিশন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সহ সমস্ত কমিশনই — একই ধরনের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু প্রয়োগ থেমে গেছে। ইউনেস্কো নির্ণীত আদর্শের বক্তব্যগুলি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। UNESCO-IFLA-র আদর্শে বলা হয়েছে যে —

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সেই মৌলিক তথ্য ও ভাবধারা পরিবেশন করতে হবে যা তথ্য সমাজ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কর্মধারার সাফল্যের উপযোগী। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাত্রদের আজীবন শিক্ষার নৈপুণ্য, কল্পনার বিকাশ এবং সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আদর্শ

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও আদর্শ হলো —

— সমস্ত সদস্যকে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার এবং সমস্ত ধরনের তথ্য মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহারকারী হিসাবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

— বিদ্যালয় গ্রন্থাগার UNESCO প্রবর্তিত সাধারণ গ্রন্থাগার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করবে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলবে।

— গ্রন্থাগার কর্মীরা গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে অন্যান্য তথ্যমূলক বই, মুদ্রিত বই থেকে বৈদ্যুতিন বই, গ্রন্থাগারের বাইরে বা অন্যত্র পড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এই সব তথ্যমূলক বস্তু পাঠ্য পুস্তকের, প্রশিক্ষকের এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সহায়ক হবে।

— লক্ষ্য করা গেছে যে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করলে উচ্চমানের সাক্ষরতা, পঠন-পাঠন, শিক্ষণ, সমস্যা সমাধান, তথ্য ও যোগাযোগের নৈপুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

— বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বয়স, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, নাগরিকত্ব, ভাষা, বৃত্তি, সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে পরিষেবা দিতে হবে। যাঁরা মূল পরিষেবা গ্রহণ করতে সক্ষম, যেন (অন্ধ/দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) প্রভৃতি তাদের জন্য পৃথক পরিষেবা ও বস্তুর ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

— তথ্য সংগ্রহ ও পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী কোন ভাবধারা, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সেন্সরশিপ করা চলবে না এবং ব্যবসায়িক চাপের কাছে নতজানু হওয়া যাবে না।

আইন, অর্থ ও নেটওয়ার্ক

— জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং সাক্ষরতা, শিক্ষা ও তথ্য সরবরাহ করার অত্যাবশ্যকীয় দীর্ঘমেয়াদী রণনীতি।

স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রশাসন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, সম্পদ, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যথাবিহিত নিয়মিত অনুদান দেওয়ার আইনী ব্যবস্থা করবেন অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করবেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অবশ্যই নিঃশুল্ক হবে।

— বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অবশ্যই স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নেটওয়ার্কের সদস্য বা অংশগ্রহণকারী

হবে।

— বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আশু লক্ষ্য হলো —

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাক্ষরতা, শিক্ষণ, শিক্ষা গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবার মর্মবস্তু—

— বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, আদর্শ ও পাঠক্রম রূপায়ণ করা।

— ছাত্রদের আজীবন পাঠস্পৃহা, পাঠের আনন্দ ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করার মানসিকতার বিকাশ জাগিয়ে রাখা।

— তথ্য ব্যবহার করে সৃষ্টিধর্মী জ্ঞানে রূপান্তর করা; চেতনা, কল্পনা ও আনন্দের জন্য অভিজ্ঞতাকে কাজে ব্যবহার করার সুযোগ দান।

— সমস্ত ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণ এবং দক্ষতা কাজে ব্যবহারের জন্য যে কোন রূপের তথ্যের ব্যবহার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

— ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবধারা, অভিজ্ঞতা ও মতামতের সম্পদ ও সুযোগের সন্ধান দেওয়া [বিকল্প মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ]

— সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলার জন্য কর্মধারা সংগঠন করা।

— ছাত্র, শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকবৃন্দের সঙ্গে যৌথভাবে কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের আদর্শ রূপায়ণ করা।

— গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ, দায়িত্ব সম্পন্ন নাগরিকত্ব ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার জন্য তথ্য ক্ষেত্রের সুযোগ ও প্রবেশ যে একান্তই আবশ্যক এ বিষয়ে অঙ্গীকার করা।

— বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের এবং তার বাইরেও পাঠাভ্যাস, সম্পদ ও পরিষেবার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকা।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই কর্মধারা রূপায়ণের জন্য নীতি নির্ধারণ করবে এবং পরিষেবা দেবে, সম্পদ নির্বাচন ও আহরণ করবে। উপযুক্ত তথ্য সম্পদের মধ্যে অবাধ প্রবেশ সুগম করবে, পাঠক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিয়োগের মাধ্যমে উপরিউক্ত কর্মধারা রূপায়ণ করবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক একজন বৃত্তিকুশলী কর্মী হিসাবে গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য যথাসম্ভব উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী থাকবে। তাঁরা সমগ্র বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন এবং সাধারণ গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা রাষ্ট্রের আইন ও আর্থিক পরিকাঠামোর মধ্যে অর্থের সংস্থান (বাজেট), পাঠক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে পৃথক হতে পারে। ক্ষেত্র অনুসারে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা ও পরিষেবা দেওয়ার জন্য সম্পদ, গ্রন্থাগার, তথ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষণ ও কয়েকটি সাধারণ জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্রমবর্ধিষ্ণু তথ্যজাল পরিবেশে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক ও ছাত্রদের বিভিন্ন তথ্য সন্ধান ও ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করা ও শিক্ষণের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

সুতরাং গ্রন্থাগারিককে তার বৃত্তিগত শিক্ষা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকতে হবে।

কর্মধারা ও ব্যবস্থাপনা

কার্যকর ও দায়িত্বপূর্ণ কর্মধারা রূপায়ণের জন্য

— বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবার নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিষেবার বিষয়গুলি স্থির করতে হবে।

— বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগঠন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বৃত্তিগত মান অনুসরণ করতে হবে

— স্থানীয় জনগণের অবস্থান অনুসারে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিকে পরিষেবার সুযোগ দিতে হবে

— শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্যালয় প্রশাসক, অভিভাবকবৃন্দ, অন্যান্য গ্রন্থাগারিক ও তথ্য কুশলী ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

ইশতেহার রূপায়ণ

সরকারী স্তরে যারা মন্ত্রী পর্যায়ে শিক্ষার দায়িত্বে আছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে তাঁরা যেন এই ম্যানিফেস্টো বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় রূপনীতি, নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই ইশতেহার রূপায়ণের জন্য প্রাথমিকভাবে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে প্রচার এবং নিরন্তর প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশ

উপরিউক্ত সুপারিশগুলি বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতিভাত হয় যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবা বিদ্যালয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদিও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮০০-৮৫০-এর মত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য একজন গ্রন্থাগারিক আছেন। বাস্তব অবস্থা হলো এদের মধ্যে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বিদ্যালয়ে

গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়া হয়; বাকীগুলির বেশির ভাগ অংশের গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন, কখনো অশিক্ষক কর্মচারীর ভূমিকা পালন করেন। এদের আবার অনেকেরই পরিষেবা অত্যন্ত নিম্নমানের। অবস্থা এমনই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাই বহু শিক্ষক ও প্রশাসক স্বীকার করতে চান না।

সুতরাং প্রায় শূন্য থেকে শুরু করার অবস্থা। এরকম অবস্থায় আধুনিকীকরণ করার আলোচনা করতে গেলে হাস্যাস্পদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবুও দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দেশজ ও আন্তর্জাতিক কমিশনগুলির সুপারিশ বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বনিম্ন কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

১. প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা — গ্রন্থাগারের আকার মিত্র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

২. গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় পুস্তক সম্ভার গড়ে তোলা — বিশেষ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুলয় পুস্তক বা রেফারেন্স বই সংগ্রহ করা ও সেগুলির ব্যবহার করতে শেখানো।

৩. গ্রন্থাগার ছাত্রদের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা — তাদের জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড স্থির করা।

৪. গ্রন্থাগারিক-শিক্ষকদের যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়া। একজন গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে এককভাবে একাজ সম্ভব নয়।

৫. প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ সুনিশ্চিত করা — যে ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে পুস্তক, উপকরণ, আসবাবপত্র ক্রয় করা যেতে পারে।

৬. B.Ed. পাঠক্রমে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারের আদর্শ, গ্রন্থাগার সংগঠন, পরিষেবা, তথ্য পরিষেবা প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য গ্রন্থাগার বিদ্যা সম্পর্কে স্বল্পকালীন বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সহায়তা করতে পারে।

৭. এটা বাস্তব যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে বহু বছর লেগে যাবে। এমতাবস্থায় শিক্ষকদের মধ্যে দল গঠন করে, স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা শুরু করতে হবে। পাশাপাশি যেখানে সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে সেগুলি যাতে ছাত্ররা ব্যবহার করে তার জন্য প্রণোদিত করতে হবে।

৮. বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সঠিকভাবে যাতে পরিষেবা দিতে পারে তার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৯. গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য অর্থবান ও সাধারণ মানুষের অর্থ সাহায্য চাইলে পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা বেশ বোঝা যায়।

উপসংহার

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো—

— সরকারী স্তরে শিক্ষার আদর্শ যা ইশতেহারে বলা হয়েছে তা রূপায়ণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী কিনা ঠিক করা। সরকারী স্তরে অর্থ বরাদ্দের চাইতে বিদ্যালয় প্রশাসকবৃন্দের সদিচ্ছার গুরুত্ব বেশি।

— শিক্ষক সমাজের কাছেও একই প্রশ্ন থাকছে যে তাঁরা উপরিউক্ত শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত কিনা। এখানেও অর্থের চাইতে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার গুরুত্ব বেশি। যেখানে গ্রন্থাগারিক নেই সেখানে শিক্ষকরা গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী কিনা। যেখানে গ্রন্থাগারিক রয়েছেন তার সঙ্গে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে রাজী কিনা। অশোক মিত্র কমিশন যে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা রূপায়ণ করতে গেলে গ্রন্থাগারিককে দায়িত্ব দান, কাজের সুযোগ দান, এক সঙ্গে কাজ করার মানসিকতাই আসল বিষয় — অর্থ, উপাচার ও উপকরণ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিন্তা যদি এটাই হয় যে একটা ঘর পেলে লাইব্রেরি করব কেন, আরেকটা সেকশন খুলবো, তা হলে সমগ্র বিষয়টাই নঞর্থক হয়ে দাঁড়ায় — কারণ এ বক্তব্যের পরে আর কোন কথা থাকে না। তখন বিদ্যালয় শিক্ষা প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রিক, নোটভিত্তিক, মুখস্থ বিদ্যারদ পরীক্ষার্থী তৈরী করার কারখানায় রূপান্তর হয় — যার পরিণাম হয় চিন্তাহীন, নিরাসক্ত, ভোগবাদী সমাজের এবং তাতে সমাজের ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়; তখন বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে পিছু হঠতে হয়।

নবনির্বাচিত (২০০২-২০০৪) কাউন্সিল সভা

আগামী ২রা নভেম্বর, ২০০৩ দুপুর ১টায় পরিষদ ভবনে নবনির্বাচিত কাউন্সিলের (২০০২-২০০৪) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল সদস্যদের এ সংক্রান্ত পত্র পাঠানো হয়েছে। — কর্মসচিব।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী রঙ্গনাথন ঃ দুই মতাদর্শের সমন্বয়

শ্যামসুন্দর কুণ্ডু
গ্রন্থাগারিক, সরকারি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, মালদহ।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি রঙ্গনাথনের আগ্রহ এবং উৎসাহের কথা আমরা জানি। অতি অল্প বয়সে থেকেই এই সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষণীয়। পরিণত বয়সেও সময় ও সুযোগে এই সাহিত্যভাণ্ডার থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি তাই তাঁর রচনার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায় এবং তিনি অনেকটাই সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—একথাও কেউ কেউ স্বীকার করেন।[১]

ভারতবর্ষে স্মৃতিশাস্ত্রকার হিসাবে সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন আচার বা নিয়ম এবং তা আচরণ বা পালনের ক্ষেত্রে মনুর অনুশাসন অতুলনীয়। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনুর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ; সমাজে সকল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট আচরণবিধি নির্দেশকালে তাই কোন কিছুই যেন তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। মনুসংহিতাকার মনুর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাই বলা হয় যে, সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে সকল সময়ের জন্য পাণিনি যে অবদান রেখে গেছেন, ভারতীয় সমাজে সর্বকালের জন্য সাধারণ নিয়ম বা আচরণবিধির ক্ষেত্রে মনুর অবদান ঠিক ততটাই। অধ্যাপক রাঘবন মনুর এই অবদানকে স্বীকার করে তাই বলেন,—

"If Panini has determined the nature of Sanskrit for all time, Manu has determined Hindu conduct for all time"[২]

ভারতীয় সমাজে সাধারণ মানুষের যথাযথ আচরণ যে সমাজ তথা সমাজব্যবস্থাকেই পরোক্ষভাবে সহজ ও স্বাভাবিক করতে পারে—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ সেযুগে আচরণবিধি তৈরী করেন। ব্যাপক অর্থে শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র, ধর্মসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুসংহিতা—ইত্যাদি বেদোত্তর গ্রন্থগুলি 'স্মৃতিশাস্ত্র' পর্যায়ভুক্ত। তবুও সাধারণভাবে মনু রচিত (বা কথিত) 'মনুসংহিতা' যেন সকলকে ছাপিয়ে গেছে। এমনকি সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও মনুর বচনকে সর্বক্ষণ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় মনুর অনুশাসনকে (বা বচনকে) মহৌষধের মতই উপকারী বলে স্বীকার করা হয়েছে। একথা আমরা অধ্যাপক রাঘবনের লেখাতেও দেখতে পাই,—

"Manu became the lawgiver per excellence, and his name, a byword for what was righteous proper. The Vedas say whatever Manu said is wholesome like medicine, Yad vai Kiñchana Manur avadad tad bheṣajam."[৩]

মনুর উল্লেখ সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, মহাভারতের শান্তিপর্বে, রামায়ণে-ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে মনুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে মনুর প্রাচীনত্ব স্বীকৃত। তবে মনুসংহিতা বর্তমানে যে আকারে আমাদের হাতে এসেছে বা পাওয়া যায়, তার সংকলন বা রচনাকাল ঠিক কোন সময়ে তা নিয়ে মতান্তর আছে। অধ্যাপক রাঘবন এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে—নিরুক্তকার যাস্ক (আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) মনুর একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন-যেটি বর্তমান মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না।[৪]

অন্যদিকে অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, বর্তমান মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে ঐ একই অর্থ সমন্বিত অন্য একটি শ্লোক পাওয়া যায়।[৫]

আবার অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে 'মনুসংহিতার' প্রাচীনতম ভাষ্যকার হলেন মেধাতিথি, যাঁর আবির্ভাবকাল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।[৬] মেধাতিথির ভাষ্য কিন্তু বর্তমানে মনুসংহিতা যে আকারে পাওয়া যায় তার থেকে অভিন্ন। কাজেই ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই বর্তমান মনুসংহিতা সংকলিত হয়েছিল—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

ধর্ম বা মানব-ধর্ম বলতে 'মনুসংহিতায়' সাধারণ মানুষ থেকে প্রজাপালক, রাজা পর্যন্ত সকলেরই কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়-সে কথা বিশদভাবে করা আছে। মনুর নির্দেশিত 'মানবধর্ম' বলতে তাই অধ্যাপক রাঘবনের মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

"In usage it covers a wide range of meaning from the qualities and characteristics of the things to the highest virtue and spiritual effort; natural characteristics and tendencies, as also what men should do or ought to do."[৭]

কাজেই মনু রচিত 'মনুসংহিতায়' যে সমাজ-জীবনের, দৈনন্দিন জীবনের করণীয় বিষয়গুলির প্রতি দিক নির্দেশ করা

হবে—এতো স্বাভাবিক।

'মনুসংহিতা' বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত, দুই হাজার ছয়শত চুরানব্বইটি শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ। [১/৭২৩] প্রতিটি অধ্যায় প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পৃথক পৃথক বিষয় সমন্বিত। বিভিন্ন সময়ে বিষয় উপস্থাপনের দিক নির্দেশ করতে গিয়ে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণকালে কি কি করণীয় অথবা সেই নবাগত শিক্ষার্থীর প্রতি একজন শিক্ষক তথা উপাধ্যায় অথবা আচার্যের আচরণবিধি কিরকম হওয়া উচিত-সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলা আছে 'মনুসংহিতার' দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে-যা রঙ্গনাথনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এবং তাঁকে প্রভাবিত করেছে বলে অনুমান করা যায়। গ্রন্থাগার যেহেতু শিক্ষাবিস্তারের সহায়ক, তাই সেই আচরণের সাথে গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দের এবং গ্রন্থাগারিকের আচরণের মিল থেকে তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।

শুধু শিক্ষাবিস্তার নয়, গ্রন্থাগার যেহেতু জ্ঞানলাভেরও সহায়ক, তাই যিনি গ্রন্থাগারে আসবেন, তিনি এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে উপস্থিত হবেন এবং জিজ্ঞাসু সেই পাঠককে গ্রন্থাগারে কিরকম ভাবে গ্রহণ করা হবে, সাহায্য করা হবে কতরকম ভাবে-সে ব্যাপারে সাধারণ কিছু রীতি-নীতি, আচার-আচরণ তাই ভারতীয় ভাবধারায় দীর্ঘকাল ধরে মেনে চলার নির্দেশ আছে এবং এই ধারণাই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যেও যেন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে যে কোন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মী কোনমতেই গ্রন্থাগারের মূল যে উদ্দেশ্য ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য, তা যেন ভুলে না যান, নিজের নিজের কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত না হন। গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মী একজন নবাগত পাঠকের কাছে ঠিক তেমনই, যেমনটি একজন নতুন শিক্ষার্থীর কাছে একজন দায়িত্ববান শিক্ষক। তাই গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর ব্যক্তিত্বে ও কুশলতায়, বিষয় সন্ধান ও উপস্থাপনের সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে একজন সম্মানীয় শিক্ষকের গুনগুলিই যেন ফুটে ওঠে। শুধুমাত্র মুখের কথায় পাঠককে সন্তুষ্ট করা নয়, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট গ্রন্থ তথা বিষয়ের মুখোমুখি করিয়ে পাঠকের ঈপ্সিত বিষয়বস্তুর সন্ধান দেওয়াটাও এই দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে। এই ধারণা মনে মনে পোষণ করে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে রঙ্গনাথনের "New Education And School Library : Experience of Half A Century" [১০] বইয়ের মধ্যে তাই দেখতে পাই—

"Some times, all conscious attempts fail. Hence we have to act on the principle of" the more, the merrier". By contacting the student indimately in varied situations, we may increase the chance to hit their nucleal element. So little is ever achieved by verbal transmission. A true teacher fulfils himself more effectively through that intangible influence emanating from his personality and transforms the students and throws them into the most favourable mood for the creative unfoldment of their own personalities."

যেন এই বক্তব্যেরই আভাষ পাই মনুর উপদেশেও, যেখানে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে — শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের আচরণবিধির দিক্‌নির্দ্দেশের মধ্য দিয়ে। মনু নিয়ম করেন-কোন অবস্থাতেই যেন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক নির্দয় না হন, অহিংসারহিত শিক্ষাই সঠিক পদ্ধতি; আর সেই পদ্ধতিগত প্রয়োগেও শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের বাক্য হবে মধুর, নমনীয় (এখানে পাঠকের প্রতি গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর অনুরূপ আচরণ তুলনীয়)। শিক্ষাদান হল একজন শিক্ষকের সহজাত ধর্ম। কাজেই শিক্ষাদান একজন শিক্ষকের যদি ধর্ম বা ব্রত হয় এবং সেই ধর্মপালন যদি শিক্ষক করতে চান—তবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ধর্ম ঠিক ঠিক পালন করা হবে। এতে উপকৃত হবেন সমানভাবে দুজনেই; সর্বোপরি মঙ্গল হবে সমাজের। এখানে আরও দেখি, মনু বাক্যে বিষয় উপস্থাপন শুধু নয়, তার প্রয়োগের উপরও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই রঙ্গনাথন যখন আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষকের ভেতরকার অসাধারণ গুণাবলীদ্বারা শিষ্য বা ছাত্রকে প্রভাবিত করার কথা বলেন ("..... influence emanating from his personality and trasforms the students .... etc), তখন 'মনুসংহিতায়' শিক্ষাদানকালে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও আচরণ কেমন হবে — সেকথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। 'মনুসংহিতায়' তাই দেখি বলা হয়েছে— [২/৭৩৩]

"অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা।।

অর্থাৎ "অতি তাড়না সহকারে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে না। ধর্ম্ম-কামনায় যিনি শিক্ষা দান করেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং নম্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।" [২/৭৩৪]

অধ্যাপক রাঘবন কৃত [৯/৭৩৫] এই শ্লোকের সরস অনুবাদটি এখানে তুলে দিতেই হয়। সেখানে পাই—

"The good should be taught to people without hurting them; one who desires merit should use his words sweetly and delicately."

প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারায় ছাত্রাবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে নানারকম অনুশাসন ও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে ভাবীকালের একজন সুনাগরিক ক'রে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হত এবং এসব কথা ভেবেই আচরণগত কৌশল তৈরী করে শিক্ষাদান করা হত এবং প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বজ্ঞান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে একজন শিক্ষার্থী তার বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি অন্যান্য লৌকিক আচরণও অনুসরণ করে চলতেন। পরিণত বয়সে সেগুলি তিনি নিজে আচরণ করে পরম্পরানুযায়ী আবার তিনিও সেইসব আচরণ তাঁর ছাত্রদের শিক্ষাদানকালে পালন করতে নির্দেশ দিতেন। পরম্পরাগত শিক্ষাদানের এই ধারাবাহিকতা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযোগী করে তোলার পক্ষে সহায়ক হত এবং এতে সমাজেরই উন্নতি হত। চারটি আশ্রমের (যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) মধ্যে তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই ছিল সবকিছু শেখার সুযোগ, আর তাই সব আশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ। এখানেই একজন শিক্ষার্থী সব কিছু জানার মধ্যে কিভাবে সমাজের মঙ্গল, নিজের মঙ্গল হবে জানতেন—অর্থাৎ নিজেকে জানতেন বা আত্মজ্ঞান লাভ করতেন—যা সর্বজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত। 'মনুসংহিতায়' [১/৭৫৬৯] তাই দেখি বলা হয়েছে—

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।।

অর্থাৎ-"এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং উহাতেই মোক্ষলাভ হয়।" [১/৭৫৬৯]

Buhlar [৮/৭৫৬১] এর অনুবাদেও পাই—

"(The answer is that) the knowledge of the soul is state to be the most excellent among all of them; for that is the first of all sciences, because immortality is gained through that."

এপ্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অধ্যাপক রাঘবনও[৮/৭৫৬৮-৬৯] তাই মন্তব্য করেন,

"..... a person does this in his boyhood and as a bachelor, and in this stage of studentship he eschews strictly all kinds of sense pleasures and attractions, the term brahmacharya means also celibacy and continence."

রঙ্গনাথনের লেখাতেও অনেকটা যেন এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায় যখন দেখি তিনি তাঁর 'New Education And School Library : Experience of Hall A Century'[১/৭১৬] বইতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কথা বলতে গিয়ে বলেন — "SCHOOL LIBARY : THE TRAINING GROUND FOR REPONSIBLE CITIZENSHIP."

রঙ্গনাথনের এই অধ্যায় এবং 'মনুসংহিতা'র আলোচনা—দুই ভাবধারায় এতই মিল দেখা যায় যে তা আমাদের অভিভূত করে, যখন দেখি সমাজের ভাল-মন্দর ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে রঙ্গনাথনও প্রায় অনুশাসনের সুরে অনেকগুলি বিষয় সংক্ষেপে আমাদের কাছে তুলে ধরেন—যার ব্যাপ্তি কিন্তু সুগভীর। রঙ্গনাথন বলেন,—[৮/৭১৮]

"Civics -in-action is the development of the procedure and process of making for the greatest good of the greatest number."

মানুষ মানুষের কাছে অতিথির মতো, তাকে কোনমতেই অবহেলা করা উচিৎ নয়। অতিথির আগমনে গৃহস্থ মানুষের যদি কোন ক্ষমতাই না থাকে আপ্যায়ণের, যদি গৃহস্থ কপর্দকশূন্যও হন, তাহলেও তিনি অতিথির আগমনে অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না কখনই। কারণ, 'অতি দরিদ্র মানুষের ঘরেও অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, উপবেশনের জন্য ভূমি, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য জল আর কথোপকথনের জন্য স্নিগ্ধকর প্রিয় বচন'—এগুলির অভাব হতে পারে না—এসবের সাহায্যেও গৃহস্থ মানুষ অতিথিকে স্বাগত জানাবেন—এই হল মনুর অনুশাসন। অর্থাৎ মনুর অনুশাসনের মধ্যে সকল সঙ্কীর্ণবোধের উর্দ্ধে উঠে, মানবতার জয়গান, ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা জনমানসে জাগিয়ে দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'মনুসংহিতায়' [১/৭৬৭] তাই দেখি বলা হয়েছে—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।

অর্থাৎ—"অতি দরিদ্র হইলেও অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বসিবার জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল ও চতুর্থতঃ স্নিগ্ধকর প্রিয়বচন—এসকলের অভাব সজ্জনের গৃহে কখনই হইতে পারে না।" [১/৭৬৭]

Buhlar [৮/৭৬৬] কৃত অনুবাদটিও এখানে বোঝার সুবিধার জন্য তুলে ধরা হল।

"Grass, room (for resting), water, and fourthly a kind word; these (things) never fail in the houses of good men."

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাই সকল মানুষকে আপন ভাবা এবং মনে সমভাবে পোষণ করার কথা 'মনুসংহিতায়' যেন অনুশাসনের সুরে বলা হয়েছে বিস্তৃতভাবে। বিস্তৃত এই

ধারণাটিকেই যেন রঙ্গনাথন তাঁর "TRAINING GROUND..." ইত্যাদি অধ্যায়ে সহজ ও সংক্ষেপ করে বললেন,—

"It promotes :

1. Public mindedness." [১০/পৃ ১১৮]

যেন ছোট্ট দুটি কথার মধ্যে 'মনুসংহিতার' ঐ আদর্শের কথা স্মরণে আসে। পরেই আমরা দেখি রঙ্গনাথন আরও বলেছেন,—

"2. Consideration for others;

21. Right attitude towards obligation of public life;

22. Avoidance of difficulties to the other members of the community." [১০/পৃ ১১৮]

যেন আগের ধারণারই জের টেনে এ কথাগুলি বলা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে যদি দেখি, তাহলে 'Right attitude...' বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়েছে তার অনুসন্ধান করতে গেলে ভারতীয় ভাবধারায় পরম্পরাগত আদর্শের কথাই এসে পড়ে। এখানেও তাই আবার 'মনুসংহিতার' দিকে ফিরে তাকাতে হয়, পরম্পরাগত আচরণের কথা বলতে মনু কি বোঝেন বা কি অনুশাসনের কথা বলেন তা জানতে হয়।

'মনুসংহিতায়' [১/পৃ ১১] আছে—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত।।

এই শ্লোকের অনুবাদে পঞ্চানন তর্করত্ন [১/পৃ ১১] বলেন,—

"..... শাস্ত্র সংস্কৃতমতি প্রমাণ-প্রমেয়স্বরূপ কুশল বেদবিৎ বিদ্বান অথচ অনুষ্ঠানপর সাধুগণ চিরদিন যাহার অনুষ্ঠান ও আদর করিয়া আসিতেছেন; যাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে হৃদয়ই বিশেষ প্রমাণ—ইতর ধর্ম্মের ন্যায় যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের আক্রোশন নাই, পরন্তু চিত্তপ্রসাদ আপনা-আপনি উপস্থিত হয়; সেই বেদ-প্রমানিত শ্রেয়ঃসাধন ধর্ম্মতত্ত্ব আপনারা অবধান করুন।"

এখানে Buhlar [৪/পৃ ১১] কৃত ইংরেজী অনুবাদ আরও সুন্দর, তাই তুলে ধরা হল,—

"Learn that sacred law which is followed by men learned (in the Veda) and assented to in their hearts by the virtuous, who are ever exempt from hatred and inordinate affection."

অর্থাৎ আমরা জানতে পারি বিদ্বান বা সাধু ব্যক্তি যে আচরণ করেন, অথবা যেরকম অনুষ্ঠানের আদর করেন, যার সত্যাসত্য সম্বন্ধে হৃদয়ই বিশেষ প্রমাণ—সেই ধর্ম্মতত্ত্বই পালন করা মানুষের কর্তব্য। রঙ্গনাথনের 'Right attitude' বলতে যেন আমরা ঐ কবিতার প্রথম চরণটি বুঝি। আর মানুষের নিজেরই মনে যে কাজের পর কোন গ্লানিবোধ উপস্থিত না হয়, পরন্তু কাজের পর মন পরম শান্তিতে ভরে থাকে—তাই করা উচিত; কবিতার দ্বিতীয় চরণের অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতিধ্বনিই যেন ফুটে ওঠে রঙ্গনাথনের "obligation of public life"– এ কথার মধ্য দিয়ে।

আবার মনুর অনুশাসনের দিকে তাকালে দেখি যে মনু [১/পৃ ৫১] মানুষকে অসীম ধৈর্য্যবান হতে উপদেশ দেন এবং বলেন যে,—

"নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ।।

অর্থাৎ Buhlar এর [৪/পৃ ১১] এর অনুবাদে জানতে পারি,

"Let him not, even though in pain, (speak words) cutting (others) to the quick, let him not injure others in thought or deed; let him not utter speeches which make (others) afraid of him, since that will prevent him from gaining heaven."

এখানেও শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যার অর্থ করেছেন— [১/পৃ ৯১]

"একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্মপীড়ন করা উচিত নয়, যাহাতে পরের অনিষ্ট হয় এমন কোন কর্ম্ম বা চিন্তা করিতে নাই, এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোকবিরোধী এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই।"

এসব থেকে যেন রঙ্গনাথনের "Avoidance of difficulties to the other members of the community"– বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন, সেটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে মনুর ঐ শ্লোকের অর্থোপদেশের মধ্য দিয়ে।

এর পরে আলোচনায় আমরা দ্রুতগতিতে কেবল রঙ্গনাথনের সংক্ষেপিত নিয়ম আর 'মনুসংহিতা'র অনুশাসন — এগুলির পাশাপাশি উল্লেখ করে দুই অসাধারণ মনীষীর মধ্যে ভাবনাগত মিল কতটা তা উপস্থিত করে দেখাতে চাই। যেমন 'মনুসংহিতায়' — [১/পৃ ১১৮]

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্নিবদ্ধ কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ।।

Buhlar [৪/পৃ ১৮৫] যার অনুবাদ করেন, —

"Let him, untired, follow the conduct of virtuous men, connected with occupations, which has been fully declared in the revealed texts and in the

sacred tradition (Smriti) and is the root of the sacred law."

অর্থাৎ পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদে দাঁড়ায়,— (১/৭১১৪)

"বেদ ও স্মৃতিতে সম্যক উক্ত, স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত, সর্ব্বধর্ম্মের মূলরূপ সাধুজনাচরিত আচারসকল নিরালস হইয়া সম্যক যত্নের সহিত পালন করিবে।"

এইভাবে রঙ্গনাথনে পাই— (১/৭১১৫)

"3. Respect for the rule of queue."

এরপর রঙ্গনাথনে যখন পাই — (১/৭১১৬)

"4. Formation of correct habits of public and private hygiene."

তখন 'মনুসংহিতায়' (১/৭১১৭) দেখি সেখানেও প্রায় একই অনুভূতি, —

"এবমাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্।।

যার অনুবাদে Buhler (১/৭১১৮) বলেন, —

"The sages who saw that the sacred law is thus grounded on the rule of conduct, have taken good conduct to be the most excellect root of all austerity."

অর্থাৎ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতে,— (১/৭১১৯)

"মুনিজনেরা এইরূপে আচার হইতে ধর্ম্মপ্রাপ্তি দেখিয়া আচারকে সকল তপস্যার মূল কারণ জানিয়া, ইহাকে পরম শ্রেয়োবোধে গ্রহণ করিয়াছে।

অথবা 'মনুসংহিতায়' (১/৭১২০) আরও দেখতে পাওয়া যায়,—

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ।।"

অধ্যাপক ব্রাঘবনকৃত (১/৭১২১) ইংরাজী অনুবাদে দেখা যায়,—

"That in doing which one has an inner satisfaction should be done, even if it requires some effort; the opposite should be avoided."

অর্থাৎ পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদে পাই— (১/৭১২২)

'যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মার পরিতোষ জন্মে, সযত্নে সেই কর্ম্ম করাই উচিত এবং যে কর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।"

আবার মনু যেমন শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে সাবধানে অগ্নি পরিচর্যার উপদেশ দেন, যাতে ক'রে গুরুগৃহে বা পরে নিজগৃহে বা অন্য কোথাও তার কুফল দেখা না যায়, তাই অগ্নিকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় কেমনভাবে — তা শিখতে নির্দেশ দেন — "অগ্নীন্ধনং কুর্য্যাৎ", (১/৭১২৩) ঠিক যেন সেই ভাবনাই পাই রঙ্গনাথনেও, (১/৭১২৪) যখন দেখি সেখানেও বলা আছে—

"5. Fire Prevention;"

তখন সত্যিই অবাক ক'রে আমাদের। সবশেষে ঐখানেই (১/৭১২৫) একটু পরে রঙ্গনাথনকে বলতে দেখি,—

"6. Personal manners." তখন অবাক বিস্ময়ে 'মনুসংহিতার' বিখ্যাত সেই উক্তি মনে পড়ে, সেখানে দেখি মনুও বলেছেন, — (১/৭১২৬)

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন সদাযুক্তো নিত্যংস্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।।"

Buhler (১/৭১২৭) যার অনুবাদ করেন,—

"The rule of conduct is transcendent law, whether it be taught in the revealed texts or in the sacred tradition; hence a twice born man who possesses regard for himself, should be always careful to (follow) it."

অর্থাৎ, "আচার প্রতিপালন যে পরম ধর্ম্ম, ইহা বেদ ও স্মৃতি উপয়েই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সদাই আচারানুষ্ঠানে যত্নবান থাকিবেন।" (১/৭১২৮)

এইভাবে আমরা দেখতে পাই রঙ্গনাথনের চিন্তা-ভাবনায় পরোক্ষে 'মনুসংহিতার' ছায়া যেন এসে পড়েছে। কোথাও কোথাও মনু প্রদর্শিত অনুশাসনের আলোকে রঙ্গনাথনের ভাবধারা যেন আলোকিত। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধজীব, তাই সাধারণভাবে সেই সমাজের কিছু নিয়ম থাকা উচিৎ এবং তা পালনের জন্য সাধারণ মানুষের প্রশংসাই প্রাপ্য। কেননা নিয়ম থাকলেই হয় না, যিনি তা পালন করেন, তিনিই প্রকৃত মানুষের, সুনাগরিকের পরিচয় দেন। দুজনেই তাই বিভিন্নভাবে উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রঙ্গনাথন যেন আরও এগিয়ে এসে বিশদভাবে 'New Education And School Library ....,' (১/৭১২৯) বইয়ে 'Emphasis on Behaviour' সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বীকার করেন,—

"Civics in action places emphasis upon behaviour rather than upon theory. All affecting the well-being of social life is considered a part of civics-in-action."

'মনুসংহিতার' বিখ্যাত উক্তি— "আচারঃ পরমো ধর্ম্ম..."

ইত্যাদি উপদেশের ধ্বনিই যেন অনুরণিত হয়ে ওঠে রঙ্গনাথনের ঐ কথার মধ্যে দিয়েও। এই ধারণা তাই ভারতের চিরাচরিত ভাবধারাকেই পুনঃপ্রকাশ করে। মনুর অবদান তাই কালান্তরেও অমলিন এবং মনুর নির্দেশিত অনেকরকম নিয়মের মধ্যে এগুলিকে তাই 'A Treasury of wisdom' বলে স্বীকার করেন অধ্যাপক রাঘবন।[৬/৫৪৫] তাই আমরা তাঁকে বলতে দেখি,—

" If the Manu Smrti is not a mere code of ordained duties, and if it raises in its philosophical parts to grave dignity, it ranks high also as a masterpiece of ancient literature which in pithy and effective couplets gives expression to some of the most precious ideas and noblest virtues and ideals."

সাধারণভাবে গ্রন্থাগারে পাঠকের প্রয়োজনের শেষ থাকে না। নানা ধরনের কৌতূহল মেটানো গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সব প্রয়োজনের তাৎক্ষণিক সমাধান কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে সমস্যার বিষয় নিয়ে নিরন্তর চিন্তা-ভাবনা কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ দেখানোর অন্যতম সহায়ক। সে সমাধান অনবরত চিন্তার মাঝেই এসে যায় হঠাৎ করে, সহসা যেন অবচেতন মন থেকে চেতনার আলোকবর্তিকা নিয়ে এসে হাজির হয়। তাই কখনই সমস্যা এড়িয়ে চলা উচিত নয়; সমস্যার মুখোমুখি হওয়াই সমীচীন। সমস্যা সমাধানের এই ভাবনা, নিরন্তর এই প্রচেষ্টাই মানুষকে সাহায্য করবে সমাধানের পথ তৈরী করে নিতে এবং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের জ্ঞানের যে ব্যাপ্তি— সে সম্পর্কে পথ নির্দেশ করে; জানতে সাহায্য করে— যা গ্রন্থাগার কর্মীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রঙ্গনাথনও এরকম ধারণার সন্ধান পেয়েছেন নিজেই এবং সে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'Prolegomena to Library Classification'[৬/৭১১] গ্রন্থের শুরুতেই, যখন দেখি তিনি লিখছেন,—

"When one is engaged on a problem, the most useful ideas occur suddenly. They seem at once to cast a flood of light over murkey tracts of half-formed thought and promise reward to further exploration. This has been my experience and it is doubtless shared by many others."

রঙ্গনাথনের ব্যক্তিগত এই অনুভূতি অনেকটা যেন 'মনুসংহিতা'র একটি শ্লোক মনে করিয়ে দেয়। একটু অন্যভাবে মনু বলেন যে, কোন ব্যাপারে যে সমাধান আগে হয়নি এবং পরে তা যে হবে না তা কখনই নয়; বরং বারবার সেই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে এবং সরকারে আনুকূল্য সেই সমাধানের পথ সন্ধান করা উচিত এবং এভাবে কোন না কোন সময় সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুলে যাবে। এখন পারছি না বলে কখনই মানুষ যেন নিজেকে হতাদর না করেন। মানুষের ভেতরকার সুপ্ত জ্ঞানদীপবর্তিকা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেই-তা পারে সমাধানের জটিল পথের সন্ধান দিতে। মনুসংহিতায়[৬/১১১] তাই দেখি বলা হয়েছে—

"নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেতদুর্লভাম্।।"

এই শ্লোকের Buhlar[৬/১১১] কৃত অনবদ্য অনুবাদটি এখানে তুলে ধরা হল—

"Let him not despise himself on account of former failures; until death let him seek fortune, not despair of gaining it."

অর্থাৎ পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত[৬/১১১] বঙ্গানুবাদে দেখতে পাই,—

"পূর্ব্বসম্পত্তি নাই বলিয়া অথবা অর্জ্জনচেষ্টা ফলবতী হইতেছে না দেখিয়া আপনাকে কখনও হতাদর করিবে না; পরন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত আপনার শ্রী বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, শ্রীলাভ কখন দুর্লভ মনে করিবে না।"

আবার রঙ্গনাথনের লেখা থেকে জানতে পারি যে বর্তমান সমস্যার সমাধানই কিন্তু শেষ নয়, সামনের দিকে চলতে চলতে আবার সেরকম কোন সমস্যা আসতেই পারে, তাই আগামী দিনের কথা ভেবে উৎসাহী মানুষ অলস হয়ে বসে থাকবেন না; নতুন সমস্যার মুখোমুখি হওয়াই সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। রঙ্গনাথনের "The Five Laws of Library Science"[৬/৭১১] বইতে তাঁর লেখায় তাই দেখি,—

"The solution of one set of problems and the sharpening of a technique reveal a host of new problems lying hidden hitherto under the problems solved."

একইভাবে আমরা 'মনুসংহিতায়' দেখি মনুও উপদেশ দেন মনকে সবসময় অনুসন্ধিৎসু রাখতে, উপযোগী করে তৈরী রাখতে এবং সেজন্য সব রকমের বিষয়সমন্বিত শাস্ত্রে অনবরত পর্যালোচনায় মনকে ভরপুর রাখতে— তাহলেই একজন মানুষ বা পাঠক বা উৎসাহী গবেষক নিজের বিষয়বস্তু উত্তমরূপে জানতে পারবেন; এবং তা শুধু বর্তমান জানার বিষয়ই নয়,

এইভাবে নিরন্তর পর্যালোচনার মাধ্যমে অন্য বিষয়েও জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাবে জ্ঞানপিপাসার মধ্য দিয়ে। এইভাবনা থেকে মনু উপদেশ দেন মনুসংহিতায় — (২:১১১)

"যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে।।"

অর্থাৎ—"পুরুষ যে যে শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন, সেই সেই শাস্ত্রই উত্তমরূপে জানিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা শাস্ত্রান্তর বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।" (২:১১১)

এখানে Buhlar (৪:১১১) কৃত অনবদ্য অনুবাদটি তুলে ধরা যেতে পারে —

"For the more a man completely studies the Institutes of science, the more he fully understands (them), and his great learning shines brightly."

এই শ্লোকের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে 'মনুসংহিতার' অপর এক ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট ব্যাপারটিকে আরও সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যা এখানে বলার অপেক্ষা রাখে। তিনি লিখেছেন,— (২:১১১)

"....যস্মাদ্‌যথা যথা পুরুষঃ শাস্ত্রং সম্যগভ্যস্যতি চাস্য বিজ্ঞানাং রোচতে উজ্জ্বলং ভবতি।"

— (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত উনবিংশ কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ আগামী ২১শে অক্টোবর, ২০০৩ থেকে ২৯শে নভেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে ছয়দিন — সোমবার থেকে শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ১৮ই অক্টোবর, ২০০৩।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৯.০৯.২০০৩	২৪৬৬	কৃষ্ণা সেনগুপ্ত	কলকাতা	১০০.০০
০৯.০৯.২০০৩	২৪৬৭	সুমনা বসু	উত্তর ২৪ পরগণা	৫০০.০০
১২.০৯.২০০৩	২৪৭১	স্বপন কুমার ঘোষ	কলকাতা	৫০০.০০
১২.০৯.২০০৩	২৪৭২	তপশ্রী দাস	কলকাতা	৫০০.০০
১২.০৯.২০০৩	২৪৭৩	শ্যামলিমা দাস (সরকার)	জলপাইগুড়ি	২০০.০০

মেলভিল ডিউই এবং ইংরেজী বানান সংস্কার

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

ঠিকানা ভুল থাকায় সম্প্রতি আমার একটি চিঠি অন্য এক ডাকঘর ঘুরে আমার হাতে দেরীতে পৌঁছেছিল। খামের উপর লাল কালিতে লেখা ছিল RONG ADRESS এবং সঠিক ঠিকানা। এই বানান দুটি দেখে আমার মেলভিল ডিউই - এর কথা মনে পড়ল। যদিও তিনি নোয়া ওয়েবস্টার (১৭৫৮-১৮৪৩)-এর মত অভিধানিক ছিলেন না — ডিউই একসময় ইংরেজী বানান সংস্করণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছিলেন : সে কথায় পরে আসছি। ডাকঘরের কর্মীটি অবশ্য ডিউই-এর কথা জানেন না। তিনি নিজের সাধারণ বিচার অনুযায়ী উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বানানটি লিখেছিলেন। আজ একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে উচ্চারণ এবং বানান-এর অসামঞ্জস্য (inconsistent letter-sound relations) ইংরেজী শেখা এবং লেখার পথে এক বড় বাধা। পক্ষান্তরে জার্মান ভাষায় উচ্চারণ এবং বানানের সামঞ্জস্যর (orthographic consistency অথবা orthographic transparency) কথা সুবিদিত।

বালোকালে "put" কেন "পুট" কিন্তু "but" "বুট" অথবা "cut" "কুট" নয় এমন প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাইনি। উত্তরকালে অনেক বানান নিয়েই হিমসিম খেতে হয়েছে। এই বয়সেও তাই হাতের কাছে একটি অভিধান রেখে দিই। "G" অক্ষরটি কখনও "গ" আবার কখনও "জ"। ইংরেজী অভিধানের উচ্চারণ সংকেত অনুযায়ী "H" -এর উচ্চারণ "aich" (এইচ্)। কিন্তু H দিয়ে শুরু প্রায় সমস্ত শব্দের উচ্চারণ কিন্তু "হ"-এর মত—অর্থাৎ "haich" (হেইচ্); তাই দক্ষিণে অনেককেই "H" -কে "haich" উচ্চারণ করতে শুনি। "H" দিয়ে শুরু শব্দ "hair" হ'ল "হেয়ার" — কিন্তু "heir" এর উচ্চারণ হ'ল "এয়ার"। আবার উচ্চারণ সংকেত অনুযায়ী "air" এবং "heir" — এর উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। "Victual" শব্দটির উচ্চারণ কি? "Actual" — এর অনুসরণে "ভিক্চুয়াল" হওয়া উচিত। কিন্তু তা নয় — এটির উচ্চারণ "Vittel" এর মত। ইংরেজীতে অনেক শব্দ "ough" দিয়ে শেষ হয়। কিন্তু তাদের উচ্চারণে বিভিন্নতা আছে। যেমন "cough" হল "কাফ্", "tough" "টাফ্", "rough" "রাফ্" — কিন্তু "though" হ'ল "দো", "plough" "প্লাউ" এবং "through" "থ্রু"।

ইংরেজী ভাষার যত প্রসার হচ্ছে — উচ্চারণ এবং বানানের অসামঞ্জস্যতা নিয়ে ততো বেশী সোচ্চার আলোচনা হচ্ছে। বানান সহজীকরণ নিয়ে আন্দোলন করার জন্য, Simplified Spelling Society স্থাপিত হচ্ছে। নোয়া ওয়েবস্টার ইংরেজী বানান সংস্কারের প্রথম প্রয়াসী হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতি হল American Dictionary of English Language (1821)। তিনি কিন্তু "color", "labor", "harbor", "catalog" জাতীয় সংস্কার থেকে আর বেশী এগোননি। সম্প্রতি European Union (EU) সরকারী কাজকর্মের জন্য ইংরেজী ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বানান সংস্কারের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বছর "C" — এর উচ্চারণ "S" অথবা "K" — এর মত হবে। যেমন "sivil" (civil), klear (clear), konfusion (confusion), klerikal (clerical)। দ্বিতীয় বছর "ph" — এর বদলে "f" ব্যবহৃত হবে। যেমন, fotograf (photograph)। এই সংস্কার প্রচেষ্টা যদি পুরোপুরি কার্যকরী হয় তবে ইংরেজী লেখার চেহারা কেমন দাঁড়াবে পরিহাসচ্ছলে একজন এই উদাহরণ দিয়েছেন :

In the third year, publik akseptance of the new spelings kan be expekted to reach (rich nay!) the stage where more komplikated changes are posibl. Government wud enkarage the removal of duble letters which have always been a deterant to akurate spelings.

এখন ডিউই-এর কথায় আসি। আমার প্রজন্মের গ্রন্থাগারিকেরা যাঁরা Decimal Classification এর পুরোনো সংস্করণ ব্যবহার করেছেন — মনে হয় তাঁরা ছাড়া ডিউই-এর বানান সংস্কারের প্রচেষ্টার কথা অনেকেই জানেন না। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত দ্বাদশ সংস্করণের ডিউই লিখিত ৪৪ পাতার ভূমিকাটির প্রতিটি পাতায় তাঁর সৃষ্ট বানান - এর ননুনা ছড়িয়ে আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে এই ভূমিকাটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংস্করণে পুর্নমুদ্রিত হয়েছে। এটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে EU - এর প্রস্তাবের সঙ্গে ডিউই-র সৃষ্ট বানানের বেশ কিছু মিল আছে। তবে ডিউই কিন্তু Classification বানানটির কোন পরিবর্তন (Klasifikation) করেননি। আমি চেষ্টা করেও EU-র পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে একটি চিঠিতে আমি ডিউই-র ভূমিকাটির প্রতি European Union -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। EU ধন্যবাদ সহ আমার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন। পরিশিষ্টে ডিউই-এর ভূমিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

পুনশ্চ : Simplified Spelling Society-র একজন প্রবক্তা Mark O'Connor-এর বক্তৃতা শোনবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে অভিধানিকেরা যদি বানান সংস্কারের কাজে উদ্যোগী না হ'ন তবে এ সমস্যার সমাধান হবে না। বক্তৃতার শেষে একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন যে বক্তা কেন তাঁর নিজের নামের সংস্কার করছেন না — O'Connor-এর বদলে Okonor!

পরিশিষ্ট

Catalogs, made at great cost, soon became antiquated. Methods uzed involved frequent rearranjement, renumbering and remarking of books, and of necessity remaking of catalogs and indexes, as the only escape from a confuzion that seriusly cripld usefulness. In this costly repetion, work of previus librarians was larjly lost. The great need was a sistem which wud enable each to stand on the sholders of his predecessors, and fully utilize their labors; which wud make work dun today permanent, instead of sumthing to be superseded in so few years as not to be worth doing in the best way; which wud supply the best aplyances, instead of leaving yung librarians not only to lern how to work, but to make all their own tools. [p.29]

Tho the importance of classification was recognized, the filosofic sistems proposed wer so difficult fully to understand or apply that not 1 person in 1000 cud uze them practicaly. Decimal Clasification simplicity and even more its Relativ Index hav made this work 10-fold eazier. In recent years, use of the sistem has spred rapidly in all civilized cuntries, meeting success in thousands of different applications. In its simpl form a skoolboy can quikly master it and keep for instant reference not only his books but every note, clipping or pamflet. Almost every profession and occupation has lernd its wonder laborsaving powers. It is in daily use by miriads of business and professional men who wud never even attempt to understand or uze the old sistems. [p.30]

A new topic is always closely related to sum existing hed. If there is no blank number availabl it is combined with the hed nearest allyd, and, when important enuf, distinct provision for the new cumr is made by ading another decimal. The sistem is thus capable of unlimited expansion, and can never break down for lak of room for growth. [p.37]

Whorever practicabl, heds hav been so arranjed that each subject is preceded and followd by most nearly allyd subjects, and thus aded convenience is secured both in clast catalogs and on shelvs; e.g., Bilding (690) follows Mekanic trades (680) at end of Useful arts, and Arkitecture follows at beginning of Fine arts.

Students of Biolojy (570) find fossil life of Paleontolojy (560) before, and vejetabl life or Botany (580) after, this followed in turn by animal life or Zoology (590), ending with Mammals (599); while Useful arts (600) begin with human Anatomy (611) under Medicin, thus giving a regular growth from fossil plant thru vejetable and animal kingdoms to living man. [p.37-38]

Nemonics (mnemonics) : Heds hav sumtimes been arranjed to secure nemonic aid in numbering and finding books without the Index; thus China has always number 1. In Ancient history, it has the 1st section, 931; in Modern history, under Asia, it has 951. Similarly the Indian number is 4 [?]; English, 2; German, 3; French 4; Italian, 5; Spanish, 6; Russian, 7; European, 4; Asian, 5; African, 6; North American, 7; South American, 8; and so for all divisions by languajes or cuntries. Italian 5, for instance, is in 035, 055, 065, 450, 850, 945, and other many others. This nemonic principl is specially prominent in Filolojy and Literature, and their divisions, and in form distinctions uzed in the 1st 9 sections of each clas. Filosofy, methods or theory, occuring as a hed, is always 1; dictionaries and cyclopedias ar 3; essays, 4; periodicals 5; associations, socyeties and institutions, 6; education, 7; poligrafy or colections, 8; history, 9. In numerus cases several minor heds ar groupt together as Other, uzually numbered 9. [p.40-41]

Wherever practical, this numonic principl is uzed in subdividing sections. 558, jeolojy of South America, is subdivided by ading the section of 980, History of South America, Jeology of Brazil then must be 558. 1: nemonicly, the 1st 5 is Syence; 2d 5, jeology; 8, South America; and 1, Brazil. Any library attendant or regular uzer of the skeme reconizes 558. 1 at a glance as a Jeology of Brazil. [p.41]

'EURO-ENGLISH'

Sir, – The European Union has chosen English as the preferred language although EU officials often pointed out that English spellings are unnecessarily difficult. The European Parliament therefore commissioned a feasibility study on ways of simplifying the notoriously complex English spellings to bring about a sort of orthographic consistency. The EU hopes that this would improve the efficiency in communication between government departments of member nations.

It has now adopted a five-year plan for this purpose and the resulting language will be known as "Euro-English", perhaps to distinguish it from

the rather orthodox "Queen's English". In the first year, for example, "s" will replace the soft "c" in such words as civil (sivil), service (servise), receive (resieve). So also the hard "c" will be replaced by "k", e.g., clean (klean), clear (klear), clerk (klerk), clerical (klerikal) and confusion (konfusion).

In Britain, the Simplified Spelling Society has been lobbying to reform the illogical manner in which English words are spelt. It is in this context that the efforts made way back in the late 19th century by Melvil Dewey (1851-1931), whose Decimal Classification system is used to classify books in libraries world over, deserve mention. In a lengthy introduction to the 12th edition (1927) of the book Decimal Classification scheme, he consistently used the spellings of words as they are pronounced.

The following excerpts from the first paragraph will give some idea about his venture for spelling reforms: "Orijin and growth: The plan of this Clasification and Index was developed early in 1873, the result of long study of library economy as found in hundreds of books and pamflets.... The study convinst me that usefulness of libraries myt be greatly increast without aded expense. Only a fraction of servis possible cud be got from them without clasification, catalogs, indexes and other aids, to tel librarians and readers what they contained on any given subject; yet, by methods then uzed, this cud be dun satisfactorily only at cost so great as to prohibitiv to all but a few welthy libraries."

Many studies have shown that lack of orthographic transparency in English has a powerful negative effect on the development of reading skills even in English-speaking children. English demands that they spend far more time learning the idiosyncrasies of the language – Yours, etc., A. K. DASGUPTA.

Hyderabad, 12 December.

বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

আগামী ৮.১১.২০০৩ (শনিবার) ডায়মন্ডহারবার স্ট্যালিন আইনস্টাইন শহর গ্রন্থাগারে দুপুর ১টায় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সদস্য/সদস্যাদের সময়মত উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি।

সম্পাদক, দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

আলোচ্য বিষয় : ১। প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন ২। আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ ৩। কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিষদের সংবিধান প্রযোজ্য।

১। ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত পরিষদের চাঁদা দেওয়া থাকলে ভোটার হতে পারবেন।

২। মনোনয়ন পত্র পাওয়ার তারিখ/সময় : ২৩.১০.০৩ তারিখ থেকে কাজের দিন বেলা ১.৩০ টা থেকে ৭টা পর্যন্ত।
স্থান : বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার, বিবেকনগর, কিল রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫

৩। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১.১০.০৩ রাত ৭টার মধ্যে। স্থান : বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার।

৪। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ ও সময় : ১.১১.২০০৩ দুপুর ৩টায়।

৫। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করার তারিখ ও সময় : ৩.১১.২০০৩ সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে। লিখিতভাবে বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগারে জমা দিতে হবে।

৬। বৈধ সদস্যদের তালিকা বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫০ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়। — সম্পাদক

আবার গ্রন্থাগার পোড়ানো ঃ এবার নদীয়ায় — একটি প্রতিবেদন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

পোড়ার কথা

সত্তর দশকের কালো দিনগুলিতে অজস্র শিক্ষায়তন/গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়েছিল ভুল রাজনীতির ফলে। '৭৭ এর পরবর্তী সময়ে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি আইনী মান্যতা পায় এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে রাজনীতিতে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়নের ফলে তিন-তিনটি গ্রন্থাগারে আগুন ধরিয়ে দেয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সমাজ বিরোধী কিছু দুর্বৃত্ত। জনগনের গ্রন্থাগার বারগড়চুনুকপুর লেনিন পাঠাগার ও কলপাই পাঠাগার আবার ফিনিক্স পাখীর মত বেঁচে ওঠে জনগণেরই আনুকূল্যে। এবার নদীয়ায় চাকদহ থানার অধীন দুবড়া অঞ্চলের বিষ্ণুপুরে জাগরণী সাধারণ পাঠাগার হয়ে উঠল দুষ্কৃতিকারীদের লক্ষ্যবস্তু।

৮ই সেপ্টেম্বর' ২০০৩, রাত পৌনে আটটা নাগাদ খুন হন জনৈক স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসী নেতা। দলের সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে দুবড়া অঞ্চলের বিষ্ণুপুর, চুয়াডাঙা, নেউলিয়া ইত্যাদি স্থানে বিরোধী বামপন্থীদের বাড়ী-ঘর-দোকানে লুঠতরাজ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ঘটায়। কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেন নি যে তারা বিষ্ণুপুরের গ্রন্থাগারটিতেও আগুন দেবে। রাত ৯-৩০ নি. নাগাদ সমাজবিরোধী বাহিনী এসে জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের কোলাপসিবল গেট ভেঙে দরজা-জানালা ভেঙে ফেলে এবং পাশের দোকান থেকে লুঠ করা কেরোসিন তেল ঢেলে দোতলা গ্রন্থাগারের সম্পদে অগ্নিসংযোগ করে। কোনো বাধা ছাড়াই ঘন্টা দেড়েক জুড়ে চলে বহ্ন্যুৎসব — জতুগৃহের মত পুড়ে ছাই হয়ে যায় গ্রন্থাগারটি। তার আগে অবশ্য তৃণমূল-কর্মীরা তাদের পছন্দের জিনিসগুলি লুঠ করে নিতে ভোলেন নি।

ঘটনার সূত্রপাত পৌনে আটটা নাগাদ খুনের মধ্য দিয়ে, গ্রন্থাগার পোড়ানো চলে রাত ১১টা পর্যন্ত - এই সুদীর্ঘ দু ঘন্টা সময়ের মধ্যে মাত্র ১৫/২০ মিনিটের দূরত্বের চাকদহ থানার পুলিশ আসে নি ঘটনাস্থলে। বারেবারে আক্রান্ত মানুষজন জানালেও পুলিশ আসে নি, আসলে হয়ত বেঁচে যেত এই অমূল্য গ্রামীণ গ্রন্থাগারটি। পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার সাফাই গেয়েছেন নদীয়ার পুলিশ সুপার। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সঙ্গত ভাবেই দোষারোপ করছেন পুলিশের ওপর। চাকদহ থানার পুলিশ যথাযোগ্য ভূমিকা পালন ও নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রন্থাগারটির চরম ক্ষতি সাধন সম্ভব হয়েছিল।

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান

জাগরণী সাধারণ পাঠাগার ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৮১ সালে সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অনুমোদন লাভ করে। দুইশতাধিক রেফারেন্স বই, প্রায় ৫০ বছরের পত্রিকা সংগ্রহ, ২০ বছরের বাঁধাই সংবাদপত্র, ৫০ বছরের পুরনো পত্রপাত্রিকা এবং দুবড়া অঞ্চলের ১৭টি মৌজার সি.এস.ম্যাপ সহ অজস্র দুষ্প্রাপ্য নথিপত্র এই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছিল। পাঠ্য সামগ্রীর মোট সংখ্যা ছিল (বই, পত্রিকা সহ) ৭৫৩২টি- যার মধ্যে কয় বছরের পুরনো বাঁধাই সাময়িকীপত্রও ছিল। ৮ সেপ্টেম্বরের আগুনে সংস্কৃতিবিরোধী রাজনীতির সেবকদের জঘন্য আক্রমণে সব শেষ - অবশিষ্ট বলতে থেকেছে ষ্ট্যাককমের অনেক উচ্চতায় রাখা শারদীয় আজকাল পত্রিকার কয়েকটি অর্ধদগ্ধ সংখ্যা।

দুষ্কৃতিকারীদের অগ্নিসংযোগের দরুন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গ্রন্থাগারিক শ্রী বাসুদেব দত্তের শৈক্ষিক/পেশাগত যোগ্যতার অভিজ্ঞান সমূহ এমনকি নিয়োগপত্রটিও, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, দীর্ঘ বছর গুলির অডিট রিপোর্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড রেজিষ্টার সহ সব ধরনের অফিসিয়াল ডকুমেন্টস্। পুড়ে গিয়েছে এ্যাডমেশন রেজিষ্টার, কার্ড ক্যাটালগ, মেম্বারশিপ কার্ড। আগুনে গালে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে ফ্যান, আলমারি, র‍্যাক, অন্যান্য আসবাব পত্রাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ধ্বংসাবশেষ। প্রাথমিক অনুমান মতে ক্ষতির পরিমান প্রায় ৮ লক্ষ টাকা - কিন্তু যথাযোগ্য মূল্যায়ন করলে যেটি দাঁড়িয়ে যাবে ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকায়।

প্রতিক্রিয়া

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩-এর সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাগার পোড়ানোর সংবাদ, সাথে সাথে জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য। যদিও রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত ধিক্কার বা নিন্দাসূচক বিবৃতি জানা যায়নি। কিছু সাংবাদিকের গূঢ় সংবাদ পরিবেশনের জন্যই আলোড়ন উঠেছিল। জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নদীয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির উত্তর এরকম ছিল ঃ 'কোনো মন্দিরে যদি উগ্রপন্থীরা ঘাঁটি গাড়ে তাহলে জনগণ কি সন্দেশ খেতে দেবে, না মন্দিরটিকেই ধ্বংস করবে! ঐ লাইব্রেরীতে বামপন্থী মাস্তানরা বোমা-পিস্তল রাখত তাই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার ছেলেরা ঠিক কাজটিই করেছে।' বিবেকী জনগণ এই বক্তব্যে দেখেছে অন্য ইঙ্গিত। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক তথ্য-সন্ধান শেষে নদীয়ার পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিবাদপত্র এবং যথাযোগ্য প্রতিকারের আশায় প.ব. মানবাধিকার কমিশনের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, নদীয়ার গ্রন্থাগারিকদের পক্ষ থেকেও তথ্যের তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকারের যথাযোগ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে এহেন বর্বর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যতিক্রমী প্রয়াস হিসেবে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীর কাছে দাবীপত্র পাঠানো হয়েছে। উভয় তরফেরই দাবী ঃ ১) যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজবিরোধীরাই

গ্রন্থাগারটি পুড়িয়েছে এবং জেলা নেতৃত্ব এই পোড়ানোর ঘটনাকে সমর্থন করেছেন, তাই গ্রন্থাগারের পুনর্নির্মানের জন্য উক্ত দলকেই ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হোক; ২) পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার জন্য গ্রন্থাগারটিতে অগ্নিসংযোগ ঘটাতে পেরেছিল সমাজবিরোধীরা, তাই স্বরাষ্ট্রদপ্তরকেও বাধ্য করা হোক ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে।

ফিনিক্স পাখির মত বেঁচে উঠুক জাগরণী সাধারণ পাঠাগার, কিন্তু এটাই প্রকৃষ্ট সময় ব্যতিক্রমী দাবী তোলার : 'যারা গ্রন্থাগার পোড়াবে, তাদেরই আবার সেটি গড়ে দিতে হবে, হবেই'।

জাগরণী সাধারণ পাঠাগার। বিষ্ণুপুর, পোঃ-পূর্ব বিষ্ণুপুর, নদীয়া

বিগত ৮/৯/০৩-এ দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজিত তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক উক্ত দিনের রাত্রিতে অগ্নিসংযোগে জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের যে সমস্ত জিনিস ভস্মীভূত হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরন নিচে দেওয়া হল।—

১। (ক) বইয়ের সংখ্যা ৪৩০০ টি তৎসহ (খ) ব্যবহারের জন্য Binding এবং Repairing যোগ্য বইয়ের সংখ্যা ১০০০ টি (গ) Reference বইয়ের সংখ্যা ২০০টি (ঘ) জেলা গ্রন্থাগারের বই ৩২টি

২। (ক) বিগত ২০ বৎসরের দৈনিক সংবাদপত্র (খ) বিগত ৫১ বৎসরের পুরোনো পত্রিকা এবং সাময়িকী সমূহ (গ) বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন Journal ২০০০ কপি (ঘ) পত্রিকা—(১৩৫৯-১৪১০) সাল পর্যন্ত।

৩। আসবাব পত্র

(১) বড় টেবিল — ২টি (২) অফিস টেবিল ৩টি (৩) বেঞ্চ বড় ২টি (৪) কাঠের চেয়ার ৮টি (৫) প্লাস্টিক চেয়ার ৫টি (৬) কাঠের আলমারী ৩টি (৭) আয়রন বুক কেস ১০টি (৮) ফ্যান ceiling ৩টি (৯) বিভিন্ন মনিষীদের ফটো ৩০টি (১০) টিউবলাইট ৫টি (১১) অন্যান্য লাইট ৫টি (১২) কাঠের ইনডেক্স বক্স ১টি

৪। অফিস সংক্রান্ত

১) ক্যাশবুক ১৯৬৭ সাল থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত
২) নগদ টাকা ২০০০.০০ (দুই হাজার টাকা) ব্যাগের মধ্যে আলমারীতে ছিল
৩) লেজার বুক—বিভিন্ন ধরনের (৬৭ সাল থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত)
৪) Meeting Resolution Books (ঐ)
৫) Meeting Nolice Books (ঐ)
৬) Acquittance Roll for staff (ঐ)
৭) Attendance Register for staff (ঐ)
৮) Audit Report (ঐ)
৯) Members' Register (৬৭ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত।)
১০) Correspondance Book
১১) Books records registers and its index cards.
১২) Admission Register (Member)
১৩) ভর্তির দরখাস্ত (পাঠাগারের) এবং তৎসংক্রান্ত C.S.record
১৪) Secretary file (যাতে library সংক্রান্ত কাগজপত্র ছিল)
১৫) Personal file of Librarian (যাতে Appointment letter, L.T. certificates, joining report, S.F original Mark Sheet, Admit and Certificate, I.card, Pan card, paper of Income Tax)
১৬) G.O.file
১৭) Official file (বিভিন্ন কাগজ পত্র সমেত)
১৮) বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের বিভিন্ন বই, বোর্ড ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র
১৯) Service Book সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজ পত্র
২০) সদস্য চাঁদা আদায়ের বই
২১) Library Pad.
২২) Rubber Stamp (of President, Secretary, librarian, office seal).
২৩) Bank Pass Books
ক) Salary Pass book with cheque books
খ) Reserve fund Pass book with cheque books
গ) General Pass books with cheque books.

৫। Library গৃহ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (পুড়ে ও ভেঙ্গে গেছে)। এছাড়াও Library র ব্যবহারের অনেক জিনিস ছিল। সেগুলোও নষ্ট হয়েছে।

৬। ক্ষতির পরিমাণ

আনুমানিক ১২ লক্ষ (বারো লক্ষ টাকা)

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ১৪০৯ এর চৈত্র সংখ্যায়, গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রন্থাগার পরিষদের কিছু কার্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই লেখায় যাতে কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি সেরকম কিছু ঘটে তবে তা হবে দুঃখের বিষয়। এই সহস্র শাখাবহুল সুবিস্তারিত বৈচিত্র্যহীন ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া হয়তো গতানুগতিক হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মতই পরিষদের জীবনেও এমন কতকগুলি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত এসেছে তা বেছে নিতে পারলে এই ইতিহাস অপরূপ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদের অগ্রগতি সম্পর্কে ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে লেখায় তা স্থান পাবে পরিশিষ্টে। এই সঙ্গে থাকবে কিছু প্রয়োজনীয় তালিকা : ১) গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদের দিনপঞ্জী ২) বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বাপর তালিকা ৩) সভাপতি ও কর্মসচিবদের পূর্বাপর তালিকা ৪) পরিষদের কর্মকর্তাদের পূর্বাপর তালিকা ৫) পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যসংখ্যার পূর্বাপর তালিকা ৬) পরিষদের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের পূর্বাপর তালিকা ৭) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পূর্বাপর তালিকা, ইত্যাদি।

এই ইতিহাস লিখতে গিয়ে সকল তথ্যই যে প্রয়োজনীয় হবে তা নয়, মোটা দাগের ঘটনাগুলি হয়তো গতানুগতিক হয়ে যেতে পারে, আবার তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যও মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদের গতিতে অবশ্যই কতকগুলি ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায়। উত্থান পতনও আছে। এগুলি লক্ষ্য করার বিষয়।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, পরিষদের বার্ষিক সভার বিবরণ সব সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। এগুলির উৎস 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও বার্ষিক প্রতিবেদনেরও অনেক ভুল ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়।

১৯৫৭র ২০শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সভাকে ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা বলা হয়েছে; ঐ সভায় প্রমীল চন্দ্র বসু সভাপতি রূপে পুনর্নির্বাচিত হন এবং রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস কর্মসচিব নির্বাচিত হন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা হয় ১৯৫৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। ১৯৫৭ সালের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় পূর্ব বৎসরের নির্বাচিত (১৯৫৭-৫৮) সাংসদ ও কার্যনির্বাহক সমিতিই ১৯৫৮ সাল অবধি পরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন এবং যথাশীঘ্র বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করে নব-নির্বাচিত কমিটির হাতে কার্যভার সমর্পন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। পরিষদের চতুর্বিংশত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২১ জুন ১৯৫৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তিনকড়ি দত্তের সভাপতিত্বে। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়-সভাপতি ও ফণিভূষণ রায়-নির্বাচিত হন। এছাড়া যুগ্ম-কর্মসচিব অরুণকান্তি দাশগুপ্ত, সহ-কর্ম সচিব-প্রবীর রায় চৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ — বাণী বসু ও গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হন গণেশ ভট্টাচার্য। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় পুনরায় পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই সময়ে পরিষদের কিছু কর্মধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিষদের আর একটি কাজ সম্পর্কেও — গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ দেওয়া হয় (মাঘ, ১৪০৯)। কিন্তু এই বিবরণ সম্পূর্ণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শিবির শিক্ষণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল বহু পূর্বেই; প্রথম শিবির শিক্ষণ হয়েছিল মালদহে ১৯৫৪ সালের ৯ অক্টোবর। উল্লেখযোগ্য যে 'গ্রন্থাগার' ১৩৬০ এর ১ম ও ২য় সংখ্যার সম্পাদকীয়তে গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন এবং গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা নিয়ে লেখা হয়েছে। বিষয় দুটি নিয়ে পরবর্তী কালেও পরিষদকে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে।

ঐ সংখ্যারই শেষে পরিষদের সংগঠন ও সংযোগ সংসদের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণী থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি শুরু হয়েছিল পরিষদের জন্মকাল থেকেই।

পরিষদের কর্মিবৃন্দ সংগঠন ও সংযোগের কাজে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার, পঃ দিনাজপুর, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগার ও সন্নিহিত স্কুল, কলেজে, ও সরকারী গ্রন্থাগার, বয়স্ক ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র গ্রন্থাগার

এবং হাসপাতাল গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। তাঁরা ঐসব জেলার মোট ২৫৯ টি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

গ্রন্থাগার গুলিকে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে খবর দেওয়া, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, প্রসার ও পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা, সহযোগিতা, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অঞ্চলবর্তী গ্রন্থাগারগুলি যাতে একতাবদ্ধ হয়ে চলে, সর্বত্র যাতে বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন পদ্ধতি অনুসৃত হয়, শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগতি হয়, পরবর্তী কয়েক বৎসরও একাজে চলে। শুক্লাসবাবুর লেখায় এ সবের উল্লেখ দেখা যায় না।

১৯৫৮ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলকাতার সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ। এই সময় আন্তর্জাতিক সূচীলেখ কার্যে ভারতীয় গ্রন্থকারের নাম লিপিবদ্ধ করণের নিয়মাবলী নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনারে আলোচনা হয়। ভারতীয় নামবিভ্রাট ও আঞ্চলিক নাম বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় দেখা যায় পূর্বের দুটি পরিকল্পনার মতই গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলা হয়নি। কিংবা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তাও উল্লিখিত হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাধীন শিক্ষার খাতে গ্রন্থাগার বিষয়ে সরকারী নীতি সম্পর্কে জানা যায় যে পূর্ব পরিকল্পনাকালে গ্রন্থাগার সম্পর্কে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিই বজায় রাখা হবে। অর্থাৎ জেলা, আঞ্চলিক ও পল্লী গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযানের সাহায্যে গ্রন্থ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। সাধারণ পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী অর্থ সাহায্য যেমন দেওয়া হচ্ছিল তেমনি দেওয়া হবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ ও তার কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু করা হবে।

যেটা নতুন দেখা গেল, তা হচ্ছে, রাজ্যের ১২৫টি মহকুমায় ও ৭৫০টি গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত। তৃতীয় যোজনা কালে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিঃশুল্ক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মোট ৪৮ কোটি টাকার মধ্যে শুধু প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২১.৪৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

বিয়োগ পঞ্জী : বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ বৎসর (১৯৫৮) ৭৯ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইদানিং কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনেরও জীবনাবসান হয় এই বৎসর। রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি দিক খুলে দিয়েছেন। তিনি মধ্যযুগের সন্তদের জীবন দর্শন নিয়ে গবেষণা করেন। লোকধর্ম ও লোক সাহিত্যের প্রতি তিনিই আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন।

এ বৎসরই প্রখ্যাত রস সাহিত্যিক, অভিধানকার, শাস্ত্রবিদ, পন্ডিত, ভাষাবিজ্ঞানী, বাণিজ্য বিশারদ, যন্ত্র বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী একাধারে অনেক গুণের অধিকারী রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম প্রয়াত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অসীম ও অনন্যসাধারণ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি স্কিম-৫২, কলিকাতা - ৭০০০১৪

।। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনাচক্র ।।

আগামী ৭ ডিসেম্বর, ২০০০ (রবিবার) কলিকাতার মৌলালিতে অবস্থিত রাজ্য যুব কেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অধিবেশনের সময় সকাল ১০টা। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু "শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" এই আলোচনাচক্রে সমস্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আলোচনাচক্রে আলোচ্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, জলখাবার ও মিধ্যাহ্নিক আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের নাম তালিকাভুক্তি করণের জন্য ৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা) ধার্য করা হয়েছে। আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে। আলোচনাচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয় (পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কিম-৫২, কলিকাতা-৭০০০১৪, দূরভাষ-২২৪৪-৬৮৬৬) যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, ২০০০ (পরিষদ ভবন, সময়-বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা)।

অনুপকুমার সরকার
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কিশলয় দত্ত
সম্পাদক
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অসিতাভ দাশ
সভাপতি
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

কাহালা বাণী পাঠাগার

কাহালা, মালদহ

গত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৩ স্বাধীনতা দিবসে কাহালা বাণী পাঠাগারের উদ্যোগে প্রভাত ফেরী বেরোয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। গত ৩১শে আগষ্ট কাহালা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা জানানোর অনুষ্ঠান এবং ২০০১-২০০২ সালের শ্রেষ্ঠ পাঠক/পাঠিকা, ব্যবহারকারী /ব্যবহারকারিণী ও শ্রেষ্ঠ শিশু পাঠকদের শংসাপত্র দেওয়ার অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রতুয়া ১ নং ব্লকের বিডিও শ্রী সুখেন্দু ধর। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগারের সাফল্য কামনা করে উপস্থিত অনেকেই নানাভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিবেদক — দীপক মিশ্র।

সংস্কৃতি পরিষদ গ্রন্থাগার

(দমদম, উঃ২৪পরগণা)

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৩ দমদম সংস্কৃতি পরিষদ গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দেন। পাঠাগারের নামকরণ করা হয় দমদম এলাকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত শ্রী জহর রায়ের নামে। তিনি এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। শ্রী প্রবীর দে তাঁর বক্তব্যে চাকদহ-এর জাগরণী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর কয়েকদিনের মধ্যেই এই গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটনকে এক মহৎ কাজ বলে মনে করেন এবং তিনি গ্রন্থাগারকে সমাজের অগ্রগতির কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌরপ্রধান শ্রী দীপক ভট্টাচার্য। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — প্রবীর দে।

সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার

(ভবানীপুর, কলকাতা)

গত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন গ্রন্থাগারের আঠারো বছর পূর্ণ হল। সেদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে গ্রন্থাগারের সভাপতি প্রয়াত মঙ্গলপ্রসাদ সিন্‌হার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গ্রন্থাগারিক বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি স্বদেশরঞ্জন দত্ত বলেন এখন শিশুদের পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বই পড়ার সময় নেই। তিনি প্রয়াত সম্ভাবনাপূর্ণ কিশোর সৌগতর গ্রন্থপ্রেম, বই পড়ার নেশা, মমত্ববোধ, মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতির গুণের কথা বিশেষভাবে বলেন। তিনি গ্রন্থাগারের স্থানাভাব সমস্যার কথাও বলেন।

সেদিনের বিশেষ অতিথি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার কেবলমাত্র শিশু ও কিশোরদের জন্য এই সুন্দর গ্রন্থাগারটি দেখে অভিভূত হন। স্বরচিত ছড়া ও কবিতার সাহায্যে তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে তিনি শিশুদের ও অভিভাবকদের বর্তমান অবস্থার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। অন্যতম অতিথি গ্রন্থাগার দপ্তরের অধিকর্তা প্রয়াত এক গ্রন্থপ্রেমী কিশোর সৌগতর স্মৃতিতে স্থাপিত এই সুন্দর গ্রন্থাগারটি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এর স্থানাভাবের সমস্যা দূর করার প্রয়োজন বলে জানান। তিনি গ্রন্থাগারটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর সদস্য/সদস্যা ৬৭৯ জন এবং আজীবন সদস্য ১১১ জন। গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বাংলা ও ইংরাজী বইএর সংখ্যা ৫৬৫৩। এছাড়া ৬টি পত্রিকাও রাখা হয়েছে। গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে দুজন সেরা পাঠককে বই দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে গ্রন্থাগারের শিশু, কিশোর সদস্য/সদস্যাদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বহু সদস্য/সদস্যা, স্থানীয় গ্রন্থপ্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — সুবর্ণ দাস।

বসুনগর সাধারণ গ্রন্থাগার
(বসুনগর, উঃ২৪পরগণা)

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৩ বসুনগর সাধারণ গ্রন্থাগারের নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন করেন সাংসদ শ্রী অজিত কুমার পাঁজা। তিনি তাঁর সাংসদ কোটা থেকে এক লক্ষ টাকা এই গৃহ নির্মাণের জন্য প্রদান করেন। এই গ্রন্থাগারটি এবছরই ৫০ বছরে পদার্পণ করল। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করেন। বহু গ্রন্থপ্রেমী, সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — প্রবীর দে।

হরেকৃষ্ণ কোঙার সাধারণ গ্রন্থাগার, নদীয়া

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৩ নদীয়া জেলার করিমপুর ২নং ব্লকে অবস্থিত হরেকৃষ্ণ কোঙার সাধারণ গ্রন্থাগারের নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে মোট ২লক্ষ ৭৪ হাজার ২২৪ টাকায় এই নতুন ভবন নির্মিত হয়। নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পঃ বঃ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নয়ন সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক শ্রী প্রফুল্ল কুমার ভৌমিক। এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক সহ বহু সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — দেবপ্রসাদ প্রামাণিক।

শঙ্খনগর পাবলিক লাইব্রেরী, নদীয়া

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ২০০৩ নদীয়া জেলার করিমপুর ২নং ব্লকে শঙ্খনগর পাবলিক লাইব্রেরীর নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগে সম্পূর্ণ সহযোগিতায় এই নতুন ভবন নির্মিত হয়। নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পঃ বঃ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নয়ন সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক শ্রী প্রফুল্ল কুমার ভৌমিক। এই অনুষ্ঠানে এলাকার বহু গ্রন্থপ্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — দেবপ্রসাদ প্রামাণিক।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
জাগরণী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতি, পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের যৌথ উদ্যোগে গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সন্ধ্যে ৬টায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অডিটোরিয়ামে নদীয়ার চাকদহে জাগরণী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর বিরুদ্ধে ধিক্কার-ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাগরণী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর ঘটনাকে ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়ে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার পোড়ানোর বর্বর কাজকে নিন্দা করেন। পরিষদের তরফে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী। পি.এল.ই.এ.র তরফে যুগ্ম সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন এবং জাগরণী পাঠাগার পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে সমিতির পক্ষে যা যা করণীয় করার প্রতিশ্রুতি দেন।

পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, ইয়াসলিকের পক্ষে মৃগাঙ্ক মন্ডল, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাইমাল প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন। সকলের বক্তব্যের মূল সুর ছিল "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পোড়ায় যারা, সভ্যতা, সংস্কৃতির শত্রু তারা।" জাগরণী গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের জন্য বলপাই গ্রন্থাগারের তরফে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারমন্ত্রীর হাতে ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) দেন। সমস্ত সংগঠনই গ্রন্থাগার পুনর্গঠনে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর দুপুর ২ টায় পরিষদ ভবনে পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। সভায় ১০৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে প্রয়াত মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ, অঞ্জলি রায়, নীলি সেন, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য প্রয়াত গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ৬৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য-বিবরণী পেশ করেন কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক শ্রী অনুপকুমার সরকার। সর্বসম্মতিক্রমে ঐ বিবরণী-গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। এর পর সম্পাদক ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ১৬ জন সদস্য আলোচনা করেন। সদস্যদের আলোচনা থেকে যে সব প্রস্তাব আসে সেগুলি গুরুত্বসহকারে নথিভুক্ত করা হয় এবং কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হচ্ছে : ১) পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য বাড়াতে হবে। ২) কাউন্সিল সভা আরও বেশি করতে হবে ৩) গ্রন্থাগারে শূন্যপদে স্থায়ীনিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে প্রভৃতি। অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী চাকদহের ভস্মীভূত জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের উপর আক্রমণের ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবাদ সভার উল্লেখ করে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক) তিনি জানান পরিষদ নন-স্পনসর্ড গ্রন্থাগার গুলির প্রভৃতি সহানুভূতিশীল। গতবছর থেকে চালু হওয়া এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে পরিষদের ভূমিকা আছে। খ) বেসরকারী কলেজের কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম চালু হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারী আদেশনামা বেড়িয়েছে। এ ব্যাপারে পরিষদের দীর্ঘকালীন দাবী স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি জানান ভারতের কোন রাজ্যেই কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য এই ধরনের প্রকল্প এখনও চালু হয় নি। গ) সাইকেল পিওন পদে নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে জুনিয়র লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট হয়েছে। এ ব্যাপারেও পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের কর্মীসমিতির দীর্ঘকালীন দাবী স্বীকৃতি পেয়েছে। (ঘ) তিনি জানান বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ আছে। নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমানে এমবার্গো (embargo) আছে। কিন্তু পরিষদ এই নিয়োগে যাতে হয় সে ব্যাপারে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নিয়োগ যাতে হয় সে ব্যাপারে পরিষদ সচেষ্ট আছে। ঙ) দীর্ঘদিন বাদে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য 'রিফ্রেসার কোর্স' চালু হয়েছে। এতে কর্মীরা উপকৃত হয়েছেন। চ) পরিষদ এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মী/গ্রন্থাগারিকদের জন্য ১৮ টা কম্পুটার কোর্স পরিচালনা করেছে। ছ) সল্টলেকে পরিষদের একটা জমি কেনা হয়েছে। সেখানে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম প্রভৃতি করার প্রস্তাব আছে। এ ব্যাপারে পরিষদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হবে।

কর্মসচিবের জবাবী ভাষণের পর ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ সাহা। তিনি আয়ব্যয়ের উপর সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরদেন এবং পরিষদের আর্থিক সংকটের বিষয়ে সদস্যদের অবহিত করেন। ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর ১৪০৮ সালে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪০৮ প্রদান করা হয়। পুরস্কার পান শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস ও শ্যামসুন্দর কুন্ডু। প্রবন্ধের শিরোনাম : রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি উদাহরণের ধারা — একটি পর্যালোচনা। প্রবন্ধটি গ্রন্থাগার পত্রিকার আশ্বিন, ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসা প্রস্তাব পাঠ করা হয়। গ্রন্থাগারে স্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত ও জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর ২০০২-২০০৪ সালের পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন হয়। অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী সভাপতি ও অনুপ সরকার কর্মসচিব সহ কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখা

চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।

নদীয়া জেলার চাকদহের পূর্ব বিষ্ণুপুরে অবস্থিত পঃ বঃ সরকার পোষিত জাগরণী সাধারণ পাঠাগার গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ রাত্রে একদল দুষ্কৃতিকারী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেয়। গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই বিশেষতঃ দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান আকর গ্রন্থ সমূহ, আসবাব পত্রাদি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নদীয়া জেলা শাখা ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নদীয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে। জেলা শাসক ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ)-এর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। উক্ত দুই সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারটি সরেজমিনে দেখে এসেছেন।

প্রতিবেদক — দেবপ্রসাদ প্রামাণিক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা শাখা

তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পোড়ানোর প্রতিবাদে গত ১৭.৯.২০০৩ তারিখে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদী বর্ণাঢ্য মিছিল জেলা সদর বারাসতের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের শেষে নেতৃবৃন্দ বেনাস, পি.এফ, স্টেটমেন্ট, গ্রেডেশান, স্বল্পকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক-এর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

প্রতিবেদক — গৌরাঙ্গ কর্মকার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ লাইব্রেরির সভাকক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার ২৬ ও ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার স্বাগত ভাষণে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরির সম্পাদক স্বামী সোমানন্দ মহারাজ শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেন এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। জেলা শাখার সম্পাদক কিরণময় দত্ত সভায় দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর উপস্থিত চোদ্দজন সদস্য গঠনমূলক আলোচনা করেন। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হুগলী জেলা শাখার সম্পাদক রামপদ পাল বার্ষিক সভার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন এবং জেলার সব সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিকে পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য করানো দরকার এই কথা বলেন। পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার ও বিশ্বনাথ গুহ সভায় সমগ্র আলোচনার উপর আলোকপাত করেন ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। জেলা সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পরে প্রতিবেদন ও হিসাব সভার সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। পরিশেষে সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের হুগলী জেলা কমিটিতে নির্বাচিত হন।

সভাপতি — ডঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সহ-সভাপতি (২ জন) - শ্রী অশোককুমার রায় ও শ্রীমতী নিবেদিতা কুমার। সম্পাদক - শ্রী কিরণময় দত্ত। সহ-সম্পাদক — শ্রী তপন রায়। কোষাধ্যক্ষ - শ্রী সাত্যকি চৌধুরী। সদস্য (৫জন) শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রী রামপদ পাল, শ্রী অনিল কুমার দত্ত, শ্রী শরদিন্দু ভূঁইয়া, শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জী। এছাড়া জেলা কমিটিতে চারজন আমন্ত্রিত সদস্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় নবনির্বাচিত সভাপতি ডঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত সংগঠনকে মজবুত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি শ্রী অনিল কুমার দত্ত।

প্রতিবেদক — শরদিন্দু ভূঁইয়া।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদহ শাখা

গ্রন্থাগারিক দিবস

গত ১৭ই আগষ্ট, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদহ জেলা শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মালদহ শাখার যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগারিক দিবস পালিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়"। আলোচক ছিলেন রামকৃষ্ণ সাহা, ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী প্রবীর দে ও অধ্যাপক শক্তি পাত্র।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া জেলা শাখা

গত ৩রা আগষ্ট পরিষদের জেলা শাখার উদ্যোগে "গ্রন্থাগার পরিষেবা" সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল। উদ্বোধণী ভাষণে তিনি বলেন জনসাধারণকে আরও গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে গ্রন্থাগারকর্মী ও পরিচালন কমিটিকে যৌথ ভূমিকা নিতে হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী নকুল মাহাত। বক্তা হিসাবে ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী, অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার। তাঁরা যথাক্রমে গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির ভূমিকার ওপর বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুশান্ত কুমার হাজরা। জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিচালন কমিটির সম্পাদক ও সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৩ বেলা ২ টায় বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখা

পাঠাগার পোড়ানো ও হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৩ বর্ধমান জেলার উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে নদীয়া জেলার চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পোড়ানো ও বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত কামারগড়িয়া হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মৃতি পাঠাগারে হামলার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার আয়োজক ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখা, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ, মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্র ও বর্ধমানের স্থানীয় পত্র পত্রিকা গোষ্ঠী। এই সভায় গ্রন্থাগার পোড়ানো ও হামলার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী পূর্ণচন্দ্র মল্লিক। সভায় প্রত্যেক বক্তাই এই বর্বরোচিত কাজের বিরুদ্ধে শিক্ষানুরাগী, গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ ও সর্বস্তরের মানুষকে অধিকতর সক্রিয় ও সচেতন হওয়ার আবেদন জানান।

প্রতিবেদক — সুখেন্দু দে

"গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পোড়ায় যারা
সভ্যতা, সংস্কৃতির শত্রু তারা"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পোড়ানোর এই বর্বর ঘটনার প্রতি ধিক্কার ও তীব্র নিন্দা জানায়— আপনারাও জানান।

জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের পুনর্গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন।

—কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মাননীয়
সম্পাদক, "গ্রন্থাগার" পত্রিকা

পত্রের প্রথমেই "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় (সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৪১০) প্রণবানন্দ জানা ও গোপিকা প্রসাদ ঘোষ লিখিত "বাংলা গ্রন্থের ডাটাবেস তৈরী প্রসঙ্গে" প্রবন্ধটির জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চতুর্দিকে কম্পিউটার আর কম্পিউটার — আজকাল অফিসের কেরানী থেকে সাধারণ দোকানের মালিকও তার জীবন ধারনের অঙ্গরূপে কম্পিউটার ব্যবহার করছে। ইলেক্ট্রিকের বিল থেকে ছেলের স্কুলের মাইনে দেওয়া — সব কিছুই দেখছি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। আমি ঐতিহ্যময়, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায়, তিনকড়ি দত্তের লাইব্রেরী বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক — এই হেতু মাঝে মাঝেই আমাকে শুনতে হত "আপনার লাইব্রেরীতে কবে কম্পিউটার আসছে"? আমাদের হুগলী জেলায় ইতিমধ্যে ২-৩টি পাঠাগারে কম্পিউটার এসেও গেল। আরো বিড়ম্বনা বাড়লো। আমি ঐ সব গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহার কেমনভাবে হচ্ছে তা দেখতে গেলাম। অতি দুঃখের সাথে দেখলাম কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে 'টাইপ-মেসিনে"র পরিবর্তক রূপে। এর সাথে পাঠাগারের পরিষেবার কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু পাঠাগারের status রাখতে কম্পিউটার আনতেই হয়। পেয়েও গেলাম মাননীয় সাংসদ শ্রী চাঁদ পালের উন্নয়ণ তহবিল থেকে। ঠিক করলাম কম্পিউটার শুধুমাত্র লাইব্রেরীর হিসাব সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করবো না। ব্যবহার যদি করতে হয় করবো পাঠাগারের পরিষেবার যথা অ্যাকসেশন, ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন, ইস্যু ইত্যাদিতে। কিন্তু ভাবনা এক আর বাস্তব পরিস্থিতি অন্যরকম। লাইব্রেরীর সফটওয়্যার কোথায় পাব? শুনলাম হুগলী মহসীন কলেজ Total Library Management System কিনেছে। তাতে নাকি সব Ready-Made। শুধু দামটা একটু বেশী ৬৫-৭০ হাজার টাকা। ঐ টাকা কোথায়? সেজন্য ওটা দেখার ইচ্ছাও হয়নি। তারপর ঠিক করলাম আমাদের পাঠাগারের প্রয়োজনমত সফট-ওয়্যার বানাবো। পেয়েও গেলাম নিকট আত্মীয় অরিজিৎ সিনহা ও তার বন্ধু পার্থ মুখার্জীকে। তারা গ্রন্থাগারের ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন কিছুই জানতো না। আমি নাছোড়বান্দা! তাদের বুঝিয়েই ছাড়লো এবং ওদের দিয়েই সফটওয়্যার বানিয়েছি এবং যথারীতি তার সাহায্যে অ্যাকসেশিং, ক্লাসিফিকেশন, ক্যাটালগিং এবং অন্যান্য সব কাজ করছি। Mouse click করে By Author, By Title, By Subject যে পাঠক যেভাবে "কোয়ারী" করছে তাকে সেই বই এবং বইয়ের তথ্য সহজেই দিতে পারছি। এছাড়াও কোন্ বই কোন্ পাঠকের কাছে, কতদিন আছে, তাও মুহূর্তের মধ্যে জানা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু মাস দুই আগে শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ বাবুর সাথে আমাদের পাঠাগারের কম্পিউটার পরিষেবা বিষয়ে জানাতে উনি কিছুটা হতাশা ও বিরক্ত প্রকাশ করলেন — যখন শুনলেন আমি বাংলা বইয়ের তথ্য English-এ Type করে Entry করেছি। বাঙ্গালী পাঠক এটা মেনে নেবে না। পরবর্ত্তীকালে Inter-net এর সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হব ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শুনে আমিও কিছুটা হতাশ হলাম। তারপর উল্লিখিত প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দিত হলাম। লেখকদ্বয় যেভাবে তথ্য Entry Translated form এ করতে বলেছেন আমিও সেই পথেই এগিয়েছি। ওটাই বাস্তব চিত্র। Inter-net এর ক্ষেত্রে বরঞ্চ বাংলায় তথ্য থাকলে আরো অসুবিধা হওয়ার কথা। যদি কোনো উৎসাহী পাঠক কোনো পুস্তকের সন্ধান করেন Subject এর Class No. বা Title বা লেখক দিয়ে কোনোটাতেই তাকে তথ্য সরবরাহ করতে অসুবিধা হবে না। Call No. ভিন্ন হতে পারে। Call No. এর ক্ষেত্রেও লেখকদ্বয় যেভাবে বাংলা উচ্চারণের English বানান ব্যবহার করেছেন তাও আমার সাথে প্রায় সবটা মিলেছে। তবে উনি Cutter No. ব্যবহারের কথা বলেছেন, সেটা আমরা করিনি।

আমি ঐ প্রবন্ধ পড়ে যথেষ্ট উৎসাহিত এবং আনন্দিত। বিশেষত 'ইংরাজি ছাড়া বর্ত্তমানে গতি নেই'— এই উপলব্ধি অনেকে করেও করেন না। কিন্তু আমার বা লেখকদ্বয়ের কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সত্যিই ইংরাজি ছাড়া গতি নেই। বাংলায় তথ্য Entry করা যেমন সময় ও অর্থের অপচয়, সেরকমই অবাস্তব। সেটা সকলকে বুঝতে হবে। শেষে সকল উৎসাহী মানুষের জন্য রইলো আমাদের পাঠাগারে আমন্ত্রণ।

পীযূষ কান্তি সিন্‌হা
গ্রন্থাগারিক
বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী

আবেদন

জাগরণী সাধারণ পাঠাগার

(পঃ বঃ সরকার পোষিত গ্রামীণ পাঠাগার) স্থাপিত : ১৯৬৭

পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর, চাকদহ, নদীয়া

তৃণমূলী প্ররোচনায় একদল উন্মত্ত সমাজবিরোধীর সন্ত্রাসে ভস্মীভূত জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পুনর্গঠনে সাহায্যের আবেদন।

মাননীয় কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মহাশয়,

গত ০৮.০৯.০৩ সোমবার দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলী যুব নেতা দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। এ ঘটনার নিন্দা করছি। ঐ দিন রাত থেকেই বিষ্ণুপুর বাজারসহ গোটা এলাকায় বেছে বেছে মানুষজনের বাড়ী, দোকানের উপর যে সন্ত্রাস তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠিত করে তার থেকে পঃ বঃ সরকার পোষিত এই গ্রামীণ পাঠাগারও বাদ যায় নি। ৩৬ বৎসর ধরে এলাকার মানুষের সাহায্যে তিল তিল সঞ্চয়ে গড়ে ওঠা এই পাঠাগার ১৯৮৯ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এলাকার শিক্ষানুরাগী ও প্রগতিশীল মানুষের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই পাঠাগার। এলাকার ছাত্র, বেকার যুবক, নব সাক্ষরসহ সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের জ্ঞান আহরণ ও চর্চার কেন্দ্র হিসাবে পাঠাগারটি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ৩৯৭ জন পাঠক সদস্য, যার মধ্যে ৬২% পাঠক তপশীলি জাতি ও উপজাতিভূক্ত, ৭% মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত। ৩ জন নবসাক্ষর পড়ুয়াও ছিল। এলাকার সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনেও পাঠাগারটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। কুইজ, অঙ্কন, সাফাই অভিযানের পাশাপাশি সাক্ষরতা প্রসারে পাঠাগারটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে। পাঠকক্ষটি সাক্ষরতা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ৩০ জন VT, ৪ জন MT, ১ জন KP এ আন্দোলনে সহায়তা করেছেন। ৪৩০০ সাধারণ বই, অসংখ্য সহায়ক পুস্তক, ম্যাপ (চাকদহ), ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা, ২০০০ জার্নাল, নবসাক্ষরদের জন্য বই ও শিশু সাহিত্য প্রভৃতি বই সম্বলিত পাঠাগার গত ০৮.০৯.০৩ আনুমানিক রাত ৯-৩০মি. নাগাদ তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ও অগ্নিসংযোগে পুরো পুড়ে ছাই গাদায় রূপান্তরিত। পাঠাগারের বই, আসবাবপত্র, জাতীয় পতাকা, লাইব্রেরীয়ানের চাকুরী সংক্রান্ত সমস্ত নথি পুড়ে ছাই। এমন কি পাঠাগার গৃহের একাংশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সর্বমোট ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এই রকম ঘৃণ্য বর্বরতায় সকল প্রগতিশীল মানুষসহ পাঠককুল স্তম্ভিত। পরিচালন কমিটির তরফে আমরাও এই ঘটনায় দিশেহারা ও মর্মাহত। এলাকার জনমানসের চাহিদা পূরণে তাই আমরা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এই সংস্কৃতি কেন্দ্রকে নতুন করে গড়ে তুলতে আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

আশাকরি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাধিত করবেন।

নমস্কারান্তে —

বাসুদেব দত্ত, গ্রন্থাগারিক
জাগরণী সাধারণ পাঠাগার

যাদবলাল দে, সম্পাদক
জাগরণী সাধারণ পাঠাগার

আবেদন

২০শে ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

• গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করুন
• গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করুন
• চাকদহের জাগরণী সাধারণপাঠাগার ও ইরাক-এর গ্রন্থাগার, আর্কাইভ ও মিউজিয়াম লুট করা ও পোড়ানোর প্রতিবাদ করুন

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। এই দিবসটি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের পাঠক ও ব্যবহারকারী, গ্রন্থাগারের সংগঠক ও পরিচালক, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী সকলের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। জন্মলগ্ন থেকেই পরিষদ গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করে শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে প্রয়াসী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জে গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় রাজ্য সরকারের অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও গ্রন্থাগার পরিসেবার বাইরে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যথা, সভা, আলোচনা চক্র, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিসেবার গুরুত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করুন; গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নতি ও সম্প্রসারিত করে, বৈচিত্র্য এনে, গ্রন্থাগারকে সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করার কর্মসূচি গ্রহণ করুন। গ্রন্থাগার দিবসের মূল বক্তব্য হল : সবাই গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, তথ্য আহরণ করুন। বই ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই।

এইবার গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন কালে দুটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করতে হচ্ছে। সম্প্রতি নদীয়া জেলার চাকদহের বিষ্ণুপুরে রাজ্য সরকার পোষিত জাগরণী সাধারণ পাঠাগার দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ভস্মীভূত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বই ও গ্রন্থাগার পোড়ানোর তিনটি ঘটনা ঘটল। প্রথমে হুগলী জেলার বলপাই সাধারণ গ্রন্থাগার, পরে হাওড়া জেলার বার গড়চুনুকপুরে লেনিন পাঠাগার এবং সবশেষে চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল। যারা বই ও গ্রন্থাগার পোড়ায় তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু। গ্রন্থাগার দিবসে এই বর্বর ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানানোর সঙ্গে সঙ্গে জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের পুনর্গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন। একই ঘটনা ঘটেছে ইরাকে। ইরাক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দখলে যাওয়ার পর ঐ দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় মহাফেজখানা, জাতীয় সংগ্রহশালা সহ অনেক লাইব্রেরি, আর্কাইভ, মিউজিয়াম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছে। বিশ্বের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সঙ্গে আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।

অনুপকুমার সরকার
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

MEMORANDUM

[পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর নিকট পরিষদের দেওয়া কলেজ গ্রন্থাগারিকদের "কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম"-সংক্রান্ত স্মারকলিপি নীচে দেওয়া হল। —সম্পাদক]

Ref. No. 412/03-04 *Date* 18.09.2003

To
Prof. Satyasadhan Chakraborty
Minister-in-charge
Higher Education Department
Govt. of West Bengal
Bikash Bhavan
Kolkata-700091

Sub : Career Advancement Scheme for the Librarians/Assistant Librarians of Govt. Colleges and Non Government College.

Sir,

We express our sincerest thanks to the Govt. of West Bengal for issuing a memo containing terms and conditions of the Career Advancement Scheme for the Librarians and Asst. Librarians of the Non-Government Colleges of the State (Vide memo no. 481-Edn(C S) dated Kolkata the 8th July, 2003).

5P-61/98

In this connection, we like to draw your kind attention to following problems likely to arise at the time of implementation of the said scheme :-

a) Regarding Orientation/Refresher Course

The above mentioned memo has specified that a Librarian/Asst. Librarian will be eligible for placement in the senior scale if he/she has participated in one Orientation course and one Refresher course. Now in West Bengal, Department of Library and Information Science of different Universities conduct only UGC sponsored refresher courses on different aspects of Library and Information Science. Many College Librarians have already participated in two Refresher courses. College Librarians are not allowed to participate in the Orientation course, conducted by the Academic Staff Colleges of Universities. Under this circumstances, we like to request you to amend the terms and conditions of the above mentioned Memo so that College Librarians who have participated in two Refresher Courses, may be permitted to avail the benefit of the Career Advancement Scheme. At the same time request may be made to the authorities of Academic Staff Colleges of different Universities to allow College Librarians/Asst. Librarians to participate in the Orientation course.

b) Date of Implementation of the scheme

The above mentioned Memo does not specify the date of implementation of Career Advancement Scheme for College Librarians. We like to request you to kindly specify the same date as specified in case of college teachers.

c) Career Advancement Scheme for Librarians of Govt. Colleges

Like Non-Govt. colleges a Memo may kindly be issued for Librarians of Govt. Colleges, so that they may enjoy the benefit of Career Advancement Scheme.

We hope, you will be kind enough to consider these proposals.

Yours Sincerely,

Sd/-(Anup Kumar Sarkar)
General Secretary

GRANTHAGAR

Vol. 53 : No. 7 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy October, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : On the barbaric act of burning of Libraries

Condemns the burning of "Jagarani Sadharan Pathagar" library in Bishnupur near Chakdah of Nadia district of West Bengal, on 8 September 2003, by miscreants and anti-socials. Draws parallel of this deplorable act with the burning of library and museum of Alexandria, burning of libraries of Berlin by Nazi fanatics, burning of libraries by miscreants in Iraq, in the very presence of American forces. Expresses hope that scar of the blaze would be wiped out in no time with the cooperation of right thinking members of the public as of the past and the libraries would continue to function as centres of education, culture and intellect, not only of the present but also of hime to come as well as for posterity. P. 193

Saha, Ramkrishna.

Shape and form of modern school libraries.

Emphasizes on the point that if school libraries are to play their due role in the true education of students and to generate in them an instinctive urge for increasing reading habits, the need for modernisation of School libraries, is an imperative necessity. In such endeavour certain minimum norms of standard comparable to American and British ones, should be followed with a serious mind-set. In this connection, reference is made to the recommendations of different Education Commissions such as Mudaliar Commission, Ashok Mitra Commission, of the UNESCO on the proper role and function of school libraries in educational developmental programmes. They need to be immediately lifted up from the quaqmire of neglect and decay. To improve the situation certain suggestions such as establishment of real functional school libraries in Secondary and Higher Secondary School of West Bengal, to build up adequate book collection, shcool library Service under the joint cooperation of librarians and teachers etc have been made. P. 194-99.

Whole day **Seminar** on "Role of Library on School Education System" at **Yuba Kendra, Moulali**, Kolkata on **7th December, 2003. Registration Fee Rs 75.00. Last date of Registration : 4th Dec 2003.** P. 213

19th Computer Course 21.10.03 to 29.11.2003 at Association Building P. 206

NOTICE

South 24 Parganas, District conference on 8.11.03 at 1 pm. at Stalin Einstein rural library, Diamond Harbur. P. 209

2. List of donors to "Granthagar Fund" P. 206.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
09.09.03	2466	Krishna Sengupta	Kolkata	100.00
09.09.03	2467	Sumana Basu	North 24 Pgs.	500.00
12.09.03	2471	Swapan Kr. Ghosh	Kolkata	500.00
12.09.03	2472	Tapasree Das	Kolkata	500.00
12.09.03	2473	Shyamalima Das (Sarkar)	Jalpaiguri	500.00

Kundu, Shyam Sundar. Influence of Sanskrit literature on the contributions of Ranganathan's writings, special reference to Manu

Reference is made to the opinions of Manu and Ranganathan that to carry knowledge to the doors of those that lack it and to educate all to perceive the right path. Also refers to the original text of Manu as quoted by Ranganthan in his books which is said to clearly show as to

how much he was influenced by Sanskrit works, especially that of the writings of Manu.
P. 200-06

DasGupta, Arun Kanti. Melvil Dewey and English Spelling reforms.

Points to the similarity between the spelling reform by the European Union and the usage by Melvil Dewey. In this connection reference is made to the efforts of the Simplified Spelling Society. P. 207-09

Chatterjee, Goutam. Libraries set ablaze : the turn for Nadia : A Report

Gives a vivid account of how the miscreants and antisocials set ablaze The Jagarani Sadharan Pathagar of Bishnupur, Nadia, as a reprisal against the murder of a local Trinamul Congress leader. The blaze put into ashes about 7532 books and journals of the Library which was established in 1967 and recognised as a rural Library in 1981. P. 210-11

Mukhopadhaya, Nirmalendu

In this serialised article, the author discusses library movement in Bengal and the role of Bengal Library Association during the years 1953-59. P. 212-13

Library News

1. **Kahala Bani Library** – Independence Day observed on 15.08.03
2. **Sanskriti Parishad Library** – Opening of new building on 14.09.03
3. **Sougata Smriti Granthagar, Bhabanipur, Kolkata**-18th anniversary function was held on 2nd September, 03
4. **Basunagar Public Library** – Opening of new building on 14 September, 03
5. **Harekrishna Konar Public Library** – Opening of new building on 03.09.03
6. **Sankhanagar Public Library, Nadia** – Opening of new building on 03.09.03

Bengal Library Association : 67th Annual General meeting.

It was held at the Association Building on 21 September, 03 and presided over by Association President Sri Nirmalendu Mukherjee. 108 members were present. Office bearers and Council Members for 2002-2004 were elected unanimously. For 2002-2004, President : Prof Prabir Roy Choudhury and Secretary : Anup Kr Sarkar.

Association News

1. **Protest Meeting** against burning of Jagarani Library under the joint auspices of BLA, IASLIC WB Public Library Employees' Association, WB Democratic Writers' and Artists' Association, the meeting was held on **21 September, 03** at Bangla Akademy Auditorium.
2. **District Branch of Nadia** – Protest on burning of Jagarani Sadharan Library.
3. **The newly elected Council meeting** – First meeting to be held on 2.11.03 at 1 p.m.
4. **District Branch, North 24 Parganas** – Protest meeting against burning of Jagarani Sadharan Pathagar, Nadia.
5. **District Branch, Hooghly** – Annual General meeting, held on 07.09.03
6. **District Branch, Maida**
   Librarians' Day observance on 17.08.2003s'
7. **District Branch, Purulia**
   Meeting on library service on 3.08.03.
8. **District Branch, Howrah**
   Annual General meeting held on 21.09.2003
9. **District Branch, Burdwan**
   Protest meeting held on burning of library and attack on Library on 22.09.2003 at District Library.

Appeal : (a) Jagarani Sadharan Pathagar, Chakdah, Nadia. – Appeals to members of public to generously donate money for the reconstruction of the library set ablaze by vandals. (b) Appeal for observance of Library Day on 20 December, 03

Letter to the Editor : Letter from Pijush Kanti Sinha, Librarian, Bansberia Public Library, on self development of library software.

Memorandum : No. 412/03-04 dated 18.09.03 to Prof SatyaSadhan Chakrabati, Minister-in-Charge, Higher Education of West Bengal, from Association regarding Career Advancement Scheme for the Librarians/Assistant Librarians of Govt and Non-Govt Colleges.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2574/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No 7 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst Editor : Nirmalya Roy October, 2003

CONTENTS

Page

On the barbaric act of burning of libraries (*Editorial*) 193

Ramkrishna Saha 194
Shape and form of modern
School libraries

Shyamsundar Kundu 200
Influence of Sanskrit literature on the contribution of
Ranganathan's writings, special reference to Manu.

Arunkanti Dasgupta 207
Melvil Dewey and English Spelling reform.

Goutam Chattopadhaya 210
Libraries set ablaze : The turn for Nadia : A Report

Nirmalendu Mukhopadhaya 212
Library Movement in Bengal and history of Bengal Library Association

Library News 214

Association News 215

Letters to the Editor 219

Appeal a) Donation for reconstruction of Jagarani Sadharan Pathagar 220
b) Observance of Library Day, December 20.

Memorandum 222

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 7) 223

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. Phone : 2245-2356
Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury *Associate Editor* . Nirmalya Roy

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৮ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় ভাদ্রাশ্বিন, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার দিবস প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ২২৯

প্রবীর রায় চৌধুরী
ইরাকের সাংস্কৃতিক সম্পদ ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত ২৩০

শ্যামসুন্দর কুণ্ডু
প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রঙ্গনাথন :
দুই মতাদর্শের সমন্বয় ২৩৪

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া রাজকৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের মান কি হওয়া উচিত ?

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

চিঠিপত্র ২৫৫

সরকারী আদেশনামা (বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত) ২৫৭

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 8) ২২৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার; ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification, 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume:
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অমিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৮ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় অগ্রহায়ণ, ১৪১০

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস প্রসঙ্গে

১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য, গ্রন্থাগার পরিসেবার মাধ্যমে সবার কাছে বইকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঘটনার স্মরণে তদবধি ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই দিনটি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের পাঠকপাঠিকা, ব্যবহারকারী-ব্যবহারকারিণী, গ্রন্থাগারের সংগঠক ও পরিচালক, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী সকলের কাছেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। জন্মলগ্ন থেকেই পরিষদ গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করে শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে প্রয়াসী। পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে, রাজ্যে প্রত্যন্ত গ্রামেও গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় রাজ্য সরকারের অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এখনও বহু মানুষ গ্রন্থাগার পরিসেবার বাইরে আছেন : পরিষদ মনে করে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও তথ্য আহরণ মানুষের জন্মগত অধিকার। একথা অনস্বীকার্য জীবনব্যাপী শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, বিদ্যাচর্চা ও তথ্য আহরণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল গ্রন্থাগার। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয়ী সমাজের এক করাল ছায়া পড়েছে। দুর্বৃত্তদের দ্বারা গ্রন্থাগার আক্রান্ত হচ্ছে। গ্রন্থাগার পোড়ানো হচ্ছে। বই ও পাঠস্পৃহা থেকে মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এই অবক্ষয়কে প্রতিহত করার জন্য অবশ্যই গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবার মান উন্নত করতে হবে। সেই সঙ্গে কুসংস্কারমুক্ত, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনায় সমৃদ্ধ এক সুস্থ সমাজ গড়ে তোলায় গ্রন্থাগার পরিসেবা যাতে এক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করতে হবে। তাই পরিষদ গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে এ বছর ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা সভা, আলোচনাচক্র, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগার পোড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার প্রভৃতি করার আবেদন জানাচ্ছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিসেবার গুরুত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা, পরিসেবায় বৈচিত্র্য আনা এবং গ্রন্থাগারকে সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করার কর্মসূচীও নিতে হবে। এবছর গ্রন্থাগার দিবসের মূল বক্তব্য হল : **সবাই গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, তথ্য আহরণ করুন। বই ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই।** আশাকরি গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী সাধারণ মানুষ, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার দিবসের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে। সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করবেন — গ্রন্থাগার ক্রমশঃ সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হবে।

সদস্যদের প্রতি

সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বা দেরীতে পাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘর থেকে পাঠানো হয়। সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সদস্যদের ঠিকানার সঙ্গে পিন কোড থাকলে পত্রিকা সময়মত পাওয়া যায়। ২৪ পরগণা জেলার পিনকোড পরিবর্তন হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হয়েছে। অনেকের কর্মস্থল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকানার পরিবর্তন হয়েছে। পরিষদ অফিসে অমিসে আপনার ঠিকানা সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে কিনা এবং চাঁদা বকেয়া আছে কিনা জেনে নিন ও নতুন ঠিকানা জানান। এছাড়া সময়মত ডাকঘরে খোঁজ নিন ও প্রয়োজনে ডাকঘরে অভিযোগ জানিয়ে আমাদের জানান। যেহেতু আর্থিক কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক পত্রিকা ছাপানো হয় না সেজন্য কোন সংখ্যার পরিবর্ত কপি পাঠানো অসুবিধাজনক।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

ইরাকের সাংস্কৃতিক সম্পদ ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত

প্রবীর রায়চৌধুরী

মিথ্যা অজুহাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কয়েকটি রাষ্ট্র যেভাবে ইরাক আক্রমণ ও দখল করে তা মানব ইতিহাসের সর্বাধিক বর্বর ঘটনার অন্যতম। নির্বিচারে বোমাবর্ষণ ও সৈন্যবাহিনীর পাশবিক আক্রমণে সম্প্রতি ইরাকের মানব ও পার্থিব সম্পদের যে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গবিবরণ প্রকাশিত হলে এই বর্বরতার সঠিক চিত্র ফুটে উঠবে, যদিও এই ধ্বংসলীলার অনেক তথ্য ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এই প্রবন্ধে ইরাকের ক্ষয়ক্ষতির একটা দিক, ঐ মহান দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভান্ডারকে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

ইরাককে বলা হয় মানবসভ্যতার অন্যতম জন্মভূমি, ঐতিহাসিকদের ভাষায়, "Cradle of Civilisation"। ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর অববাহিকায় দশ হাজার বছর আগে মানব সভ্যতার যে উন্মেষ ঘটে—পূর্বতন মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয়, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং সর্বশেষ ইসলামিক সভ্যতার যে বিকাশ ঘটে — তা সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় অধ্যায়। নিনেভ, ব্যাবিলন, উর, উরুক, নিমরুদ, নিপ্পুর, লারসা, হাতরা, তেল্লো প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রাচীন সভ্যতার প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে। নিনেভ-এ খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন বিখ্যাত অ্যাসিরীয় রাজা আসুরবানিপাল, যিনি মাটির ফলকে লেখা বই দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন গ্রন্থাগার। উর-এ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিকে সুমেরীয় সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল বিকাশ ঘটেছিল। বাইবেল-এর ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ উল্লেখ আছে যে হিব্রুদের আদিপুরুষ আব্রাহাম খ্রিস্টপূর্ব বিশ শতাব্দীতে উর-এর জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাবিলনে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন বিখ্যাত রাজা হাম্মুরবি, যিনি আইন প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত। ব্যাবিলনের আর এক রাজা নেবুচাদনেজার খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে গড়ে তোলেন এক অপূর্ব শহর যার ঝুলন্ত বাগান প্রাচীন বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম বলে বিবেচিত। এই ইরাকে আছে উরুক যার বিখ্যাত বীর গিলগামেশ (Gilgamesh)-কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মহাকাব্য। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাণকেন্দ্র ইরাক। ইরাকে একসময়ে লিখনের আবিষ্কার হয়। এছাড়া উন্নত কৃষিপদ্ধতি, বিজ্ঞান, লিপিবদ্ধ আইন, নগর ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতায়। পরবর্তীকালে ইসলামিক সভ্যতারও বিকাশ ঘটে ইরাকে। আজ মার্কিন দখলিকৃত ইরাকে ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক প্রত্ননিদর্শন, দুষ্প্রাপ্য বই ও পান্ডুলিপি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত।

যেকোন দেশ বা জাতির আত্মপরিচয়ের জন্য যে তিনটি প্রতিষ্ঠান জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হয় তা হল; জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরি), জাতীয় মহাফেজখানা (ন্যাশনাল আর্কাইভ) এবং জাতীয় সংগ্রহশালা (ন্যাশনাল মিউজিয়ম)। এই তিনটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদভান্ডারই ইরাকে আক্রান্ত হয়েছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং ন্যাশনাল আর্কাইভের বই, নথিপত্র, আসবাবপত্র, ভবন ইত্যাদি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। ন্যাশনাল মিউজিয়মের অনেক সম্পদও লুণ্ঠিত। সারা দেশের বিভিন্ন পুরাতত্ত্বের নিদর্শন লুণ্ঠিত। নির্বিচারে বোমাবর্ষণে বাড়িঘর, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু গ্রন্থাগার, আর্কাইভ ও মিউজিয়মও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক এই ক্ষয়ক্ষতি দেখে মন্তব্য করেছেন যে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণে ইরাকের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে ২০০৩ সালের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণে। গ্রন্থাগার, আর্কাইভ ও মিউজিয়াম লুটপাটের ঘটনা ঘটে ইরাক পুরোপুরি মার্কিনি দখলে চলে যাওয়ার পর। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যখন লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয় তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মার্কিন সেনাবাহিনী ও তাদের ট্যাঙ্ক। এই ঘটনার সত্যতা নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে স্বীকার করেছেন মার্কিন ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড এইচ রামসফিল্ড। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমরা এই দেশে লুট হতে দেখেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকার গেমে আমরা রায়ট হতে দেখেছি।" এই বলে তিনি পরবর্তী প্রশ্ন করতে বলেন। এটা হল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির নিদর্শন।

ইরাকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদভান্ডার লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হওয়ার এই ঘটনা আমাদের দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি না করলেও ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল খুবই আলোড়িত। সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও সংবাদ প্রকাশ, বিবৃতি দান, বিশেষজ্ঞদের দল ইরাকে পাঠানো এই সব ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার শতাধিক আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ইরাকে মিলিটারি অভিযানের পর সাংস্কৃতিক সম্পদের

যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে তাতে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন এবং এই সাংস্কৃতিক সম্পদের দ্রুত উদ্ধারে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইন্টারনেটে ক্ষয়ক্ষতির প্রচুর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ফুটে ওঠায় মার্কিন প্রশাসন কিছুটা বিব্রত। তারা বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে ক্ষয়ক্ষতি যতটা বলা হচ্ছে ততটা হয়নি এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর কিছু উদ্ধার হয়েছে। এসব মার্কিন প্রচেষ্টার কিছু হাস্যকর পরিণতিও ঘটছে। এরকম একটি ঘটনার কথা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এডোয়ার্ড মেতেনিয়ের উল্লেখ করেছেন। মার্কিন নৌসেনা বাহিনীর কর্নেল বোগদানোস হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে চল্লিশ হাজার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে পাণ্ডুলিপিগুলির কথা বলেছেন তা আদৌ লুণ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ঐ পাণ্ডুলিপিগুলি প্যাক করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ইরাকের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যেসব সংস্থার প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞরা প্রতিবেদন রেখেছেন ও সুপারিশ করেছেন অথবা প্রবন্ধাকারে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল :

ইউনেস্কো, প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন সংস্থা, ব্রিটিশ লাইব্রেরি (বিশেষ করে ডঃ গ্রাহাম শ-র (Graham Shaw) রিপোর্ট) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনস্ অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস (ইফলা)-র রিপোর্ট, অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও প্রতিবেদন, বিশেষ করে, ইউনিভার্সিটি অব্ চিকাগো-র নকিল আল্ টিকরিটির প্রতিবেদন, প্যারিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল দে বিবলিওথেকস জে. আরনল্ট-এর রিপোর্ট, ফরাসি বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড মেতেনিয়ের-এর প্রতিবেদন, মিউজিয়ামের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এলেনর রবসন-এর প্রতিবেদন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক রবার্ট ডারনটনের প্রবন্ধ, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিবেদন যেমন, 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট (লন্ডন)' পত্রিকায় রবার্ট ফিস্ক, 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে' চার্লস জে হেনলি, দি গার্ডিয়ানে 'অলিভার বার্কমেন', 'বি বি সি'-র বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার লাইব্রেরি অব্ কংগ্রেস, আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের প্রতিবেদন সম্পর্কে এডওয়ার্ড মেতেনিয়ের এবং অন্যান্যদের অভিমত হল অনেক তথ্য চেপে রেখে পেন্টাগনকে সন্তুষ্ট করার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

ইরাকের এই ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রবন্ধ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা হল :—

(ক) ১৯৯১ সালের যুদ্ধে ইরাকের সাংস্কৃতিক সম্পদের বিপুল ক্ষতি হলেও, এবারের যুদ্ধে ঐসব সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি, বোমাবর্ষণে কিছু ক্ষতি হলেও, লাইব্রেরি, আর্কাইভ ও মিউজিয়ামের বিপুল ক্ষতি হয়েছে ইরাক পুরোপুরি মার্কিন দখলে চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা তখন কয়েকদিন ধরে ঘটে।

(খ) লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলি দেখে মনে হয়েছে এইসব কাজ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছে। প্রথমে বেশ কিছু লুট, তারপরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডে এজাতীয় রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয় যাতে বাড়ি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, লোহার শেলফ সব পুড়ে গলে যায়। তার আগে দুষ্প্রাপ্য বই, প্রত্ননিদর্শন, আসবাবপত্র লুট হয়ে যায়। লুণ্ঠনকারীরা সংঘবদ্ধভাবে আসে, অনেক সময় গাড়ি করেও আসে। একই পদ্ধতিতে সমগ্র ইরাকে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আর্কাইভ এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীসভার গ্রন্থাগার লুট ও পোড়ানোর সময় খুব কাছেই মার্কিন সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে উপস্থিত ছিল। তারা লুট ও পোড়ানোর দৃশ্য দেখছিল। এই বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উত্তর ছিল দুটি : "আমরা সৈনিক, পুলিশ নই", "আমাদের এইসব রক্ষা করার জন্য কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" অথচ দামী দামী হোটেল, এয়ারপোর্ট, তৈল বিভাগের মন্ত্রণালয়, রাজকীয় প্রাসাদ ইত্যাদি রক্ষণা-বেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অনেকের অভিমত হল মার্কিন প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর প্রশ্রয়ে এই লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে;

(ঘ) অনেক ইরাকির অভিমত হল মার্কিন সেনা অভিযানে যেসব কুয়েতবাসী রাস্তাঘাট চেনানো ও দোভাষীর কাজ করেছে তারাই মার্কিন সেনাবাহিনীর প্ররোচনায় এই লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, হয়ত সঙ্গে কিছু ইরাকি ছিল;

(ঙ) অনেক প্রত্ন নিদর্শন ও দুষ্প্রাপ্য বই ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের চোরাকারবারীদের কাছে পৌঁছে গেছে, চোরা বাজারে বিক্রিও শুরু হয়েছে।

(চ) কর্মীদের সহযোগিতায় অনেক সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে; যুদ্ধ শুরুর আগেই কিছু সম্পদ দ্রুত সরানো সম্ভব হয়;

(ছ) যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আন্তর্জাতিক পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গিবসন্ (Prof. Gibson) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা সম্পদ রক্ষা করা সম্পর্কে যে সতর্কবাণী

দেন তা পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়;

(জ) বড় বড় শহরগুলির ক্ষয়ক্ষতি জানা গেলেও প্রাদেশিক শহর ও ছোট ছোট শহরগুলির ক্ষয়ক্ষতি জানা সম্ভব হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এবং কারা এই লুটতরাজ ও পোড়ানোর কাজ সংগঠিত করেছে সেই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হওয়া প্রয়োজন;

(ঝ) অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন দখলিকৃত ইরাকে সাংস্কৃতিক সম্পদ লুট ও পোড়ানোর ঘটনা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের কাজ। এর জন্য ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিতে হবে।

ইরাক মার্কিন দখলে যাওয়ার পর লাইব্রেরি, আর্কাইভ ও মিউজিয়ামের যে ক্ষতি হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল :-

(১) **ইরাকের ন্যাশনাল লাইব্রেরী**—গ্রন্থাগারটি দুইদিন ধরে লুট করা হয় ও পোড়ানো হয়। বইপত্র লুট করে ভবন, শেলফ, আসবাবপত্র সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। মুদ্রিত ৫ লক্ষাধিক বই লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। কর্মীদের তৎপরতায় কিছু বই ও পত্রপত্রিকা রক্ষা করা সম্ভব হয়। ভবনটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(২) **ইরাকের ন্যাশনাল আর্কাইভ**—অটোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকে অনেক মূল্যবান নথিপত্র এখানে ছিল। এই আর্কাইভের অধিকাংশ নথিপত্র (শতকরা ৭০ শতাংশ) আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম সব লুট হয়ে যায় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

(৩) **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরী**—(আল ওয়াকফ লাইব্রেরী) সহস্রবছরের পুরোনো কোরানের পাণ্ডুলিপি এখানে ছিল। আরবি ও পারসি ভাষায় রচিত এই অমূল্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ৫২৫০টি যুদ্ধের আগে সরানো হয়েছিল। কিন্তু ১৭৪৪টি পাণ্ডুলিপির সবকয়টি এবং মুদ্রিত ৩০,০০০ বইএর শতকরা ৯০ ভাগ লুট করা হয় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আসবাবপত্র ও ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লুঠেরারা গাড়ি করে আসে।

(৪) **ইরাকের পাণ্ডুলিপি কেন্দ্র**—যুদ্ধ শুরু হবার আগে এই কেন্দ্রের ৩০,০০০ দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও, এর সমৃদ্ধশালী ল্যাবরেটরির সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র লুট হয়ে যায়।

(৫) **বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার**—২টি কেন্দ্র থেকে ৬ লক্ষের অধিক বই ও পাঠ্যসামগ্রী লুট হয়ে যায় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

(৬) **ইরাকি একাডেমি অব্ সায়েন্সেস-এর লাইব্রেরি**—মোট ৫৮,০০০ বই ও ২০০০ পাণ্ডুলিপির শতকরা ৮০ ভাগ লুট হয়ে যায়। আসবাবপত্র, কম্পিউটার, এয়ারকন্ডিশনিং মেশিনও লুট হয়ে যায়।

(৭) **বাগদাদ মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি**—চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত বই ও পত্রপত্রিকার ভাল সংগ্রহ ছিল। লুট হয়ে যায়।

(৮) **বাগদাদের বয়েত আল হিকমা-র (হাউস অব্ উইসডম) লাইব্রেরি**—মানবীশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, আইন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। কিছু পাণ্ডুলিপিও ছিল, তার মধ্যে একটি নবম শতাব্দীর কোরান। দুই দিন ধরে লুটতরাজ চলে, অধিকাংশ সামগ্রী লুট হয়, পরে আগুনে পোড়ানো হয়।

(৯) **আল-মুস্তানসিরিয়া ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি**— পুস্তক সংগ্রহের কিছু, আসবাবপত্র এবং সরঞ্জাম লুট হয়ে যায়। গ্রন্থাগার ভবনটি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(১০) **বাসরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার** — ২ লক্ষ বই ও ১৪০০ পাণ্ডুলিপি ছিল। বই, শেলফ, টেবিল-চেয়ার সব লুট হয়ে যায়, শেষে আগুন দেওয়া হয়।

(১১) **বাসরা সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরি**—বই, আসবাব পত্র, গ্রন্থাগার ভবন সবই রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। শতকরা ১০০ ভাগ ক্ষতি হয়।

(১২) **বাসরা ইসলামিক লাইব্রেরি**—গ্রন্থ সংগ্রহ লুট হয়ে যায়।

(১৩) **মোসুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার**—৯ লক্ষ বই-এ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বই লুট হয়ে যায় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

(১৪) **মোসুল মিউজিয়াম লাইব্রেরি**—প্রথমে বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরে বই পত্র-পত্রিকার অনেকটাই লুট হয়ে যায়।

ব্রিটিশ লাইব্রেরি-র আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ডঃ গ্রাহাম শ জানিয়েছেন অনেক গ্রন্থাগারের ক্ষতির সংবাদ পাওয়া গেছে, কিন্তু ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি। তাঁর মতে জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির প্রায় ২০ লক্ষ বই ও অন্যান্য পাঠ্যসামগ্রী হয় লুট হয়ে গেছে, নয়ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল আর্কাইভের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পূরণ করা সম্ভব নয়, কারণ ঐ সব নথির কপি পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রত্নবস্তু ও মিউজিয়াম সামগ্রীর ক্ষতি

সমগ্র ইরাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান। ইরাকের এবং বিভিন্ন দেশের খ্যাতনাম প্রত্নতত্ত্ববিদরা

ঐসব প্রত্নকেন্দ্রগুলি খনন ও উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এসব প্রত্নবস্তুগুলির কিছু বিভিন্ন মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। আর বড়ো বড়ো প্রত্ননিদর্শনগুলি নিজ নিজ স্থানে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইরাক মার্কিন সেনাবাহিনীর দখলে যাওয়ার পর লুঠেরা বাহিনী এইসব প্রত্ননিদর্শন ভেঙে খুঁড়ে লুট করে নিয়ে যেতে শুরু করে। ইউনেস্কোর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ২০টি ঐতিহাসিক স্থানে, যার অধিকাংশই সুমেরীয় সভ্যতার শহর, প্রত্নবস্তু চুরি শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে এই চোরাই সামগ্রীর বিক্রি শুরু হয়েছে অভিযোগ উঠেছে যে আন্তর্জাতিক চোরাই কারবারীদের চাপে মার্কিন সৈনাবাহিনী লুঠেরাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি বিভিন্ন দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইরাকের প্রত্নসামগ্রী চুরির ঘটনাতে তীব্র নিন্দা করেছেন।

ইরাকের জাতীয় মিউজিয়ামের উপর আক্রমণ সংগঠিত হয় ১১ই এপ্রিল, ২০০৩। সৌভাগ্যক্রমে তার আগেই ঐ মিউজিয়মের কিছু প্রত্ন নিদর্শন সরানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রদর্শনী গ্যালারি থেকে অতি মূল্যবান ৩০টি প্রত্নবস্তু এবং মিউজিয়মের স্টোর রুম থেকে বিভিন্ন খনন কার্য থেকে সংগ্রহ করা ন্যূনতম ৬০০০ থেকে সর্বোচ্চ ১০০০০ প্রত্নসামগ্রী লুট হয়ে যায়। সঠিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না কারণ ঐ সামগ্রীগুলির সূচী তখনও তৈরি হয়নি। মোসুল মিউজিয়াম থেকে কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা কিছু ফলক লুট হয়ে যায় এবং কিছু ভেঙে ফেলা হয়।

ইরাকের এই ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে অন্যদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব ফুটে উঠেছে। এরা নিজেদের দেশের লাইব্রেরি, আর্কাইভ, মিউজিয়াম ইত্যাদি নিয়ে যতই গর্ব করুক না কেন, অন্য দেশের, বিশেষ করে ঐ দেশটি যদি বিধ্বস্ত দেশ হয়, তাহলে ঐ দেশের এইসব সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংস করতে পিছপা হয় না। এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর প্ররোচনা ও প্রশ্রয় না থাকলে ইরাকের সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর একই সময় একইভাবে এ ধরনের সুপরিকল্পিত আক্রমণ সংগঠিত হত না। বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপড়ে ফেলাই সাম্রাজ্যবাদী নীতি। কোন দেশকে পদানত করতে পারলে সে দেশের ইতিহাসের নিদর্শন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তারা ধ্বংস করতে চায়, যাতে ঐ দেশ মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। ইরাকের ঘটনা থেকে আমাদের এই শিক্ষাই নেওয়া উচিৎ। সঙ্গে সঙ্গে ইরাকের মুক্তি ও পুনর্জাগরণেও সমর্থন জানানো প্রয়োজন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি স্কিম-৫২, কোলকাতা - ৭০০০১৪

।। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনাচক্র ।।

আগামী ৭ ডিসেম্বর, ২০০৩ (রবিবার) কোলকাতার মৌলালিতে অবস্থিত রাজা যুব কেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অধিবেশনের সময় সকাল ১০টা। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু "শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। এই আলোচনাচক্রে সমস্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আলোচনাচক্রে আলোচ্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, জলখাবার ও দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের নাম তালিকাভুক্তি করণের জন্য ৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা) ধার্য করা হয়েছে। আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে। আলোচনাচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে (পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কিম-৫২, কোলকাতা-৭০০০১৪, দূরভাষ-২২৪৪-৬৮৬৬) যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর, ২০০৩ (পরিষদ ভবন, সময়-বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা)।

অনুপকুমার সরকার	কিরণময় দত্ত	অসিতাভ দাশ
কর্মসচিব,	সম্পাদক	সভাপতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি	বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি
	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী রঙ্গনাথন ঃ দুই মতাদর্শের সমন্বয়

শ্যামসুন্দর কুণ্ডু
গ্রন্থাগারিক, সরকারি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, মালদহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীরাই পারেন সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে, তাদের বহুমুখী কাজের মাধ্যমে, পাঠকদের সহযোগিতার মাধ্যমে এবং আচার-ব্যবহারের সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে। বিশেষভাবে আচরণের এই অভ্যাস একবার শিক্ষার শুরুতেই নতুন শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই গ্রন্থাগার স্থাপনের যে উদ্দেশ্য — তা সফল হবে, সমাজে সর্বত্র তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে। আজকের শিক্ষার্থীই আগামী দিনের নাগরিক, এখনকার গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, একজন শিক্ষার্থী তাই পারবেন আগামী দিনে সমাজের অনেক শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগারমুখী করতে; এমনকি প্রয়োজনে অবকাশ যাপনের অছিলায় গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবহার করতেও পারবেন। পরিবারে ভার্যা ও ভর্ত্তার (সাধারণ অর্থে পত্নী ও পতি) মধ্যে যেমন পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে একটি পরিবারের উন্নতি, সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর ক'রে, তেমনি গ্রন্থাগারের পাঠক এবং গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে একইরকম সুসম্পর্কের জোরে গ্রন্থাগারের উন্নতি নির্ভর করে। উভয়ে উভয়ের প্রতি আস্থাভাজন হলে, বিশ্বাসভাজন হলে-তবেই গ্রন্থাগার আর গ্রন্থকার এবং গ্রন্থপিপাসু মানুষের সাফল্য। গ্রন্থবিহীন (বা তথ্যবিহীন) গ্রন্থাগার অথবা পাঠকবিহীন গ্রন্থাগার কোনটিই একক সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তাই পারস্পরিক সম্পর্কের জোরেই গ্রন্থাগার নামক পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি। এরকম সম্পর্কের কথা ভেবেই রঙ্গনাথন বলেন, —

"In fact, the relationship between the librarian and the reader should be easiest and the most agreeable.[২/৭৭১]

একই ভাবে একটি পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনুও তাই বলেন —

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যানং তত্র বৈ ধ্রুবম্।[৩/৭৬০]

Buhler[৩/৭৬০] এই শ্লোকের অনুবাদ করেন,—

"In that family, where the husband is pleased with his wife and the wife with her husband, happiness will assuredly be lasting".

অর্থাৎ বাংলা অনুবাদে দেখি, —

যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে।"[৩/৭৬১]

প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিক শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। নতুন শিক্ষার্থী যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ-কালে বিদ্যালয়ে আসে, তাই বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব যেন অনেক বেশী। তিনিই পারেন ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার সহকারী অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস তৈরী করতে এবং তাদের জ্ঞানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলতে। আর তা সফল করতে হলে তাঁকে অন্যান্য কৌশলের মধ্যেও প্রসঙ্গ উত্থাপনের কৌশলটি আয়ত্ত করতে হবে সাবলীলভাবে। তাই একজন বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রঙ্গনাথন[৮/৭১৩৪] "Quality of School Librarian" সম্পর্কে অনেক বেশী আশাবাদী ও বেশী সতর্ক, যখন দেখি তিনি বলেন,—

"For this, the teacher or the school librarian concerned should himself first attain that pitch; then his talk will be so spirited and his personality will, so to speak, vibrate so effectively in harmony with the work he expounds that his audience will be thrown into a state of sympathy with it".

একজন শিক্ষক বা আচার্যের অন্তর্নিহিত গুণাবলী প্রসঙ্গে মনুর অভিমতও ছিল ঠিক এরকমই; তাই শিক্ষাদান প্রসঙ্গে মনুর অভিমত বা অনুশাসন যেন একই রকম। কারণ মনুও বলেন প্রকৃত শিক্ষকের সামনে অতি কঠিন পরিস্থিতিও যদি তৈরী হয়, তাহলেও তিনি সর্বদা ভদ্র বাক্যই প্রয়োগ করবেন, সকলের প্রতি সদা ভদ্র, পূণ্য, প্রশস্ত বাক্য উচ্চারণ করে যাবেন। তাঁর আচরণ হবে পক্ষপাতশূন্য, কারও প্রতি কোনভাবেই সে আচরণ যেন শত্রুতাপূর্ণ না হয়। তাই 'মনুসংহিতায়'[২/২১১২] দেখা যায়,

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।।"

Buhler[৩/৭৬৩] যার অনুবাদ করেছেন,—

"Let him say what is ture, let him say what is pleasing, let him utter no disagreeable truth, and let

him utter no agreeable falsehood; that is eternal law."

অর্থাৎ পঞ্চানন [১/৭১১১] কৃত বঙ্গানুবাদে বোঝা যায়,—

"সত্য কথা বলিবে, অথচ তাহা প্রিয় হওয়া চাই; লোকের মর্ম্মভেদী অপ্রিয় সত্য কদাচ বলিতে নাই, অথবা লোকের প্রীতিকর (তোষামোদাদির ন্যায়) মিথ্যা কথা বলাও উচিত নয়; ইহাই বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম।"

এছাড়াও 'মনুসংহিতায়' পাই, — [১/৭১১৯]

'ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ।।"

অর্থাৎ, — "অভদ্র স্থলেও ভদ্র এই বাক্য প্রয়োগ করিবে, অথবা সকলের প্রতিই সদা ভদ্র, পুণ্য, প্রশস্ত, ভাল ইত্যাদি মাঙ্গলিক বাক্য সকল প্রয়োগ করিবে। কাহারও সহিত নিষ্প্রয়োজন শত্রুতা বা বিবাদ করিবে না।"

এ প্রসঙ্গে Buhler [৪/৭৯৫১] কৃত সুন্দর অনুবাদটিও দেওয়া হল,—

"(what is) well, let him call well, or let him say 'well' only; let him not engage in a useless enmity or dispute with anybody".

যেন এই ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রঙ্গনাথনও স্বীকার করেন একই অভিজ্ঞতা, যখন দেখি তিনিও লিখছেন,—

"It is the librarian's job to handle every type of reader, not merely just those that are pliant. The really successful librarian must be able to handle difficult reader".

হয়তো বা সেই অবোধ পাঠককে ('difficult readers') সন্তুষ্ট করতে সাময়িকভাবে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর কপালে অপমানের আঘাত আসতে পারে, কিন্তু সে অপমানকে মনে না রেখে, সহ্য করার স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করার মধ্য দিয়ে জ্ঞানী মানুষের মতই গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মী স্বাভাবিক আচরণ করবেন, অর্থাৎ নিজের সম্মুখে গ্রন্থাগারে আরও অনেক পাঠকের প্রতি সন্তুষ্টির ভাব মনে রেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন। এবং অবোধ বা অসংযত পাঠকের অপমান বা পরিতৃপ্ত পাঠকের সম্মান — দুটিকেই সমভাবে দেখবেন — এতে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর কোনই ভাববিকার না ঘটলে পরিণামে তিনি সুস্থ, স্বাভাবিক আচরণের মধ্যেই থাকবেন; স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাতই ঘটতে দেবেন না। যেন এই উপদেশ দেখতে পাই 'মনুসংহিতা'য় [১/৭৯৩], এবং বেশ জোরের সাথেই—

"সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি।।

Buhler [৪/৭৯৩] এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন,—

"For who is scorned (neverthless may) sleep with an easy mind, awake with an easy mind, and with an easy mind walk here among men; but the scorner utterly perishes."

অর্থাৎ — "অবমাননা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে, অপমানজনিত ক্ষোভ আর উদয় হয় না, সুতরাং সুখে নিদ্রা যাওয়া যায়, সুখে জাগরিত হওয়া যায়; স্বচ্ছন্দে সংসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচরণ করা যায়; পরন্তু অপমানকারীর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে, পাপবশতঃ তাহার ইহ-পর উভয় লোকই নষ্ট হইয়া যায়।[১/৭৯৩]

রঙ্গনাথন তাঁর বিস্তৃতবিস্তৃত 'পঞ্চসূত্রে'র মধ্যে প্রথম তিনটি সূত্রের মাধ্যমে একটি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, বই সম্পর্কে পুরাতন মতবাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে একটি বার্তাই মানুষকে দিতে চেয়েছেন, তা হল 'বইয়ের ব্যবহার'। শিক্ষিত মানুষ বই ব্যবহার করুন আরও জানার জন্য, সেরকম অতি-সাধারণ মানুষও এগিয়ে আসুন জানার জন্য। প্রত্যেকের জন্যই বই আছে, সকলেই বই ব্যবহার করুন, জ্ঞানার্জন করুন, চেষ্টা করুন বইয়ের মধ্যেই থাকতে। বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে একটি বইয়ের ভেতরকার বিষয় জানা যাবে, ভেতরকার বিষয় জানা হলে বইয়ের অস্তিত্ব সার্থক হবে, তাই "BOOKS ARE FOR USE."

একইভাবে দেখা যায় 'গ্রন্থ' বা বই সম্পর্কে মনুর আগ্রহও কম ছিল না। শিক্ষিত মানুষকে তিনি অনবরত উৎসাহ দিয়ে গেছেন পাঠাভ্যাসের মধ্যে থাকতে, বই নিয়ে ভাবতে, বইয়ের ভেতরকার বিষয় জানতে এবং জানার পর উপলব্ধ সেই জ্ঞানানুযায়ী কাজ করতে, পরীক্ষা করতে এবং সেই প্রয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যে মহৎ থেকে মহত্তর পথের সন্ধান পেতে পারবেন একজন মানুষ এবং সমাজে সকলের মধ্যে তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবেন। নাহলে অজ্ঞ হয়ে সারাজীবন পশুর মত জন্ম নেওয়া ও মৃত্যুবরণ করার জন্যে বেঁচে থাকার কোন মূল্য হয় না। 'কাষ্ঠনির্মিত হস্তী আর চর্মনির্মিত মৃগ'—এদের মতই অধ্যয়নবিরত মানুষ— এরা কেবল নামধারণই করে, তাই দেখি মনুসংহিতায়,[১/৭৯৩]—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।।"

অর্থাৎ Buhler [৪/৭৯৩] কৃত অনুবাদের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে, তাই—

"As an elephant made of wood, as an antelope made of leather, such is an unlearned Brahmana; those three have nothing but the names (of their kind).

উক্ত শ্লোকের বাংলা অনুবাদটিও সরল, তাই এখানে বলা হল.—

"কাষ্ঠনির্মিত হস্তী যেমন, চর্মনির্মিত মৃগ যেমন, — বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিনজনেই কেবলমাত্র নামধারণ করে।"[২১/৭৫৩]

মনু তাই পাঠাভ্যাসটি বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছেন, বই পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি শিক্ষাগ্রহণকালে প্রয়োজনে একজন শিক্ষার্থী কোন বিষয় নিয়ে সংশয় থাকলে, সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন করবেন, সেরকম হলে তর্কও করবেন—এ সবেরও অনুমোদন আছে, যাতে করে প্রকৃত সত্য জানতে পারা যায়.—

"যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদনেতরঃ।"[১২/৭৫৪১]

অর্থাৎ, "যিনি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনি ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।"[১২/৭৫৪১]

শিক্ষাবিস্তার গ্রন্থাগারের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরই শিক্ষাদান ও গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে সমস্তরকম প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও সমাজের অশিক্ষিত মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ, এমনকি শিক্ষিত মানুষকেও প্রবাহমান শিক্ষার সুযোগ দিতে পারে। তাই যিনি গ্রন্থাগারের দেখাশোনার দায়িত্বে, পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন, সেই গ্রন্থাগারিক থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মী পর্যন্ত সকলেই সেই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষক হিসাবে এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের স্থানটি তাই অনেক উঁচুতে, এমনকি মনু শিক্ষককে জন্মদাতা পিতার সমপর্যায়ে স্থাপন করেন — তা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু একজন মানুষ গ্রন্থাগার পেশায় নিযুক্ত হয়ে সমাজের এই কঠিনতম দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করার পর সমাজ যদি তাঁকে সেই দানের স্বীকৃতি না দেয়, তাহলে সেই মানুষকে চরমতম আর কঠিনতম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

একথা অস্বীকার কারার কোনই উপায় নেই যে, মানুষের সমাজ শেষ পর্যন্ত আবর্তিত হয় অর্থকে অবলম্বন করেই। সমাজের মধ্যে যে মানুষের অর্থ যত বেশী, প্রকারান্তরে তার প্রতিপত্তি ততই বেশী। সমাজে তার অনেক কিছু দোষ-ত্রুটিই চাপা পড়ে যায় কেবল অর্থের জোরেই -একথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন — তা যত কষ্টকর অভিজ্ঞতাই হোক না কেন। বহুকাল আগে মনুর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে এরকমই জীবনদর্শন, যখন তিনি স্বীকার করেন যে, দেহ নয়, মন নয়, সমস্ত কিছু মধ্যে অর্থদ্বারা শুদ্ধিকরণ অর্থাৎ অর্থশৌচই পরম শুচিকর, এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞজনের উপদেশও আছে। তাই যে ব্যক্তি অর্থার্জনে শুচি তিনি প্রকৃত শুচি এবং এই অর্থশুদ্ধি না থাকলে কেবল মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে শুচি বলা হয় না। মনুসংহিতায় তাই দেখি — [১/৭১৪৪]

"সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ।।"

অর্থাৎ Buhlar [৮/৭১১৭] কৃত অনুবাদে জানা যাবে,—

"Among all mode of purification, purity in (the acquisition of) wealth is declared to be the best; for he is pure who gains wealth with clean hands, not he who purifies himself with earth and water."

এইবার এইখানেও রঙ্গনাথনের নিজের অভিজ্ঞতাটি একটু মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'মনুসংহিতা'কারের অভিজ্ঞতার অদ্ভুত মিল। যেন মনুর কথাই হুবহু বলতে দেখি রঙ্গনাথনকে, যখন তাঁর লেখাতেও পাই,—[৮/৭১৪৩]

"Rightly or wrongly, society has built its economics on a money basis. Therefore, the ultimate real value of the service of a person or profession is determined by the salary scale of the profession."

এছাড়া অন্যত্রও রঙ্গনাথনকে প্রায় ঐ কথাই বলতে দেখা যায়।[১/৭৬৬]

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুই মনীষীর সমমনস্কতার, সমভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখলাম, ভাবনাগত মিল রয়েছে দুইজনের লেখাতেই। এইবার কিন্তু মনু সম্পর্কে রঙ্গনাথনের নিজের মূল্যায়নটি তুলে ধরার সুযোগ এসে গেছে। মনুর উল্লেখ রঙ্গনাথন সরাসরি করেছেন, আমরা এখন সেইটাই উপস্থাপন করতে চলেছি।

মানুষের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, মানুষের প্রতি সবরকম দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিক্ষার আলোকে মানুষের মনের ভেতরের অন্ধকার দূর হয়; ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা মনে যদি কিছু থেকে থাকে, সেগুলির বিলোপ হয়। যে সমাজের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যত, সেই সমাজে তত বেশী শৃঙ্খলা স্থায়ী হয়। শিক্ষাপ্রচার, শিক্ষাবিস্তারের উপায় হিসাবে তাই গ্রন্থাগারের এত বেশী গুরুত্ব, সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র। শিক্ষাদান পৃথিবীর সব দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্য কোন দানের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না, রঙ্গনাথন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদেই রচনা করেছেন যার শীর্ষক হল "MANU'S MAXIM" [৮/৭১৪৩] সেখানে তিনি লিখছেন,—

"We cannot end this rapid sketch of the World-Conquering Expedition of the Second Law of Library Science more appropriately than by praying, in all sincerity, for the speedy success of the Second Law in India as well and by reminding our Ministers of Education that the example of their brethren in the other progressive nations is but in close consonance with the precept of our ancient law-giver :

"To carry knowledge to the doors of those that lack it and to educate all to perceive the right!

Even to give away the whole earth cannot equal that form of service."

যো দদ্যাজ্ঞানমাত্মানো কৃত্বান্না ধর্মদর্শনম্।

ন কৃত্বা পৃথিবীং দদ্যাৎ তেন তুল্যং ন সংশয়ঃ॥ —(মনু)

এই শ্লোকের অনুবাদ রঙ্গনাথনের New Education And School Library : Experience of Half A Century'-গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের পরেও আছে। আবার The Five Laws of Library Science বইয়ের সূচীপত্রের পরেও আছে। তাই বলতে হয় রঙ্গনাথন এটিকে প্রায় আপ্তবাক্যের পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছেন দেখতে পাই।

মনু সম্পর্কে ঠিক কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে রঙ্গনাথন তাঁর বইতে এভাবে সরাসরি এগিয়ে এসে সবাইকে তা জানাতে পারেন — এটি লক্ষ্য করার মতো। মনু সম্পর্কে রঙ্গনাথনের নিজের এই উল্লেখের পর আর কিছু বলার থাকে না, তবুও আমরা শেষ করবো 'মনুসংহিতার' শেষ অধ্যায় থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং আলোচনা করে। সেই বিখ্যাত শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে মনুর অনুভবে আর অভিজ্ঞতায় গ্রন্থবিহীন মানুষ, গ্রন্থসমেত মানুষ, গ্রন্থপাঠের পর জ্ঞানলাভকারী মানুষ এবং জ্ঞানলাভের পর তা ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ কেমনভাবে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করতে পারে — পর্যায়ভাবে তা উল্লেখ করা আছে, যা আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। শ্লোকটি হল, — (৫/পৃ-৫০৭-৮)

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।

ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।।

Buhlar (৫/পৃ-৫০৭-৮) কৃত অনুবাদ হল —

"(Even forgetful) students of the (sacred) books are more distinguished than the ignorant, those who remember them surpass the (forgetful) students, those who possess a knowledge (of the meaning) are more distinguished than those who (only) remember (the words), men who follow (the teaching of the texts) surpass those who (merely) know (their meaning).

আরও পরিষ্কারভাবে বলতে হলে বলা যায়,—

"অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থের কেবলমাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ; ধারণকারীর অপেক্ষা যাঁহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যিনি সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; তিনি শ্রেষ্ঠ।(৫/পৃ-৫০৭-৮)

এই শ্লোকটিতে অনেকটা যেন রঙ্গনাথনের 'The Five Laws of Library Science' অন্তর্গত দ্বিতীয়সূত্র 'EVERY READER HIS BOOK' এবং তৃতীয় সূত্র 'EVERY BOOKS ITS READER' ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দেয়। অথবা রঙ্গনাথনের 'The Five Laws of Library Science' বইতে (৬/পৃ-৩৮) তাঁর লেখায় অন্যভাবে এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি যেন পাই যখন দেখি তিনিও লিখছেন —

"When knower and knowee are brought into relation, the knower knows the knowee; and knowledge emerges."

গ্রন্থপঞ্জী

১. মনুসংহিতা·কুল্লুকভট্টকৃত টীকা সমন্বিত। সম্পাদনা - পঞ্চানন তর্করত্ন; প্রাক্কথন ও মনুসংহিতা পরিচয় - মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩।

২. শ্যামসুন্দর কুণ্ডু ও সুবলচন্দ্র বিশ্বাস। রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি-উদাহরণের ধারা — একটি পর্যালোচনা। গ্রন্থাগার, বর্ষ-৫১, সংখ্যা-৬, আশ্বিন, ১৪০৮, পৃ-১৩৮-১৪৪।

৩. BHATTACHARYA (D.C) THE NIBANDHAS. In- THE CULTURAL HERITAGE OF INDIA. Vol-II, Ed-2. Editors - S. K. De- et al. Calcutta, THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE, 1962. P-364-384.

৪. CHAKRABORTY (A.R.) Impact of Classical Literature on the Contributions of Dr. Ranganathan. IASLIC Bulletin, Vol-33, No-1, 1988, p-31-36.

৫. BUHLAR (G). THE LAWS OF MANU : TRANSLATED WITH EXTRACTS FROM SEVEN COMMENTARIES. Sacred books of The East Series, Vol.-25, Edited - MaxMullar, Delhi, Motilal Banarasidas, 1988.

৬. RAGHAVAN (V). THE MANU SAMHITĀ. In- THE

CULTURAL HERITAGE OF INDIA. Vol-II. Editors- S. K. De et al. Calcutta, THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE, 1962, P-335-36.

৭. RANGANATHAN (S.R). The Five Laws of Library Science. Bangalore. SARADA RANGANATHAN ENDOWMENT FOR LIBRARY SCIENCE, 1966. (Reprint).

৮. RANGANATHAN (S.R). NEW EDUCATION AND SCHOOL LIBRARY : EXPERIENCE OF HALF A CENTURY. Bangalore, SARADA RANGANATHAN ENDOWMENT FOR LIBRARY SCIENCE, 1966 (Reprint). (Assisted by P. Jayarajan).

৯. RANGANATHAN (S.R). PROLEGOMENA TO LIBRARY CLASSIFICATION. Ed-3. Bangalore, SARADA RANGANATHAN ENDOWMENT FOR LIBRARY SCIENCE, 1989. (ASSISTED BY M. A. Gopinath). Vol-1.

(সমাপ্ত)

॥৩॥

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য অবৈতনিক শিক্ষকের পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র পরিষদ কার্যালয়ে ৮ই ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রে নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ এবং বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে।

১. **শিক্ষক পদের জন্য ন্যূনতম আবশ্যিক যোগ্যতাবলী :**

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

খ) কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে দুই বৎসর কাজ করার অভিজ্ঞতা অথবা দুই বৎসর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণের অভিজ্ঞতা।

গ) কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের বাসিন্দা হতে হবে।

২. **শিক্ষকের পদের জন্য ইপ্সিত যোগ্যতাবলী :**

ক) বৃত্তিগত বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচনা প্রকাশের অভিজ্ঞতা।

খ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগের অভিজ্ঞতা।

গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণের তারিখ

ঘ) অন্য কোন গ্রন্থাগার বৃত্তি সংক্রান্ত সংগঠনের সদস্য কিনা।

৩. **অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল হবে।**

গৌতম গোস্বামী
সম্পাদক
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিষদের শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা

পঞ্চাশের দশকে অল্প সময়ে হাতে কলমে গ্রন্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার কথা পরিষদের নেতৃস্থানীয়দের কারো কারো মনে এসেছিল। ত্রৈমাসিক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ১৩৬০ ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যায় (ইং ১৯৫৪) প্রকাশিত ফণিভূষণ রায় ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রন্থাগার আন্দোলনে শিক্ষা শিবিরের কল্পনা ও তাহার মূল্য" প্রবন্ধ থেকে তা অনুমান করা যায়. ইতোপূর্বে 'গ্রন্থাগার' এর ১৪০৯-এর মাঘ সংখ্যায় এইরূপ শিক্ষণ শিবিরের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে আরও কিছু দেওয়া হল।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় মালদহে প্রথম শিক্ষণ শিবির পরিচালনার অভিজ্ঞতা দিয়ে। মালদহের বি. আর. সিং পাবলিক লাইব্রেরীতে ৯ অক্টোবর ১৯৫৪ পঁচিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এই শিক্ষণ শিবিরের কাজ শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯জন জেলার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে আসেন এবং ৬জন আসেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। স্কুল ফাইনাল থেকে স্নাতক মান পর্যন্ত শিক্ষিত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীই ছিলেন। দিনে দু ঘন্টা তত্ত্বমূলক শিক্ষা আর ছয় ঘন্টা হাতে-কলমে শিক্ষা। বি আর সেন লাইব্রেরীর এক অংশ সংগঠন করার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা পদ্ধতিকে বিস্তৃত করে দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রাথমিক বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার পর শিক্ষার্থীদের ছটি দলে বিভক্ত করে গ্রন্থাগারে প্রবেশের পর হতে পাঠকের হাতে পৌঁছানর আগে মুহূর্ত পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের অজানিত গ্রন্থের গমনপথকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। এর সর্বস্তরেই রীতিনীতির জটিলতা পরিহার করতে হয়েছিল যাতে তা সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীরই সহজবোধ্য হয়। পুস্তক নির্বাচনে সাধারণ কলা কৌশলগুলি কি উপায়ে সার্থক ভাবে কাজে লাগানো যায় সেই কথাই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছিল Accession অংশে বইয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কিভাবে লিখিত থাকা উচিত আর তার প্রয়োজন কোথায় তা বোঝানোর চেষ্টা হয়। শ্রেণীবিভাগের জন্য ডিউইর তিনসংখ্যার সংক্ষিপ্তসার আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা দশমিক বর্গীকরণের মধ্যেই সমস্ত কিছুকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ক্যাটালগ প্রণয়নে Shelf List Card ব্যতীত গ্রন্থকার, বিষয় আর নামের কার্ড করেই বিষয়টিকে সীমিত করা হয়। এরপরে বইটি কিভাবে তার প্রকৃত স্থানে রাখা হবে আর কার্ডগুলি তার জায়গামত সন্নিবেশ হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়।

সমস্ত ব্যবস্থাটি একটি চলমান গ্রন্থাগার কেন্দ্র করে করা হয় বলে পূর্বের ব্যবস্থা নতুন ব্যবস্থার বিবর্তন যাতে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না করে তার জন্য পূর্বের ইঙ্গিতগুলি নূতন কার্ডে সাময়িক ভাবে পেন্সিলে লিখে রাখার উপায় দেখানো হয়। এই সংগঠিত অবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য গ্রন্থাগারের পত্রপত্রাদি নিয়মানুযায়ী রাখার প্রয়োজনীয়তা সক্রিয়ভাবেই দেখানো হয়। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতির জ্ঞান কিভাবে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারবিদ্যা সাহায্য করতে পারে সে কথা জানানো হয়। গ্রন্থাগারবিদ্যার শিল্প কৌশলগুলিকে সংক্ষেপে গ্রামের গ্রন্থাগারকর্মীদের আয়ত্বাধীন করে তোলার মূলে এই শিবির শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

শিল্পকৌশল সমাজের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করেই হয়ে থাকে। গ্রন্থসূচী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা — গ্রন্থাগারের সম্পদ পাঠকের সামনে ধরতে গেলে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

মেদিনীপুরে প্রথম গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় জুন ১৯৫৫ এক পাক্ষিক শিবির শিক্ষণের মধ্য দিয়ে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশময় যে সব গ্রন্থাগার ছড়িয়ে আছে সেগুলির স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন প্রণালীর সাথে মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বর্গীকরণ ও সূচীকরণ শিক্ষা পক্ষকালের মধ্যে যে সম্ভব তা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে। কোন একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার মাধ্যমে শিক্ষণ প্রণালী এ পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় অভিনবত্ব। শিক্ষণে বক্তৃতার অংশ অনুপাতে খুবই কম। এদেশের গ্রন্থাগারের সমস্যা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ শিক্ষণ পরিকল্পনা রচিত।

গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ সম্ভব নয় বা বৃত্তিকুশলীর প্রয়োজন নেই মনে করা ভুল। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার কল্যাণে সহজতর। তার জন্য দরকার বৃত্তিকুশলী কর্মীদলের। বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঠিক পথ নির্ণয় করে সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁরাই হবেন অগ্রণী। গ্রন্থকেন্দ্রিক কার্য-পরিধির বহির্ভূত সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বদেশে স্বীকৃত। প্রকাশ্যক ও

দর্শনাত্মক প্রণালীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করতে সমর্থ এবং মানুষকে পূর্ণ নাগরিক সত্ত্বা অর্জনে সহায়ক হবে। দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক সমতাবোধ ও সামাজিক সংস্কার সমাজ শিক্ষা ব্যতিরেকে অসম্ভব এবং সমাজ শিক্ষায় উন্নত দৃষ্টিসম্পন্ন বৃত্তিকুশলীদের নেতৃত্বগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষণ শিবিরের বহুমুখী পরিকল্পনায় দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠবে। এই আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে এর চেয়ে সহজতর পথ আর নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সে সময় শিবির শিক্ষণের ব্যাপারটা শুরু হয়।

মেদিনীপুরের শিক্ষণ শিবির

মেদিনীপুর শহরের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারকে শিবির কেন্দ্র করা হয়। এটি একটি শতাধিক বছরের প্রাচীন গ্রন্থাগার।

মোট ১৭ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন — বেশির ভাগই আসেন মফঃস্বল এলাকা থেকে। সকলেই কোন না কোন গ্রন্থাগারের কর্মী। পেশাগত দিক থেকে তাঁদের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্র থেকে কৃষিজীবি পর্যন্ত ছিল।

ক্লাস বসত সকাল ৭টায়। চলত ১১টা অবধি। ফের তিনটে থেকে সাতটা অবধি। শিক্ষণ প্রণালীর মধ্যে বারো আনাই হাতে কলমে। একটা বই গ্রন্থাগারে আসার পরে যে যে প্রক্রিয়া অতিক্রম করে সেটা তাকে চলে যায় তা ছটি বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। সাতটি গ্রুপে বিভক্ত শিক্ষার্থীরা চক্রাকারে ঘুরে এক একদিনে বিভাগগুলিতে কাজ করবেন। বর্গীকরণ তালিকা প্রণয়ণ থেকে শুরু করে লেবেল লাগিয়ে স্ট্যাকে সাজানোর যাবতীয় পদ্ধতি পূর্বোক্ত ছটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রন্থাগার পরিচালনে উদ্ভূত নানারকম প্রশ্ন ও সমস্যার সরাসরি উত্তর ও সমাধান লাভ করতেন শিক্ষার্থী কর্মীরা। কোন কিছু বোঝাবার প্রয়োজন হলে মুখে বলে ও ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দেখিয়ে দেওয়া হত। বিকেলের দিকে প্র্যাকটিক্যাল কাজ বন্ধ রেখে শুধুমাত্র থিওরেটিক্যাল ক্লাস বসত। কাজের মাধ্যমে শিক্ষার ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের দেখাটা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে কোন একটি গ্রন্থাগারের সংগঠন কাজও হয়ে যায়। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের প্রায় এগারশো বই ঐ কদিনে সম্পূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন প্রণালীতে সমান্তরাল আর একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারের আকার ধারণ করে। পরে বাকি বইগুলোও ধীরে ধীরে সেগুলির সাথে একত্রিত হয়ে গেলে সমগ্র গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের অপূর্ব নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। এই শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও প্রয়োজনের তাগিদে নিঃস্বার্থ সেবামূলক উদ্দেশ্যে শিক্ষাগ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন শিক্ষণ গ্রহণের পর সাধারণ রীতি অনুযায়ী কোন পরীক্ষাগ্রহণ বা সার্টিফিকেট বিতরণ এই শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনার বহির্ভূত।

মেদিনীপুরের শিবিরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্থানীয় কলেজ হোস্টেলে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। একত্রে থাকার ফলে সকলের সঙ্গে পারস্পরিক পরিচয়, চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান শিবিরটিকে সাফল্যমন্ডিত করে।

যাঁরা কলকাতা থেকে অংশগ্রহণ করেন — প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের শিবির কার্য চালু হবার পরেই ফিরে আসতে হয়। সৌরেন গাঙ্গুলী ও অমিয় ভূষণ রায় শেষ অবধি থাকেন।

শিবিরে যোগদানের জন্য Testimonial দেওয়া হয়। শিবির পরিচালনে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে বাংলায় গ্রন্থাগার বিষয়ক বইয়ের অভাব একটি। প্রভাত কুমারের দশমিক বর্গীকরণ ও প্রমীলচন্দ্রের গ্রন্থকার নামই একমাত্র ভরসা।

সমাজ জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের, সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেই তার অধিকারী। গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই মূল মন্ত্রটি রূপায়ণের জন্য চাই পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তিকুশলী কর্মীর। তারাই হবেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারক ও বাহক। শিবির শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারে এ চাহিদা বহুলাংশে মিটবে।

নবদ্বীপেও পক্ষকাল ব্যাপী গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করা হয়েছিল তা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪ পরগণা জেলার বিদ্যানগর ও মেদিনীপুর জেলার তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে পক্ষকালীন শিক্ষণ শিবির পরিচালনা ১৯৬০

৫ জুন বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। সর্বসমেত ৩৫ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষণ শিবিরে যোগাদান করেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেই ছিলেন গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক। তাঁদের কেউ কেউ আবার জেলার সুদূর দুর্গম অঞ্চল থেকে এসেছিলেন।

এই শিবিরে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের গ্রন্থের বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি প্রস্তুতি কার্যে হাতে কলমে শিক্ষা দান করা হয়। অপরাহ্নে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। নিখিলরঞ্জন রায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, তপতী রায় প্রমুখ বিভিন্ন দিনের বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা

গ্রন্থাগারিক সরোজ হাজরা, অরুণ দাশগুপ্ত, অশোকা ধর, গণেশ ভট্টাচার্য, প্রবীর রায়চৌধুরী প্রমুখ।

সমাপ্তি দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন ফণিভূষণ রায়। জেলাশাসক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সুসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয়।

তমলুকে অনুষ্ঠিত শিক্ষণ শিবিরে সর্বসমেত ২৫ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। এর মধ্যে ২২জন ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। মূলতঃ শিবিরের কার্য পরিচালনা করেন তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক রামরঞ্জন ভট্টাচার্য। শিবিরে হাতে-কলমে শিক্ষাদান অপেক্ষা বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমেই অধিকাংশ শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এটি অবশ্য শিবির শিক্ষণের নীতি অনুযায়ী হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে ফণিভূষণ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায় চৌধুরী প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

সমাপ্তি দিবসে ভাষণ দেন নিখিল রঞ্জন রায় ও তিনকড়ি দত্ত।

বীরভূমে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির, ১৯৬০

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি থেকে এক মাসব্যাপী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জন শিক্ষার্থী যোগ দেন। তার মধ্যে ১১ জন এসেছিলেন গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে। দৈনিক চৌদ্দ ঘন্টা ক্লাস হত। প্রয়োগিক ও তত্ত্বগত বিষয় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর সন্ধ্যায় একটি করে বক্তৃতা হত। বক্তৃতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মন্মথ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি ভট্টাচার্য, কামাখ্যাগোবিন্দ চোংদার প্রমুখ।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহার পরিবর্তন দাবী

১৯৬০ সালের শেষ দিকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তনের বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট এক স্মারক লিপি প্রেরণ করেন। এই স্মারক পত্রের অনুলিপি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট পাঠানো হয় :

১) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যবৃন্দ
৩) ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন
৪) ডঃ কে. এস. শ্রীমালী
৫) সম্পাদক, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার
৬) সম্পাদক, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৭) সম্পাদক, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা ও তথ্য কেন্দ্র সমূহ
৮) সম্পাদক, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ
৯) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক
১০) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার
১১) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ
১২) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের গ্রন্থাগারিক
১৩) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
১৪) সোহন সিং
১৫) বি এস কেশবন
১৬) অধ্যাপক হুমায়ুন কবির
১৭) এস পার্থসারথি
১৮) ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়
১৯) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
২০) ডঃ ডি এম সেন
২১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যবৃন্দ

পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা, ১৯৬০

২৮ আগস্ট ১৯৬০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদ কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যরা নির্বাচিত হন। তিনকড়ি দত্ত ও বিজয়া নাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন।

(ক্রমশঃ)

॥৬॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫৩ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়।

— সম্পাদক

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের মান কি হওয়া উচিত ?

শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিষেবার সাথে যাঁরা যুক্ত তাদের কাছে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও ঐতিহ্য বিশেষ করে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তবুও গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে একজন গ্রন্থাগার সেবক হিসাবে প্রসঙ্গটি তুলে ধরা প্রয়োজন মনে হয়েছে। কারণ এত বৎসর পরেও এই গ্রন্থাগারের সঠিক মান নির্ধারণ হোল না।

'৫০ ও '৬০ এর দশক থেকে এই গ্রন্থাগারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতির দাবীটি উঠেছে। এই দাবীটিই আরও সামনে এল গ্রন্থাগারের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে। ১৯৮৪ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে এই বিষয়ে যে পত্র লেখেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অধ্যাপক ডঃ অশীন দাশগুপ্তর নেতৃত্বে একটি Visiting Committee গঠন করেন। এই কমিটি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ সালে গ্রন্থাগার কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন। ঐ আলোচনা সভার ওয়াকিং কমিটির সদস্য ছাড়াও পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য নেতা এবং তদানীন্তন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের তদানীন্তন প্রধান এবং জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ডঃ তরুণ কুমার মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। বহু চেষ্টা করেও ঐ কমিটির রিপোর্ট সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু ডঃ অশীন দাশগুপ্ত, তদানীন্তন ডি.পি.আই. ডঃ এম. ঝাকে যে পত্র লেখেন (D.O.No.D/R/43/570 dt.28.2.85) তাতে কমিটির অভিমত বুঝতে পারা যায়। ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন "The Committee noted that the main strength of the Uttarpara Library lies in its old collection of journals and printed books of the 19th century."

"The committee was of opinion that the old collection should be designated as a collection of national importance by the Govt. of India and the preservation of this collection should be taken over entirely by the Govt. of India."

"The Lending Division of the Uttarpara Library should remain under the Govt. of West Bengal and should continue to discharge its function as a local library."

ঐ কমিটি সুস্পষ্টভাবে এই গ্রন্থাগারকে জাতীয়স্ব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ না করলেও এর অমূল্য গ্রন্থরাজির জাতীয় গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। একে জাতীয় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিপূর্ণ সুপারিশ না করার কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে দেশে এই ধরনের আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এই ধরনের দাবী উত্থাপন করতে পারেন। তাই ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন। এ ছাড়াও লোকসভায় এর জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। ঐ চিঠির অনুলিপি আমাদের গ্রন্থাগারে না এলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। কারন ডি.পি.আই. ডঃ ঝা চিঠিটি নিয়ে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু 191CM, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৯০ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী ভি. পি. সিংকে লেখেন "For the last few years we have been trying to have the Library declared as an institution of National Importance. The demand is a long standing and genuine one." এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার Subject Committee on Education and Information & Cultural Affairs 1994-1996 যে 12th Report বিধানসভায় উপস্থাপন করেন তাতে বলা হয়েছিল —

"Joykrishna Public Library at Uttarpara has a pride of place in holding in the racks chunks of historical testimonials of Great Bengal Endeavour to secularise and modernise thoughts and culture, the endeavour which has many attributes of a Renaissance."

উপরোক্ত ভূমিকা করে কমিটি বলে —

"National Importance"

"Apart from a better look after and in procurement and purchase, the first thing that this institution needs is a proper estimation of its status.

"From the genuine appreciation expressed by scholars during the one century and the influence this institution and its founder left on the social, political and cultural development of Bengal; the great minds that had been in touch with Joykrishna Public Library, the influence of the store house of invaluable books and other materials, this institution is an institution of National importance, without doubt. Government of India

should be impressed that it should form part of our cultural obligation to preserve and uphold such great store houses of books and records along with the outlook and attitude of the great souls is like Joykrishna Mukhopadhyay associated with the Institution."

কমিটি আরও সুপারিশ করেছিল —

"Institutions of Joykrishna Public Library demensions could not be properly taken care of within the structure of the above legislation in its present form."

"It should have provided in the Act that Institutions of extra ordinary importance could be treated separately as regards financial grants, staffing, research facilities and related activities and arrangements il necessiates a considered amedment of the act."

এই গ্রন্থাগারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করার জন্য যে বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হোলো —

১। এটি এশিয়ার মধ্যে প্রথম নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার।

২। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন গ্রন্থে বলা হয়েছে "উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার ১৮৬০ সালের পূর্বে প্রকাশিত বাংলা বইপত্রের সংগ্রহে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এদের সংখ্যা প্রায় ৬০০। সব মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় ১৫০০ বই আছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য বইগুলি হোল ফেলিক্স্ কেরী প্রণীত ভারতের ইতিহাস, মিশর দেশীয় লোকের বিবরণ, গ্রীক লোকের বিবয় ১৮২০-২৬ শিশু সেবায়, ভূগোল বৃত্তান্ত (এশিয়া) ১৮৩৯, বিশ্বনাথ আচার্যের অজ্ঞান তিমির নাশক, ১৮৩৯, মদনমোহনের শিশুশিক্ষা ১৮৫১, গোপালচন্দ্র সেনের বাংলার ইতিহাস ১৮৪০, জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় ১৮১৯ ইত্যাদি। শ্রীরামপুরের রামায়ণ ১৮০২, ফুলমনি ও করুণার বিবরণ ১৮৫২, নৃসিংহদেব ঘোষাল বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ১৮৫৭, মধুসূদন গুপ্তের লন্ডন ফার্মাকোপিয়া ১৮৪৯ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সংগ্রহে এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। পত্রিকা : দিকদর্শন, সঞ্জীবনী, Hindu Patriot, তত্ত্ববোধিনী ইত্যাদি। যে সব পুঁথি সংরক্ষিত আছে তা ভারতবর্ষে এমন কি এশিয়ার কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন কলকাতায় এসে গ্রন্থাগারে টেলিফোন করে লীলাবতির অঙ্কশাস্ত্র বইটি সংগ্রহ করেন।

এই গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কিছু বিদগ্ধ মানুষের অভিমতকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিবেচনার মধ্যে আসা উচিত। ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপেডিয়ার ১১তম সংস্করণে বলা হয়েছে "Uttarpara is famous for the Public Library founded and endowed by Joykissen Mukherjee which is specially rich in the books of local topography". প্রখ্যাত গ্রন্থতাত্ত্বিক স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেছিলেন "They have tended to lessen the inevitable disadvantage under which literary work has to be done in India, separated by half the globe from the great libraries of reference which fortunate writers in England have at their disposal". নীলকর অত্যাচার বিরোধী পাদরি জেমস্ লং এই গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েই তাঁর বিখ্যাত "Descriptive Catalogue of Bengali works containing a classified list of 1400 Bengali books etc." রচনা করেন এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে লেখেন "The greater part of these books can be seen at the Public Library where a Vernacular library has been established through the munificence of Baboo Joykissen Mookherjee". মেরী কারপেন্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাথে এই গ্রন্থাগার পরিদর্শনে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন "the reality, however, greatly exceeded my anticipation" ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তৎকালীন সভাপতি শ্রী এস. আর. রঙ্গনাথন এই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বলেছিলেন "উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর মত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি জাতীয় সম্পত্তি। এখানে এমন অনেক পুস্তক আছে, সারা ভারত সন্ধান করলেও যা মিলবে না"। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারের ১১০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লিখিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন — "The reports of this library would show its genetics and development". "Unquestionably this library had played an unprecedented role towards the promotion of the mental and cultural development not only of Bengal but also of the whole of India".

কিন্তু দুঃখের হলেও এটা বলতেই হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার এই গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণের প্রশ্নে যেমন উদাসীন, পঃ বঃ সরকারের দিক থেকে বাঞ্ছিত ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে যে চিঠি লেখেন তার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার দপ্তর থেকে বিষয়টি নিয়ে কোন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৯৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মন্ত্রীর সাথে এই নিয়ে কোন কথাবার্তাও হোল না।

উপরন্তু রাজ্যের মধ্যে এই গ্রন্থাগারকে বিশেষ মর্যাদা দানের প্রশ্নে গ্রন্থাগার দপ্তরের যথোপযুক্ত উদ্যোগের অভাব আমাদের

কাছে ক্ষোভ ও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এত বৎসর পরে শুধুমাত্র আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারকে State Central Library সমতুল্য 'এ' গ্রুপের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থাগারের মান সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমতও আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থাগারের যোগ্য মর্যাদা আদায় করা সম্ভব হবে না।

সম্প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাথে আলোচনা করে যা বুঝেছি তা হলো —

ক) কেন্দ্রীয় সরকার এই গ্রন্থাগারকে Institute of National Importance ঘোষণা করবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু এর মূল্যবান সংগ্রহগুলিকে যথাযথভাবে রক্ষার জন্য ভারত সরকার আর্থিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে কতদূর সাহায্য করতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করা।

খ) রাজ্যের মধ্যে এই গ্রন্থাগারকে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলার প্রশ্নে রাজ্য সরকার যথোচিত বিচার বিবেচনা করবেন।

এই গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়নে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা বিশেষভাবে কাম্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের '**গ্রন্থাগার**' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে '**গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল**' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা **গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে** মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
১৩.০৯.২০০৩	২৪৭৪	ব্যোমকেশ নাইতি	কলকাতা	৫০১.০০
১৬.০৯.২০০৩	২৪৭৬	সুজিত চ্যাটার্জী	উত্তর ২৪ পরগণা	২৫০.০০
২১.০৯.২০০৩	২৪৮০	জাকিরুল ইসলাম	বর্ধমান	৫১.০০
২১.১০.২০০৩	২৪৮৭	প্রদীপ কুমার সরকার	কলকাতা	৫০১.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত উনবিংশ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আগামী ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৩ থেকে ১৭ই জানুয়ারী, ২০০৪ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে ছয়দিন — সোমবার থেকে শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ১২ই ডিসেম্বর, ২০০৩। প্রয়োজনে কোর্স শুরু হবার ও শেষ হবার তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া, হুগলী
২২তম রূপান্তর দিবস উদযাপন

কতিপয় কিশোরের উৎসাহে চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ কিশোর গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ১৯৪৫ সালের ১লা আগস্ট। ১৯৮২ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাজ্য সরকারের বদান্যতায় গ্রন্থাগারটি শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। ঐ দিনটির স্মরণে ৪ঠা অক্টোবর, ২০০৩ পতাকা উত্তোলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনমন্ডলীর সদস্য ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং আগামী দিনে এলাকার আরও মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী হবার আহ্বান জানান।

বিজয়া সম্মেলন

গত ১২ই অক্টোবর ২০০৩ গ্রন্থাগার আয়োজিত বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে দেড়শতাধিক সদস্য এবং পরিচালনমন্ডলীর সদস্য/সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত আবৃত্তি, সংগীত, একক নাট্যাভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। গ্রন্থাগার পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি ও সম্পাদক গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং সকলকে গ্রন্থমনস্ক হবার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদিকা — স্বপ্না ব্যানার্জী।

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, উত্তর ২৪ পরগণা

গত ১৮ই অক্টোবর, ২০০৩ উত্তর ২৪ পরগণার জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগারের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে কামারহাটি পৌরসভার সমাজসদন হলে "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, কর্মশালা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সব গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেকের অংশগ্রহণে কর্মশালা খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

গত ৩০শে অক্টোবর, ২০০৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নতুন ভবনে এক গ্রন্থ প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কবি সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরী দত্ত প্রদত্ত গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবি বক্তব্য রাখেন। সভায় বহু গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক, ছাত্রছাত্রী, বুদ্ধিজীবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কৃত্যকে (লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি) কর্মী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী সতীশ মাহাত ও সমিতির সহ-সম্পাদক শ্রী হেমন্ত গোস্বামী গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হন।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল।

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমবায় সমিতি, কোচবিহার

গত ১০ই আগষ্ট, ২০০৩ কোচবিহার জেলা পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় কোচবিহার ক্লাবে। সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫২জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি, কোচবিহার

গত ২৯শে আগষ্ট, ২০০৩ পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাছে কয়েকটি দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলি হল : (ক) অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করতে হবে (খ) মৃত কর্মীদের পোষ্যদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে (গ) পেনশনের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে (ঘ) অবিলম্বে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ গৃহ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে (ঙ) গ্রন্থাগারগুলির কেরিয়ার গাইডেন্সের বকেয়া টাকা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। ডেপুটেশনের আগে কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলা সম্পাদক ও সভাপতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও ডেপুটেশনের বিষয় ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
দঃ ২৪ পরগণা জেলা শাখা
জেলা সম্মেলন

গত ৮ই নভেম্বর, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডায়মন্ড হারবার স্তালিন আইনস্টাইন স্মারক পাঠাগারে। প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপক মজুমদার। প্রতিবেদনের উপর ৮জন গঠনমূলক আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও শ্রী প্রবীর দে পরিষদের কর্মসূচী ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে সম্মেলনকে সমৃদ্ধ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাউন্সিল সদস্য শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার। সম্মেলনে আয় ব্যয়ের হিসাব ও প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়। সম্মেলন থেকে **শ্রী দীপক মজুমদারকে সম্পাদক ও শ্রী অসিত পাত্রকে** সভাপতি করে ১১ জনের কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলন থেকে আগামী দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবেদক — কনক ঘোষ।

প্রাপ্তি স্বীকার

- গ্রন্থ সমালোচনার জন্য মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী ও নির্মলেন্দু শাখাক রচিত "গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অভিধান" শীর্ষক গ্রন্থটি পরিষদে পাওয়া গেছে।
- নিম্নলিখিত রচনা দুটি পাওয়া গেছে :
  ১. বাতিল বইয়ের স্থানাভাব ও সংরক্ষণ সমস্যা — সুবলকুমার বারুই।
  ২. বেস্ট সেলার (Best Seller) — নন্দিতা ভট্টাচার্য।

[স্থানাভাবের জন্য রচনা বা গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশে বিলম্ব ঘটছে; এজন্য দুঃখিত। — *সম্পাদক*]

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০১-২০০২)-র কার্যবিবরণী]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০০১-২০০২)

তাং ঃ ২১/৯/০৩ • সময় ঃ দুপুর ২টা • স্থান-পরিষদ ভবন

আলোচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার (২০০০-২০০১) কার্যবিবরণ পাঠ ও অনুমোদন।

২। ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন।

৩। ২০০১-২০০২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৪। "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৪০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান।

৫। সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা।

৬। ২০০২-২০০৪ সালের জন্য পরিষদ কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন।

৭। বিবিধ (সভাপতির অনুমোদন ক্রমে)।

সভায় মোট ১০৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। সভার শুরুতে সভার দিন পর্যন্ত প্রয়াত পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রাক্তন পরিচালক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মঙ্গলাপ্রসাদ সিনহা, দমদম মতিঝিল কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী অমর সেন, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী অঞ্জলি রায়, কলকাতার প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী লিলি সেন, কলকাতা নজরুল পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রী বিমল কর, কবি শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী সুধাংশু দাশগুপ্ত, সংগীত শিল্পী শ্রী জগন্ময় মিত্র সহ দেশে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ, বন্যা সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় ও দেশরক্ষার কাজে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শোকজ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

১। গত ২রা মার্চ, ২০০৩ এ অনুষ্ঠিত (২০০০-২০০১ সালের) ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠকরেন কর্মসচিব শ্রী অনুপকুমার সরকার। ঐ বিবরণী সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

২। ২০০১-২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী পুলক কর। ঐ প্রতিবেদনের উপর মোট ১৫ জন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

ক) **বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) ঃ** সব জেলায় পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য নেই। জেলা কমিটিগুলিকে দায়িত্ব নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য করতে হবে। জেলাকমিটির প্রত্যেক সদস্য অন্তত ৫টি করে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য করলে ভাল হয়। সদস্যদের চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। চাঁদা বাকী পড়ে গেলে Account -এর অসুবিধা হয়।

খ) **হিরণ্ময় দত্ত, হুগলী ঃ** তিনি বার্ষিক প্রতিবেদন সমর্থন করেন। প্রতিবেদন গ্রন্থাগার পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পরিষদের কার্যকরী কমিটিকে ধন্যবাদ জানান এবং কাউন্সিল সভা একাধিক করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন কাউন্সিল সভা ছাড়া প্রতিটি জেলার সম্পাদকদের নিয়ে আলাদা করে বসা দরকার। কোন কোন জেলা বার্ষিক সম্মেলন করতে পারেনি এবং কেন পারে নি তার Report থাকলে ভাল হয়। জেলার সম্মেলনে কার্যকরী কমিটি পক্ষ থেকে একজন ও কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে একজনকে পাঠানো দরকার। আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার হিসাবে-দুবছরেও কোন পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না কেন তা জানতে চান। "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়" এই বিষয়ের উপর ১০ই আগষ্ট ২০০৩ বর্ধমানে আলোচনা হয়েছে। এই রকম আলোচনা আবার হওয়া দরকার। পরিষেবা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমরা এর জন্য দায়বদ্ধ। তবে এর জন্য শুধু গ্রন্থাগারিককে দায়বদ্ধ করলে চলবে না। সকলে একজোট হয়ে পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে হবে। জেলায় যে কর্মশালার আয়োজন করা হল, তার Feedback গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জেলার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির Meeting তিন মাস অন্তর হয়। পরিষদের মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক-এর সাথে একজন সমর্থক থাকলে ভাল

হয়। কারণ সব জায়গায় এ ভাবেই হয়।

গ) **গণেশ নন্দী (চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, হুগলী) :** মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক ছাড়া সমর্থক থাকা দরকার। আয় ব্যয়ের হিসাবে সভাপতি, কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষের সই থাকা আবশ্যক। ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর আলোচনা থাকলে ভাল হয়।

ঘ) **হিরণ কুমার দত্ত (কলকাতা) :** প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা কমছে। এটা ভাল লক্ষণ নয়। এটা কমে যাচ্ছে কেন সেটা জানা দরকার। জেলাশাখাগুলি প্রতিষ্ঠানের তালিকা বানিয়ে সরাসরি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জানতে পারেন যে তারা কেন সদস্য পদে নবীকরণ করছেন না বা সদস্য হচ্ছেন না।

ঙ) **সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান) :** সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিকে জনমুখী রাখতে হলে অবিলম্বে শূণ্যপদে লোক নিয়োগ করতে হবে। নতুবা গ্রন্থাগার চালানো কষ্টকর।

জেলা গ্রন্থাগারিক সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৈষম্য এখনও দূর হয় নি। বেতন ও Recurring grant জেলায় সময়মত যাচ্ছে না। এতে ক্ষতি হচ্ছে। জেলার সব মহকুমায় কর্মশালা করা যায় নি। এটা করা দরকার। সম্প্রতি চাকদহে গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বর্ধমান জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মসমিতি; বর্ধমান জেলা শাখা, বিজ্ঞান মঞ্চ, বর্ধমান জেলা শাখা, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বর্ধমান জেলাশাখার যৌথ উদ্যোগে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর একটা প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৈষম্যের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। গত ১০ই আগষ্ট, ২০০০ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায়, পরিষদ, গ্রন্থাগার কর্মি সমিতি, বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারিক দিবস পালিত হয়েছে। এ জন্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি, R.R.L.F. IASLIC ও পঃ বঃ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি Council সভা নিয়মিত করবার এবং প্রত্যেক কাউন্সিল সদস্যকে অন্তত দুটি প্রতিষ্ঠানকে পরিষদের সদস্য করার প্রস্তাব করেন।

চ) **সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) :** মালদহ জেলা থেকে ২০০২-২০০৩ সালে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য চাঁদা বকেয়া হয়ে গেলে অসুবিধা হয়। বকেয়া মুকুব করে চলতি বছরের চাঁদা নেওয়া উচিৎ। এটা অবশ্য সংবিধান সংশোধন না করলে হবে না। পূর্বের বন্যার কবলে নষ্ট হয়ে যাওয়া গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় পুনর্নির্মান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ৪টি লাইব্রেরী গঙ্গার ভাঙনের মুখে। গ্রন্থাগার দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রন্থাগারে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে; বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। অপোষিত গ্রন্থাগার নিয়ে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে অর্থ ও বইপত্র-পত্রিকা দান সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ৮০ (আশি) হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। মালদহ জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে রাজ্যসরকারের প্ল্যানিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগ ও এ.ভি.বেসল ভাল রিপোর্ট দিয়েছেন। মালদহ জেলা গ্রন্থাগার অনেক কর্মসূচী নিয়েছেন। Text Book Section খোলা হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে বইপত্র দান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা দান হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে। জেলায় Local Library Authority এর মিটিং নিয়মিত হয়। LLA-র উদ্যোগে জেলার গ্রন্থাগারিকদের জন্য Workshop এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধবিরোধী মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল, এতে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) লোক অংশগ্রহণ করেন।

ছ) **অসীমকুমার পূজারী (বাঁকুড়া) :** বালসী ধ্রুবসংহতির পাঠাগারের পক্ষে শ্রী গোপালচন্দ্র পালের বক্তব্য পাঠ করেন। শ্রীপাল তাঁর প্রস্তাবে ধ্রুব সংহতি পাঠাগার ও বাঁকুড়া জেলার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। গ্রন্থাগার পত্রিকার ক্রমোন্নতির প্রশংসা করে কিছু নজরকাড়া লেখা আশা করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতি পরিষদের নজর দেওয়া দরকার। বার্ষিক চাঁদার হার বৃদ্ধির কারণে— নবীকরণ কমে গেল কিনা ভাবা দরকার। জেলা থেকে নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যদের কাজের দায়িত্ব দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করবার জন্য সুদৃশ্য পোষ্টার ছাপার কথা হয়েছিল তা কার্যকরী হয় নি। অরুণ ঘোষ মহাশয় যে Library Survey করেছেন তার প্রশংসা করেন শ্রীপূজারী। পরিষদের মনোনয়ন পত্রে পিছনটা ফাঁকা রাখার কথা বলেন। জেলায় Refresher Course কবে হবে জানতে চান। তিনি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগের উপর জোর দেন এবং ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জী নূতন করে ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিয়মিত গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও শ্রী গোপাল পালের সদস্য সংগ্রহের বিষয়টি প্রশংসা করেন।

জ) **শুভেন্দু ঘোষাল (হাওড়া) :** পরিষদের সদস্য বিশেষ করে

প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা কম। নতুন ছেলেদের নিয়ে একটি কমিটি করে, তাদের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে সদস্য সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন সুশীল কুমার ঘোষ রঙ্গনাথনকে নিয়ে অনেক গ্রন্থাগারে গেছেন। এখন সেরকম উদ্যোগ নেই।

ঝ) **গুরুশরণ দাশগুপ্ত (উঃ ২৪ পরগণা) :** প্রতিবেদন গত বছরের না, আগের বছরের। সল্টলেকে যে জায়গা পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে তথ্য থাকলে ভাল হোত। সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদকে সহযোগিতা করা দরকার। পরিষদের আর্থিক বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া দরকার। পরামর্শ দান কমিটির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের বিষয়টি ভাবা যেতে পারে।

ঞ) **বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী (হাওড়া) :** প্রতিবেদনকে সমর্থন জানিয়ে এ বছর দুটি সভা হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সভা আগে করবার আশা ব্যক্ত করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য কমছে কেন তা দেখা ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য কিভাবে বাড়ানো যায়, এবং গ্রন্থাগার পত্রিকা যাতে সব জায়গায় যায় সে জন্য ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি বলেন সাইকেল পিয়ন পদনাম পরিবর্তন খুবই জরুরী।

ট) **শ্যামল গুপ্ত (হাওড়া, ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী) :** প্রতিবেদন সমর্থন করে, একবছরে দুটো সাধারণ সভা হল কেন জানতে চান। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের আর্থিক সহায়তার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জানতে চান। ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে Staff দের জন্য Mediclaim-এর ব্যবস্থা হয়েছে। পরিষদের জেলা শাখায় সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলিকে যেভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেভাবে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করবার ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে। ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে ২০শে ডিসেম্বর, সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা রেখে ১২৫ জন নতুন সদস্য করা হয়েছে। বর্তমানে স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার মত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানগত সদস্য বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রতিষ্ঠানগত সদস্যের সাহায্য দেখা যায় না। পরিষদে কতধরনের প্রতিষ্ঠানগত সদস্য আছে, তার পরিসংখ্যান থাকলে ভাল হয়।

ঠ) **অমিতাভ ভট্টাচার্য (উত্তর ২৪ পরগণা) :** সদস্য সংখ্যা কমছে, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানগত সদস্য। এটা ভাবা দরকার। বছরে ১টা কাউন্সিল সভা হয়েছে। এটা যথাযথ নয়। প্রতিবেদনে উত্তর ২৪ পরগণা সহ কয়েকটি জেলার প্রতিবেদন নেই। সাক্ষরতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারগুলি কি ভাবে সহযোগিতা করতে পারে তা দেখা দরকার। পরিষেবার মান উন্নয়ন নিয়ে কোন রিপোর্ট নেই। ১৮ই অক্টোবর, ২০০০ প্যারীমোহন পাঠাগারে (বেলঘরিয়া) "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়" এর উপর আলোচনা হবে। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

ড) **তিমির লাহিড়ী (উঃ ২৪পরগণা) :** কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনে কি সফলতা এল তা জানতে চান। বিগত জেলা সম্মেলনের রিপোর্ট গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি।

ঢ) **অলককুমার মণ্ডল (কলকাতা) :** কলকাতায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিয়োগ এখন বন্ধ আছে। অনেক ক্ষেত্রে প্যানেল হয়ে আছে। এই নিয়োগ চালু করবার জন্য পরিষদকে উদ্যোগ নিতে বলেন।

ণ) **প্রবীর রায়চৌধুরী :** প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। অপোষিত গ্রন্থাগারগুলি এ বৎসর আর্থিক সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এটা যাতে প্রতিবছর হয় সে চেষ্টা চালানো হবে।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের UGC স্কীমের মধ্যে আনা হয়েছে, তাদের CAS (Career Advancement Scheme) দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। সাইকেল পিওন পদ নাম পরিবর্তনের সরকারী আদেশনামা বেরিয়েছে। নিয়োগের বিষয় প্রতিনিয়ত কথা বলা হচ্ছে। Embargo থাকার ফলে এটা চালু করা যাচ্ছে না। পূজার পর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। দীর্ঘদিন বাদে Refresher-Course চালু হয়েছে; এটা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। পরিষদের Computer Training Centre জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। Salt Lake-এ পরিষদ একটা জমি পেয়েছে। ভবন নির্মানের জন্য বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন M.P. Fund থেকে ৬ (ছয় লক্ষ) টাকা দিয়েছেন। গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত হয়েছে। এর মান বেড়েছে। এসত্ত্বেও ২০০০ আজীবন সদস্য ও ৫০০ জন সাধারণ সদস্য। গ্রন্থাগার দিবসে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায় আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে রাখা যায় কি না, এটা পরিষদকে ভাবতে হবে। স্বাগত ভাষণে কর্মসচিব অনুপ সরকার বলেন, কিরণবাবু, অভিতাভ বাবু বলেছেন যে কাউন্সিল সভা কম হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে

কাউন্সিল সভা বেশী করার চেষ্টা করব। রিপোর্টটি ২০০১-২০০২ এর। বার্ষিক সাধারণ সভা করার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক বার্ষিক সাধারণ সভা করার চেষ্টা করছি। আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার বিষয়ে একটি মাত্র নাম জমা পড়েছে। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি। কিরণবাবু ও গণেশবাবু মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক ছাড়া সমর্থকের সই থাকার কথা বলেছেন। এটা পরবর্তী কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মশালা আয়োজন করার প্রস্তাব এসেছে। এ সম্পর্কে বিগত ১৪ই মে, ২০০৩ পরিষদে একটা আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় মনোনয়ন পত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় কিছু ছাপা হবে না। সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিয়োগ হচ্ছে না। এ সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে বার বার কথা হচ্ছে। Audit Report এ কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতির সই নেই, এ সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে মূল রিপোর্টে ছাপা আছে। ছাপার সময় বাদ পড়ে গেছে। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্যের উত্তরে বলেন কলকাতা শহর গ্রন্থাগার ও অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে বেতন বৈষম্যের বিষয়ে এবং মাস পয়লা বেতনের বিষয়ে কথা হয়েছে। শুভেন্দু ঘোষাল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী ঘোরার কথা বলেন। এর জন্য নূতনদের নিয়ে একটা team করতে বলেন। এটা উত্তম প্রস্তাব। সুব্রত ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠানিক সদস্য Defaulter হলে বকেয়া মকুব করার কথা বলেছেন। এটা সংবিধান সংশোধন না করলে করা যাবে না এটা উনি বলেছেন। শ্যামল গুপ্ত বলেছেন কোন প্রতিষ্ঠান পরিষদকে সাহায্য করতে পারে কিনা? হাঁ পারে। অমিতাভ বাবু বলেছেন উঃ ২৪পরগনার Report ছাপা হয়নি। কর্মসচিব বলেন বলা সত্ত্বেও কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এরপর প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ সাহা ২০০১-২০০২ এর আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

এই প্রসঙ্গে অমিতাভ ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, যে Audit Report এর Date এবং Meeting Notice-এর Date এক কেন? এবং Publication fund ও গ্রন্থাগার fund আলাদা কেন? Depreciation দেখানো হয়নি কেন? উত্তরে কোষাধ্যক্ষ জানান যে Depreciation fund আছে। পরিষদের গ্রন্থাগার ও Publication আলাদা দেখানো হয়েছে। কারণ গ্রন্থাগারের জন্য Donation পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের আর্থিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন।

৪। ১৪০৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত (বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৬, আশ্বিন) রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি উদাহরণের ধারা-একটা পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের জন্য শ্রী শ্যামসুন্দর কুণ্ডু ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে বিবেচিত হন। পরিষদ সভাপতি শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রী শ্যামসুন্দর কুণ্ডুকে পদক দেন। শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত না থাকায় তাঁকে পদক দেওয়া যায়নি।

৫। সভায় বেলঘরিয়া প্যারীমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য-এর এবং চাকদহ জাগরণী পাঠাগার পোড়ানোর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পঠিত হয়। পাঠ করেন কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার।

অমিতাভবাবু তাঁর প্রস্তাবে বলেন—সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন পদে কর্মচারীরা অবসর গ্রহণ করার পর দীর্ঘদিন ধরে ঐ পদ পূর্ণ না হওয়ায় গ্রন্থাগারের পাঠক পরিষেবা প্রভূত পরিমাণে বিঘ্নিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে অস্থায়ী কর্মচারীর মাধ্যমে পাঠক পরিষেবা ও গ্রন্থাগার প্রশাসনিক কাজ বজায় রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা গ্রন্থাগারের সীমিত সামর্থের দ্বারা দীর্ঘায়ত করা সম্ভব নয়। এই কারণে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারের গোচরে আনছি। এবং গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আরো উন্নত করার স্বার্থে অবিলম্বে শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ অথবা সাময়িক ভাবে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রন্থাগারকে প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

সভায় ঐ প্রস্তাব আলোচিত হয়। কর্মসচিব জানান আমরা অস্থায়ী কর্মচারী নয়। শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। সভায় সর্বসম্মতক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কর্মসচিব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি নদীয়া জেলার চাকদহে জাগরণী পাঠাগার পোড়ানোর প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি হল, "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই সাধারণ সভা চাকদহের বিষ্ণুপুরের জাগরণী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর তীব্রনিন্দা করছে। দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে ঐ গ্রন্থাগার

পোড়ানোর তীব্র নিন্দা করছে। দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে ঐ গ্রন্থাগারের পাঁচ সহস্রাধিক বই, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য নথি, আসবাবপত্র, ভবন ভস্মীভূত হয়। গত তিন বছরে হুগলী জেলার বলপাই সাধারণ গ্রন্থাগার, হাওড়া জেলার গড়চুমুকপুরের লেনিন পাঠাগার এবং সর্বশেষ ভাগরুলী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শক্তির ফ্যাসিস্ত তান্ডবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সর্বশক্তি দিয়ে এই বর্বরতাকে প্রতিহত করতে না পারলে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চা বিপন্ন হবে। বই ও গ্রন্থাগারের উপর এই আক্রমণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ। এই সভা তাই দলমত নির্বিশেষে সব সমাজহিতৈষী ব্যক্তিকে বই ও গ্রন্থাগার পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানাচ্ছে। অপরদিকে গ্রন্থাগার পোড়ানোর সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবী করছে এই সভা।

সভায় এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। ২০০২-২০০৪ সালের জন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন। বিদায়ী কর্মসচিব বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা মোতাবেক ২০০২-২০০৪ সালের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য যে সকল প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে তা পাঠ করেন।

সভাপতি (একটি পদ)	১। শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী
সহসভাপতি (৫টি পদ)	১। শ্রী অরুণ রায় ২। শ্রী অসিতাভ দাস ৩। শ্রী হিরণ কুমার দত্ত ৪। শ্রী বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ৫। শ্রীমতি অপূর্বশ্রী রায়
কর্মসচিব (১টি পদ)	১। শ্রী অনুপকুমার সরকার
যুগ্ম কর্মসচিব (১টি পদ)	১। শ্রী পুলক কর
সহ-কর্মসচিব (১টি পদ)	১। শ্রীমতি বীথি বসু
কোষাধ্যক্ষ (১টি পদ)	১। রামকৃষ্ণ সাহা
সম্পাদক, গ্রন্থাগার (১টি পদ)	১। শ্রী শ্যামল রায়চৌধুরী
কাউন্সিল সদস্য (২০টি পদ)	১। শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ২। শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় ৩। শ্রী নির্মাল্য রায় ৪। শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার ৫। শ্রী প্রবীর কুমার দে ৬। শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ ৭। ডঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮। শ্রী গৌতম গোস্বামী ৯। শ্রী প্রবীর নাগ ১০। শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী ১১। শ্রী বীরেন্দ্র কুমার চন্দ ১২। শ্রী বিশ্ববরণ গুহ ১৩। শ্রী যতীন্দ্রনাথ শতপথি ১৪। শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার ১৫। শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানি ১৬। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায় ১৭। শ্রী প্রণবানন্দ জানা ১৮। শ্রী তরুণ কুমার মণ্ডল ১৯। শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০। শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়(দাস) ২১। শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত ২২। শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ২৩। শ্রী নির্মল সরকার।
প্রতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য	১। ধ্রুব সংহতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বালসী, বাঁকুড়া ২। চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, হুগলী

কর্মসচিব জানান যে, মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত (১৯.০৯.০৩) কাউন্সিল সদস্য পদে শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী, শ্রী প্রণবানন্দ জানা, শ্রী তরুণ মণ্ডল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে কাউন্সিল সদস্য পদে বর্তমান ২০টি পদে ২০ জন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র আছে। কোন পদেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় সভায় সর্বসম্মতি সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে যাঁরা নির্বাচিত হলেন :

ক) সভাপতি (১টি পদ)	১। শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী
খ) সহসভাপতি (৫টি পদ)	১। শ্রী অরুণ রায় ২। শ্রী অসিতাভ দাস ৩। শ্রী হিরণ কুমার দত্ত ৪। শ্রী বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ৫। শ্রীমতী অনুশ্রী রায়
গ) কর্মসচিব (১টি পদ)	১। শ্রী অনুপকুমার সরকার
ঘ) যুগ্ম-কর্মসচিব (১টি পদ)	১। শ্রী পুলক কর
ঙ) সহ-কর্মসচিব (১টি পদ)	১। শ্রীমতি বীথি বসু

চ) কোষাধ্যক্ষ (১টি পদ) ১। শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

ছ) সম্পাদক, গ্রন্থাগার (১টি পদ) ১। শ্রী শ্যামল রায়চৌধুরী

জ) কাউন্সিলসদস্য (২০টি পদ)(ব্যক্তিগত)
১। শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
২। শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়
৩। শ্রী নির্মাল্য রায়
৪। শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার
৫। শ্রী প্রবীর কুমার দে
৬। শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ
৭। ডঃ বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮। শ্রী গৌতম গোস্বামী
৯। শ্রী প্রবীর নাগ
১০। শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী
১১। শ্রী বীরেন্দ্র কুমার চন্দ
১২। শ্রী বিশ্ববরণ গুহ
১৩। শ্রী যতীন্দ্রনাথ শতপথী
১৪। শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার
১৫। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়
১৬। শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। শ্রীমতী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়(দাস)
১৮। শ্রীমতী পাপড়ী সেনগুপ্ত
১৯। শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
২০। শ্রী নির্মল সরকার।

ঝ) প্রতিষ্ঠানিক (কাউন্সিল সদস্য)
১। ধ্রুব সংহতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বালসী, বাঁকুড়া
২। চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, হুগলী।

কর্মসচিব উল্লিখিত জেলার প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য ছাড়া, অন্যান্য যে সব জেলার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ নির্ধারিত হয়ে আছে সেই সব জেলার মধ্য থেকে কাউন্সিল সদস্য হিসাবে নিম্নলিখিত নাম প্রস্তাব করেন।

১। উত্তর ২৪ পরগণা : অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার
২। বীরভূম : জেলা গ্রন্থাগার সিউড়ি
৩। কলকাতা : কসবা সাধারণ পাঠাগার
৪। দার্জিলিং : রবীন্দ্র সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ গ্রন্থাগার শিলিগুড়ি
৫। হাওড়া : ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী
৬। নদীয়া : কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল-কাম-মিউসিয়াম এ্যাণ্ড লাইব্রেরী, ফুলিয়া, নদীয়া।
৭। পূর্ব মেদিনীপুর : প্রগতিসংঘ পাবলিক লাইব্রেরী ভূপতি নগর, পূর্ব মেদিনীপুর
৮। মুর্শিদাবাদ : বেলডাঙ্গা পি. কে. মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী
৯। মালদহ : জেলা গ্রন্থাগার মালদহ
১০। বর্ধমান : ক) বর্ধমান উদয় চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার
খ) কাইতি ডঃ মৃগেন্দ্র মিত্র পাঠাগার
গ) স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার, রসুলপুর

সভায় এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিবিধ ঃ

কর্মসচিব ব্যাঙ্ক আমানত, পোষ্ট অফিস আমানত ও অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি হল ঃ ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে এখন থেকে পরিষদে ব্যাঙ্ক আমানত, পোষ্ট অফিস ব্যাঙ্ক আমানত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন পরিষদের সংবিধানের ৫৬ এর ২ পঙ্ক্তি অনুযায়ী - সাধারণ সম্পাদক শ্রী অনুপকুমার সরকার অথবা যুগ্ম সম্পাদক শ্রী পুলক কর এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত হবে"।

The 67th Annual General Meeting of the Bengal Library Association, held on 21st September, 2003 resolves that henceforth all the Bank Accounts, Post Office Accounts and financial transactions with other financial institutions will be jointly operated either by Sri Anup Kumar Sarkar as General Secretary or by Sri Pulak Kar as Joint Secretary and Sri Ramkrishna Saha, as Treasurer as per clause 56 para 2 of the Constitution of the Bengal Library Association.

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আবেদন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহবানে

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

• গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করুন • গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করুন • চাকদহের জাগরণী সাধারণপাঠাগার ও ইরাক-এর গ্রন্থাগার, আর্কাইভ ও মিউজিয়াম লুট করা ও পোড়ানোর প্রতিবাদ করুন

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। এই দিবসটি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের পাঠক ও ব্যবহারকারী, গ্রন্থাগারের সংগঠক ও পরিচালক, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী সকলের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। জন্মলগ্ন থেকেই পরিষদ গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করে শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে প্রয়াসী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জে গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় রাজ্য সরকারের অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও গ্রন্থাগার পরিসেবার বাইরে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে **২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যথা, সভা, আলোচনা চক্র, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিসেবার গুরুত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করুন; গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নতি ও সম্প্রসারিত করে, বৈচিত্র্য এনে, গ্রন্থাগারকে সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করার কর্মসূচি গ্রহণ করুন। গ্রন্থাগার দিবসের মূল বক্তব্য হল : সবাই গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, তথ্য আহরণ করুন। বই ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই।**

এইবার গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন কালে দুটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করতে হচ্ছে। সম্প্রতি নদীয়া জেলার চাকদহের বিষ্ণুপুরে রাজ্য সরকার পোষিত জাগরণী সাধারণ পাঠাগার দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ভস্মীভূত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বই ও গ্রন্থাগার পোড়ানোর তিনটি ঘটনা ঘটল। প্রথমে হুগলী জেলার বলপাই সাধারণ গ্রন্থাগার, পরে হাওড়া জেলার বার গড়চুনুকপুরে লেনিন পাঠাগার এবং সবশেষে চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল। যারা বই ও গ্রন্থাগার পোড়ায় তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু। গ্রন্থাগার দিবসে এই বর্বর ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানানোর সঙ্গে সঙ্গে জাগরণী সাধারণ পাঠাগারের পুনর্গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন। একই ঘটনা ঘটেছে ইরাকে। ইরাক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দখলে যাওয়ার পর ঐদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় মহাফেজখানা, জাতীয় সংগ্রহশালা সহ অনেক লাইব্রেরি, আর্কাইভ, মিউজিয়াম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছে। বিশ্বের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সঙ্গে আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনা চক্র

বিকেল ৩টা, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি সভাঘর

বক্তা : অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখা
২৬তম বার্ষিক সম্মেলন

গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের, বর্ধমান জেলা শাখার ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের উদ্বোধক, শ্রী রায়, গ্রন্থাগার পরিষেবাকে অধিকতর জনমুখী করার আহ্বান জানান। পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সুনীল সাঁই ও শিবানন্দ পাল। সম্মেলনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন হরনাথ ঘোষ ও আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শুকদেব মুখার্জী। গঠনমূলক আলোচনায় সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রায় দেড়শত প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে জেলা কমিটি গঠিত হয়। ঐ সদস্যরা হলেন : সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি), হরনাথ ঘোষ (সম্পাদক), জাকিরুল ইসলাম (যুগ্ম-সম্পাদক), শুকদেব মুখোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), মৃদুল মিত্র, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর সিংহ রায়, প্রসেনজিৎ সরকার, অরুণ সরকার, শুক্লা ঘোষ রায়, অলীক মুখার্জী এবং সুশান্ত দত্ত।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখা
রক্তদান শিবির

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে পরিষদের নদীয়া জেলা শাখা, পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী সমবায় সমিতি, নদীয়া জেলার সহযোগিতায় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৫জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি, শ্রীমতী রমা বিশ্বাস, প্রধান অতিথি ছিলেন নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন), শ্রী অরুণ কুমার দাস, বিশেষ অতিথি ছিলেন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, শ্রী তারাপদ সমাদ্দার। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ কর্মীসমিতি ও পরিষদের জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। জেলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগী মানুষও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কর্মী সমিতির সভাপতি অলোক কুমার দত্ত।

অনুষ্ঠানে সব বক্তাই চাকদহের পূর্ব বিষ্ণুপুরে অবস্থিত, দুষ্কৃতিদের বর্বর আক্রমণে ভস্মীভূত চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পোড়ানোর বিষয়ে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদক — দেবপ্রসাদ প্রামাণিক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা
গ্রন্থাগার দিবস পালন

আগামী ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩, রবিবার বেলা ২টায় হুগলী জেলার চারটি মহকুমা স্তরে নিম্নলিখিত স্থানে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সদস্য এবং গ্রন্থাগারমনস্ক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আলোচ্য বিষয় : পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়

হুগলী সদর মহকুমা : চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া।

শ্রীরামপুর মহকুমা : কোন্নগর রামেন্দ্র পাঠাগার, কোন্নগর

চন্দননগর মহকুমা : কমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পাঠাগার, ধারাপাড়া, চন্দননগর

আরামবাগ মহকুমা : আরামবাগ রামমোহন রায় পাঠাগার।

সদস্যবন্ধুদের আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

প্রতিবেদক — কিরণময় দত্ত।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মাননীয় সম্পাদক,
"গ্রন্থাগার"

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১০ সম্পাদকীয় নিবন্ধে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রস্তাব আপনি রেখেছেন তা যথার্থ সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই! আশান্বিত হয়েছি যে, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটিতে একযোগে এমন তিন-তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যা বর্তমানে সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর জরুরী এবং 'মূল' সমস্যা ও প্রধান অন্তরায়গুলোর প্রতি এই প্রথম ছাপার অক্ষরে আলোকপাত করা হয়েছে। সেজন্য সম্পাদক মহাশয় কে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

- সরকার পোষিত সাধারণের (গ্রামীণ) গ্রন্থাগার কর্মীদের, বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের যে উদ্যোগ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য ও প্রশংসনীয়। এই উদ্যোগ সার্বিকভাবে সফল হোক এবং রাজ্যের প্রতিটি ব্লকস্তরে করবার উদ্যোগ গৃহীত হোক এই কামনা করছি।
- কিন্তু, দীর্ঘ ২০ বছর গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কর্মরত থেকে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সেই বাস্তবোচিত অভিজ্ঞতার আলোকে বিনীতভাবে পরিষদের নেতৃত্ব, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা, রাজ্য সরকার ও অগণিত গ্রন্থাগার পত্রিকার পাঠকদের সমীপে নিম্ন আলোচ্য বিষয়ের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই যে, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় অপর একটি নিবন্ধে- 'তপন কুমার রায়' মহাশয়ের লেখা—"সাধারণের গ্রন্থাগার ঃ কিছু আইনি সমস্যা" এই লেখাটি অনুগ্রহ করে সকলে পাঠ করুন! সেই সাথে উপলব্ধি করুন বর্তমান সরকারপোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর হাল-হকিকৎ, প্রধান অন্তরায় ও পরিকাঠামোগত মূল সমস্যা কোথায়? গ্রন্থাগার আইন ও বিধি অমান্যকারী, প্রয়োগ বিমুখ ও বাধাদানকারী কারা? গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠক/পরিষেবা প্রায় অন্তর্হিত হতে চলেছে কেন? কেন আজ সচেতন গ্রন্থাগারিকগণ 'হতাশার' ভুগছেন? প্রায় সকল স্তর থেকেই গ্রন্থাগারকর্মীদের কর্মসংস্কৃতির অভাব বলে দোষারোপ করে চলেছেন! আসলে কেউ গভীরে যেতে চান না অথচ কিছু একটা বলে 'বায়ুভুক' হতে চান, কেন এরকম হয়!
- নিবন্ধটিতে শ্রীরায় উপলা রূপে কোচবিহার জেলার কথা বলেছেন, কিন্তু এ সমস্যা শুধু একটা জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই! 'ভাইরাস' বাতাসে ভেসে ভেসে গোটা রাজ্যকেই প্রায় আক্রান্ত করেছে! ব্যতিক্রম যে নেই তা তো নয়, রয়েছে! কিন্তু, তা অতি নগণ্য বলেই অনুমান করি।
- "মূল সমস্যাগুলি" যথা - আইনগত; আইনের প্রয়োগগত, পরিকাঠামোগত; অর্থনৈতিক ঃ- (ক) স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহগত, (খ) সরকারী অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয়গত, গ্রন্থাগারের তহবিল-'ক্লাবের' কাজে ব্যবহারগত; দৈনন্দিন গ্রন্থাগার পরিচালনাগত; 'কার্যকরী সমিতি' সদস্যদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্যক ধ্যান ধারণাগত; 'ক্লাব' ও ক্লাব সর্বস্ব সম্পাদকদের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার গত; আবার কোথাও কোথাও 'ডিকটেটর' সম্পাদকদের দ্বারা গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি 'দাস'সুলভ আচরণগত, ইত্যাদি সমস্যা ভীষণ ভাবে প্রকট।

টীকা ঃ

এমনও 'ক্লাব ও গ্রন্থাগার' রয়েছে, যেখানে গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যাবার পর গ্রন্থাগারকর্মীগণ সম্পাদকের নির্দেশে সাধারণ সদস্যদের হাতে 'চাবী' তুলে দিতে বাধ্য হন। গ্রন্থাগার তখন ক্লাব হিসাবে চলে গভীর রাত অবধি! চলতে থাকে মাল্টিচ্যানেল যোগে টি.ভি. প্রদর্শন ও অন্যান্য কাজ! খুব সকালে গেলেও দেখা যাবে গ্রন্থাগার খোলা অবস্থায়। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে। বিদ্যুতের বিল গ্রন্থাগার প্রদান করে থাকে, ব্যবহার না করা সত্ত্বেও। গ্রন্থাগারের নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত! তাই, সুস্থ, সুষ্ঠ, উন্নত বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রন্থাগারে প্রয়োগ ও পরিষেবা প্রদান — 'হতাশ'; মানসিকভাবে বিপর্যস্ত গ্রন্থাগারিকদের কাছে আপনি কোন কর্মসংস্কৃতি বজায় রাখবার কথা বলবেন? তাঁরা শুধুমাত্র এক-একজন 'নিধিরাম সর্দার'!

- এমতাবস্থায়, উল্লেখিত বিষয়ে একদিকে আইনের ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, সংযোজন প্রয়োজন অপরদিকে আইন প্রয়োগের জন্য যথার্থ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং

সেই সাথে প্রয়োজন সক্রিয় প্রশাসনের সার্বিক নজরদারি বৃদ্ধি! এই ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের বারংবার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দীক্ষিত, প্রশিক্ষিত ইত্যাদি করবার ফলাফল, সম্বন্ধে আশঙ্কা, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সেই 'শূন্য'তেই দাঁড়াবে না তো?

- অপর একটি নিবন্ধে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী কিরণময় দত্ত মহাশয়ের বক্তব্য ভেবে দেখবার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।
- আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, উত্থাপিত বিষয়গুলো সমন্ধে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গৃহীত হোক! আমার প্রস্তাব রইল যে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলো থেকে 'ম্যানেজিং কমিটি ও তার নির্বাচন পদ্ধতি অপসারিত করে 'ডিপিইপি'-র 'গ্রাম শিক্ষা কমিটি' বা 'ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি'-র ন্যায় একটি কমিটি (যাতে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে) গঠন করা প্রয়োজন। উক্ত কমিটির 'সভাপতি' হবেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বা কাউনসিলার এবং 'সম্পাদক' হবেন গ্রন্থাগারিক (একস্ অফিসিও), সরকার মনোনীত প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব অর্পন করা যেতে পারে।
- পরিশেষে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধাদের প্রতি শ্রদ্ধা সহ আবেদন আপনারা উদ্যোগী হলে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গতিময় হবে এই বিশ্বাস রয়েছে

নমস্কারান্তে —

অলোক কুমার সরকার
Librarian
Suhird Sangha Library
Bairaliguri, Dhupguri
Jalpaiguri

॥৩॥

(২)

মাননীয়
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
"গ্রন্থাগার" পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা

মহাশয়,

পত্রিকার বর্ষ ৫৩, সংখ্যা-৩-এ কিরণময় দত্ত মহাশয়ের "সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা" বিষয়ক লেখাকে সামনে রেখে আপনার পত্রিকার মাধ্যমে দু-চার কথা প্রকাশ করতে চাই। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন — "সরকারী প্রতিনিধি গ্রন্থাগারে পরিচালন সমিতিতে শুধুমাত্র সদস্য হয়ে সভাতে যোগদান করে কোরাম রাখবেন?"

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরিচালন সমিতির প্রতিটি সদস্যের-ই পরিচালন সমিতির কর্মকর্তা (সভাপতি, সম্পাদক) নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে। সরকারী প্রতিনিধি-ও সভাপতি বা সম্পাদক নির্বাচিত হতে পারেন। সমিতির সদস্যগণের মধ্যে বিশেষ কোন সদস্যর কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া কি বাঞ্ছনীয়? সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালন বিধি ১৯৮১ তে সমিতির ক্ষমতা এবং কার্য পরিচালনা বিস্তারিতভাবে আছে। যদিও কিছু সংযোজন ও সংশোধন করা হলে আমার মনে হয় ভাল হবে।

পরবর্তীতে Memo No. 291 Edn. (SE) Dated 21st April, 84 এর Rule No. 6(2)(11) উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন "এই টুকুই সরকারী প্রতিনিধির কার্য লিখিতভাবে আছে।"

আমার মনে হয় এখানেও সরকারী প্রতিনিধিকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ঐ কাজ করবার জন্য যাকে মনোনীত করে পাঠাবেন তিনিই কাজটি করবেন। সরকারী প্রতিনিধি হলেও ঐ কাজটি করা যাবে কি? যদি না সরকারী প্রতিনিধিকে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ঐ কাজ করবার জন্য মনোনীত করেন।

সরকারী নমিনি গ্রন্থাগারিক কখন চাইবেন? এ বিষয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালন বিধি ১৯৮১-র ৬(২)(৩)-এ উল্লেখ আছে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হবার তিন দিনের মধ্যে গ্রন্থাগারিক নামগুলি চেয়ে পাঠাবেন।

নমস্কারান্তে
শ্যামল খাসনবিশ
বালুরঘাট

Government of West Bengal
Higher Education Department
C. S. Branch
Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata - 91

No.737 – Edn(CS)
5P – 61/98

Dated, Kolkata, the 1st October, 2003.

From : Shri J. K. Mitra, Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To The Director of Public Instruction, West Bengal, Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata - 91.

Sub. Terms and conditions for awarding the benefit to the Career Advancement Scheme to the Librarians / Asstt. Librarians of the non-Govt. Colleges in the State.

In continuation to this Deptt.'s G.O. No. 481-Edn(C.S.) dated 8.7.2003 on the subject mentioned above, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to order that the following terms and conditions will also be applicable while allowing the employees concerned the benefit of Career Advancement Scheme as indicated below :-

(a) A Librarian/Assistant Librarian will be eligible for placement from Senior Scale to Selection Grade Scale through the procedure of selection as prescribed in the G.O. No. 481-Edn (C.S.) dated 8.7.2003 if he/she has participated in two Refresher Courses of approved duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of a comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(b) The Career Advancement Scheme for Librarians/Assistant Librarians of the Non-Govt. Colleges will come into effect from 27.07.1998.

All Concerned are being informed.

Sd/- Deputy Secretary

Kd/-

No. 737/1(5)-Edn (CS),

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1) The Registrar, Calcutta University, Senate House, College Street, Kolkata - 700 073;
2) The Registrar, Burdwan University, Rajbati, Burdwan - 713 104;
3) The Registrar, Vidyasagar University, P.O. Vidyasagar University, Dist. Paschim Midnapore, PIN-721 102;
4) The Registrar, University of North Bengal, Raja Ram Mohanpur, P.O. North Bengal University, Dist. Darjeeling, PIN - 734 430.
5) The Registrar, Kalyani University, Kalyani, Nadia - 741 235.

Kolkata
the 1st Oct. 2003

Sd/- Deputy Secretary

No. 737/2 (8)-Edn (CS)

Copy forwarded for information and necessary action to

1) The J.D.P.I. (UGC), West Bengal;
2) The J.D.P.I. (NGC), West Bengal;
3) The J.D.P.I. (PPS), West Bengal;
4) The Finance Department of this Government;
5) The P.S. to the M.I.C. Higher Education Department;
6) The P.A. to the Principal Secretary of this Department;
7) The Computer Cell of this Department;
8) The Guard File.

Kolkata,
the 1st Oct., 2003

Sd/- Deputy Secretary

প্রবন্ধ সাহিত্যের
সমৃদ্ধ সাময়িকী
আকাদেমি পত্রিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সরকারি কেন্দ্র
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১ ১, ডক্টর শরৎচন্দ্র বসু রোড ॥ কলকাতা ৭০০ ০২০

বাংলা প্রকাশনার মাসিক
আলোচনাপত্র
বাংলা বই

বাঙালির গান ৭০০
দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত
প্রত্যেক গীতিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ
৫৬৬২টি গানের সংকলন গ্রন্থ
বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ২৫০ স্বপন বসু সম্পা • বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন ১৩০ অমলেন্দু দে • সম্পর্ক : সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন ১৫০ বিষ্ণু বসু ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত • হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট ৯০ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত • শ্রদ্ধালেখমালা : সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন ১৫০ • পবিত্র সরকার সম্পাদিত • পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ১৮০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংকলন গ্রন্থ

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ১০০ অরুণকুমার বসু সম্পাদিত • মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর ৪০ • আলোর ফুলকি (২য় সং) ১২০ • প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (২য় সং) ৩৬ • মুক্তির সংগ্রামে ভারত ৮০

গল্পসংগ্রহ (২য় সং) ১৫০ প্রেমচন্দ
গল্পসংগ্রহ ৬০ সোমেন চন্দ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ৫০
ঘুণান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র
১০ম খণ্ড প্রকাশিত
সব খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে

কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র
চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত
৫ খণ্ডে গ্রাহকমূল্য ৬০০০ টাকা

এই শহরের রাখাল ৬০ শঙ্খ ঘোষ • শতবার্ষিকীর আলোছায়ায় ৪০ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত • ভারত ছাড়ো আন্দোলন : বিপ্লবীদের মুখোমুখি ৪৫ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি ৭০ মানস রায়চৌধুরী

আলোর ফুলকি ১২০
ভাষার বনিয়াদ : কিছু প্রসঙ্গ ৪০ ও কথার কর্ম ও অপকর্ম ৪০ রমাপ্রসাদ দাস • বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা ৬০ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত • ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ ৪০ হীরেন্দ্রনাথ রায় • রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য ৮০ সজনীকান্ত দাস

শুদ্ধ বাংলা
শিখতে গেলে পাশে রাখুন
আকাদেমি বিদ্যার্থী
বাংলা অভিধান ১৬০
বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ ১০০
আকাদেমি বানান অভিধান
(৪র্থ সং) ১০০
পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫
বাংলা বানানবিধি (পরিমার্জিত) ৫
সাঁওতালি-বাংলা সমন্বয় অভিধান
১০০ ক্ষুদিরাম দাস
সাহিত্যের শব্দার্থকোশ ৪০
সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮ সুভাষ ভট্টাচার্য

বিবিধ

বাংলার চিত্রকলা ১৫০ *অশোক ভট্টাচার্য*
রত্নবিজ্ঞান ৬০ *তরুণকুমার সেন*
জ্যোতির্বিজ্ঞান ৭০ *রমাতোষ সরকার*
মুদ্রণচর্চা ২৫ *দীপঙ্কর সেন*
যখন ছাপাখানা এল ৭৫ শ্রীপান্থ
বাঙালির ইতিহাস ৬০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
বাঙালির সংস্কৃতি ৩০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙালির ভাষা ২০
সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন
বাংলার ছড়া ১০০
ভবতারণ দত্ত
বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য ৪০
সুকুমারী ভট্টাচার্য
প্রতিমালিল্পে হিন্দু দেবদেবী ১২০
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

যোগাযোগ : দূরভাষ ২২২৩-৯৯৭৮ ২৩৫৩-০৪০৭ ফ্যাক্স (০৩৩)২২২৩-০৯৪৬ ই-মেল bakademi@vsnl.com

GRANTHAGAR

Vol. 53 : No. 8 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy November, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : On Library Day

While referring to the background of the establishment of the Association on 20 December, 1925, under the Presidentship of poet Rabindra Nath Tagore, describes the significance in the observance of the Library Day. Urges library professionals to develop and improve their quality of library service in the backdrop of changing scenario of information society of the 21st century. Unless the public libraries and the libraries in the respective spheres, can be made an essential and invaluable ingradient of public life, it is apprehended, that libraries might be rendered redundant. P. 229.

RayChaudhury, Prabir. Cultural wealth of Iraq set ablaze and plundered.

While condemning the vandalism in the cultural centres such as the National Library, National Archive and National Museum of Iraq in the very presence of American and allied forces by miscreants, gives a detailed account of the nature and extent of the damage to cultural objects such as books, archaeological objects preserved in the National Library and other libraries of Iraq as well as the damage to the National Archive and National Museum of Iraq, by vandals. Urges upon all democratic and free-minded people of the world to be aware of the real motive of the imperialists, especially US and its cronies, and condemn it for the future of culture of the world. P. 230.

Kundu, Shyamsundar. Influence of Sanskrit literature on the contribution of Ranganathan's writings, with special reference to Manu.

In this part of the serialised article, the author makes reference to Manu's opinions on the importance of reading of books and the acquisition of knowledge and Ranganathan's indebtedness to Manu in the formulation of Five Laws of Library Science. P. 234.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of Bengal Library Association.

In this part of the article, the author refers to the introduction of training courses for Librarians and library workers in updating their professional knowledge for rendering efficient library services. Reference is made to such training courses under the behest of the Association in the districts of Maldah, Medinipur, Birbhum, 24 Parganas etc. P. 239.

Chattopadhyay, Santasri. The status of Uttarpara Jaykrishna Public Library : An insight into bungling.

Expresses great disappointment at the dangling about determining the proper status and position of such an invaluable institution. Suggests that setting aside further delay and negligence on the parts of Central and State Governments, this Library should be declared an instution of national importance and taking of appropriate measures for the proper upkeep, preservation and dissemination of information contained in the invaluable documents of the Library. P. 242.

List of donors to "Granthagar Fund" P. 244.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
13.09.03	2474	Sri B. Maity	Kolkata	501.00
16.09.03	2476	Sri Sujit Chatterjee	N. 24 Parganas	250.00
21.09.03	2480	Sri J. Islam	Burdwan	51.00
21.10.03	2487	Sri P. K. Sarkar	Kolkata	51.00

LIBRARY NEWS : P. 245-246.

1. **Chunchura Kishore Pragati Sangha Town Library**
   a. Anniversary Celebration held on 4.10.03.
   b. Bijoya Sammilani observed on 12.10.03.
2. **Belgharia Piyari Mohan Memorial Town Library**
   As part of centenary function, seminar on "Increasing reading habits", held on 18.10.03.
3. **Jadavpur University Central Library**
   Book exhibition to observe the birth anniversary of poet Sudhindranath Datta on 30 Oct, 2003.

Library Employees Association News : P. 245-246.

1. **WB Public Library Employees' Association**
   a. Purulia District Branch
      1. Election of employees' representatives
      2. Deputation to DLO on 29.8.03
2. **WB Public Library Employees' Cooperative Credit Society, Coochbehar**
   Annual General Meeting, held on 10.08.03.

ASSOCIATION NEWS : P. 246-254.

1. **67th Annual General Meeting, 2001-02.**
   Held on 21.09.03 at Association Bldg. 108 members were present.
   a. Proceedings.
   b. Office bearers and Council members elected : List of elected Office-bearers
      (1) President : Sri Prabir RoyChaudhury (2) Vice President : Sri Arun Roy, Sri Asitabha Das, Sri H. K. Datta, Sri B. K. Mukherjee. Sri Anusri Roy (3) General Secretary : Sri Anup Kr. Sarkar (4) Joint Secretary : Sri Pulak Kar (5) Asst. Secretary : Sri Bithi Bose (6) Treasurer : Sri R. K. Saha (7) Editor, Granthagar : Dr. Shyamal RoyChoudhury

NOTICE : P. 253.

2. **LIBRARY DAY, 2003.**
   To be observed on **20 December, 03, at Bangla Academy, at 3 PM.**
   Speakers : **Prof. Sibnarayan Roy, Prof. Jayantanuj Banerjee.**
   All are invited to attend.
3. **Library Science Training Sub-Committee**
   The Secretary of the Sub-committee **invites applications from** qualified professionals **for empanelment as Hony. Teachers** in the training Course run by the Association.
4. **District Branch News.** . P. 246, P. 254.
   a. **Burdwan District Branch**
      Annual General Meeting held on 14.09.03 at District Library Building.
   b. **Nadia District Branch**
      Blood Donation Camp held on 15.09.03.
   c. **South 24 Parganas District Branch**
      District Conference held on 8th Nov. 2003 at Stalin Einstein Memorial Library, Diamond Harbour.
   d. **Hooghly District Branch**
      Library day to be observed on 21st Dec. 2003 at 2 p.m. in 4 Sub-Divisions of the District. Topic of Discussion : "Ways of increasing reading habits".

Letters to the Editor : P. 255-256.

1. Letter from Sri Alok Roy, Librarian Suhrid Sangha Library, Dhupguri, Jalpaiguri, on training of library professionals.
2. Letter from Sri Shyamal Khasnabis on government representative in public libraries.

Acknowledgement : P. 246.

The following articles received for publication in the Granthagar : (1) Problem of Shortage of space and preservation of rejected book by Subal Kumar Barui (2) Best Seller by Nandita Bhattacharyya. The following book received for book review in the granthagar : (i) Library and information Science Dictionary (in Bengali) by Madhab Chandra Chatterjee and Nirmalendu Sakharu.

The editor informs that the publication of submitted articles and book reviews is delayed due to shortage of space.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত** সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই।** বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না।** এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 8 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst Editor : Nirmalya Roy : November, 2003

CONTENTS

	Page
On Library Day (***Editorial***)	229
Prabir RoyChoudhury Cultural Wealth of Iraq set ablaze and plundered	230
Shyamsundar Kundu Influence of Sanskrit literature on the contribution of Ranganathan's writings, special reference to Manu.	234
Nirmalendu Mukhopadhaya Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association	239
Santasri Chattopadhaya The status of Uttarpara Jaykrishna Public Library : An insight into bungling	242
Library News	245
Association News	247
Letters to the Editor	255
Govt. Order : (Re : Librarians/Asst. Librarians of non-Govt. Colleges)	257
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 8)	259

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265 (New Change Phone No.)
Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury *Associate Editor* : Nirmalya Ray

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় পৌষ, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা (সম্পাদকীয়) ২৬৭

রত্না নন্দী
প্রসঙ্গ : ডিজিটাল গ্রন্থাগার

চিঠিপত্র

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে
কথাপ্রসঙ্গে

শোক সংবাদ

কৌশিক চ্যাটার্জী ও জয়দীপ চন্দ্র
অক্সফ্যাম গ্রন্থাগার : অতীত ও বর্তমান

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 9)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত বিংশতিতম কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০০৪ থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে ছয়দিন — সোমবার থেকে শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৩। প্রয়োজনে কোর্স শুরু হবার ও শেষ হবার তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় পৌষ, ১৪১০

সম্পাদকীয়

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল দশম শ্রেণী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সাধারণ শিক্ষা এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ শিক্ষা। বিদ্যালয় স্তর থেকেই ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণহীন সমাজের নাগরিক গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন। তাই পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। দেখা গেছে বর্তমান পৃথিবীতে দ্রুত নৈতিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মধ্যে আর্থিক চিন্তা। বর্তমান ভোগবাদী সমাজে বই পড়া থেকে মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনের আনন্দে বই পড়া, কৌতূহল মেটানোর জন্য স্বাধীনভাবে বই পড়ে জ্ঞান, আনন্দ ও তৃপ্তি আহরণ করার ইচ্ছা শৈশব থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। অথচ পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার আদর্শ সময় হল শৈশব এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই ব্যাপারে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মূলতঃ পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক। শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক না হওয়ায় গ্রন্থাগারগুলো আজ উপেক্ষিত।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের দেশে যতগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে প্রত্যেকটি কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। ১৯৫২ সালে এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের মূল বক্তব্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের চাপ কমাতে হবে, সাধারণ বিষয়ের উপর পাঠাভ্যাস বাড়াতে হবে, গ্রন্থাগারে রেফারেন্স বই, উপযুক্ত মানের বই এবং সাধারণ আকর্ষণের বই-এর সংগ্রহ ও ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বিদ্যালয়ের প্রধান উপকরণরূপে চিহ্নিত করেছিল কমিশন। কমিশন উপযুক্ত, উচ্চশিক্ষিত, বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। এছাড়া কমিশন সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্প্রসারণ করা এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দ্বার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার কথাও বলেছে। মুদালিয়র কমিশনে গ্রন্থাগার বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৫২ সালে ঐ কমিশন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর যে বাস্তব অবস্থা উল্লেখ করেছিল আজ ৫০ বছর পরেও সেই অবস্থার গুণগত পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। এরপর ১৯৬৪ সালে ডি.এস. কোঠারির সভাপতিত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল সেখানেও পাঠাভ্যাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও কোন বিভাগ স্থাপন করতে হলে গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় কর্মী, বই ও পত্রপত্রিকা এবং স্থানের প্রাধান্য বিবেচনা করার কথা বলেছিল। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার কথাও বলা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত অশোক মিত্র কমিশনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর চরম দুর্দশা ও শ্রেণী-গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব না থাকা, গ্রন্থাগার গঠনের জন্য বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কুলান না হওয়া, গ্রন্থাগারিকের পদ অনুমোদন না পাওয়া বা অনুমোদন পেলেও গ্রন্থাগারিকের বেতন হার শিক্ষকদের বেতনহারের তুলনায় সামান্য হওয়া, গ্রন্থাগার অনুদান সামান্য পাওয়া বা না পাওয়া প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। ঐ কমিশনও গ্রন্থাগারের উন্নয়নে, গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নে নানান সুপারিশ করে।

এবার দেখা যাক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা কি রকম। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় দশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রায় তিন হাজার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রায় এক পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নেই। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের অন্যতম শর্ত হল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অবস্থান। এই তিনহাজার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের অবস্থান প্রধান শিক্ষকের ঘরে বা বিদ্যালয়ের অবহেলিত, উপেক্ষিত কোন স্থানে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রন্থাগার গৃহ বা পাঠকক্ষের থেকে শ্রেণীকক্ষের অবস্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এ অবস্থার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বর্তমানে প্রায় ৮০০-৯০০ বিদ্যালয়ে

অনুমোদিত গ্রন্থাগারিক পদ আছে। এর মধ্যে অনেকেই অবসর নিয়েছেন বা প্রয়াত হয়েছে বা অন্য কোন পেশায় গিয়েছেন। কিন্তু সেই সব শূন্য পদে কোন নিয়োগ হয়নি। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই-পত্রপত্রিকা ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, বই সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য কোন নিয়মিত সরকারী গ্রন্থাগার অনুদান নেই। বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই পত্রপত্রিকা ক্রয়ও খুব সামান্য হয়। প্রকাশকদের দেওয়া নমুনা কপি বা দান করা বই-ই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের উন্নতি ঘটাতে পারে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম শিক্ষকদের তুলনায় কম — এমনকি নতুন পে-কমিশনের সুপারিশের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বেতন কমে গেছে। এককথায় বর্তমানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকরা চরম অবহেলিত ও উপেক্ষিত।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর সমস্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমস্যা মূলতঃ চার রকমের — (১) প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যা (২) আর্থিক সমস্যা (৩) গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদাগত সমস্যা এবং (৪) শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার পরিষেবার বিষয়ে আগ্রহের অভাব। এই সব সমস্যা থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পরিষেবা দেওয়ার সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। পরিষদ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই সব সমস্যা সম্বন্ধে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ও সহানুভূতিশীল। এই সব সমস্যার সমাধানে ও গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথা সরকারী স্তরে রাজ্যের বিদ্যালয় মন্ত্রীর কাছে, পে-কমিশনের কাছে ডেপুটেশন, স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, সকলকে সচেতন করানোর জন্য গ্রন্থাগার পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করা হয়েছে, গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানে বিশেষ কিছু সুরাহা হয়নি, অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সম্প্রতি গত ৭ই ডিসেম্বর পরিষদের উদ্যোগে মৌলালী যুব কেন্দ্রে "শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" সংক্রান্ত এক সারাদিনব্যাপী আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। ঐ আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁদের সকলের বক্তব্যে শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থান ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পরিষেবার গুরুত্বের কথা এবং গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার প্রতি সহানুভূতির কথা ফুটে ওঠে।

শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন নানা ভাল ভাল সুপারিশ করলেও অভিভাবক, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ মানুষ এ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নন। সেই সচেতনতা আনতে না পারলে, ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারমুখী না হলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করায় শিক্ষকশিক্ষিকাদের, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সেদিনের আলোচনাচক্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন প্রস্তাব আসে যেমন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পরিষেবা চালু রাখা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনা, শিক্ষকদের গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করানোর জন্য বি.এড. শিক্ষণ পাঠ্যক্রমে একটা ব্যবস্থা রাখা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণ, বই-পত্রপত্রিকা ক্রয়, বই সংরক্ষণের জন্য কেবলমাত্র সরকারের উপর নির্ভর না করে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রভৃতির কাছ থেকে দান ও সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগারের জন্য সরকারী গ্রন্থাগার অনুদান চালু করা, গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমান করায় সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া প্রভৃতি। আলোচনাচক্র থেকে এই সব ব্যাপারে কয়েকটি সুপারিশও করা হয়।

আশাকরি আগামী দিনে পরিষদ, বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী, স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকদের মিলিত উদ্যোগে ও সদিচ্ছায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হবে, গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন হবে, বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

সদস্যদের প্রতি

সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বা দেরীতে পাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘর থেকে পাঠানো হয়। সমস্যা চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সদস্যদের ঠিকানার সঙ্গে পিন কোড থাকলে পত্রিকা সময়মত পাওয়া যায়। ২৪ পরগণা জেলার পিনকোড পরিবর্তন হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হয়েছে। অনেকের কর্মস্থল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকানার পরিবর্তন হয়েছে। পরিষদ অফিসে অফিসে আপনার ঠিকানা সঠিকভাবে লিখিভুক্ত আছে কিনা এবং চাঁদা বকেয়া আছে কিনা জেনে নিন ও নতুন ঠিকানা জানান। এছাড়া সময়মত ডাকঘরে খোঁজ নিন ও প্রয়োজনে ডাকঘরে অভিযোগ জানিয়ে আমাদের জানান। যেহেতু আর্থিক কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক পত্রিকা ছাপানো হয় না সেজন্য কোন সংখ্যার পরিবর্ত কপি পাঠানো অসুবিধাজনক।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

প্রসঙ্গ ঃ ডিজিটাল গ্রন্থাগার

রত্না নন্দী

শিলিগুড়ি বি. এড়. কলেজ, আংশিক সময়ের শিক্ষিকা, তথ্য ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা ঃ বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে — 'তথ্য'। একদিকে 'তথ্যবিস্ফোরণ' এবং তার ফলস্বরূপ প্রকাশিত তথ্যের অনিয়ন্ত্রণযোগ্যতা ও প্রথাগত পদ্ধতিতে তথ্যের অনুসন্ধান কঠিন হয়ে পড়া আর অন্যদিকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি — এর ফলে গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে পুরোনো পদ্ধতিতে তথ্য-ব্যবহারকারী সমাজকে পরিতৃপ্ত করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষতঃ কম্প্যুটার এবং নেটওয়ার্ক পদ্ধতি তথ্য জগতে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বর্তমানে 'তথ্য' ডিজিটাল আকারে পাওয়া যাচ্ছে। মুদ্রিত মাধ্যমের পাশাপাশি তথ্য এখন অনেক বেশী সংখ্যায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে। এই সকল কারণে গ্রন্থাগারগুলিও ধীরে ধীরে 'বৈদ্যুতিন গ্রন্থাগার'-এ পরিণত হতে শুরু করেছে। আধুনিক সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার জন্য আধুনিক তথ্যাধান, বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি, ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সহযোগে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম পরিচালনা করার আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে এসেছে — "ডিজিটাল গ্রন্থাগার"।

সংজ্ঞা ঃ ডিজিটাল গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দেওয়া তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হল।

Def 1 : "Digital library is global virtual library - 'the library' of thousands of networked electronic libraries." given by Ray R. Larson.[৪] (CSTR, Electronic Library Project Group, University of California, Berkeley)

Def 2 : Digital libraries are the – "Electronic libraries in which large number of geographically distributed users can access the contents of large and diverse repositories of electronic objects". given by Yerkey (DESIDOC)"

Def 3 : "The digital library will be a collection of distributed information sources; producers of information will make it available, and consumers will find it perhaps through the help of automated agents." given by Berkeley DL Project.[৯] University of California.

সুতরাং, বলা যায় যে — "ডিজিটাল গ্রন্থাগার হল এমন এক বৈদ্যুতিন গ্রন্থাগার যার মাধ্যমে ভৌগোলিকভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসবাসকারী মানুষ, কম্প্যুটার ও কম্যুনিকেশন প্রযুক্তির সাহায্যে, যে কোন মুহূর্তে, বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল তথ্য ভান্ডারে প্রবেশ করতে পারেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে নিতে ও ব্যবহার করতে পারেন।"

বৈশিষ্ট্য ঃ ডিজিটাল গ্রন্থাগারের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা হল ডিজিটাল প্রযুক্তি। এই ধরনের গ্রন্থাগারে মুদ্রিত পুস্তক থেকে শুরু করে শ্রবণগ্রাহ্য, দর্শনগ্রাহ্য, মাধ্যম, মাল্টিমিডিয়া (multimedia) ও অনলাইন (online) মাধ্যমের মত বিভিন্ন ধরনের তথ্যমাধ্যম থাকে। তবে একটি পুরোমাত্রায় ডিজিটাল গ্রন্থাগার হতে গেলে গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য ডিজিটাল আকারে হতে হবে, যা বাস্তবে খুবই কঠিন। তথ্যকে ডিজিটাল আকারে পরিণত করা, খুঁজে বের করা, যুক্ত করা, নিয়ন্ত্রণ করা, সংরক্ষণ করা, পরিবেশন করা, ব্যবহার করা, প্রকাশ করা ও কম ব্যক্তিকে এই তথ্য ব্যবহারে অংশীদার করা — সবই এই গ্রন্থাগারের কাজ।

ডিজিটাল গ্রন্থাগারের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য হল —

(ক) তথ্যের ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ,

(খ) তথ্য পাওয়ার জন্য নেটওয়ার্ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার ও

(গ) মূল উৎস থেকে ডাউনলোড (download) করে অথবা অনলাইন (online) বা অফলাইন (offline) ছাপিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।[১০]

অর্থাৎ ব্যবহারকারীকে তথ্য ব্যবহার ও সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারে যেতে হয়না। গ্রন্থাগারের অধিকাংশ কাজই ই-মেইল (e-mail) বা ইন্টারনেট (Internet)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরী ডাটাবেশ (database) গ্রন্থাগারের মানোন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এর প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাগুলি হল —

(ক) স্থানীয়ভাবেযুক্ত যথেষ্ট সংখ্যক পার্সোন্যাল কম্প্যুটার (PCs with LAN), যান্ত্রিকভাবে ব্যবহারযোগ্য (machine-readable) স্থানীয় ডাটাবেস, সি-ডি রম (CD-ROM) ইত্যাদি সহযোগে গঠিত একটি স্থানীয়

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা;

(খ) ই-মেইল্, ইন্টারনেট সুবিধা ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা;

(গ) তথ্য খোঁজা, যুক্ত করা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন সংগঠিত ব্যবস্থা (System); এবং

(ঘ) সুদক্ষ কর্মীবৃন্দ।

সংগ্রহ ঃ ডিজিটাল গ্রন্থাগারের মুখ্য তথ্যমাধ্যম হল 'বৈদ্যুতিন প্রকাশনা'। বৈদ্যুতিন, কম্পিউটার ও দূরযোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় বৈদ্যুতিন প্রকাশনা।

"যে প্রকাশনা পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি প্রদান থেকে শুরু করে সম্পাদনা, প্রকাশনা ও ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ কম্পিউটার ও কম্যুনিকেশন প্রযুক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে করা হয় তাকে বলে 'বৈদ্যুতিন প্রকাশনা।"[৭]

এই প্রকাশনা যেমন, ম্যাগনেটিক টেপ, ভিডিও ডিস্ক, অপটিক্যাল ডিস্ক (CD-ROM) ইত্যাদি বহনযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তেমনি, এমন মাধ্যম যেগুলি সেভাবে বহনযোগ্য নয়, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য (যথা - অনলাইন ও অফলাইন ডাটাবেস) তাতেও প্রকাশিত হয়।

আর এই সব মাধ্যমে প্রকাশিত হয় — বৈ-বই, বৈ-পত্রিকা, সংবাদপত্র, পণ্যদ্রব্যের সূচী (ক্যাটালগ), বিজ্ঞানভিত্তিক, ব্যবসাসংক্রান্ত ও সরকারী তথ্যাবলী, বিভিন্ন আকরগ্রন্থ যেমন — বিশ্বকোষ, অভিধান, নির্দেশিকা, সূচীকরণ ও সারকরণ সেবা, স্থানীয় তথ্যযোগে ডাটাবেস ইত্যাদি।

প্রকার ঃ Sharon ও Frank[৮] এর মতানুযায়ী ডিজিটাল গ্রন্থাগার তিন ধরনের হতে পারে।

(ক) স্বনির্ভর ডিজিটাল গ্রন্থাগার (**Stand-alone Digital Library** বা **SDL**)

(খ) সম্মিলিত ডিজিটাল গ্রন্থাগার (**Federated Digital Library** বা **FDL**)

(গ) সারসংক্ষেপকারী ডিজিটাল গ্রন্থাগার (**Harvested Digital Library** বা **HDL**)

(ক) **SDL** – SDL হল একটি প্রথাগত গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগের ফল। SDL-এর তথ্যসংগ্রহ ডিজিটাল আকারে হয়, কিন্তু SDL কেবল একটি গ্রন্থাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর তথ্যমাধ্যমও স্থানীয়ভাবে সংগঠিত ও সংরক্ষিত হয়।

(খ) **FDL** – FDL হল বিভিন্ন স্বাধীন SDL-এর নেটওয়ার্ক সংযুক্তি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বাধীন SDL কোনো একই প্রসঙ্গকে বা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। FDL গঠনে মূল কাজ হল নেটওয়ার্ক সংযুক্তি জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল গঠন করা।

(গ) **HDL** – HDL একটি ভার্চুয়াল (virtual) গ্রন্থাগার যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কব্যাপী সমস্ত সম্পর্কযুক্ত তথ্য ও প্রকাশনা সারসংক্ষেপ আকারে পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা যায়। HDL শুধুমাত্র মূল সংগ্রহের সঙ্গে হাইপারটেক্সট (Hypertext) সহযোগে যুক্ত নির্দেশসহ মেটাডাটা (metadata) সংগঠিত করে। তথ্যবিশেষজ্ঞদের নির্দেশানুযায়ী তথ্যসামগ্রীগুলি সারসংক্ষেপ করা হয়।

SDL ও FDL-এর ক্ষেত্রে তাদের স্থানীয় তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত ডিজিটাল তথ্য নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। HDL-এর তথ্যসামগ্রী নেটওয়ার্কে বিভিন্ন সার্ভারে রক্ষিত থাকে এবং সেগুলি সরাসরি কোন স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল যেমন — HTTP, FTP, GOPHER ইত্যাদি ব্যবহার করে পাওয়া যায়।[৯]

সুবিধা ঃ

(১) যে কোন প্রান্ত (বাড়ী, স্কুল, অফিস বা ভ্রমণের সময়) থেকে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের তথ্যভান্ডারে প্রবেশ করা যায়।

(২) সাধারণতঃ যে পরিমাণ তথ্য সংগঠিত করা যায় তার তুলনায় প্রচুর পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরনের তথ্যসম্বলিত ভান্ডারে এর মাধ্যমে প্রবেশ করা যায়।

(৩) অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য তথ্যসামগ্রী পাওয়া যায়।

(৪) প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা ও অপ্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যক্তিবিশেষের নিজে শেখার প্রবণতা বা ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানোর জন্য শিক্ষা সবেতেই ডিজিটাল গ্রন্থাগার সাহায্য করে।

(৫) তথ্য খুঁজে পেতে সময় লাগে কম। যে কোন সূত্র — শিরোনাম, লেখকের নাম, বিষয় বা বিষয় প্রসঙ্গ কম্পিউটারে দিলেই মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বিভিন্ন সূচী ও পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে খোঁজার কাজ শেষ করে ও প্রয়োজনীয় তথ্য পর্দায় হাজির করে।

(৬) কোন নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রকাশনা চিহ্নিত করার পর সেটি পাওয়া নিশ্চিত। এক্ষেত্রে হারিয়ে যায় বা অন্য কেউ আগেই নিয়ে যাওয়া বা ভুল জায়গায় রাখার জন্য খুঁজে

না পাওয়াজনিত সমস্যা নেই।

(৭) যেহেতু বৈদ্যুতিন প্রকাশনায় তথ্য পরিবর্তন করা অনেক সহজ (নতুন তথ্য যোগ দেওয়া বা পুরোনো বাদ দেওয়া) তাই অনেক বেশী সাম্প্রতিক তথ্য পাওয়া যায়।

(৮) প্রথাগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বই, পত্রপত্রিকা প্রকাশ হতে ও গ্রন্থাগারে আসতে যে সময় ব্যয় হয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সেই তুলনায় সময় লাগে অনেক কম।

(৯) অনেক বেশী সংখ্যায় ব্যবহারকারীকে সেবা প্রদান করা যায়। একই e-বই বা ডাটাবেস একসঙ্গে অনেকে ব্যবহার করতে পারে।

(১০) কারোর নিজস্ব কম্পিউটার না থাকলে তাঁকে অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুবিধা দেয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার।

(১১) প্রথাগত গ্রন্থাগারের মত রোজ বই স্বস্থানে রাখা, বই বাঁধানো বা বই হারিয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখা ইত্যাদি কাজ করার প্রয়োজন হয়না। বৈদ্যুতিন তথ্যভাণ্ডারের স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

(১২) স্থান সংকুলানজনিত সমস্যা অনেক কম।

(১৩) বহু ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার দূরবর্তী বৈদ্যুতিন প্রকাশনা নিজেরা সত্বাধিকারী না হলেও বৈধ অনুমতি (লাইসেন্স) নিয়ে ব্যবহার করতে পারে।[২,৫,৯]

অসুবিধা :

(১) ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হলে অন্ততঃ কম্পিউটার সাক্ষর হতেই হবে।

(২) তথ্য খোঁজার যে সময় সাশ্রয় হয় তার বেশীটাই চলে যায় কম্পিউটার পর্দায় আবির্ভূত তথ্যকে উঠিয়ে নামিয়ে পড়তে (browsing)।

যেহেতু পর্দায় পুরো পৃষ্ঠা ধরে না, কিংবা পুরো পৃষ্ঠা দেখতে গেলে অক্ষর ছোট করতে হয়, তাই পর্দায় তথ্য পড়া কষ্টকর।

(৩) ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপন করতে প্রাথমিক যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ।

(৪) ডাউনলোডিং (downloading) ও ছাপানো ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যবহারকারীর কাছে ছাপানোর ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

(৫) তথ্যনিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার ব্যবহারে বিশেষভাবে দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে হয়।

(৬) কপিরাইট আইন সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত হওয়া দরকার। নতুবা প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বা তথ্য পাওয়ার পরেও ব্যবহার করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হবে।

(৭) ডিজিটাল প্রযুক্তির ফলে তথ্য একদিন প্রকাশ পাচ্ছে, পরদিনই তা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে বা পুরো লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাইটেশন (citation) কিভাবে করা হবে ও কিভাবে তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে — এটাই সমস্যা। তথ্যের স্থায়িত্ব কমে যাওয়ায় কোন তথ্য সংগঠিত করা হবে, কি স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা হবে, এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া কঠিন।

(৮) কেবলমাত্র তথ্য পাওয়া যায়, তথ্যের উৎস হাতে পাওয়া যায়না।

(৯) বিভিন্ন ধরণের তথ্য বিভিন্ন প্রকাশক, বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে বলে ব্যবহার করতে অসুবিধে হয়।

(১০) তথ্যনিয়ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশেষ প্রযুক্তির প্রয়োজন, যা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ।

(১১) প্রথাগত গ্রন্থাগার পদ্ধতিতে অনেক সময় প্রয়োজন সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকলে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে ব্যবহারকারী ক্যাটালগ ব্যবহার না করেই বা কর্মীদের সাহায্য না নিয়েই সোজাসুজি তার প্রয়োজনীয় তথ্যসামগ্রীর কাছে চলে যেতে পারে, কিন্তু ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তথ্যের কাছে পৌঁছুতে হলে কিছু মাধ্যম অতিক্রম করতেই হবে।

(১২) সব তথ্য বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়না। বহু প্রকাশনা ব্যবহার করতে হলে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

(১৩) অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট সূত্রের উপর এত বেশী তথ্য পরিবেশিত হয় যাতে ব্যবহারকারী ক্লান্ত হয়ে যায়।

(১৪) অধিক গতিসম্পন্ন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি প্রয়োজন।

(১৫) পুরো ব্যবস্থাটাই যন্ত্রনির্ভর বলে, যে কোনো প্রান্তে যন্ত্রের ত্রুটি হলে পুরো ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব পড়ে।

(১৬) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা ও তথ্যকে রক্ষা করা একটা সমস্যা।

(১৭) যেহেতু বৈ-প্রকাশনা নকল করা বা ছেপে নেওয়া খুবই সহজ, তাই কপিরাইট সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করা কঠিন সমস্যা। যদি সদ্য প্রকাশিত, কপিরাইট করা কোন প্রকাশনা ডিজিটাল গ্রন্থাগার কিনে তা সবার কাছে বিনা ব্যয়ে উপলব্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে সেই প্রকাশনার আর

কোন কপি (copy) বিক্রী হবেনা — অর্থাৎ লেখক ও প্রকাশকের ক্ষতি।

(১৮) লেখক ও প্রকাশকের স্বার্থ চিন্তা করলে গ্রন্থাগারের প্রতিটি সেবাই ব্যয়সাপেক্ষ করতে হয় যা ব্যবহারকারীর স্বার্থবিরুদ্ধ।[১৮]

উপসংহার : ডিজিটাল গ্রন্থাগার হল এ যুগের চাহিদা যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় গ্রন্থাগার লোপ পেয়ে যাবে — এই ধারণা অমূলক। ডিজিটাল হোক বা প্রথাগত, গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য একই আছে, থাকবে — তা হল — গ্রন্থাগারের প্রতিটি ব্যবহারকারীকে সন্তুষ্ট করা, তাদের চাহিদা পূর্ণ করা। আধুনিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারের কাজের প্রকৃতি পাল্টাচ্ছে, চরিত্র পাল্টাচ্ছে, কিন্তু গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কমছেনা বরং বাড়ছে।

ভারতের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল গ্রন্থাগার সাধারণ মানুষের কাছে এখনও স্বপ্ন। এ দেশে অধিকাংশ মানুষ এখনও যেখানে নিরক্ষর, সেখানে কম্প্যুটার সাক্ষরতা দূর অস্ত, গ্রন্থাগারে কম্প্যুটার নেটওয়ার্কের প্রয়োগও এখনও প্রাথমিক অবস্থায়, তথ্যপ্রযুক্তি ও নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় স্থানীয় ও জাতীয় পরিকাঠামো এখনও আমাদের গড়ে ওঠেনি। স্থানীয়ভাবে নির্মিত বৈদ্যুতিন ডাটাবেসের অভাব, তথ্য ও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক কম্প্যুটার প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মীর অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যয়বহনে অক্ষমতা — এগুলি এদেশে ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপনের পথে মূল বাধা। আশার কথা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছে ও ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে (যেমন — IIS - Indian Institute of Science)।

সাধারণ মানুষের তথ্যচাহিদা আর গবেষক, বিজ্ঞানীদের তথ্যচাহিদা সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতের অধিকাংশ মানুষের তথ্যচাহিদা পূরণ করার মত ডাটাবেস তৈরী করা ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত।

ডিজিটাল গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় অনীহা ত্যাগ করতে হবে। নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ও বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।

কিছু ডিজিটাল গ্রন্থাগার ও তাদের ওয়েব সাইট ঠিকানা নীচে দেওয়া হল।

(১) লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস (Library of Congress) — www.loc.gov

(২) এ. সি. এম্ ডিজিটাল গ্রন্থাগার (ACM Digital Library) — www.acm.org/dl/

(৩) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার সংগ্রহ (Columbia University Digital Library Collections) — www.cc.columbia.edu/cu/libraries/digital

(৪) ইফলা ডিজিটাল গ্রন্থাগার (IFLA Digital Libraries : Resources and Projects) — www.ifla.org/II/diglib.htm

(৫) বার্কলে ডিজিটাল গ্রন্থাগার (Berkeley Digital Library Sunsite) — www.sunsite.berkelev.edu

(৬) নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী ডিজিটাল গ্রন্থাগার সংগ্রহ (Newyork Public Library Digital Library Collections) — www.digital.nypl.org

(৭) ইন্টারনেট গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকদের জন্য (Internet Library for Librarians) — www.itcompany.com/inforetriever/

References :

1. Banerjee, Swapana and Chakrabarty, Biplab.Digital Libraries : some issues & perspectives. ILA Bulletin, 34(3-4), Oct. 1998-March 1999, P 62.
2. Chudamani, K. S. and Sandhya B.C., Digital Libraries and users : An analysis of interactions. Digital libraries : dynamic storehouse of digitized information. 15th annual convention and conference. SIS, Bangalore, 18-20, January. 1996, Pp. 253-258.
3. Communications of the ACM, 38(4), 1995, Pp. 59-60.
4. Devraj and Singh, Pravin Kumar. Digital libraries on the Internet. Indian Journal of Information, Library & Society, 15(3-4), 2002. Pp. 113-121.
5. Khode, Subhash and Dhar, Upinder. Library Services and functions in changing environment : an overview. Indian Journal of Information, Library & Society, 15(1-2), 2003, Pp. 27-30.
6. Larson, Ray R. Design and development of a network-based electronic library, 1994.
7. Moorthy, A. Lakshmana and Karisiddappa, C. R. Electronic publishing : impact and

implications on Library and Information Centres. Digital libraries : dynamic storehouse of digitized information. 15th annual convention and conference. SIS, Bangalore. 18-20. January. 1996. Pp. 15-18, Pp. 30-31.

8. Rajashekar, T. B. Digital libraries : Attributes and architectures. Digital libraries : dynamic storehouse of digitized information. 15th annual convention and conference. SIS, Bangalore. 18-20. January. 1996. Pp. 192-205.

9. Ravichandra Rao, I K and Suma, P. Digital libraries : challenges and issues. Digital libraries : dynamic storehouse of digitized information. 15th annual convention and conference. SIS, Bangalore. 18-20. January. 1996. Pp. 185-191.

10. Riggs, Donald E. Digital Libraries Assumptions and characteristics (editonal). Library Hi Tech. 13(14), 1995. P 60.

11. Yerkey, A. Neil. A course in digital libraries DESIDOC Bulletin of Information Technology. 16(1), 1996.

॥৬॥

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

(১)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,
"গ্রন্থাগার" পত্রিকা
মহাশয়,

গ্রন্থাগার পত্রিকায় ৫৩ বর্ষ ৬ সংখ্যায় (আশ্বিন ১৪১০) আমাদের সংকলন "পুরুলিয়া জেলার পত্র পত্রিকা পঞ্জী" গ্রন্থটি বিস্তারিতভাবে সমালোচিত হয়েছে দেখে আনন্দিত। আমাদের এই প্রথম ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি .... পত্রিকায় সমালোচনা বিভাগে স্থান পাওয়ায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও নমস্কারজ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধেয় নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যিনি আমাদের গ্রন্থখানি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো উল্লেখ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন এবং গ্রন্থটির ভালো দিকগুলোও তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। যদি কোনদিন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহলে ওনার মূল্যবান উপদেশ স্মরণে রেখে ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করব।

নমস্কারান্তে
সম্পাদকদ্বয়
শ্রী মৃণালকান্তি মন্ডল
শ্রী বিপ্লব কবিরাজ

(২)

সম্পাদক, "গ্রন্থাগার" পত্রিকা
প্রিয় মহাশয়,

কার্ত্তিক ১৪১০ সংখ্যায় "গ্রন্থাগার"-এ "**মেলভিল ডিউই এবং ইংরেজী বানান সংস্কার**" শীর্ষক আমার লেখাটি প্রকাশ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। DC থেকে উদ্ধৃত (পরিশিষ্ট) অংশে দুটি সামান্য মুদ্রণ প্রমাদ নজরে এসেছে। নীচ থেকে পংক্তি ১২ — **অশুদ্ধ hod, শুদ্ধ hed।** তৃতীয় অনুচ্ছেদ — প্রথম পংক্তি **অশুদ্ধ numoic, শুদ্ধ nemonic।** হয়তো আমার পাঠানো কপিতেই এই অশুদ্ধ বানান ছিল। "**Euro-English**" **শীর্ষক লেখাটি The Statesman (Delhi)-র ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তে প্রকাশিত হয়েছিল।** অনবধানবশতঃ আমি তারিখটি দিই নি। যদি মনে করেন যে এ সব পাঠকের নজরে আনা উচিত তবে কোন একটি সংখ্যায় এ কথা উল্লেখ করতে পারেন।

ইতি
ভবদীয়
অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

কথা-প্রসঙ্গে

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দেশের অনেক গুণীজন জড়িত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই আজ আর জীবিত নেই। এখনই দুজন ব্যক্তির জন্মশতবার্ষিকী পড়েছে এ বৎসর ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে। এঁরা হলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও যোগেশ চন্দ্র বাগল। নীহাররঞ্জন ছিলেন এই পরিষদের একদা কর্মসচিব ও সহ-সভাপতি আর যোগেশচন্দ্র ছিলেন পরিষদের আজীবন সম্মানিত সদস্য। জ্ঞানের চর্চায় এ দু'জনেরই অবদান কম নয়। নীহাররঞ্জন ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, বাগীশ্বরী অধ্যাপক, সিমলাস্থিত ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডির সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (ডিরেক্টর)। 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন শিল্পকলার ইতিহাস নিয়েও কিছু কাজ করেছিলেন। এক কথায় তাঁর মতো বহু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী তাঁর সমসাময়িক কালে খুব কমই দেখা যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আশা করি, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে পালন করবেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঐতিহাসিক ও পন্ডিত হিসেবে খ্যাতনামা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নিয়ে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত', 'কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র', 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি', 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা', 'বাংলার উচ্চশিক্ষা', 'বাংলার জনশিক্ষা', 'বাংলার নবজাগরণের কথা', 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী', 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত', ইত্যাদি বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ সহ বহু প্রবন্ধেরও রচয়িতা যোগেশচন্দ্র। শেষ বয়েসে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেও একদিনের জন্যও জ্ঞানের চর্চা বা লেখা ছাড়েন নি। তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন এবং অপরে সেটা লিখে নিত। এভাবেই মৃত্যু পর্যন্ত চলে তাঁর সাহিত্য সাধনা।

গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার, পল্লীর গ্রন্থাগার প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সহায়ক বিষয় মুদ্রণ শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কেও লিখেছেন।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগেশচন্দ্রকে ঐ পরিষদের আজীবন সম্মানিত সদস্যরূপে বরণ করা হয়। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে যোগেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' নির্বাচিত হন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারী এই জ্ঞান তপস্বী নবব্যারাকপুরে নিজ ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমন একজন ব্যক্তির জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে পালন করা।

এই প্রসঙ্গে তিনকড়ি দত্তের জন্ম শতবার্ষিকীর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিষদের গোড়ার যুগের এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। নিয়মানুযায়ী ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছিল তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের কথা। কিন্তু এটা করা হয়নি। গোড়ার যুগের আর একজন ডঃ অমলাধন মুখোপাধ্যায় বয়সে তিনকড়ি দত্তেরও বড় ছিলেন। তাঁরও জন্মশতবার্ষিকী চলে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু জন্ম শতবর্ষে আমরা তাঁদের স্মরণ করিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

অবশেষে চলে গেলেন অধ্যাপক মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, গত ২০ জুলাই ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর সম্পর্কে আগে একবার এই কলামে লেখা হয়েছিল ('গ্রন্থাগার' আষাঢ়, ১৩১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী ও গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধবদের প্রার্থনা বিফল করে তিনি চির বিদায় নিলেন। অবসর গ্রহণের পর থেকেই তিনি নানারকম আধি-ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ইদানিং তিনি হয়ে পড়েছিলেন জীবন্মৃত। তাঁর স্মৃতিভ্রংশও হয়েছিল। অনেক সময় ঘনিষ্ঠ জনকেও চিনতে পারতেন না। এক সময়ে সদাপ্রাণচঞ্চল মঙ্গলপ্রসাদের বর্তমান অসহায় ও করুণ অবস্থা দেখে অনেকেরই চোখে জল এসেছে। অবশেষে মৃত্যু এসে মুক্তি দিয়েছে তাঁকে। তবে মৃত্যুতেই কি নিঃশেষ হয়ে যায় সব? তিনি রেখে যাননি কি কোন দাগ কারো মনেই? দাগ তিনি রেখে গেছেন অবশ্যই, কেননা, দেখতে পাচ্ছি, প্রিয় শিক্ষক প্রয়াত অধ্যাপক মঙ্গল প্রসাদ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর ছাত্রী বেবী দাস 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন, 'অম্লান দাগ' (আশ্বিন ১৪১০)। সহকর্মী ও বন্ধু বিভূতিপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রোজনামচা : মঙ্গলকথা' (পূর্বোক্ত সংখ্যা দ্রঃ)।

বিগত ২৩ আগস্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যুক্ত উদ্যোগে অধ্যাপক মঙ্গলপ্রসাদ সিংহের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে পূর্বোক্ত আশ্বিন ১৩১০ সংখ্যায়।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে পরিষদের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে এই সঙ্গে ২০০২-২০০৪ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে স্বভাবতই কিছু কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এবারেও তা হয়েছে। শীঘ্রই নতুন কাউন্সিলের অধিবেশন থেকে কার্য নির্বাহক কমিটি গঠিত হবে। তারপর পরিষদ নতুন বছরে নতুন কার্যক্রম নিয়ে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিষদের সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয় এবং এর দোষ ত্রুটিগুলি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। সাংগঠনিক দিক দিয়ে পরিষদের কিছু কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে দেখা যায়। লক্ষ করার বিষয়, পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা গত কয়েক বৎসর ধরেই বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পরিষদে নতুন রক্ত সঞ্চার করার জন্য নবীনদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গড়ে তোলার সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও পরিষদের পক্ষে এখনও পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়নি। সেই প্রবীণ এবং কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোকদেরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মভার গ্রহণ করতে হচ্ছে। পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে এক ধরনের গতানুগতিকতাও লক্ষ্য করা যায়। আশা করি, আগামী বৎসরগুলিতে পরিষদের কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পরিষদ এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতোই এ রাজ্যে একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই পরিষদের নাম ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস (সংক্ষেপে ইয়াসলিক)। এই পরিষদ সাধারণ গ্রন্থাগারের নয় — বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র সমূহের পরিষদ। সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বভারতীয় পরিষদ ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনেরও জন্ম কলকাতায় ১৯৩৩ সালে। ১৯৬৪ সালে এটির কার্যালয় চলে গেছে দিল্লীতে।

ইয়াসলিকের সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসর পড়েছে ২০০৪ সালে। দেশে ইয়াসলিক এখন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গোড়াতে এই পরিষদ গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন অনেক গ্রন্থাগারব্যক্তিত্ব কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁরা এর ঐতিহাসিক আবির্ভাব এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন। প্রতিষ্ঠা কালেই বি.এস. কেশবন এর গঠনে সহায়তা করেন যদিও বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস আর রঙ্গনাথন প্রথমে এটি গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল এই পরিষদ গঠিত হলে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দুর্বল হয়ে পড়বে। ডঃ রঙ্গনাথন ছিলেন ঐ পরিষদের সভাপতি। রঙ্গনাথন অবশ্য ইয়াসলিকের সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন (পুনা) ১৯৬৩ সালে।

ইংলন্ডে এবং আমেরিকায় অবশ্য 'ইয়াসলিক' গঠনের বহু পূর্বেই তাঁদের স্পেশাল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল। গোড়ার যুগে যে তিনজন গ্রন্থাগারিক ইয়াসলিক গঠনে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন তাঁরা হলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক গোবিন্দভূষণ ঘোষ, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগারিক জীবানন্দ সাহা। এর সভাপতি হন বিভিন্ন সময়ে ডঃ এইচ. এন. হোড়া, ডঃ শীল, ডঃ ডি. এম. সেন, থেকে আরম্ভ করে দেশের অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। 'ইয়াসলিকে'র গঠনতন্ত্র অনুসারে দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরাই শুধু এর সভাপতি হয়ে থাকেন।

প্রথম কয়েক বছর কলকাতায় এর সম্মেলন হয়েছিল। তারপর কলকাতার বাইরে এবং বিভিন্ন রাজ্যে প্রতি বছর সাফল্যজনকভাবে এর সম্মেলন হতে থাকে। ধানবাদের নিকটবর্তী জিওলগড়া, চণ্ডীগড়, পুণা, লক্ষ্ণৌ, রুড়কি, কানপুর, ধারওয়াড় মাদ্রাজ, বিশাখাপটনম, তিরুবন্তপুরম, মুম্বাই, ত্রিচুড়, নাগপুর, বেনারস, রাঁচির নিকট মেসরা, জয়পুর ও পাতিয়ালায় এই সম্মেলন বা সেমিনার হয়েছে। এ বৎসর দেরাদুনে সম্মেলন হচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসে। সুবর্ণজয়ন্তীর বৎসরের সম্মেলনটি হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটি সম্ভবত উদ্বোধন করবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তোড়জোড় হচ্ছে এখন থেকেই। একটি শক্তিশালী কমিটি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করছেন। তাঁরা এজন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন। একটি স্মারক গ্রন্থও এজন্য বার করা হবে।

১৯৮০ সালে এই পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেছিলেন সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থের সম্পাদনা করবেন 'ইয়াসলিক বুলেটিন' এর বর্তমান সম্পাদক অর্জুন দাশগুপ্ত ও পূর্বোক্ত সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বরাবরই চেষ্টা করেছে ইয়াসলিকের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে। প্রকৃতপক্ষে একসময়ে গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অজিতকুমার ও জীবানন্দ সাহা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতিত্বও করেছেন। পরবর্তীকালে ইয়াসলিকের কর্মসচিব ফণিভূষণ রায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইয়াসলিকে যাবার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা ছিলেন। কর্মসূত্রে এই রাজ্যে অবস্থান করায় এস এম কুলকর্নী এবং এস কে কাপুর ইয়াসলিকের কর্মসচিব তো হয়েছিলেনই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গেও সর্বদা সহযোগিতা বজায় রেখেছিলেন।

ষাটের দশকে কাঁকুড়গাছিতে ইয়াসলিকের ভবন নির্মানের ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারিকদের ইয়াসলিককে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান হয়।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসলিকের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলকাতায় একযোগে গ্রন্থাগার সম্মেলন করেছিল 'যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে'। তাছাড়া গ্রন্থাগারিক দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানও এদের একযোগে কাজ করতে দেখা যায়।

ইয়াসলিকের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ রাজ্যের গ্রন্থাগার-বৃত্তির লোকেরা যে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। ইয়াসলিকের কার্যালয় কলকাতায় হওয়ায় এ রাজ্যের গ্রন্থাগারবৃত্তির লোকেদের দায়িত্ব রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি। অর্থ দিয়ে, স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে, অর্থসংগ্রহ করে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে ইত্যাদি নানাভাবে তাঁরা এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। আশাকরি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বৃত্তির লোকেরা ইয়াসলিকের সুবর্ণ জয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন।

॥৬॥

সংশোধনী

ভুল রিপোর্টিং

'গ্রন্থাগার' আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যার ১৭৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক মঙ্গলপ্রসাদ সিংহের স্মরণ সভার বিবরণ দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যে বলা হয়েছে ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তাঁর সহপাঠী ছিলাম। আমি তাঁর সহপাঠী ছিলাম ঠিকই তবে সেটা ১৯৫২ সালে নয় ১৯৬০ সালে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সালে মঙ্গলপ্রসাদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র ছিলেন। সে সময়ে আমি তাঁর সহপাঠী ছিলাম না। তবে ঐ কোর্সের ছাত্র হই অনেক পরে।

— নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

শোক সংবাদ

পঙ্কজকান্তি কর প্রয়াত

বাহিন বন্দে মাতরম পল্লী পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, উত্তর দিনাজপুর জেলার পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ শ্রী পঙ্কজকান্তি কর গত ১৭ই নভেম্বর ২০০৩ প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন সদালাপী, একজন নিষ্ঠাবান কর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি লড়াকু, সংগ্রামী মানসিকতা নিয়েই চলতেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। প্রয়াত করের মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গভীর শোকাহত।

পরিষদ ও উত্তর দিনাজপুর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছে। পরিষদ তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসহ অন্যান্য পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

অক্ষয় গ্রন্থাগার ঃ অতীত ও বর্তমান

কৌশিক চ্যাটার্জী ও জয়দীপ চন্দ্র
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

০. ভূমিকা ঃ

সুপ্রাচীন কাল থেকে নদীয়ার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে শান্তিপুর বিশেষভাবে পরিগণিত হয়। ১২৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই সুপ্রাচীন শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১¼ লক্ষ। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শহরের সাক্ষরতার হার প্রায় ৬৬ শতাংশ। পুরাণ পরিষদ, সাহিত্য পরিষদ সহ এখানে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭, যার মধ্যে ৩টি সরকারী অনুদানপুষ্ট[১]। এদের মধ্যে শান্তিপুরের বড় গোস্বামী পাড়ায় অবস্থিত অক্ষয় গ্রন্থাগার (১৯৪৭ সালে স্থাপিত) একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম। পশ্চিমবঙ্গ জনগ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯) অনুসারে এই গ্রন্থাগার সরকারী অনুমোদন লাভ করে ১৯৯০ সালে।

১. অতীতচারণা ঃ

উনবিংশ শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলন পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, কোলকাতা এবং হুগলীর পাশাপাশি নদীয়ার কৃষ্ণনগর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেও, শান্তিপুর বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারের সাথে সাথে শান্তিপুরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়। এই পর্যায়ে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ (১৯০৯), শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী (১৯৯২) এবং শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার (১৯১৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সব গ্রন্থাগারগুলির কর্মপরিধি প্রধানতঃ শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও শিক্ষা এবং সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র রূপে এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পরবর্তকালে বড়গোস্বামী পাড়ায় সর্বশ্রী কামাখ্যা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, চপলকৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সচ্চিদানন্দ গোস্বামী, অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিত্যানন্দ গোস্বামী, পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মানুষের অদম্য উৎসাহে স্বর্গীয় কমলাকান্ত গোস্বামীর বাড়ীতে ১৯৪৭ সালের ২রা অক্টোবর গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এলাকার বয়ঃজ্যেষ্ঠদের পরামর্শক্রমে গ্রন্থাগারটির নাম স্থানীয় বাসিন্দা 'অক্ষয় কুমার গোস্বামীর (যিনি ইতিপূর্বে 'অক্ষয় লাইব্রেরী' নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন, যা পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল) নামানুসারে দেওয়া হয় অক্ষয় গ্রন্থাগার[২]। গ্রন্থাগারের সূচনা লগ্নে মূল্যবান পুঁথি, গ্রন্থ এবং আসবাবপত্র দান করেছিলেন শ্রী চপলকৃষ্ণ গোস্বামী। শান্তিপুরের সুসাহিত্যিক শ্রী রামপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা অনেক গল্প ও উপন্যাস পাঠাগারটিতে দান করেন।

পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনের কথা ভাবা হয় এবং স্বর্গীয় কানাইলাল গোস্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রমে জমি পাওয়া যায়। ঐ জমিতে তৎকালীন রাজ্য সরকারের উপমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন[৩]। ১৯৫৫ সালে নবনির্মিত গৃহে গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয়। ঐ বছর থেকেই গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং 'লেখা ও রেখা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান কবি-সাহিত্যিকদের মিলন মেলায় পরিণত হত। তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (তৎকালীন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য[৪]।

১৯৬২ সালে গ্রন্থাগারের দ্বিতলে আরো একটি কক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা হয় এবং 'নন্দরাণী স্মৃতি পাঠকক্ষ' হিসাবে স্থাপিত হয়[৫]।

২. বর্তমান চিত্র ঃ

গোস্বামী পাড়ায় ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর বিরাজমান দ্বিতল এই পাঠাগারটি। গ্রন্থাগারের প্রতি তলে ২৫×১১ বর্গফুট মাপের ২টি কক্ষ আছে। প্রাথমিক ভাবে দ্বিতলের কক্ষটি পঠন কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও নজরদারির অসুবিধার জন্য কেবল নীচের কক্ষটিই ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.১ গ্রন্থ সংগ্রহ ঃ

পাঠাগারটির বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা ৫০০০ এরও বেশী। পুস্তক তালিকা বিশ্লেষণ করলে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে গ্রন্থ সংগ্রহকে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি গল্প ও উপন্যাস এবং দ্বিতীয়টি অন্যান্য। ক্যাটালগ কার্ড তৈরীর কাজ বর্তমানে নেই তবে শুরু হবার মুখে। এই অভাব পূরণ করা হয় 'Book form'-এর মাধ্যমে। উল্লেখিত ২টি বিষয় দুটি ভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'গল্প ও উপন্যাস' নামক খাতায় বিভিন্ন লেখকের নাম লিপিবদ্ধ আছে এবং সঙ্গে আছে তাঁর লেখা বই কত পাতা থেকে কত পাতায় আছে। ৪০ জন খ্যাতনামা লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থ আছে। এর মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ সমরেশ বসুর লেখা।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা ও তাঁর উপর লেখা (by and on Rabindranath) ২৩টি পুস্তক আছে। এই খাতায় কিছু বিষয়ভিত্তিক, যেমন — ছোটদের বই (প্রায় ৫০টি), রঙ্গ ও ব্যঙ্গ, ইতিহাস, ভূতের বই ইত্যাদির নির্ঘণ্ট (Index) বর্তমান।

গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থতালিকা পাওয়া যাবে অন্য একটি খাতায়। এই খাতায় বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম দেওয়া আছে। বিষয়গুলিকে সাজানো হয়েছে সাধারণ, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ললিতকলা, জীবনী ও স্মৃতিমূলক, ইতিহাস ও ভ্রমণ, কবিতা এবং অনুবাদিত গ্রন্থসমূহ — এই আখ্যাগুলি অনুসারে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী বই আছে জীবনী ও স্মৃতিমূলক এবং ধর্ম বিচারক।

২০০৩ সালের নদীয়া জেলা বইমেলা থেকে তিন হাজার টাকা দিয়ে প্রায় ৭৬টি গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে।

২.২ আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহ ঃ

সীমিত আর্থিক সংকুলানের মধ্যেও গ্রন্থাগারের আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহের পরিমাণ ঈর্ষণীয়। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ হল ঃ

ক) কল্যাণী নাগ। শান্তিপুর প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)
খ) তাপস কুমার দত্ত। শান্তিপুরের লোক সংস্কৃতি পরিচয়।
গ) তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকে রাণাঘাট।
ঘ) মলয় শংকর ভট্টাচার্য্য। নদীয়ার ইতিহাসের ছিন্নপত্র।
ঙ) মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল। নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত।
চ) মোহিত রায়। নদীয়ার পুতুল নাচ।
ছ) '—'। নদীয়ার সমাজচিত্র।
হ) '—'। নদীয়ার সেকালের বিদ্যাসমাজের কথা ও কাহিনী।

এছাড়াও গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পুস্তিকা এবং স্মারক গ্রন্থ আছে যা থেকে নদীয়া তথা শান্তিপুর সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি হল 'শান্তিপুর বিগ্রহ বাড়ী সমন্বয় সমিতি'র স্মারক গ্রন্থ (১৪০৯)। এতে আলোচিত প্রবন্ধগুলি থেকে রাস উৎসব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। শান্তিপুর পৌরসভার সার্ধশতবর্ষ পূর্তির স্মারক সংখ্যাতেও স্থানীয় ইতিহাসের অনেক প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছে, এর মধ্যে কিশোরী শাস্ত্রীর শান্তিপুরের ভাষা, ইন্দুজ্যোতি কুন্ডুর শান্তিপুরের প্রাচীন বসতবাটিগুলির চালচিত্র, অশোক কুমার দত্তের শান্তিপুরের শিল্পচর্চা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২.৩ সংবাদপত্র ও অন্যান্য পুস্তিকা সংগ্রহ ঃ

গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সংবাদ প্রতিদিন', 'খবরের কাগজ' প্রভৃতি দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়াও দেশ, কর্মসংস্থান,সাফল্য ইত্যাদি নেওয়া হয়। এছাড়াও স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে জনমুক্তিকামী (মাসিক), জীবন কথা (মাসিক), বিদ্যুৎ (পাক্ষিক), প্রতিবাদী চেতনা (পাক্ষিক), সমাজের প্রতিচ্ছবি (পাক্ষিক) এবং শ্রীমতী শান্তিপুর (বার্ষিক) উল্লেখযোগ্য।

২.৪ দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ ঃ

গ্রন্থাগারের সূচনালগ্নে ও পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী উৎসাহী মানুষেরা অনেক প্রাচীন পুঁথি গ্রন্থাগারে দান করেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুঁথির সংখ্যা ৬০টি। এদের মধ্যে একটি তালপাতার পুঁথি, পুঁথিগুলির অধিকাংশ 'ক্রিয়াকর্ম' বিষয়ক।

এছাড়াও গ্রন্থাগারে আছে লাকাকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত 'শব্দকল্পদ্রুম' (৮ খণ্ড)। শান্তিপুরে আয়োজিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের (১৯৫৩) সময় জাতীয় গ্রন্থাগারের তদানীন্তন অধিকর্তা বি. এস. কেশবন এই সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু স্থানীয় মানুষের তীব্র বিরোধিতায় তা সম্ভবপর হয়নি।[১] গ্রন্থাগারের আর একটি মূল্যবান সংগ্রহ হল লেলিনের সম্পূর্ণ রচনাবলী (৪৪ খণ্ড), যা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে দুষ্প্রাপ্য।

গ্রন্থাগারের পত্রিকা সংগ্রহও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারে ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে আজ পর্যন্ত পত্রিকার সম্পূর্ণ সংগ্রহ বর্তমান।

২.৫ পাঠক সংখ্যা ঃ

গ্রন্থাগারের মোট পাঠকসংখ্যা ১১২ জন। প্রতিদিন ৩৫-৪০ জন পাঠক এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। এর মধ্যে অনেকেই আসেন সংবাদপত্র ও অন্যান্য ধারাবাহিক প্রকাশন পাঠ করতে। প্রতাহ ১২-১৫টি বই, পাঠকেরা বাড়ীতে পড়ার জন্য নিয়ে যান। গ্রন্থাগারের সদস্যপদ, অন্যান্য জন গ্রন্থাগারের মতই সহজলভ্য। এই সদস্যপদ লাভের জন্য একজন নতুন সদস্যকে উন্নয়ন খাতে ২ টাকা, জনানত বাবদ ৩০ টাকা এবং প্রতিমাসে ২ টাকা করে দিতে হয়। যেহেতু 'তথ্য সকলের জন্য' তাই গবেষক বা যেকোন তথ্য অনুসন্ধানী, বিনা সদস্যপদেও গ্রন্থাগারে সীমায়িত সময়ের জন্য আসতে পারেন।

২.৬ নিজস্ব প্রকাশনা ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৫৫ সাল থেকে 'লেখা ও রেখা' নামে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তী কালে মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বছরে চারটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত — স্বাধীনতা দিবস, শারদীয়া সংখ্যা, প্রজাতন্ত্র দিবস ও রবীন্দ্র সংখ্যা। এর প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন নিহির খাঁ। ১৯৫৬ সাল থেকে মুদ্রিত সংখ্যা বের হবার সময় সম্পাদক ছিলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা

চলাকালীন আইনি জটিলতায় এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৭]

২.৭ অনুদান ঃ

অন্যান্য গ্রন্থাগারের মতোই অক্ষয় গ্রন্থাগার ১২,৫০০ টাকা বার্ষিক অনুদান পায়। এর মধ্যে পুস্তক সংগ্রহ খাতে ৮,০০০টাকা, আসবাবপত্র খাতে ১৫০০ টাকা, সংরক্ষণ খাতে ১০০০ টাকা এবং নৈমিত্তিক খরচ (Contingency) খাতে ২০০০ টাকা পায়।

২.৮ অন্যান্য পরিষেবা ঃ

গ্রন্থাগারে নতুন কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে (New arrivals) তা 'নোটিশ বোর্ড'এ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষায় জনগ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা মাথায় রেখে অক্ষয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বিশেষতঃ স্নাতকস্তরের বাংলা বই সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

বিগত ১৫ই মার্চ, ১৯৯৭ থেকে সরকারী আদেশনামা, 'আদেশ নং ৩২৩(১০৮)/ডি.এল.ও.এন.; তাং ২০-১২-৯৬' এবং '৩৯২/ডি.এল.ও.এন.; তাং ২০-২-৯৭' অনুসারে, শান্তিপুর পৌরসভার সহযোগিতায় সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্প চালু হয়েছে।[৮]

এই বছর, অর্থাৎ ২০০৩ সাল থেকে ২০শে ডিসেম্বরে, গ্রন্থাগার দিবস, সমারোহের মাধ্যমে উদযাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে শান্তিপুরের বিখ্যাত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এলাকার সাহিত্যসেবী বিদগ্ধজনকে। এছাড়াও গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বছরের বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

৩. উপসংহার ঃ

প্রয়োজনানুযায়ী তথ্য সরবরাহ আজ গ্রন্থাগারের কর্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের চাহিদা মত তথ্য সরবরাহ না করতে পারলে, গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়। শুধুমাত্র স্নাতক স্তরের বাংলার ছাত্র-ছাত্রী নয়, অন্যান্য বিষয়েরও গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠককুলের সামনে তুলে ধরতে হবে। যদিও অর্থনৈতিক সমস্যা অনেক কিছুরই অন্তরায়, তবুও প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলির যথাযথ সংরক্ষণ আবশ্যিক। উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা এই গ্রন্থাগারকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে পারে। কালের সরণী বেয়ে এই গ্রন্থাগার ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। অতীতের অঙ্কুর বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর বিস্তৃত ছায়ায় পিপাসা মিটছে অনেক জ্ঞান পিপাসার্তের, তার মধ্যে যেমন আছেন গবেষক-ছাত্র তেমনি আছেন গৃহবধূও। অনেক আশায় বুক বেঁধে যারা গ্রন্থাগারটির স্থাপন করেছিলেন তাঁদের স্বপ্নও আশা আজ সার্থক।

কৃতজ্ঞতা ঃ

শ্রী অরুণ সরকার (গ্রন্থাগারিক, অক্ষয় গ্রন্থাগার), শ্রী মোহিত রায় (নদীয়া গবেষক) এবং মিহির খাঁ (প্রশাসক, অক্ষয় গ্রন্থাগার)।

তথ্যসূত্র ঃ

১। কামাখ্যা প্রসাদ ভট্টাচার্য। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অক্ষয় গ্রন্থাগার। — (অক্ষয় গ্রন্থাগার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ; পৃ: ৩-৭), ১৯৯৭।

২। তরুণ কুমার গোস্বামী, সাক্ষরতা আন্দোলন, গণচেতনা ও জনগ্রন্থাগার। — (অক্ষয় গ্রন্থাগার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ; পৃ: ২৮-৩০), ১৯৯৭।

৩। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য। অক্ষয় গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত। — (অক্ষয় গ্রন্থাগার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ; পৃ: ৮-১২), ১৯৯৭।

৪। মিহির খাঁ। লেখা ও রেখা পত্রিকা প্রসঙ্গে। — (অক্ষয় গ্রন্থাগার সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ; পৃ: ১৩-১৬), ১৯৯৭।

৫। সাধন কুন্ডু শান্তিপুর পৌরসভার কিছু তথ্য। — (প্রতিবাদী চেতনা, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১; পৃ: ১৮), ২০০২।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫৩ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়।

— সম্পাদক

গ্রন্থাগার সংবাদ

ভোলা বসু স্মৃতি গ্রন্থাগার, কলকাতা
উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গত ১৩ই অক্টোবর, ২০০৩ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের (৫৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯) উদ্যোগে ভোলা বসু স্মৃতি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। উদ্বোধক তাঁর ভাষণে বলেন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কারণ শিক্ষা নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। তিনি বলেন পাঠাগারের মাধ্যমে সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে চেতনাকে উন্নীত করতে হবে। বই-এর কোন বিকল্প হতে পারে না। বই আমাদের বন্ধু। বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিন যন্ত্র আমাদের ছেলেমেয়েদের বিপথগামী করে তুলছে। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সকলের বই পাঠ অভ্যাস করতে হবে। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)
পূবস্থলী, বর্দ্ধমান

গত ১৪ই নভেম্বর, ২০০৩ (শিশুদিবস) পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারে বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অন্যতম অনুষ্ঠান হিসাবে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও "ম্যাজিক শো"-র আয়োজন করা হয়। চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবৃত্তি, বানান প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী আঁকো, সঙ্গীত, কুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — তপন কুমার চক্রবর্তী।

নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগার
ঘোষপাড়া, বালি, হাওড়া

গত ৮ই নভেম্বর, ২০০৩ নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার ভবনে দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এক শিক্ষা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় বালির গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৪৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ঐ কর্মশালায় জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়। এলাকার গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে ও উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — অতনু চক্রবর্তী।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
(পুরুলিয়া মহকুমা) সম্মেলন

গত ১৬ই নভেম্বর, ২০০৩, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া মহকুমা কমিটির ত্রি-বার্ষিক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ৯ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় পুরুলিয়া মহকুমা কমিটি (পূর্ব) ও পুরুলিয়া মহকুমা কমিটি (পশ্চিম)।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল।

পরিষদ সংবাদ

[২রা নভেম্বর, ২০০৩-এর পরিষদের কাউন্সিল সভার বিস্তারিত কার্যবিবরণী নীচে দেওয়া হল। —সম্পাদক]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী

তাং : ২/১১/০৩ • সময় : দুপুর ১টা • স্থান : পরিষদ ভবন

Agenda :

1. Confirmation of the proceedings of the last meeting of the Council.
2. Co-option of three (3) members in the Council of BLA for 2002-2004.
3. Election of the Executive Committee of the BLA for 2002-2004.
4. Election of different Standing Committees of the BLA for 2002-2004.
5. Appointment of Auditor for 2002-2004.
6. Revised budget of the BLA for 2002-2004.
7. Library day, 2003.
8. Programme of work.
9. Miscelleneous.

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ :

(১) ড: বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা (২) নারায়ণ চক্রবর্তী, উঃ ২৪ পরগণা (৩) কেশবলাল চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস স্মৃতি গ্রন্থাগার, নদীয়া (৪) অসিতাভ দাস, কলকাতা (৫) বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা (৬) জাকিরুল ইসলাম, স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার, বর্ধমান (৭) হরনাথ ঘোষ, বর্ধমান (৮) নির্মলা রায়, কলকাতা (৯) বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা (১০) পুলক কর, কলকাতা (১১) অনুপ সরকার, উত্তর ২৪ পরগণা (১২) সজলকান্তি গোস্বামী, অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার (১৩) প্রবীর নাগ, উত্তর ২৪ পরগণা (১৪) শ্যামল রায়চৌধুরী, কলকাতা (১৫) অরুণ রায়, কলকাতা (১৬) গৌরাঙ্গ কর্মকার, উত্তর ২৪ পরগণা (১৭) রামকৃষ্ণ সাহা, উত্তর ২৪ পরগণা (১৮) বীরেন্দ্রনাথ রায়, জলপাইগুড়ি (১৯) হিরণকুমার দত্ত (২০) শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা (২১) অমিতেশ চক্রবর্তী, কসবা সাধারণ পাঠাগার, কলকাতা (২২) প্রবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা (২৩) কিরণময় দত্ত, হুগলী (২৪) অশোক কুমার দাস, হাওড়া (২৫) কৃষ্ণপদ মজুমদার, কলকাতা (২৬) শ্রীমতী পাপড়ী সেনগুপ্ত, কলকাতা (২৭) বিশ্বরঞ্জন গুহ, কলকাতা (২৮) নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলকাতা (২৯) গণেশ নন্দী, চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, হুগলী (৩০) শ্রীমতী বীথি বসু, কলকাতা (৩১) রতন গুপ্ত, নেতাজী সংঘ রুরাল লাইব্রেরী (৩২) বনবিহারী ঘড়া, পূর্ব মেদিনীপুর (৩৩) গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, উঃ ২৪ পরগণা (৩৪) অমিতাভ চ্যাটার্জী, কলকাতা (৩৫) দেবব্রত কুন্ডু, বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী (৩৭) গৌতম কুমার পতি, পূর্ব মেদিনীপুর।

সভার শুরুতে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ প্রয়াতা শ্রী মৃণালিনী দাসগুপ্ত, চলচ্চিত্রশিল্পী প্রয়াত শ্রী তরুণ কুমার, বর্ধমান কটেজী পল্লী পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক প্রয়াত হাবিবুর রহমানের প্রতি শোকপ্রকাশ করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

১। গত ৩০ মার্চ, ২০০৩-এ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। সংশোধনী সহ ঐ কার্যবিবরণী গৃহীত হয়।

২। কর্মসচিব নবগঠিত কাউন্সিলে মনোনীত সদস্য হিসাবে শ্রী বিমল নারায়ণ শূর, শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী, শ্রী প্রণবানন্দ জানার নাম প্রস্তাব করেন।

৩। কর্মসচিব গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩-এ অনুষ্ঠিত ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ নির্বাচিত কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যদের নাম পাঠ করেন।

সভাপতি	:	শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী
সহসভাপতি (৫টি পদ)	:	শ্রী অরুণ রায় শ্রী অসিতাভ দাস শ্রী হিরণকুমার দত্ত শ্রী বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীমতি অপূর্বী রায়
কর্মসচিব	:	শ্রী অনুপকুমার সরকার
যুগ্ম কর্মসচিব	:	শ্রী পুলক কর
সহ-কর্মসচিব	:	শ্রীমতি বীথি বসু

সম্পাদক, গ্রন্থাগার : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ : রামকৃষ্ণ সাহা

কাউন্সিল সদস্য (২০টি পদ) :

১। শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
২। শ্রী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়
৩। শ্রী নির্মালা রায়
৪। শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার
৫। শ্রী প্রবীর কুমার দে
৬। শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ
৭। ডঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮। শ্রী গৌতম গোস্বামী
৯। শ্রী প্রবীর নাগ
১০। শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী
১১। শ্রী বীরেন্দ্র কুমার চন্দ
১২। শ্রী বিশ্ববরণ গুহ
১৩। শ্রী যতীন্দ্রনাথ শতপথী
১৪। শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার
১৫। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়
১৬। শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। শ্রীমতী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। শ্রমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত
১৯। শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
২০। শ্রী নির্মল সরকার

প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য :

১। ধ্রুব সংহতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার,বালসী, বাঁকুড়া
২। টুটুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, হুগলী
৩। অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার, উত্তর ২৪ পরগণা
৪। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ি
৫। কসবা সাধারণ পাঠাগার, কলকাতা
৬। রবীন্দ্র সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
৭। বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া
৮। কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল-কাম-মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরী
৯। প্রগতি সংঘ পাবলিক লাইব্রেরী, ভূপতি নগর, পূর্ব মেদিনীপুর।
১০। বেলডাঙ্গা পি. কে. মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ
১১। মালদহ জেলা গ্রন্থাগার
১২। বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার
১৩। কাইতি ড: মৃগেন্দ্র মিত্র পাঠাগার, কাইতি, বর্ধমান
১৪। স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার, রসুলপুর, বর্ধমান

কর্মসচিব কার্যকরী কমিটি সদস্য হিসাবে নিম্নলিখিত সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন।

১। শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
২। শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়
৩। শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ
৪। শ্রী প্রবীর নাগ
৫। শ্রী গৌতম গোস্বামী
৬। শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার
৭। শ্রী নির্মালা রায়
৮। ডঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৯। শ্রী প্রবীর দে
১০। শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী

ঐ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪। কর্মসচিব পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি ও উপসমিতির সভাপতি, আহ্বায়ক ও সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন।

ক) **অর্থ গৃহনির্মাণ উপসমিতি**

সভাপতি : শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

আহ্বায়ক : শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

সদস্যমন্ডলী : শ্রী বিমল নারায়ণ শূর, শ্রী হিরণকুমার দত্ত, শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রী অরুণ রায়, ড: বিমলচন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্রী বিশ্ববরণ গুহ, শ্রী পুলক কর, শ্রী দেবব্রত কুন্ডু, শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী

খ) **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতি**

অধিকর্তা : শ্রী হিরণ কুমার দত্ত

আহ্বায়ক : শ্রী গৌতম গোস্বামী

সদস্যবৃন্দ : অধ্যাপক বিজয়পদ মুখার্জী, শ্রী বিনোদ বিহারী দাস, শ্রী সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী প্রণবানন্দ জানা, ড: বরুণ কুমার মুখার্জী, শ্রী রাণাপ্রতাপ চ্যাটার্জী, শ্রী নন্দদুলাল বসাক, ড: কৃষ্ণপদ মজুমদার, ড: বিপ্লব চক্রবর্তী, শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, শ্রী তরুণ মন্ডল, শ্রীমতী গৌরী ঘোষ (ব্যানার্জী), পার্থপ্রতিম বসু, পুলক কর এবং পদাধিকার বলে পরিষদের গ্রন্থাগারিক।

গ) **গ্রন্থাগার প্রকাশনা উপসমিতি**

সভাপতি : শ্রী অরুণ রায়

আহ্বায়ক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী

সদস্যমন্ডলী : শ্রী সলিল খান, শ্রীমতী রত্না ব্যানার্জী

(দাস), ডঃ অর্জুন দাসগুপ্ত, শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জী, শ্রী কল্যান সরকার, শ্রীমতী বেবী দাস, সামসুল আলম, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রীমতী অণুশ্রী রায়, শ্রী মাধব চন্দ্র চ্যাটার্জী, ডঃ তুষার সান্যাল, ডঃ বিমল চন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্রী নির্মালা রায়।

ঘ) **গ্রন্থাগার উপসমিতি**

সভাপতি : শ্রীমতী অণুশ্রী রায়

আহ্বায়ক : পরিষদের গ্রন্থাগারিক

সদস্যমন্ডলী : শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী, শ্রী অমিতাভ দাস, ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী, ডঃ যতীন্দ্রনাথ শতপথী, শ্রী হিরণ কুমার দত্ত এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক পদাধিকার বলে।

ঙ) **সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি**

সভাপতি : শ্রী প্রবীর দে

আহ্বায়ক : শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী

সদস্যবৃন্দ : শ্রী প্রবীর নাগ, শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার, শ্রী তরুণ রায়, শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রী অশোক রায়, শ্রী বাদল গুহ, শ্রী মদন মন্ডল, শ্রী সুর্নীল মন্ডল, শ্রী তরুণ রায়, শ্রী পুলক কর, ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার এবং সকল জেলা কমিটির সম্পাদকগণ।

চ) **সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি**

সভাপতি : ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

আহ্বায়ক : শ্রীমতী পাপড়ী সেনগুপ্ত

সদস্যমন্ডলী : শ্রীমতী অণুশ্রী রায়, শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী, শ্রী বীথি বসু, শ্রীমতী কনক ঘোষ, শ্রীমতী শ্যামলী ব্যানার্জী, শ্রীমতী চন্দনা চক্রবর্তী, শ্রী প্রবীর দে, শ্রী অশোক দাস, শ্রী হরনাথ ঘোষ, শ্রী প্রণব সরকার, শ্রী কেশবলাল চক্রবর্তী, শ্রী অশোক রায়, শ্রী বীরেন চন্দ, শ্রী তরুণ রায়, কসবা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিনিধি, চুচড়া কিশোর প্রগতি সংঘের প্রতিনিধি (গণেশ নন্দী)।

ছ) **মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ও মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগার উপসমিতি :**

সভাপতি : শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

আহ্বায়ক : শ্রী প্রবীর নাগ

সদস্যবৃন্দ : শ্রী প্রণব রায়, শ্রী মনিমোহন ঘোষ, শ্রী তরুণ মন্ডল, শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, শ্রী মৃগাঙ্ক মন্ডল, শ্রী মদন মন্ডল, চৌধুরী মফিজুল কবীর, শ্রী ভাস্বতী চ্যাটার্জী, শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার, ডঃ অনুপ গুহ, ডঃ সৌমিত্র সরকার, শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী সুব্রত চ্যাটার্জী, শ্রী অমিতাভ দাস, শ্রী ভূপেন রায়, শ্রী কল্যান সরকার, শ্রী সুকুমার দত্ত চৌধুরী, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, শ্রী প্রফুল্ল পাল।

জ) **বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি :**

সভাপতি : শ্রী অমিতাভ দাস

আহ্বায়ক : শ্রী কিরণময় দত্ত

সদস্যবৃন্দ : শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রীমতী সুনন্দা রক্ষিত, শ্রী সুব্রত সরকার, শ্রী অরুপ কুমার সরকার, শ্রী দেবতোষ দলাল, শ্রী অশোক রায়, শ্রী রাজেন্দ্রলাল মাইতি, শ্রীমতী কৃষ্ণা সাহা, শ্রীমতী সুমনা বসু, শ্রী গৌরমোহন দন্ডপত, শ্রী সৌমেন মন্ডল, শ্রী তুষার সরকার, শ্রী নির্মল সরকার।

ঝ) **ছাত্র সংযোগ উপসমিতি :**

সভাপতি : শ্রী পুলক কর

আহ্বায়ক : শ্রী পার্থপ্রতিম বসু

সদস্যমন্ডলী : শ্রী বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, শ্রী রজত দাস, শ্রীমতী রুমা চাকলাদার, শ্রীমতী নীলিমা পাল, শ্রীমতী নবীনা বর্ধন, শ্রী শিবনাথ দে, শ্রী আশীষ মন্ডল, শ্রী মোহিত ব্যানার্জী, শ্রী গুভেন্দু ঘোষাল, শ্রী দেবাশীষ মুখার্জী, শ্রী প্রবোধ সরকার, শ্রী শিশির সরকার।

ঞ) **কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ উপসমিতি**

সভাপতি : শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

আহ্বায়ক : শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

সদস্যমন্ডলী : শ্রী প্রণবানন্দ ভানা, শ্রী গৌতম গোস্বামী, শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জী, শ্রী হিরণকুমার দত্ত, শ্রী পার্থপ্রতীম বসু, শ্রী রাণাপ্রতাপ চ্যাটার্জী, শ্রী সত্যব্রত রায়, শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী, শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী প্রবীর নাগ, শ্রী তরুণ মন্ডল, শ্রী স্বপন দাসগুপ্ত, শ্রী পীযুষ পানিগ্রাহী, শ্রী পার্থ মুখার্জী।

৫। কোষাধ্যক্ষ ২০০২-২০০৩ সালের পরিষদের Auditor হিসাবে George Read & Co. নাম প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। সভায় ২০০৩-২০০৪ সালের সংশোধিত বাজেট (Revised Budget) পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। বাজেট পেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে Receipt & Payment Statement (Summary) সেপ্টেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। সদস্য সংখ্যা দেখলে পরিষদের আর্থিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন। পরিষদের

আয় বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞাপন যাতে পাওয়া যায়, সে জন্য সদস্যদের অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে ড: **বরুণ মুখোপাধ্যায়** আজীবন সদস্যদের কাছে Donation-এর জন্য আবেদন রাখতে বলেন। পরিষদের সভাপতি কাউন্সিল সদস্য ও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের একটি করে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার জন্য আবেদন করেন। উপস্থিত সকলে ১টি করে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে **গণেশ নন্দী (হুগলী)** বলেন বিজ্ঞাপন সম্পর্কে জেলা কোটা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাকে গ্রন্থাগারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে **প্রবীর রায়চৌধুরী** বলেন যে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বিজ্ঞাপন নিলে তারা সরকারী পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের বই কেনবার জন্য অনুরোধ করবে। সেটা কি মানা সম্ভব হবে? তবে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগ, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট সাহিত্য একাডেমীর মত সংস্থাকে বিজ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

বাসরী ব্যানার্জী বলেন পরিষদের প্রকাশনা বইমেলায় বিক্রি করা যেতে পারে। **প্রবীর রায়চৌধুরী** বলেন, বই মেলায় পরিষদের প্রকাশনা বিক্রয় হয়।

আলোচনান্তে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে সংশোধিত বাজেট গৃহীত হয়।

গণেশ নন্দী (হুগলী) — সল্টলেকে পরিষদের ভবন নির্মাণ করবার জন্য সদস্যদের কাছে অর্থের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। অর্থের বিনিময়ে ফলক লাগানো যায় কিনা তা দেখা যেতে পারে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় এই প্রস্তাব Building Subcommittee তে আলোচিত হবে।

৭। গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে **প্রবীর রায়চৌধুরী** জানান যে গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে — পরিষদের আবেদন গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৩, বিকাল ৩টায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর সভাগৃহে কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় বই পড়া ও গ্রন্থাগার ব্যবহার এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। গ্রন্থাগার দিবসের পোষ্টার ও লিফলেট ছাপানো হচ্ছে। ডাকযোগে পাঠানো ব্যয় বহুল বলে পরিষদের জেলা শাখাগুলিকে পরিষদ অফিস থেকে ১০ই নভেম্বরের পর সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ রাখেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের সংবাদ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠাতে অনুরোধ করেন। **কিরণময় দত্ত (হুগলী)** বলেন হুগলী জেলায় ২১শে ডিসেম্বর চারটি মহকুমায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হবে।

হরনাথ ঘোষ (বর্ধমান) : ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৩, বর্ধমান বইমেলায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হবে।

দেবব্রত কুন্ডু (হাওড়া) : বাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের জন্য গোলা রাখা হবে। স্থানীয় ৪/৫টা স্কুলে হ্যান্ডবিল করে সদস্য হওয়ার আবেদন জানানো হবে। এছাড়া প্রতিযোগিতা ও পাঠকদের সঙ্গে মুখোমুখি অনুষ্ঠান করা হবে।

গৌরাঙ্গ কর্মকার (উ: ২৪ পরগণা) : জানতে চান সকল জেলায় গ্রন্থাগার দিবস পালন করবার জন্য আবেদন করা হয় কিনা?

কর্মসচিব জানান যে আবেদন পত্র মারফৎ জেলা কমিটিগুলিকে জানানো হয়। সিদ্ধান্ত হয় জেলা কমিটিগুলিকে জানানো হবে।

৮। গ্রন্থাগার দিবস ছাড়া পরিষদের অন্যান্য কর্মসূচী সম্পর্কে কর্মসচিব জানান

ক) **গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০০৪** অনুষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তাব এসেছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০০৪ পালন করা হবে।

খ) **৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন** সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে এ সম্পর্কে — বিভিন্ন জেলার সঙ্গে কথা চলছে। এখনও স্থান, দিন, সময় ইত্যাদি স্থির হয় নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম নং ৫২
কলকাতা ৭০০ ০১৪

প্রতি : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল কাউন্সিল সদস্য (ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক) এবং পরিষদের জেলা কমিটিগুলির উদ্যোগে—

বিষয় : ২-১১-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের কাউন্সিল সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবগঠিত কাউন্সিলের ২-১১-২০০৩ তারিখের সভায় আগামী কর্মসূচি সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখ করা হল :—

(১) **গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৩** — ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের আবেদন গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে. **২০ শে ডিসেম্বর বিকেল ৩টায়** পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির (রবীন্দ্রসদন ও নন্দন-এর পিছনে) সভাঘরে কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। **"বইপড়া ও গ্রন্থাগার ব্যবহার"** সম্পর্কে বলবেন দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী **অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়**। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের আবেদন ও পোষ্টার ছাপানো হচ্ছে। ডাকযোগে পাঠানো ব্যয়বহুল হওয়ায় জেলা শাখাগুলিকে পোষ্টার ও লিফলেট ১০ই নভেম্বর-এর পর পরিষদ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের বিবরণ গ্রন্থাগার পত্রিকায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(২) **গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০০৪** — বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ঐতিহাসিক পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় **২০০৪ সালে আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে** এস. আর. রঙ্গনাথনের জন্মদিন গ্রন্থাগারিক দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত সংবাদ পরে জানানো হবে।

(৩) **৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন** — বিভিন্ন জেলার সঙ্গে কথা চলছে। এখনও স্থান, সময় ইত্যাদি স্থির হয়নি।

(৪) **বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা চক্র** — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আগামী **৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ (রবিবার) তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা** পর্যন্ত কৈলাসীতে অবস্থিত **রাজা যুব কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে** বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা নিয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত থাকবেন। পরিষদের সকল কাউন্সিল সদস্য এবং উপসমিতির সদস্য ও অন্যান্য আগ্রহী সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৫) **গ্রন্থাগারগুলির অনুদান এবং গ্রন্থাগার ভবনের উপর ট্যাক্স বিলোপ** — এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :—

(ক) বিভিন্ন জেলার **সভাধিপতিদের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ করে বে-সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিত বার্ষিক অনুদান প্রথা** চালু করার অনুরোধ জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে। ঐ স্মারকলিপিতে জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার পরিষেবাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

(খ) বিভিন্ন **কর্পোরেশন ও পুরসভার মেয়র ও চেয়ারম্যানদের** কাছে পরিষদের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি দেওয়া হবে। ঐ স্মারকলিপিতে (১) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য, বিশেষ করে বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিত বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। (২) সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগার ভবনের উপর পূরকর বিলোপের জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

(গ) **রাজ্য সরকারের কাছে বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিত অনুদান প্রথা চালু করার জন্য স্মারকলিপি** দেওয়া হবে।

(ঘ) পরিষদের এই স্মারকলিপির ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে এবং জেলার বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার সভাধিপতি ও পুরসভার মেয়র/চেয়ারম্যানদের কাছে আবেদন জানাতে হবে।

(৬) গ্রন্থাগার পত্রিকার বিজ্ঞাপন

(ক) গ্রন্থাগার পত্রিকার আর্থিক সঙ্কট কমানোর জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। সব সদস্যদের কাছে এই বিষয়ে আবেদন জানাতে হবে।

(খ) পরিষদের কাউন্সিল সদস্যগণ আগামী ৩১শে মার্চ, ২০০৪-এর মধ্যে ন্যূনতম একটি করে বিজ্ঞাপন গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য সংগ্রহ করে দেবেন।

(গ) পরিষদের জেলা কমিটিগুলি আগামী ৩১শে মার্চ, ২০০৪-এর মধ্যে ন্যূনতম একটি করে বিজ্ঞাপন গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য সংগ্রহ করবেন।

(৭) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের ক্ষেত্রে পরিষদের দুর্বলতা কাটাবার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ব্যক্তিগত সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও নজর রাখতে হবে।

(খ) আগামী ৩১শে মার্চ, ২০০৪-এর মধ্যে প্রত্যেক কাউন্সিল সদস্যকে ন্যূনতম একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) প্রতিটি জেলা কমিটিকে আগামী ৩১শে মার্চ, ২০০৪ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে ন্যূনতম পাঁচটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৮) সল্টলেকে পরিষদের নতুন ভবন — রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সল্টলেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি নতুন ভবন নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। এইখানে যে ভবন নির্মাণ হবে তাতে গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের প্রয়োগ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের অন্যান্য কর্মসূচি সংগঠিত হবে। ইতিমধ্যে এই ভবন নির্মাণের জন্য প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রী মৃণাল সেনের এম পি ফান্ড থেকে ৬ লক্ষ টাকা পাওয়ার আশ্বাস মিলেছে। কাউন্সিল সভায় স্থির হয় যে এই ভবন নির্মাণের জন্য পরিষদের সব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হবে।

(৯) পরিষদের প্রকাশনা

(ক) আগামী ৩১ শে মার্চ, ২০০৪ তারিখের মধ্যে প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত "গ্রন্থকারনামা"-র সংশোধিত সংস্করণ এবং সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্য বিষয় (কোর্স মেটেরিয়াল) সংক্রান্ত একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়।

(খ) জেলা মেলার মাধ্যমে পরিষদ প্রকাশিত বইগুলি বিক্রির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জেলা কমিটিগুলিকে অনুরোধ জানানো হবে।

(১০) সুশীলকুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

(ক) আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৩ (শনিবার তারিখে সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে সুশীলকুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। 'আজকাল' পত্রিকার শ্রী দেবব্রত ঘোষ "বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ" বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন।

(খ) ৩১শে মার্চ, ২০০৪ তারিখের মধ্যে অন্যান্য স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(১১) সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ৩টি জেলায় আয়োজিত (হুগলী, হাওড়া এবং বর্ধমান) রিফ্রেসার্স কোর্স ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। রাজ্য সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সাহায্য নিয়ে অন্যান্য জেলায় এই রিফ্রেসার্স কোর্স সংগঠিত করার চেষ্টা হবে বলে স্থির হয়।

(১২) **পরিষদের জেলা কমিটিগুলির বিশেষ কর্মসূচি** — জেলা কমিটিগুলির বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রস্তাবিত হয় :—

(ক) পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী পালন;

(খ) জেলা স্তরের সব ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মী, সংগঠক ও পরিচালকদের নিয়ে পাঠচক্র বৃদ্ধি, পরিষেবার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চক্র, সভা ইত্যাদির আয়োজন করা;

(গ) গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করা;

(ঘ) জেলার গ্রন্থাগারগুলির সমীক্ষা;

(ঙ) জেলা গ্রন্থাগার মেলা সংগঠিত করতে সাহায্য করা;

(চ) গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন ও পরিষদের নতুন সদস্য সংগ্রহ করা;

(ছ) এল এল এ সভা যাতে নিয়মিত হয় তার চাপ সৃষ্টি করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা;

(জ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা নিয়ে স্থানীয়ভাবে ডেপুটেশন, স্মারকলিপি পেশ ইত্যাদি;

(ঝ) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি।

(১৩) **গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধাদের জন্মশতবর্ষ** —

(ক) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হবে।

(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তিনকড়ি দত্তের জন্ম শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে তিনকড়ি দত্তের অবদান নিয়ে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হবে।

(১৪) **কাউন্সিল সভা** —

(ক) অনেকে পরিষদের কার্যধারা পর্যালোচনার জন্য কাউন্সিল সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন।

(খ) পরবর্তী কাউন্সিল সভা ২০০৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

(১২) **পরিষদের অন্যান্য কার্যক্রম** — পরিষদের অন্যান্য যেসব নিয়মিত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় এ বছরেও সেগুলি সুসম্পন্ন করতে হবে তা হল :—

(ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান;

(খ) গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ;

(গ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ;

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণে সাহায্য করা;

(ঙ) রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;

(চ) শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের স্বার্থে বিভিন্ন যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

স্বাঃ প্রবীর রায় চৌধুরী
সভাপতি

তাং ২.১১.২০০৩

স্বাঃ অনুপকুমার সরকার
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

হাওড়া জেলা শাখা

গত ৯ই নভেম্বর, ২০০৩ বাটিরা পাবলিক লাইব্রেরীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। সভায় ২০০২-২০০৩ সালের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সম্পাদক শ্রী অশোক কুমার দাস। প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের উপর ৫ জন সদস্য আলোচনা করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার ও শ্রী বিশ্বরঞ্জন গুহ সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। ডঃ মজুমদার রাজ্যের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা ও পরিষদের কর্মধারা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। শ্রী গুহ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার পোষিত ও অপোষিত গ্রন্থাগার বিভিন্ন অনুদান কিভাবে পাবে সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। জেলা সম্পাদক জেলার সব রকমের পোষিত ও অপোষিত গ্রন্থাগারগুলিকে পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদেরও পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন বাটিরা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রী তপন গুণ।

প্রতিবেদক — অশোক কুমার দাস।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের '**গ্রন্থাগার**' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে '**গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল**' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা **গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে** মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৭.১১.২০০৩	২৪৯৩	সন্ধ্যা বক্সী	কলকাতা	১০০.০০
০৬.১২.২০০৩	২৬৩৪	সুকুমার দত্ত চৌধুরী	কলকাতা	৫০০.০০

সংশোধনী

[৫৩ বর্ষ, সংখ্যা-৮, পৃঃ ২৪৪-তে দাতার নামটি ভুল মুদ্রিত হয়েছে। দাতার সঠিক নাম নীচে দেওয়া হল।]

		মুদ্রিত হয়েছে	হবে
১৩.০৯.২০০৩	২৪৭৪	ব্যোমকেশ মাইতি	ব্যোমকেশ মাইতি

GRANTHAGAR

Vol. 53 . No. 9 Editor Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy December, 2003

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Role of School libraries in educational system

Emphasizes on the important role of school libraries not only in the development of school education but also in the education as a whole. Reference is made to the recommendations of different Education Commissions, including the Mudalior Commission, Kothari Commission, Ashok Mitra Commission, in this respect. Laments at the pitiable condition of school libraries in our state. Indentifies the problems of them in respect of administration and infrastructure level, financial level, library service level and problem in respect of proper pay and status of school librarians. The recently held seminar on school libraries discussed the problems and made appropriate recommendation for correcting the imbalance in the system for optimum utilization of available resources so that school libraries can play their desired role in education. P. 265-66.

Nandi, Ratna. On digital libraries

While discussing the different aspects of digital libraries, emphasizes on the creation of a database as a first step towards the establishment of digital libraries such as the one already in existence at the Indian Institute of Science. P. 267.

Letters to the Editor :

1. Sri M K Mondal and Biplab Kaviraj, joint editors of the compilation of a "Bibliography of newspapers and magazines of the district of Purulia" appreciate the review of the book in the Granthagar. P. 271.
2. Sri Arun Kanti DasGupta in his letter from Hyderabad, thanked the Editor for publishing his article entitled "Melvil Dewey and English language spelling reforms" and pointed some printing mistakes in the published article adding a source of information. P. 271.

By the By : From a Retired Librarian

Refers to the birth centenary of eminent intellectuals like the late Prof. Nihar Ranjan Roy and Jogesh Chandra Bagal, as also the centenary of the late Tincori Datta. Refers also to the Golden Jubilee of the IASLIC. P. 272.

Obituary

Sri Pankaj Kanti Kar, ex-librarian of Bahin Bande Mataram Rural LIbrary and ex-Secretary of WB Public Library Employees' Assoc., North Dinajpur, passed away on 17 Nov., 03. P. 274.

Chattopadhyay, Koushik and Chandra, Joydip. Akshay Granthagar; Past and present : A Review.

Gives an overview of the library in respect of the collection of documents (including collection of local history documents), number of readers, rare collections etc. P. 275.

LIBRARY NEWS :

1. **Bhola Basu Smriti Granthagar, Kolkata.**

Sri Jyoti Basu, Ex-Chief Minister, inaugurated on 13.10.03.

2. **Purbasthali Krishnanath rural library, Burdwan.**

   Platinum Jubilee commenced on 14.11.03.

3. **Nischinda Public Library, Bali, Howrah.**

   Education workshop for Madhyamik examinees on 8.11.03.

4. **WB Public Library Employees' Assoc, Purulia District.**

   Tri-yearly conference on 16.11.03. P.278.

ASSOCIATION NEWS :

1. **Council Meeting**

   Meeting of the Council was held on 2.11.03 at the Association Building. Names of office-bearers, Council members, Standing Committees, confirmed. P. 279.

2. **Howrah District Branch of the Association.**

   10th Annual General Meeting was held at the Bantra Public Library on 9.11.03. P. 286.

3. **Granthagar Fund**

   a. The General Secretary appeals for generous contribution.

b. List of donors to "Granthagar Fund" P. 286.

Date	Receipt	Name	Place	Amount
07.11.03	2493	Sm. Sandhya Bakshi	Kolkata	100.00
06.12.03	2634	Sri S. Dattachaudhury	Kolkata	500.00
		ERRATA		
13.09.03	2474	Sri B. Maity	Kolkata	501.00

4. **Programmes adopted at the Council Meeting dated 02.11.03 :**

   a. Library Day '03 : at W B Bangla Akademy on 20 Dec., 03.

   b. Librarians' Day '04 : at Vidyasagar University on August '04.

   c. Bengal Library Conference : Place not yet finalised.

   d. Seminar on School Libraries on 07.12.03.

   e. Regular grants for libraries and abolition of tax on library buildings.

   f. Advertisement for Granthagar.

   g. Increase in number of Institutional members.

   h. New Building of the Association at Salt Lake.

   i. **New Publication :**

      1. Revised Edition of Granthakarnama of PC Bose.
      2. Course materials for refresher courses.

   j. Sushil Ghosh Memorial Lecture : 13 Dec. 03.

   k. Refresher's courses for employees of Public Libraries.

   l. Centenary anniversary of eminent leaders of Library Movement of the State.

   m. Council Meeting – March '04.

   n. Others.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনের জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা নিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : MM & PO/WB/RNP - 335/2003
Licence No. : MM & PO/WB/RNP- 335/LPWP-54/2003
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 9 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy December, 2003

CONTENTS

Page

Role of School libraries in [illegible]ional system (***Editorial***) .. 265

Ratna Nandi 267
On Digital Libraries

Letters to the Editor 271

From a Retired Librarian 272
By the by

Obituary 274

Koushik Chattopadhyay and Joydip Chandra 275
Akshay Granthagar: Past and Present : A Review

Library News 278

Association News 279

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 9) 287

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265 (New Changed Phone No.)**
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১০ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক নির্মলা রায় মাঘ, ১৪১৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ঊনবিংশ গ্রন্থাগারের অগ্রগতিতে ... (সম্পাদকীয়)

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

... আলোকে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১)

হরিসাধন দাশ

গ্রন্থ, গ্রন্থাগার পরিষেবা ও নীহার রঞ্জন রায়

অরবিন্দ মাজী

মুঘল সম্রাট ... আমলের রাজ-গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
(১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ)

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

সংশোধনী

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

সরকারী আদেশনামা : (সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত)

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 10)

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ।।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে (গ্রীষ্মকালীন) ভর্ত্তির জন্য আবেদনপত্র [মূল্য ২৫ টাকা] পরিষদ ভবন, পি- ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম - ৫২, কলকাতা - ৭০০০১৪ (দুপুর ৩টা থেকে রাত্রি ৭টা) আগামী ২১শে জানুয়ারী, ২০০৪ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ (রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত) পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ। গ্রন্থাগার কর্মী যারা ৫.৮.১৯৮৫ তারিখের পূর্বে চাকরি পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ। ডাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট (২৫ টাকা) বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের নামে ৫ টাকা টিকিট যুক্ত নাম ও ঠিকানা লেখা খামসহ (২৭ × ১১ সেমি:) পাঠান। মানিঅর্ডার / পোষ্টাল অর্ডার নেওয়া হবে না। ফর্ম জমা নেবার শেষ তারিখ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১০ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় মাঘ, ১৪১০

সম্পাদকীয়

জাতীয় গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ

সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারকে একটি আধুনিক গ্রন্থাগারে রূপায়িত করার জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ বই-এর ডাটাবেস (data-base) তৈরী করার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। টেন্ডার মারফৎ নির্বাচন করে কয়েকটা বেসরকারী কোম্পানীকে এই কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী। কাজটির নির্ভুলতা একটি জরুরী বিষয় কারণ এই ডেটাবেস সারা ভারতবর্ষে একটি আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হবে যদি তা সঠিকভাবে যত্ন নিয়ে সম্পন্ন করা হয়। ঐ সমস্ত কোম্পানীগুলোর কম্প্যুটার বিষয়ে দক্ষতা এবং গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান বিষয়ে কোন কাজ করার কতটা পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তা জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেই নিশ্চয়ই তাদের এই কাজ করার জন্য নির্বাচন করেছেন। যেহেতু এই কোম্পানীগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এজন্য জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনেক বেশি সতর্কতা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানীগুলোর কাজের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে কাজের শুরুর দিকে মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কোম্পানী এই ডেটাবেস-এর কাজ করার জন্য চুক্তিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেছে। এদের কেউ মাসিক নির্দিষ্ট বেতন হিসাবে, কেউ বই প্রতি অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন। এরকমভাবে যাঁরা নিযুক্ত হচ্ছেন তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এতগুলো অসম উপাদান নিয়ে এতবড় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তুলতে গেলে বিভিন্ন স্তরের নজরদারির প্রয়োজন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের পূর্ণ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। এই কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। যে সব কোম্পানী এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের কাছ থেকে এই কাজে নিযুক্ত কর্মীরা নির্দিষ্ট কোন গাইডলাইন (Guideline) পাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে না। ফলে বিভিন্ন কোম্পানীর কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের গাইডেন্স দেওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি বাস্তব ঘটনা। জাতীয় গ্রন্থাগারের তরফে কেন্দ্রীয় ভাবে কোন গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই, কিংবা কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমতা আনার ব্যাপারে কোন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। সমস্ত ডাটা (data) সঠিকভাবে ও একইরকমভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা অবশ্যই প্রয়োজন। তা না হলে ওয়ার্কসীট (worksheet) তৈরী করা, টাইপ করার কাজের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি থেকে যাবে। এক্ষেত্রে সেগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখনই জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কোম্পানীর কর্মীদের করা ডেটাবেস-এর কাজের মধ্যে সমন্বয় আনা দরকার। নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরী হয়ত হয়েছে। কিন্তু তা মেনে চলা হচ্ছে কিনা প্রতিদিনই তার মূল্যায়ন করা অবশ্য প্রয়োজন। ডেটা লিপিবদ্ধ করায় (data entry) ভুলত্রুটি থাকলে, ডেটাবেস-এর কাজের নির্দিষ্ট মান না থাকলে জাতীয় গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্যই বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকবে।

আমরা আশা করব জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এখনই এ ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেবে। পাঁচটি পৃথক কোম্পানী দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য অধিক সংখ্যক কর্মী সামান্য পারিশ্রমিকে নিয়োগ করার চেষ্টা করবে। স্বাভাবিক কারণেই কর্মীরাও দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার চেষ্টা করবে। ফলে কাজের গুণমান কতটা রাখা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এই কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে কয় বিশেষজ্ঞকে যাতায়াতের খরচ দিয়ে নিয়মিত নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যে একটা জাতীয় স্তরের গ্রন্থাগার সমিতি এবং রাজ্যস্তরের গ্রন্থাগার পরিষদ রয়েছে। কিন্তু তাদের কখনো এ বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়নি। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন এখনই তৈরী করা যেতে পারে। তবেই ডেটাবেস তৈরীর কাজটি সঠিক, ত্রুটিমুক্তভাবে করা সম্ভব হবে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের আধুনিক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

[প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত দুইটি বিশেষ প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল। — সম্পাদক]

শতবর্ষের আলোকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩ -১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ)

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, শিল্পকলা বিষয়ক গবেষক, শিল্পকলার ইতিহাসবেত্তা, শিল্প রসিক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, দক্ষ প্রশাসক, বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও সাহিত্য সমালোচক নীহাররঞ্জনের জন্ম ময়মনসিংহে এক ব্রাহ্ম পরিবারে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। নীহাররঞ্জনের মৃত্যু হয় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট ৭৯ বৎসর বয়েসে।

নীহাররঞ্জন প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, তাঁর পুত্র সুকুমার রায় এবং তাঁর পুত্র সত্যজিৎ রায়দের জ্ঞাতি বংশে জন্মে ছিলেন। বংশগত 'রায় চৌধুরী' উপাধির বদলে তাঁরা অনেকেই শুধু 'রায়' ব্যবহার করতেন।

নীহাররঞ্জন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সিনেটের মুরলীচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ফাইন আর্টস শাখায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গবেষক হিসেবে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মোয়াট পদক লাভ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার রূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অসাধারণ মেধার অধিকারী নীহাররঞ্জন জীবনে বহু পুরস্কার লাভ করেন। উপরোক্ত পুরস্কারগুলি ছাড়াও তিনি পান 'মৃণালিনী' পদক।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নীহাররঞ্জন 'ঘোষ ভ্রাম্যমাণ বৃত্তি' নিয়ে ইউরোপে যান। লাইডেনের রয়্যাল ইউনিভারসিটি থেকে ডক্টরেট ও লন্ডনের গ্রন্থাগার পরিচালনার ডিপ্লোমা নিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশি বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদ লাভ করেন যেটা ছিল সূক্ষ্ম শিল্পকলার পঠন-পাঠনের জন্য। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও 'এমিরিটাস প্রফেসর' রূপে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগেও তিনি বেশ কিছু কাল অধ্যাপনা করেন। একসময়ে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের 'ডীন' ছিলেন। ছিলেন সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-এর সম্পাদক ছিলেন।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। 'ইন্ডিয়ান হিস্টোরী কংগ্রেস', 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ', সিমলার 'অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন্সটিটিউট' ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য।

কিশোর বয়স থেকেই অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য, প্রকৃতপক্ষে ছাত্রাবস্থা থেকেই নীহাররঞ্জন রাজনীতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। রাজনৈতিক কারণে তিনি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কারাবরণও করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি সিমলাস্থিত 'অগ্রসর গবেষণা সংস্থার' (Institue of Advanced studies and Research Centre) প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সাহিত্য সমালোচক এবং রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম ব্যাখ্যাতা হিসেবেও নীহাররঞ্জন অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১) 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ' (১৯৬০) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা করেন। শিল্প সংক্রান্ত নানা নিবন্ধে তাঁর যুক্তি নির্ভর মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'ব্রাহ্মনিক্যাল কর্ডস ইন বার্মা', 'আইডিয়া অ্যান্ড ইমেজ ইন আর্ট', 'অ্যান অ্যাপ্রোচ ইন ইন্ডিয়ান আর্ট' প্রভৃতি। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ,অবশ্যই 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থটির রচনা। তিনি এই গ্রন্থে বাঙালিকে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, বিষয় গৌরবে এই গ্রন্থ অনন্যপূর্ব। ইতিহাসের যুক্তি দিয়ে তিনি শুধু বাংলার নয় বাঙালির ইতিহাসের এই আদিপর্ব রচনা করেছেন। এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলার সাধারণ মানব সমাজের বৃহত্তর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে তিনি বাঙালিকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে

আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থকে পুরস্কার দিয়েই সরকার রবীন্দ্র পুরস্কারের সূচনা করেন।

মোটামুটি এই হল নীহাররঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী। যদিও এইটুকু মাত্র লিখলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও মনীষা সম্পর্কে সামান্যই বলা হয়। নীহাররঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার জন্য দেশবাসী বা গ্রন্থাগারিকরা এ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। অথচ গ্রন্থাগারিকরা নীহাররঞ্জনকে তাঁদের পেশার লোক বলে গর্ব বোধ করেন। 'বাঙালির ইতিহাস' রচনাকার নীহার রঞ্জনের প্রতি দেশবাসী নাকি কৃতঘ্ন। তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হলে তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত।

নীহাররঞ্জন পরিষদের গোড়ার যুগে প্রায় দুই দশকেরও ওপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে যোগদানের পর থেকেই তিনি এই পরিষদ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রেজেষ্ট্রিকৃত কার্যালয় ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। নীহাররঞ্জন, প্রমীলচন্দ্র বসু, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে যাঁরা তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা এই পরিষদের সম্পর্কে আসেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-২০ মার্চ মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে পঞ্চম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে নীহাররঞ্জন সভাপতিত্ব করেছিলেন। ঐ বৎসরেরই ১২ আগস্ট ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় নীহাররঞ্জন পরিষদের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। সম্ভবত ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের কর্মসচিব নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নীহাররঞ্জনই পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পরিষদের কর্মসচিব ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ব্রিটিশ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ পরিষদের 'ফেলো' হন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউটের যুগ্ম উদ্যোগে প্রকাশিত 'পাঠাগার' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নীহাররঞ্জন। অপর সম্পাদক ছিলেন কাউন্সিলর অনিল মৈত্র।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে পরিষদের বার্ষিক সভায় নীহার রঞ্জন পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫০ এবং ১৯৫১ খ্রীঃ এই দুই বৎসর তিনি পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি পরিষদের সহ-সভাপতিও ছিলেন। নীহাররঞ্জন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ১৩শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন।

১৯৬০ সালের ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস (ইউ এস আই এস) এর যুক্ত উদ্যোগে পূর্ব ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ঐ সভার কার্যবিবরণী পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বেতন ও পদমর্যাদার দাবীতে গ্রন্থাগারিকদের এক মহতী সভা হয় নীহার রঞ্জনের সভাপতিত্বে। ঐ সভা থেকে আন্দোলনের জন্য যে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয় তাঁর সভাপতি হন নীহাররঞ্জন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে জাতীয় গ্রন্থাগারে বাণী বসুর 'বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থ পঞ্জী'র প্রকাশ উপলক্ষে নীহার রঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত বইটির ভূমিকা লেখেন নীহার রঞ্জন রায়।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি পরিষদ ভবনে প্রমীলচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রথম সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতার সভাপতিরূপে তাঁকে উক্ত দুই দিন গভীর অভিনিবেশ সহ প্রমীলচন্দ্রের বক্তৃতা অনুধাবন করতে দেখা যায়।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গঠিত কমিটির সভাপতি ছিলেন নীহার রঞ্জন।

পরিষদের সভাপতি থাকাকালে নীহাররঞ্জন যথোচিত গুরুত্ব সহকারে পরিষদের কার্যনির্বাহ করেছেন। পরবর্তী কালেও দীর্ঘদিন তিনি পরিষদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায়ও এ হেন নীহার রঞ্জন সম্পর্কে বেশি কিছু লেখা হয়নি। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে হলেও তাঁর সম্পর্কে পত্রিকার কোন 'স্মারক সংখ্যা' বার হয়নি। অথচ পত্রিকাটি প্রকাশে তাঁর অবদান কম ছিলনা। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) তাঁর লেখা 'নিবেদন' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ৫০তম বর্ষের (পত্রিকার ৫০ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে) চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে তিনি পরিষদ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যাঁরা বৃত্তি হিসাবে বা সেবা হিসেবে বা উভয়ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন কর্মে লিপ্ত, তাঁরা সকলে নিজ নিজ সমস্যা, অভিজ্ঞতা নানা রকমের পরীক্ষা

নিরীক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হোন। এছাড়া পত্রিকা ত্রৈমাসিক থেকে মাসিক হওয়ার সময় তাঁর একটি উদ্বোধনী ভাষণও পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল (৬ষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৩৬৩)। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি যে প্রথম প্রথম কলকাতার এক নামকরা প্রেস থেকে ছাপা হচ্ছিল তার মূলেও ছিলেন নীহাররঞ্জন। ঐ প্রেসের সত্ত্বাধিকারী সুরেশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের সঙ্গে নীহার রঞ্জনের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। বিশেষ করে, তাঁর অনুরোধেই তিনি পত্রিকাটি ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নীহাররঞ্জনের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পরিষদ ভবনে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর যে সভা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। নীহার রঞ্জনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন "ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ"। এছাড়া 'গ্রন্থাগার'-এ তাঁর সম্বন্ধে আর কোন লেখা দেখা যায় না। নীহার রঞ্জন সম্বন্ধে লিখবার উপযুক্ত লোক ছিলেন প্রমীলচন্দ্র বসু। তিনি কিছু লিখে গেলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে নীহার রঞ্জনের কার্যকর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কিছু লিখে যাননি। নীহার রঞ্জন নিজেও কিছু লেখেন নি।

একবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোন কর্মকর্তা নীহাররঞ্জনকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস লেখার অনুরোধ করলে তিনি এ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অথচ ঐ বিষয়ে লেখার জন্য তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক কে ছিলেন! কিন্তু সময়াভাব বা অন্য যে কোন কারনেই হোক তিনি তা লিখতে রাজী হননি। তবে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস লেখার যে প্রয়োজনীয়তা আছে একথা তিনি স্বীকার করতেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং পরিষদের কর্তাব্যক্তি হয়ে তিনি হয়তো তা নিজে লিখতে চাননি। পরবর্তীকালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ ইতিহাস খানিকটা লিখে গেছেন। তবে নীহাররঞ্জন যদি তাঁর স্মৃতি কথাও লিখে যেতেন তাহলেও কাজ হত। অনেক বিশিষ্টজন সংস্থা, যেগুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যেত। নীহাররঞ্জন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস লেখেননি বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কাজই তিনি করেছেন। তিনি যদি অন্য কিছু না করে শুধুমাত্র 'বাঙালির ইতিহাস' বইটি লিখতেন তাহলেও বাঙালি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকত।

নীহার রঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' বইটির বীজ সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে তাঁর প্রদত্ত অধর মুখার্জী বক্তৃতায়।

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উক্ত পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের প্রয়াণ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য যে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী। সভায় উপস্থিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নীহার রঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বক্তৃতা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের নীহার রঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এক পত্র সভায় পড়ে শোনা হয়। ঐ সভার সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন আচার্য যদুনাথ সরকারের মতোই নীহার রঞ্জন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস চর্চা করেছেন।

নীহাররঞ্জন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবও সভাপতি থাকাকালে এমন বেশ কিছু কাজকর্ম হয়েছে যাতে পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে নীহার রঞ্জনের ভূমিকাও কম ছিল না।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ মেমোরিয়াল ভবনে পরিষদের একমাস ব্যাপী যে গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রশিক্ষণ হয় নীহাররঞ্জন তার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এটি তিন মাসের শিক্ষাক্রমে পরিণত হয় এবং কালক্রমে এটিই পরিষদের বহু প্রশংসিত সার্টিফিকেট রূপে পরিগণিত হয়। এটাই ছিল তার সূচনা। ঐ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই নীহার রঞ্জনের সম্পাদনায় পরিষদের ইংরাজি দ্বিবার্ষিক 'Bengal Library Association Bulletin' প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশের পরও কিছুদিন Bulletin প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪২ সালে 'বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিরেক্টরি' নীহার রঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই রকমই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশন সেই সময়ে প্রকাশিত হয় 'নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা'। এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সহায়তায় সংকলিত হয়েছিল।

নীহাররঞ্জনের সময়েই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য প্রকাশকগণ কর্তৃক গ্রন্থাগার বিদ্যার কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থমালা সিরিজের প্রথম বই — সুশীল কুমার ঘোষের 'লাইব্রেরি আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার', প্রমীল চন্দ্র বসুর 'গ্রন্থকার নামা', মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার', 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার', মীনেন্দ্রনাথ বসুর 'লাইব্রেরি সংরক্ষণ' ইত্যাদি এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১৪৩ টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই এবং কিছু সাময়িক

পত্র-পত্রিকা নিয়ে প্রথম পরিষদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। নীহার রঞ্জন ছিলেন এর উপদেষ্টা। গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণের জন্যই একটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ও পত্রপত্রিকা সমন্বিত একটি গ্রন্থাগারের তখন প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু একটি কাচের আলমারি ব্যতীত এই লাইব্রেরিতে আর কিছু ছিল না। বর্তমানে এই গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা নিয়ে এ রাজ্যে তো বটেই, সম্ভবত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার হয়ে উঠেছে।

পরিষদে এসব কাজের গোড়াপত্তন নীহাররঞ্জনের সময়েই হয়েছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ এই চৌদ্দ বছরে গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যদিও তখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল, তবু নীহাররঞ্জনরা নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই পরিষদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে চলেছেন এবং তাকে এক প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। কলকাতার বাইরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনও এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ড: নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সে সময়ে নীহাররঞ্জনের অসামান্য ব্যক্তিত্বের ফলেই অনেক বিদ্বজ্জন এসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন।

পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশকের সঙ্গে (১৯২৫ খ্রী: - ১৯৩৪ খ্রী:) তার পরবর্তী দশকের (১৯৩৫-১৯৪৪) এবং অর্ধ দশকের (১৯৪৬-১৯৫১) ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তুলনামূলক ভাবে পরবর্তী দশকে ও অর্ধ দশকে যখন ড: নীহাররঞ্জন রায় ঐ পরিষদে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন এর অনেক বেশী অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে পরিষদের তেমন পরিচিতি হয়নি। প্রথম কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলে পরিষদ ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন পরিষদের যেমন কোন নির্দিষ্ট কার্যালয় ছিল না, তেমন তার কোন মুখপত্রও ছিলনা। তারপর একেএকে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ শুরু হয়, পরিষদের মুখপত্র 'Bulletin' ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরিষদের সাময়িক কার্যালয় চালু হয় বহুরিমল লেনের ভাড়া বাড়িতে।

এই সময়ে নীহাররঞ্জন ছাড়া আর যাঁরা কর্মকর্তা ছিলেন তাঁরা হলেন কুমার নৃপেন্দ্র দেব রায় মহাশয় (১৯৩৭ খ্রী: থেকে ১৯৪০ খ্রী: এবং ১৯৪৩ খ্রী: থেকে ১৯৪৫ খ্রী: তার মৃত্যু পর্যন্ত), মাঝখানে সভাপতি হন রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৯৪১-১৯৪২ খ্রী:), তিনকড়ি দত্ত (কর্মসচিব ১৯৩৫ খ্রী: - ১৯৩৮ খ্রী:), কিঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্মসচিব ১৯৪৪-১৯৫০ খ্রী:)

উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম দশকে কর্মকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি ১৯২৫-১৯২৮ খ্রী:), নৃপেন্দ্রদেব রায় মহাশয় (সভাপতি ১৯৩৩-১৯৩৬ খ্রী:), সুশীল কুমার ঘোষ কর্মসচিব (১৯২৫-১৯৩১ খ্রী:)।

নীহাররঞ্জনরা পরিষদে আসার পর থেকে একদিকে যেমন পরিষদের কাজের ব্যাপ্তি দেখা যায় পরিষদও তেমন দেশের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আক্ট অনুযায়ী পরিষদের রেজেস্ট্রিকরণ হয়।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রী: থেকে ১৯৫১ খ্রী: পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের যে অধিবেশনগুলি হয় তা হল চতুর্থ থেকে দশম সম্মেলন — ১৯৩৭ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৩৮ (মেদিনীপুর), ১৯৪১ (বাঁশবেড়িয়া), ১৯৪৪ (বর্ধমান), ১৯৪৬ (আড়িয়াদহ), ১৯৫০ (এশিয়েটিক সোসাইটি, কলিকাতা)। এই সম্মেলনগুলিতে উত্তরোত্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর নীহাররঞ্জন পরিষদের সভাপতি থাকাকালে ভারতীয় গ্রন্থাগারে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম এটি পালিত হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে। এই থেকেই পরবর্তীকালে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সূচনা হয়। গ্রন্থাগারের প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি দিন নির্দিষ্ট করে তার প্রচার করা হবে বলে পরিষদ অনেকদিন ধরেই চিন্তা করছিলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা দিবস আর একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হলে। এর পরে ১৯৫৩ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। পরপর তিন বছর, ১৯ আগস্ট, ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫। কিন্তু ১৯ আগস্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিলনা। এটি ছিল ২০ ডিসেম্বর। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত যথারীতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০ ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' রূপে পালিত হয়ে আসছে।

পঞ্চাশের দশকে নীহাররঞ্জন ফুল ব্রাইট স্কলার হিসাবে আমেরিকায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। ঐ-সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তিনকড়ি দত্তের ষষ্ঠদশ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে এক সম্বর্ধনা সভা হয় বালিতে তিনকড়িবাবুর নিজ বাসভবনে ঐ সভায় বি এস কেশবন, শ্রীমতী রুথ ক্রুগার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নীহাররঞ্জনদের সময়ে পরিষদের কাউন্সিল বা বার্ষিক

সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করেছেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এখন কাউন্সিল সভার শেষে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা করার রেওয়াজ ছিল। এইরূপ এক কাউন্সিল সভার শেষে 'হাসপাতাল গ্রন্থাগার' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন কলকাতার মেয়র মনোরঞ্জন মুখার্জী এবং 'ভারতীয় শিশু সাহিত্য' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়েটিক সোসাইটি হলে বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের চীন-জাপান যুদ্ধে বিধ্বস্ত চীনের সাংস্কৃতিক সংস্থা ও গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানান চীনের গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সাহায্য হিসেবে চীনে পাঠানো হয়।

এই সময়ে পরিষদে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়। কলিকাতা হাওড়া, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে সাফল্যজনকভাবে গ্রন্থাগার সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এই সময়েই সর্বপ্রথম পরিষদ থেকে গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়। অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসু।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নীহাররঞ্জন যখন কলকাতা থেকে মিজোরামে চলে যান তখন তাঁকে সর্বদাই খুব ব্যস্ত থাকতে হত। কলকাতায় বিশেষ আসা হত না। এই সময়ে তিনি নিয়মিত পরিষদে যেতে পারতেন না। ফলে পরিষদের সঙ্গে তাঁর একটু দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকের মনে ধারণা হয়েছিল, গ্রন্থাগারিকদের দাবীদাওয়ার প্রতি তিনি বুঝি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন নন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তা ছিলনা। সরকারী মহলে তাঁর যথেষ্টই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি সরকারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে পারতেন। যেমন খাটিয়ে ছিলেন ডঃ রঙ্গনাথন।

নীহাররঞ্জন গ্রন্থাগারিকদের জন্য সত্যই কিছু করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ দিতে না পারলেও দেখা যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতিরূপে অনেকবারই তাঁকে গ্রন্থাগারিকদের দাবী-দাওয়ার বিষয়ে সরকারকে বলতে হয়েছিল। অবশ্য সরকার না শুনলে নীহার রঞ্জন কি করতে পারতেন! আর সরকার তো আন্দোলন ছাড়া কোন কথা বোঝেন না। আসলে বৃত্তির জন্য নীহার রঞ্জন যে সমস্ত কাজকর্ম করেছিলেন তার নেপথ্য কাহিনী প্রকাশিত হয়নি। নীহার রঞ্জন প্রচার বিমুখ ছিলেন বলেই এ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন।

একবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে তিনি ঠাট্টা ছলে বলেছিলেন, 'I am a renegade to the profession.' পরবর্তীকালেও তাঁকে দু'একবার একথা বলতে শোনা গেছে। গ্রন্থাগার বৃত্তি থেকে তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন, এজন্য তাঁর মনে বোধ হয় কিছুটা ক্ষোভ ছিল। ভেবে দেখলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথও এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি কখনোই এই পরিষদের কোন সভায় যোগ দেননি। কলকাতা থেকে তিনি দূর থাকতেন। সক্রিয়ভাবে পরিষদের কাজে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। পরিষদের কাজে তিনি যে অংশগ্রহণ করতেন না এ নিয়ে কারো কোন অভিযোগ বা ক্ষোভ ছিলনা। বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিতও হয়েছিলেন। কিন্তু নীহার রঞ্জন সম্বন্ধে আমাদের ক্ষোভের কারণ তিনি ছিলেন পেশাদার গ্রন্থাগারিক। পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। তার কাছে আমাদের দাবী ছিল অনেকখানি এবং গ্রন্থাগারিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে তিনি সরকারী মহলে তাঁর প্রভাব খাটাবেন এই ছিল আমাদের প্রত্যাশা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এ সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সরকারের কাছ থেকে দাবী আদায়ের জন্য সমবেত সংগ্রামের প্রয়োজন হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। আর সরকার চাপের রাজনীতি ছাড়া কিছু বোঝেন না। গ্রন্থাগারিকরা সংখ্যায় অল্প বলে তাঁদের দাবীকে উপেক্ষা করা চলে। নীহাররঞ্জন একথা জানতেন। আরও একটা মুস্কিল ছিল। গ্রন্থাগারিকরা একদিকে সংখ্যায় অল্প, অন্যদিকে দলাদলিতে বিভক্ত। সুতরাং তাদের শক্তিও বিভক্ত। সরকার তো শুধু শক্তির কাছেই নত হন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে এক সময়ে এক অজ্ঞাত কারণে নীহাররঞ্জনের প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। নীহাররঞ্জন তখন ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি। নানা কারণে এই দুই পরিষদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল না। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম কলকাতাতেই। এই পরিষদের কার্যালয় দিল্লী চলে যাওয়ায় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও ঐ সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে কিছুটা রেষারেষির সৃষ্টি হয়। নীহাররঞ্জন এরই শিকার হন সম্ভবত। তবে নীহার রঞ্জন সর্বদাই দলাদলির ঊর্ধে থেকেছেন।

বহু বিষয়ে নিপুণ এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নীহার রঞ্জন কিন্তু কখনই আপনাকে গ্রন্থাগারিক ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না। নীহাররঞ্জন যে সময়ে যে রকম গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রশিক্ষণ লাভ করেন আমাদের দেশে সে রকম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক বিশেষ ছিলেন না। দেশে সেরকম প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও খুব কম জায়গাতেও চালু ছিল। গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে দক্ষ প্রশাসকও

কম দেখা যায়। নীহাররঞ্জন ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং সম্বন্ধান্বিত অগ্রসর গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ থাকাকালে তাঁর এই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর স্মরণে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ডঃ সুকুমার সেন এক শোকবার্তায় নীহাররঞ্জনের অসাধারণ প্রতিভার কথা বলেন। ডঃ চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, নীহাররঞ্জন তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখেন। এই সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নীহাররঞ্জন তাঁর কর্মময় জীবনে নানা ধরনের পদাধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখনী নিঃসৃত বিভিন্ন নিবন্ধ তাঁর মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এশিয়েটিক সোসাইটি, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কমিটি মেম্বর, ভারতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর, রামমোহন রায় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যরূপে তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেও তিনি নানান পদাধিকারী ছিলেন। শিক্ষণ বিভাগের অধিকর্তা, পরিষদ গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা, ডিরেক্টরীর সম্পাদক, সম্মেলনের সভাপতি, পরিষদের কর্মসচিব, সহ-সভাপতি ও সভাপতি।

শতবর্ষের আলোকে নীহাররঞ্জনের প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য সারস্বত সংস্থায় তাঁর অবদানের সঠিক মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন। তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে নীহাররঞ্জনের বিচিত্র জীবন ও সাধনার মূল্যায়ণ করা হলে তাঁর সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে জানতে পারব এবং দেশবাসীই উপকৃত হবেন।

ইতিমধ্যেই কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে নীহাররঞ্জনের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি বইয়ের কপি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। বর্মার সংস্কৃতি, নুখল কোর্ট পেন্টিং এর ওপর নীহাররঞ্জনের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বইতে লেখা যায়। নীহাররঞ্জন শুধু ঐতিহাসিকই ছিলেন না, শিল্পকলার ইতিহাস নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান শিল্পের ইতিহাস নিয়ে পন্ডিত মহলে যে বিষয়টি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে নীহাররঞ্জন তাঁর উদ্যোক্তাদের অন্যতম। নীহাররঞ্জন সম্পর্কে এমন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। আমরা তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সঙ্গে আমরা নীহাররঞ্জনের জন্ম শতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে নীহাররঞ্জনের জন্ম শতবার্ষিকী যথোচিত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হওয়া উচিত। এই উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি নীহাররঞ্জন স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা উচিত হবে। এতে থাকবে :—

১. নীহাররঞ্জনের জীবনপঞ্জী ও রচনা পঞ্জী।
২. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা, ভাষণ, বক্তৃতা ইত্যাদি (ক) নিবেদন (খ) উদ্বোধনী ভাষণ (গ) সভাপতির ভাষণ ৫ম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, মেদিনীপুর, ১৯৩৭ (ঘ) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, ৯ম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, এশিয়েটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫০ (ঙ) উদ্বোধকের ভাষণ, ১৩শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, মেদিনীপুর, ১৯৫৬, সভাপতির ভাষণ, প্রথম সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা ১৯৬৯, সভাপতির ভাষণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটি সহ অন্য কোন ভাষণ বা লেখা যদি থাকে তা।
৩. নীহাররঞ্জন সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা। আশা করি তাহলে স্মারক সংখ্যাটি মূল্যবান হয়ে উঠবে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অভিধান

মাধব চন্দ্র চ্যাটার্জী ও নির্মলেন্দু শাখারু

মুখবন্ধ : প্রবীর রায়চৌধুরী

মূল্য : ৬০ টাকা • প্রকাশ : ২০০৩

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

দূরভাষ (৯১-০৩৩) ২২১৯-১৫৯৫/৬৫৩৯

গ্রন্থ, গ্রন্থাগার পরিষদ ও নীহাররঞ্জন রায়
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

অসিতাভ দাশ
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা

০১ প্রস্তাবনা

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়কে কোন বিশেষ আখ্যায় ভূষিত করা খুব কঠিন ব্যাপার। তিনি কি ইতিহাসবিদ? তিনি কি শিল্পতত্ত্বজ্ঞ? তিনি কি শিক্ষা-বোদ্ধা বা শিক্ষা-সমালোচক? তিনি কি একজন শুধুই আদর্শ শিক্ষক? তিনি কি সাহিত্য রসিক? তিনি কি একজন গ্রন্থাগারিক? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাই বলা যায় তিনি মুক্তমনের ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী আধুনিক মানুষ ছিলেন বলে স্বচ্ছন্দে সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করতেন।

০২ সকালবেলার আলো

০২১ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কায়েৎ গ্রামে নীহাররঞ্জনের জন্ম। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড়, পূর্বে শ্রীহট্ট, দক্ষিণে ঢাকা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, যাকে আঞ্চলিক মানুষেরা যমুনা বলে ডাকে। এরই মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। বাবা মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ছিলেন একজন সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব। মায়ের নাম জ্ঞানদাদেবী।

০২২ নীহাররঞ্জনদের আসল পারিবারিক পদবী ছিল হোমরায়; একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে তাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন ও ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েছিলেন। কিন্তু নীহাররঞ্জনের পিতা ব্রাহ্ম না হলেও জ্যেঠামশাই গগন হোম ছিলেন দীক্ষিত ব্রাহ্ম ও তাঁদের পরিবার ময়মনসিংহ জেলায় বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবার হিসেবে সুপরিচিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রীতিভাজন ও স্নেহধন্য এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক অমল হোম ছিলেন তাঁর পুত্র। পারিবারিক সূত্রে অমল হোম ছিলেন নীহাররঞ্জনের জ্যেঠতুতো দাদা। গগন হোম শাখা রায় বর্জন করে রেখেছিলেন শুধু হোম আর মহেন্দ্রচন্দ্র শাখা বর্জন করে হয়েছিলেন শুধুই রায়।

নীহাররঞ্জনের পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র গভীর স্বদেশানুরাগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা দপ্তরের চাকরি ছেড়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। দেশসেবার্থে চাকরি ছেড়ে ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতি বিদ্যালয়ে (জাতীয় বিদ্যালয়) মহেন্দ্রচন্দ্র শিক্ষকতা শুরু করেন এবং এখানেই নীহাররঞ্জনের বিদ্যালয় শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত। পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে উঁচু ক্লাসে বাংলা পড়াতেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন কিছুটা পিতৃপ্রভাবে, কিছুটা আশৈশব লালিত জাতীয়তাবোধে নীহাররঞ্জন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। বাল্যকাল থেকে অসম্ভব মেধাবী ছাত্র ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

০২৩ ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য নীহাররঞ্জন ভর্তি হয়েছিলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। ময়মনসিংহের অন্যতম সুসন্তান ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার ও পূত চরিত্র ব্রাহ্ম নেতা আনন্দমোহন বসুর নামাঙ্কিত কলেজটি জেলার সদর শহরে অবস্থিত ছিল। নানা স্থানে সভা, মিছিল, মিটিং, পিকেটিং, ধর্মঘটের মধ্যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে সাম্মানিক স্নাতক হন।

০২৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সময়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলেছিলেন। সেই বিভাগে নীহাররঞ্জন ভর্তি হয়ে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। এই বিভাগে তাঁর সহপাঠী ছিলেন বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন।

সেই বছরে 'উত্তর ভারত রাজনৈতিক ইতিহাস' বিষয়ে মৌলিক রচনার জন্য তিনি মৃণালিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিন বছর ভারতীয় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে স্থাপত্য সম্পর্কিত একটি গবেষণাধর্মী রচনার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিমূলক ডিগ্রি পান এবং ব্রহ্মদেশে শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ক রচনার জন্য মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। ব্রহ্মদেশে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের বিষয়ে একটি মৌলিক রচনার জন্য তিনি ১৯২৯-এ গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন এবং এই রচনাকার্যের জন্য ১৯৩০-৩২-এর সময়কালের জন্য আরও একটি গবেষণা বৃত্তি পান।

০২৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি লাভ করে উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ যান। এই বৎসরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডিপ্লোমা ইন্ লাইব্রেরিয়ানশিপ" পাশ করেন। এরই পাশাপাশি

হল্যান্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "Sanskrit Buddhsim in Burma" বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। আবার ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে "The Ravada Buddhsim in Burma" বিষয়ে গবেষণা করে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত নাম RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN (State University at Leiden)।

০৩ নব জীবনের পথিক

০৩১ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ভারতবর্ষে ফিরে নীহাররঞ্জন নূতন জীবন শুরু করেন। এবার ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে নয়, জীবন শুরু করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে। ছোটবেলা থেকে কোন বিশেষ প্রচলিত নিয়মের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং মেধা ছিল। সেই কারণে ইতিহাসের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র হয়েও গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রতিও তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নীহাররঞ্জনের পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ও শিক্ষকতা করার সময় ছাত্রদের মনকে পাঠ্যপুস্তকের সীমায় আবদ্ধ না রেখে মুক্ত আকাশের অন্তহীনতায় মুক্তিদান করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনায়াসে বিচরণ করতেন। অনুমান করা যেতে পারে নীহাররঞ্জনও পারিবারিক সূত্রে এই বিষয়ের অধিকারী হয়েছিলেন।

ইতিহাসের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যেরও। আবার ইতিহাসের বই লিখতে লিখতে গ্রন্থাগার বিদ্যার পথিক হিসেবে তাঁর নিজের জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাগার বৃত্তিকে তিনি নিছক চাকুরি হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি অনুভব করেছিলেন গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে নিজেকে সংযুক্ত না করলে সেই বৃত্তির উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি পরিষদের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। এই দৃষ্টান্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনুসরণযোগ্য।

০৩২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর কর্মধারা আরম্ভ হয় গ্রন্থাগার শিক্ষণ-এর ডাইরেক্টর বা পরিচালক হিসেবে। আমরা সকলেই অবগতি আছি যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত লাইব্রেরি ট্রেনিং সার্টিফিকেট কোর্স ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে থেকে শুরু হয়। যার জয়যাত্রা আজও অব্যাহত ও বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার পরিচালনাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রম নির্ধারণ করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ উপসমিতি গঠন করা হয়। এই উপসমিতির সদস্য ছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ, প্রমীলচন্দ্র বসু, সুরেন চট্টোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত ও প্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায়। কমিটির সভাপতি ও আহ্বায়ক ছিলেন যথাক্রমে খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ এবং প্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায়।

০৩৩ এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিকভাবে একমাস ব্যাপী গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে আরম্ভ হলেও এর উদ্বোধনী অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনে বলেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও স্টেটসম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ভক্টর সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এই কোর্স পরিচালনা করার ব্যাপারে নীহাররঞ্জন রায় যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা জানা যায় উদ্বোধনের প্রাক্কালে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায়ের ভাষণে। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে, "আমার যুবক বন্ধু এবং আমাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্যোক্তা অধিকর্তা ড: নীহাররঞ্জন রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এর বাস্তব রূপ দেয়। আপনারা বোধহয় জানেন আমার মাননীয় বন্ধু ড: কাউন্সির পরিচালনাধীনে ড: রায় তাঁর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সম্প্রতি ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেছেন। প্রশিক্ষণ চক্রের সাফল্যের জন্য অধিকর্তা ড: রায় ও অন্যান্য যাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের নিকট পরিষদ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।"

ব্যক্তিগত জীবনে নীহাররঞ্জন রবীন্দ্র-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, অসংখ্য কবিতা ছিল কণ্ঠস্থ। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর রবীন্দ্র-আসক্তির প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা'। রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "রবীন্দ্রকাব্য সহস্রদ্যুতি; কোনও একটি নির্দিষ্ট আলোক-রেখার দিক হইতে দেখিলে হীরকখণ্ডের অসংখ্য বিচিত্র দ্যুতি যেমন নয়নগোচর হয় না, তেমনই রবীন্দ্রকাব্যের রূপ, লাবণ্য ও রহস্যও উপভোগ করা যায় না।" তাঁর সেই আশ্চর্য স্বপ্নপুরুষের আশীর্বাণী নিয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যার সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধন হয়েছিল, যে কোর্সের পরিচালক ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সেই বাণী সভায় পাঠ করে শোনান হয়।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বাঙলা
২৮।৪।৩৭

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টা সফল হউক ইহাই কামনা করি। যোগ্য গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেশের

একটা বিরাট চাহিদা মিটাইবে।"

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০৩৪ সাফল্যের সাথে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করেই তিনি কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের লক্ষ্য ও কার্যক্রম থেকে দূরে থাকেননি। তিনি নিজেকে আরও পরিষদের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ ও ২৫ জুলাই পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে। এই সম্মেলন উপলক্ষে যে কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটির সম্পাদক ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। তাঁর ভাষণে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা ছাড়াও ২৫ জুলাই, ১৯৩৭ কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা নিয়ে যুগোপযোগী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যিক কর্তব্য। প্রথম প্রস্তাব তিনি দেন, কলেজ গ্রন্থাগারগুলি পুনর্গঠন করা দরকার। এরজন্য দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারী, কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অধ্যাপকরা গ্রন্থাগারিক পদে আসীন। বিশ্ববিদ্যালয় যেন অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে কলেজ গ্রন্থাগারিক পদে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার সহকারীপদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয়। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা যথোচিত হওয়া উচিত বলে অভিমত পোষণ করেন। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কমিটির সম্পর্ক, গ্রন্থ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা উল্লেখ করেন।

তিনি তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেন, কলেজ গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার যার মাধ্যমে প্রতিদিনের রুটিন কাজ ও প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। তৃতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন, বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ডিপোজিটরি গ্রন্থাগার হিসেবে ঘোষণা করা হোক। কলেজ গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যেন করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বাংলা গবর্নমেন্ট ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ভাল লাইব্রেরিয়ান তৈরি করবার জন্য ক্লাস খোলবার পরিকল্পনা করে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। তার জন্য একটা সাব কমিটি গঠিত হয়েছিল যার সদস্য ছিল ডব্লিউ এস আরকুহার্ট, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমার মুণীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির তৎকালীন গ্রন্থাগারিক কে. এম. আসাদুল্লা। কিন্তু এই সম্মেলন হওয়া পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন উদ্যোগ নেয়নি।

০৩৫ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে তিনি পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল সভায় নীহাররঞ্জন রায় সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সাথে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, গ্রন্থ নির্বাচন কমিটির সদস্য, প্রকাশনা কমিটির সম্পাদক, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কমিটির সদস্য, গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কমিটির সম্পাদক ও গ্রন্থাগার সমীক্ষা কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় পরিষদের মুখপত্র হিসেবে Bengal Library Association Bulletin বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বুলেটিন প্রকাশ করা হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নীহাররঞ্জনকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রতি বৎসর দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তিনি কৃতিত্বের সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রন্থ নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ Bengal Library Association Bulletin-এ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পরিষদ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গলা পুস্তকসমূহের নির্বাচিত তালিকা প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করে দেশের প্রকাশকদের কাছে একখণ্ড পুস্তক প্রেরণের অনুরোধ জানালেও বাঙ্গলা দেশের সমস্ত প্রকাশকেরা এই অনুরোধ রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করেননি। য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই দেশীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এইরূপ নির্বাচিত তালিকা প্রকাশ করে থাকেন।

তিনি পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্য তাঁর এই প্রবন্ধে আরও প্রাঞ্জল করে দেন। তিনি বলেন, সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠি, গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচনের মাপকাঠি এক নয়। পুস্তক নির্বাচনে আমরা সমালোচকের পদ গ্রহণ করিনি, করার উদ্দেশ্যও আমাদের নয়; গ্রন্থাগার বিদ্যার চর্চা যাঁরা করে থাকেন, তাঁদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক-নির্বাচনের রীতি ও মাপকাঠি স্বতন্ত্র।

পরিষদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল, বাঙ্গলা দেশে এমন কি ভারতবর্ষে এই প্রকার প্রচেষ্টা প্রথম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যম নানাদিকে প্রকাশ পাচ্ছে, অথচ জনবল, অর্থবল এবং সুনিয়ন্ত্রিত কার্যালয়ের অভাবে সকলদিকে সমানভাবে শক্তি ও মনোযোগ অর্পণ করবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। এই বক্তব্য থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের কর্মসূচীর প্রতি তাঁর আস্থা ও শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়।

০৩৬ তাঁর এই প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত হননি

তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে। এই সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, আমাদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এখনও মত পোষণ করে থাকেন যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের স্থান অকিঞ্চিৎকর। আর এটাই বা কেমন যে যোগ্য ও শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক পাওয়া গেলেও কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশ অনুসারে ও কর্তৃত্বাধীনে তাদের কাজ করতে হবে এই জেদ ধরেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নীহাররঞ্জনের সেই ক্ষোভ ও আশঙ্কা আজও বিদ্যমান। বহু কলেজে প্রফেসার ইন-চার্জ প্রথা থাকার ফলে কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিকদের চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় সোচ্চার ছিলেন। মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁর সভাপতির ভাষণে দেখতে পাই তিনি বলছেন, স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে গ্রন্থাগারের উন্নতির পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হল সাধারণ কেতাবী শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষক ও অধ্যাপকের সমান মর্যাদা, ক্ষমতা ও বেতনবিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা। যে গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ভবনের সাজসরঞ্জাম এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছে তাতে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে। আমাদের কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের পড়াবার ঘর ও যন্ত্রাগারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক মনে করে থাকেন তবে কেন তাঁরা গ্রন্থাগারের জন্য সমভাবে অত্যাবশ্যক মনে করবেন না?

০৩৭ শুধু কলেজ বা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কথাই নয় তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কথা নিহিত ছিল। সভাপতির ভাষণে তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ এখনও নিহিত রয়েছে আইনসভার দোহাইতে এবং কে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে তা কারও জানা নেই। কিন্তু যেই করুক না কেন সেই অবশ্য স্বীকার করবে যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য উপস্থাপিত কোন পরিকল্পনা বা প্রস্তাবে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে একটা ছোটখাট কিশোর গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। এই আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-গ্রন্থাগারিকের কর্তৃত্বাধীনে একটি আদর্শ কিশোর গ্রন্থাগার থাকবে। এই গ্রন্থাগারের স্থান হবে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আর সেখানে রাখা হবে আদর্শ সাজসরঞ্জাম, পর্যাপ্ত সংখ্যক সুনির্বাচিত বই, চার্ট ও চিত্রিত পাঠ্যবিষয়। অনেক কিছুর মত তাঁর এই আশাও আজও পূরণ হয়নি।

০৩৮ শুধু মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তাঁর মত পোষণ করেছিলেন, তা সঠিক নয়। তিনি নিজেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বন্ধু হিসেবে ভাবতেন। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁর সভাপতির ভাষণে দেখতে পাই "যে পেশা অবলম্বনের সুযোগ পেয়ে গর্ববোধ করেছি তার নামেই আমি সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে এই দুষ্প্রাপ্য সম্মান মাথা পেতে নিয়েছি। প্রবীণত্বের ভার, সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমি কোন দাবি করি না; বর্তমান সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং মানসিক প্রগতির সর্বাধিক প্রভাবশালী ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য যাঁরা কাজ করেন বলে দাবি করেন আমি যে তাঁদেরই একজন দীন প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে সচেতন।"

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল যে "এটা সত্য যে অবারিত দ্বার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সকল দিক থেকে সার্থক করে তুলতে হলে ব্যাপক, সার্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির উপর একে দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু যখন আমরা ভাবি যে বর্তমান বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কলা বিজ্ঞান পরিষদ ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সকল স্তরের ও পেশার লোকে ভর্তি বড় বড় সহরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নৈরাশ্যজনকভাবে ও শোচনীয়ভাবে ন্যূন তখন আমাদের ছাড়া ধারণা না হয়ে পারে না যে শিক্ষাসংস্কৃতির বাহক সংস্থা হিসেবে গ্রন্থাগারকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে আমাদের সহরের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং জনসংস্থার কর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাব জাগাতেও এখনও অনেক সময় লাগবে।"

তিনি আরও বলেন, "প্রগতিশীল সমাজে প্রগতিশীল শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন একটি বিশেষ অঙ্গ। যে পরিবর্তনশীল জগতে আমরা বাস করি তার উপযোগী সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াবার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে বুদ্ধি অর্জনসৃষ্টি বিকাশের মাধ্যমে হিসেবে কেবল তখনই গ্রন্থাগার তার ন্যায্য স্থান লাভ করতে পারবে।"

০৪ মধ্যাহ্নের সৌরভ

০৪১ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে নীহাররঞ্জন রায় পরিষদের কোষাধ্যক্ষ পদে আসীন হন। এতদ্ব্যতীত, পরিষদের গ্রন্থাগার সমীক্ষা কমিটির সভাপতি, গ্রন্থ নির্বাচন কমিটির সদস্য, প্রকাশনা সমিতির সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সমিতির সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে প্রকাশনা সমিতির সম্পাদক হিসেবে দ্বিভাষিক Bengal Library Association Bulletin-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত Bengal Library Directory-র প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে নীহাররঞ্জন রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব হন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সমিতির সম্পাদক ব্যতীত গ্রন্থাগার সমীক্ষা সমিতি, সংবিধান সমিতি, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির সদস্য ছিলেন এবং কোষাধ্যক্ষ পদে থাকার জন্য অর্থ সমিতির আহ্বায়ক হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিদ্যা সার্টিফিকেট কোর্সের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যসংখ্যা ছিল ১৩৫, তার মধ্যে একজন আজীবন সভ্য ছিল তিনি কুমার নৃপীন্দ্র দেব রায়। এরপরে ১৯৪০ সালে যে সমস্ত আজীবন সদস্যদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে একজন ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, অন্য আজীবন সদস্যরা হলেন অনাথনাথ বসু, জে. এম. মজুমদার, কুমার নৃপীন্দ্রদেব রায়, এম. এন. বসু ও তিনকড়ি দত্ত।

০৪২ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিবর্তিত সংবিধানানুযায়ী নীহাররঞ্জন সম্পাদক হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠার ফলে দেশে অকস্মাৎ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্মসমিতির সদস্যরা অথবা পরিষদের সভ্যরা একত্রে মিলিত হয়ে পরিষদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ হবে না এই আশঙ্কায় এবং আপদকালীন অথবা জরুরী অবস্থায় পরিষদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই সময়ে বার্ষিক সভায় পরিষদের সকল কাজকর্ম নিজের বিবেচনামত চালিয়ে যাবার জন্য ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের উপর পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

০৪৩ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ও ১২ এপ্রিল বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির আহ্বানে ষষ্ঠ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নীহাররঞ্জন 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় মুদ্রণ ব্যবস্থা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা কিভাবে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রণকার্য শুরু করেন তার কথা দেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন ও প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৪২-এ তাঁর উদ্যোগে Bengal Library Directory প্রকাশিত হয়। ১৩৪৮বঙ্গাব্দে-এ 'পাঠাগার' নামে প্রথমে ত্রৈমাসিক ও পরে মাসিক পত্রিকা বাণীগঞ্জ ইন্‌স্টিটিউটের সহযোগিতায় পরিষদ প্রকাশ করতে থাকে। প্রথমে পত্রিকার সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা সঙ্ঘের সদস্য হিসেবে কাজ করলেও ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে তিনি সম্পাদক হন।

বিদেশী ইংরেজ সরকার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের অন রেগুলেশন বলে নীহাররঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে কারারুদ্ধ করে রাখলে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

০৪৪ জেল থেকে ফিরে আসার পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশনে নীহাররঞ্জন পরিষদের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই সময়ে তাঁর চাকুরিজীবনের আবার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই নীহাররঞ্জন রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 'রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন।

গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ছিন্ন হলেও পরিষদের কর্মধারার সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি চেয়ারম্যান অফ্ দি কাউন্সিল হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে দেশের সমাজের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৪৬ ও ৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগার বিদ্যার গ্রীষ্মকালীন ক্লাস সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। পূর্বের মত কোর্সের দায়িত্ব না নিলেও শত ব্যস্ততার মধ্যে নীহাররঞ্জন রায় স্পেশ্যাল লেকচার দেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট নীহাররঞ্জনের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ভাষণে প্রাক্তন ছাত্রদের আহ্বান জানান গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য। তিনি এটাও স্মরণ করিয়ে দেন প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটা সম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য যে আজও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

০৪৫ ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নীহাররঞ্জন রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি হন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্বকালে তিনি বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার তহবিলে যে অর্থ সঞ্চয় করেছে, সে ব্যাপারে আমি খুশি নই। একটি শিশুর ও সাংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের শুভকাজে সমস্ত টাকা ব্যয় করা উচিত যাতে কোন গঠনমূলক কার্য সম্পন্ন করা যায়। বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে অনুদান পাবার জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকার বয়স্ক শিক্ষার জন্য যে অর্থ অনুমোদন করেছে আমার আশঙ্কা এই অর্থ থেকে কলকাতার গ্রন্থাগারগুলি লাভবান হবে না, কেননা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি পদে আবার আসীন হন। এই বছরের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশিত হলে নীহাররঞ্জন রায়কে প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে লেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথম পৃষ্ঠাতেই গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে তাঁর লেখা 'নিবেদন' প্রকাশিত হয়। তিনি পরিষদের সদস্যদের ও শুভানুধ্যায়ীদের তাঁর লেখার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেন "কিন্তু একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, দু'চার দশজনের চেষ্টা ও উৎসাহে কোন উদ্যোগকেই খুব বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। পরিষদের সকল কর্মী যদি এই মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নয়, পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট না হন, তাহলে শুধু পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মপরিষদের উদ্যোগে তা কখনও সম্ভব হবে না।"

তাঁর এই কথা পঞ্চাশ বৎসর পরেও একইভাবে স্মরণযোগ্য।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত ১৩ ও ১৪ এপ্রিল দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, সদাসাক্ষর, এমন কি নিরক্ষরদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে এটা খুব আনন্দের কথা। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় সদাসাক্ষর ও নিরক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থের অভাব রয়েছে। সদাসাক্ষর ও নিরক্ষরদের কথা তিনি বারবার অনুভব করতেন বলে তাঁর বক্তব্যে এই কথাগুলি পরিস্ফুট হত।

মনে হয়, পরিষদের সঙ্গে তাঁর শেষ প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ১৩৮১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত সুশীলকুমার ঘোষ প্রথম স্মারক বক্তৃতায়। এই স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রমীলচন্দ্র বসু ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়।

০৫ সোনার আলপনা

৫১ মানব-অভিব্যক্তির সমুদয় বিষয়ে নীহাররঞ্জনের অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বা মোগল সাম্রাজ্য বা বাঙালির ইতিহাস বা বৌদ্ধধর্ম বিষয়, যে কোন ভাবনাই নীহাররঞ্জনের বলিষ্ঠ-তথ্যনিষ্ঠ, সুচিন্তিত আলোচনার ফলে সেই বিষয়ে গ্রন্থগুলি হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট ভাবনার এক ফসল। ইতিহাসের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তাঁর লেখায় ইতিহাসের তথ্য ও প্রামাণিকতার সঙ্গে সাহিত্যের সরসতা ও আবেগ আমাদের কাছে পরম মূল্যবান হয়ে ওঠে।

৫২ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত লিবার্টি পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়ে সাহিত্য বিভাগের ভার পান। ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র, গবেষক ও পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মানসিক আনন্দ ছিল পত্রপত্রিকা সম্পাদনার কাজে যদি নিজেকে যুক্ত রাখতে পারতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি Bengal Library Association Bulletin এবং পাঠাগার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। চল্লিশের দশকে প্রতিভা বসু ও জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে নীহাররঞ্জন সাহিত্য পত্রিকা 'বৈশাখী' সম্পাদনার কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। এই পত্রিকার প্রারম্ভিক সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ থেকে বেশ কিছুদিন বামপন্থী ভাবধারার নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে একযোগে 'ক্রান্তি' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ক্যালকাটা রিভ্যু'-এর সম্পাদক ছিলেন। বিশিষ্ট কলা বিশেষজ্ঞ স্টেলাক্রামরিশের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন 'Journal of the Indian Society of Oriental Arts' পত্রিকা। সারাজীবন পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য নীহাররঞ্জনকে সত্তর দশকে টাইমস অফ্ ইন্ডিয়া গোষ্ঠী তাদের পরিচালক পর্ষদের অন্যতম সাম্মানিক পরিচালক নির্বাচিত করেছিলেন।

৫৩ শিক্ষা-সাহিত্য-ইতিহাস-শিল্প বিষয়ের নানান দিক নিয়ে নীহাররঞ্জন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বহু বাংলা এবং ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাংলা ও ইংরেজিতে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ সৃষ্টি করলেও নিঃসন্দেহে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব)। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৯ বছর বয়সে কলকাতা থেকে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম

'Brahmanical Gods in Burma'। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'Sanskrit Buddhism in Burma'।

এখানে তাঁর লেখা গ্রন্থের একটা সার্বিক তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

১৯৩২	Brahmanical Gods in Burma
১৯৩৬	Sanskrit Buddhism in Burma
১৯৪০	রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা
(১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)	
১৯৪৬	The Ravada Buddhism in Burma
১৯৪৭	প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন
(১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)	বাংলা নদনদী
	বাঙ্গালী হিন্দু কৃষ্টিভেদ
	Maurya and Sunga Art
১৯৪৯	বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
(১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)	
১৯৬৭	An artist in life : a commentory on the life and work of Rabindranath Tagore
১৯৭১	ভারতীয় শিল্পের ভাবনা ও প্রতিমা
১৯৭২	Nationalism in India
১৯৭৩	Idea and Image in Art
১৯৭৪	An approach to Indian Art
	Moughal Court Paintings
১৯৭৫	The Sikh Gurus and the Sikh Society
১৯৭৬	Maurya and Post-Maurya Art
১৯৭৮	ভারত ইতিহাস জিজ্ঞাসা
১৯৭৯	কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি
•	গ্রীক ও ভারতীয় কালচেতনার ধারা

এইগুলো ব্যতীত দেশের ও বিদেশে প্রকাশিত বহু খ্যাতনামা পত্রপত্রিকায় নীহাররঞ্জন রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইতিহাস, ভারতীয় ভাস্কর্য, পুরাতত্ত্ব, শিল্প-বিষয়ক গবেষণা, স্থাপত্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর কলমেরা এখনও অগ্রন্থিত।

আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে ব্রহ্মদেশের বুরুহ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' রচনা করেছিলেন। তিনি পেশাদার ঐতিহাসিক হয়েও আমৃত্যু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। নীহাররঞ্জন তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে একটি যুগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ও জাতীয় জীবনের রূপকার হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

০৬ মণিহারের ছটা

০৬১ ১৯৬৫-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের 'রাণী রাসমণি অধ্যাপক' পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর আমৃত্যু ছিলেন 'এমেরিটাস অধ্যাপক'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিনও ছিলেন। দেশে ও বিদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ক্রিটনের লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ্ আর্টস এবং লন্ডন রয়াল সোসাইটি অফ্ আর্টস-এর তিনি ফেলো ছিলেন। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সদস্য ছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সিমলায় অবস্থিত 'ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে ও জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৮০, ডিসেম্বর) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতিও ছিলেন।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার কমিটির সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের স্মৃতিধন্য 'রবিবাসরের' জন্মলগ্ন থেকেই তিনি সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৩-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি হিসেবে ব্রহ্ম সরকারের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নীহাররঞ্জনের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত History and Society (Eassay) in honour of Prof. Nihar Ranjan Roy.

০৬২ জীবনের সর্বস্তরের মানুষের কাছে যেমন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তেমনই পেয়েছেন স্বীকৃতি ও সম্মান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতে প্রবর্তিত হয়েছিল 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার'। প্রথম বছরেই সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাসের

সঙ্গে নীহাররঞ্জনের 'বাঙালীর ইতিহাস'কেও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। তাঁর জীবনব্যাপী ইতিহাস সাধনার জন্য ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার' এবং এশিয়াটিক সোসাইটির বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণপদক তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "An artist in life : a commentory on the life and works of Rabindranath Tagore" গ্রন্থের জন্য ভারত সরকারের সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' দিয়ে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট ৭৮ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে নীহাররঞ্জন রায় একটি স্মরণীয় নাম।

০৭ আমার সোনার বাংলা

০৭১ নব নব দৃষ্টিভঙ্গীর পথিক নীহাররঞ্জন ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালী। বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) গ্রন্থটি। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বক্তৃতামালায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি পর্ব নিয়ে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য যদুনাথ সরকার। বাঙালির ইতিহাসের উপর এই আদ্যিক ভাষণ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকালের অধ্যয়ন ও ইতিহাসের গবেষণা করে তারই ভিত্তিতে 'বাঙালীর ইতিহাস' লিখেছিলেন। অসংখ্য ছবি-মানচিত্র এবং স্কেচ ছিল এই বইয়ের অন্যতম সম্পদ। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেছিলেন। বহু বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ান ভারততত্ত্ববিদ্ ডঃ জন ব্রুভ অনুবাদ করেছিলেন এই গ্রন্থটি। তাঁর ইতিহাসবোধের ফসল শুধু বাঙালির ইতিহাস তো নয়, অন্য অনেক দিকে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন শিল্প-ইতিহাস। সেই সময় ইংরেজি ভাষায় গবেষণামূলক বই লেখার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নীহাররঞ্জন 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) রচনার জন্য সচেতনভাবে বেছে নিয়েছিলেন বাংলা ভাষা।

কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একান্ত অনুগত ছাত্র, সংগঠক ও শিক্ষক নীহাররঞ্জন রায় বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে কোন গ্রন্থ বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে যাননি। তাঁর একটাই প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয়, সেটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে "সৌরভ" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'পাঠাগার' নামে প্রকাশিত হয়। এটা আমাদের আক্ষেপ। যদিও নীহাররঞ্জনের নিজের ভাষায় "বাঙালী, বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস অটুট; তা যদি না হবে তা হলে বাঁচবো কি নিয়ে, কোন্ পরিচয়ে, মানসাশ্রয় পাবো কোথায়। বাংলা ভাষা যে আমার প্রাণের নিঃশ্বাস, জীবনের আশ্বাস।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন। 'গ্রন্থাগার', ১৩৭৬-১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।
২। 'পাঠাগার' পত্রিকা
৩। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার
৪। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
৫। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক — সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান।
৬। Bengal Library Association Bulletin

প্রাপ্তি স্বীকার

[নিম্নলিখিত রচনাগুলি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য এসেছে। রচনাগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করা হচ্ছে। স্থানাভাবের জন্য রচনা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে এবং হচ্ছে হবে। রচনা প্রকাশে বিলম্বের জন্য দুঃখিত। নিয়মানুযায়ী সাধারণতঃ দীর্ঘ রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়। সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লেখা কোন রচনা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে লেখকদের অনেকেই ১ কপি রচনা জমা দিচ্ছেন। নিয়মানুযায়ী সকলকে ২ কপি রচনা এবং সঙ্গে ইংরেজী সারাংশ দিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

— সম্পাদক]

১। স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা
— গৌতম চন্দ্র রায়

২। সংস্কৃত গল্প সাহিত্য ও রঙ্গনাথন : পঞ্চতন্ত্র গল্পগ্রন্থের আলোকে — একটি আলোচনা
— শ্যামসুন্দর কুন্ডু

৩। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
— পার্থ প্রতিম রায়

মুঘল সম্রাট আকবরের রাজ-গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী:)

অরবিন্দ মাজী

গ্রন্থাগারিক, ইসলামপুর কলেজ, উত্তর দিনাজপুর

হিন্দুস্থানের মুঘল সম্রাটদের কথা কারও অজানা নয়। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে মহামতি আকবর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে। ইতিহাস বলছে, আকবরের পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর কাহিনীটি মুঘল শাসকদের রাজ গ্রন্থাগার তথা 'ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারে'র সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কেন না মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হুমায়ুন তাঁর প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত "শের মন্ডল"-এর ভেতরে অবস্থিত গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে প্রচন্ড আঘাত পেয়ে শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেটিই ছিল তাঁর শেষ শয্যা। ঐ শয্যাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।[১] গ্রন্থাগার প্রেমিক হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহন করার কিছু দিন পরেই অন্যান্য কর্মকান্ডের পাশাপাশি মুঘলদের রাজগ্রন্থাগার তথা ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারটির সংস্কার সাধনেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আকবর সিংহাসনে আরোহন করার পর 'পুরান কিল্লার' প্রাসাদ গ্রন্থাগারটিকে আগ্রা-দুর্গের মধ্যবর্তী - 'Octagonal Tower' এর পার্শ্ববর্তী একটি সুবিশাল হল ঘরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তথ্যে বলা হয়েছে — "In particular the library was situated in the big hall near the octagonal Tower in the fort of Agra."[২]

হুমায়ুনের সুযোগ্য পুত্র সম্রাট আকবর ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারের মনোন্নয়নের জন্য কেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আকবরের আমলে গ্রন্থাগারটিতে ২৪০০০ পান্ডুলিপি ছিল।[৩] গ্রন্থাগারের পান্ডুলিপির সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আকবর প্রচুর দক্ষ হস্তাক্ষরবিদ[৪], চিত্রকর[৫], অনুবাদক[৬] ও বই-বাঁধিয়ে[৭] নিয়োগ করেছিলেন। নতুন নতুন গ্রন্থরচনার জন্য খ্যাতনামা কিছু কবি বা লেখকদেরও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এ বিষয়ে তথ্যে বলা হয়েছে, "গ্রন্থাগারকে তিনি উৎসাহ দিতেন।"[৮] আর সেই জন্যই গ্রন্থাগারে বহুতর পান্ডুলিপি বা পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল।[৯] ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারটিকে বিজ্ঞানসম্মতরূপে গড়ে তোলার জন্য সম্রাট সেখানে অনেকজন ক্যাটালগার, ক্লাসিফিকেশানিষ্ট, হিসাব রক্ষক ও কেরানী নিয়োগ করেছিলেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক শ্রেণীকরণের নীতিটি ছিল উন্নত মানের এবং যুগোপযোগী। এ বিষয়ে জানা গিয়াছে যে, "Prose books, Poetical works, Hindi, Persian, Greek, Kashmiri, Arabic all are separatly placed."[১১]

আকবরের আমলে গ্রন্থাগারের সর্বময়কর্তা ছিলেন 'নিজাম'।[১২] তাঁর পদটিকে আধুনিক কালের গ্রন্থাগারিকের পদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর আমলে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদটিকে বলা হত 'দারোগা' বা মুহতামিন্[১৩]। কয়েকজন সহকারী উচ্চ পদাধিকারী দারোগার কাজকর্মে সহায়তা করতেন। তথ্যে বলা হয়েছে "He had several assistants under him who entered the books in the register and to keep separate registers for separate subjects and the number of books."[১৪] মুল্লা বিলাল নামক একজন পন্ডিত নিজামের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[১৫] অপরদিকে দারোগার পদ অলংকৃত করেছিলেন মুন্সাপীর মহম্মদ নামক একজন বিদ্যোৎসাহী।[১৬] নিজাম ও দারোগার আন্তরিক চেষ্টায় গ্রন্থাগারটি সে যুগে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে ছিল।

ইম্পিরিয়্যাল গ্রন্থাগার : একটি বুয়ুতাত :

আকবরের আমলে রাজ গ্রন্থাগার তথা ইম্পিরিয়্যাল গ্রন্থাগারটি একটি 'বুয়ুতাত' হিসাবে পরিগণিত হত।[১৭] প্রাসাদভুক্ত ও প্রাসাদসংলগ্ন প্রতিটি রাজকীয় বিভাগকে সেকালে এক একটি বুয়ুতাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই বুয়ুতাতগুলিকে তদানীন্তন কালে কেউ কেউ 'কারখানাহ' নামেও অভিহিত করতেন। বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন বুয়ুতাত হিসাবে ইম্পিরিয়্যাল গ্রন্থাগারের ভূমিকা সে যুগে নেহাত কম ছিল না। বায়ুতাতেত সংস্কৃতি মিলে ছিল বলেই গ্রন্থাগারের জন্য রাজকোষ থেকে অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন রকম কার্পণ্য করা হত না, বরং অর্থবরাদ্দ করা হত উদারভাবে এবং সেই কারণেই তৎকালে ইম্পিরিয়্যাল গ্রন্থাগারটি একটি বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে তথ্যে বলা হয়েছে "The Royal Library was one of the wonderful institution in its kind in the world."[১৮]

সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজকীয় গ্রন্থাগারটিকে প্রথমে ফতেপুর সিক্রীর রাজ প্রাসাদের Summan Bar এর পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে মূল অংশটিকে আগ্রা দুর্গের Octagonal Tower সংলগ্ন একটি সুবিশাল কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আর অবশিষ্ট অংশটিকে রাখা হয়েছিল সম্রাটের হারেমের মধ্যবর্তী একটি হল ঘরে।[১৯] আবুল ফজলের বক্তব্যকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে ইতিহাসে বলা হয়েছে —

"His Majesty's Library is divided into several parts. Some of the books are kept within and some without the Harem."[১৮] আবার গ্রন্থাগারের মূল অংশের বর্ণনা দিতে গিয়ে E. B. Havell বলেছেন, "Passing through those (i.e. the small room known as Akbar's apartment adjoining the Summanbar), we enter a long room ... as the Library in which a not very successful attempt was made some years ago to restore the printed decoration."[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আকবরের সময়ে সারা দেশে একদিকে যখন পাণ্ডুলিপির উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছিল দারুণভাবে - অন্যদিকে তেমনি দেশ কিছু গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু বিভিন্ন স্থানে। কারণ ইতিহাসে বলা হয়েছে, "Many dozens of book produced in the age... and are preserved in various manuscripts Libraries in the Country."[২০] অন্য একটি বর্ণনায় দেখা যায়, "Libraries were opened"[২১] এই ধরনের মন্তব্যগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে না যে, সে যুগে পাণ্ডুলিপি উৎপাদনের হার ছিল আশাব্যঞ্জক এবং গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল অনিবার্য কারণেই। আকবরের রাজ গ্রন্থাগার তথা ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারটিও একই ফলশ্রুতিতে করে ছাড়া কিছুই নয়।

আকবরের সমকালে ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারের অবস্থা ঃ

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুঘল সম্রাটদের প্রত্যেকেই গ্রন্থ সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তবুও এ কথাও ঠিক যে, গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। এ বিষয়ে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবরের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। মহামতি আকবরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও যে কথা সর্বজনস্বীকৃত তা হল সম্রাট আকবর বিচক্ষণতা দূরদর্শিতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য অভূতপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর উন্নতমানের চিন্তা ভাবনার ফলে ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারটি সমসাময়িককালে তথা ব্রিটিশ ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। গ্রন্থাগারটির এই সাফল্যের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে "Akbar introduced the reforms in the management of classification and storage of books which had by that time increased enormously."[২২]

আকবরের সাক্ষরতা বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও ইতিহাসে বলা হয়েছে এই বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের পাঠকদের পাণ্ডুলিপি পাঠের একনিষ্ঠ শ্রোতা, কারণ ঐতিহাসিক দলিলে দেখা যায়, "He was far being unlettered ... for he was delighted in the listening to the readings of works on history, theology, philosophy and other subjects."[২৩]

আকবর গ্রন্থরসিক ছিলেন। ফলে বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ শ্রবণের জন্য বেশ কিছু পারদর্শী পাঠক নিয়োগ করেছিলেন। এই সব পাঠকেরা প্রতিদিন পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে এসে সম্রাটের শ্রবণ সুখের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠ করতেন। বিনিময়ে বাঁধা ধরা বেতন ছাড়াও কখনো কখনো তাঁদের ভাগ্যে পুরস্কারও জুটে যেত। এই বেতন বা পুরস্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "what ever page the readers daily stop, His magesty marks with his pen according to the number of the pages and readers with Present of Cash either in gold or silver according to the leafs read out by them."[২৪]

গ্রন্থাগারে গ্রন্থপাঠের সময় সম্রাট নিবিষ্ট চিত্তে গ্রন্থরস আস্বাদন করতেন এবং তিনি নাকি সে সময় কখনই ক্লান্তিবোধ করতেন না।[২৫] গ্রন্থাগারে ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ। সেখান থেকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ এনে সম্রাটের সম্মুখে পাঠ করা হত। তবে সম্রাট নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পাঠ শুনতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। (১) কিশান যোগী (২) তাবাক্-ই-নাসর-কিনিয়া-ই-সালাং (৩) গুলি সত্তা (৪) জান্-ই-জান্ (৫) বাস্তান এবং (৬) দিওয়ান। সম্রাট আকবরের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও বিদেশ থেকে প্রচুর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এনে সেগুলিকে ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এভাবেই সম্রাট আকবরের আমলে ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারটি বৃহদাকার লাভ করেছিল। সম্রাটের সমকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পাণ্ডুলিপি তৈরী হত। সম্রাটের নির্দেশে গুজরাট, জুনাপুর এবং বিহারের বিভিন্ন স্থান থেকে সে সময়ে ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারের জন্য প্রচুর পাণ্ডুলিপি আনা হয়েছিল। আসলে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সম্রাট সর্বোতভাবে যত্নশীল ছিলেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "He tried his best to enrich the library by large additions of valuable books which were produced from Gujrat, Junapur, Bihar, Kashmir, Bengal and Deccan in course of his conquest."[২৬]

গুজরাট অভিযানের সময়ে সম্রাট নিজে সম্রাট নিজে হানির খাঁর সংগ্রহ থেকেও প্রচুর পাণ্ডুলিপি এনে সেগুলিকে ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আর এভাবেই সম্রাট আকবরের আমলে প্রাসাদ গ্রন্থাগারটিতে ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বুযুতাত হিসেবে ফতেপুর সিক্রির এই রাজ গ্রন্থাগারটি শাসককুল এবং সেকালের পাঠকদের চাহিদা মেটাতে

যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। গ্রন্থাগারটি পরিসেবার দিক থেকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিল বলেই তথ্যে বলা হয়েছে, "গ্রন্থাগারটি বিশ্বের একটি বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছিল।"[৩]

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১ যে কোন দেশের ইতিহাসই মূলতঃ যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের পর পরাজিত সম্রাটদের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিসমূহ হস্তান্তরিত হত বিজয়ী সম্রাটদের হাতে। আর এভাবেই বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি একসময় খিলজী সুলতান জালালউদ্দীনের (১২৯০খ্রীঃ) হস্তগত হয়েছিল। ইতিহাসে উল্লিখিত 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'-এর সূচনা এখান থেকেই। কোন কোন ঐতিহাসিক একে 'রয়াল লাইব্রেরী' বলেও উল্লেখ করেছেন। সম্রাট জালালউদ্দীন খিলজীর আমলে এই রাজ-গ্রন্থাগারটি গ্রন্থাগারিক ছিলেন সে যুগের যশস্বী কবি আমীর খুসরু।

— আলাউদ্দীন শেখ; লাইব্রেরী এন্ড লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিউরিং মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ: ৩।

আরোও দেখুন, এ. এল. এম : প্রমোশন অফ লার্নিং ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং মহমেডান রুল, লন্ডন, ১৯৬১, পৃ: ৩১।

আরো দেখুন, শ্রীবাস্তব এ. এল : দ্যা সুলতানেট অফ দিল্লী, আগ্রা, ১৯৮৬, পৃ: ৩২৬-৩২৭।

আরো দেখুন, নাজী অরবিন্দ; অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অফ লাইব্রেরিস্ ইন ইন্ডিয়া ফ্রম ৪৭০ এ. ডি. টু ১৭৩৯ এ.ডি., ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ইনফর্মন্যাল লাইব্রেরী এন্ড সোসাইটি, কটক, ভল্যুম ১৪, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ: ১৩৬।

২ রেভারিজ (অনুবাদক - হুমায়ুন নামা), দিল্লী, ১৯৭২, পৃ: ১৫৪, আরো দেখুন — মেহতা, জে. এল; অ্যাডভানসড় স্টাডি ইন দ্যা হিস্ট্রি অফ মেডিয়াভল ইন্ডিয়া, ভল্যুম ২, দিল্লী, পৃ: ১৩৯।

আরো দেখুন — হেগ. এস্ ডব্লু; দ্যা কেমব্রীজ হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া, ভল্যুম ৪, দিল্লী, ১৯৭১, পৃ: ৬৯।

আরো দেখুন — প্রসাদ ঈশ্বরী; হিস্ট্রি অফ মুঘল ইন্ডিয়া, পৃ: ৬৮১।

৩. চোপড়া পি. এন; পুরী বি এন এন্ড দাস এম এন : অ্যা সোশাল কালচারাল এন্ড ইকোনোমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ: ১৫৯।

৪. হোলীলাান্ড জে. এস্; দ্যা এমপায়ার অফ দ্যা গ্রেট মুগল, পৃ: ১০৮-১০৯।

৫. আহম্মদ আলী (সম্পাদক) মুনতাখাবুট তওয়ারিখ (বাদাওনীর) ভল্যুম ৭, পৃ: ২০২।

৬. কুরেশী আই. এইচ : দ্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অফ দ্যা মুঘল এমপায়ার, পাটনা, ১৯৭২, পৃ: ২১৯।

৭. ব্লচমান, এইচ; আইন-ই-আকবরী (আবুল ফজলের) ভল্যুম ১, পৃ: ১০৯-১১০।

৮. আবুল ফজল; আইন-ই-আকবরী (মূল পার্সিয়ান গ্রন্থ), ভল্যুম ২, আইন ২৩ এবং ২৪।

আরোও দেখুন, কাফী খাঁ (সম্পা) আইন, ভল্যুম-১, পৃ: ৭৫৭।

৯ শ্রীবাস্তব এল; দ্যা মুঘল এমপায়ার, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ: ৩।

১০. ঐ, পৃ: ৩।

১১. ওঝা পি. এন; নর্থ ইন্ডিয়ান সোস্যাল লাইফ ডিউরিং মুঘল পিরিয়ড, দিল্লী, ১৯৭৫, ১৯৭৫, পৃ: ১৯৩।

১২. চোপড়া পি এন; সাম অ্যাসপেক্টস্ অফ্ সোসাইটি এন্ড কালচার ডিউরিং মুঘল এজ, পৃ: ১৬৪।

১৩. তুজুক-আই-আকবরী (পাণ্ডুলিপি-এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল), পৃ: ৪২।

১৪. আব্দুল আজিজ : দ্যা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অফ মুঘলস্, দিল্লী, পৃ: ৭।

১৫. চোপড়া, পি. এন্ : সাম অ্যাসপেক্ট অফ সোসাইটি, পৃ: ১৬৪।

১৬. ঐ — পৃ: ১৬৪।

১৭. কুরেশী, আই. এইচ; দ্যা অ্যাডমিনিসট্রেশন অফ দ্যা মুঘল এমপায়ার, পাটনা, ১৯৭২, পৃ: ৫৯।

আরোও দেখুন, আইন-ই-আকবরী, ১, পৃ: ৪।

আরোও উল্লেখ যে, "Traditionally there were thirty-six buyutats or Karkhanahas. The following are the mentioned in the Ain : The treasuries, the mint, the farraskhanahas.... the buidings, *the Library*, the arsenal etc"

– Naqvi H. K : History of Mughal Government and Adminstration : Delhi, 1990, p. 59.

১৮. শ্রীবাস্তব, এ এল; দ্যা মুঘল এমপায়ার, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ: ২১৪।

১৯. চোপড়া, পি এন; পুরী বি, এম্ এন্ড দাস এম এন্; এ সোসাল কালচারাল এন্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ: ১৫৯।

২০. ব্লচম্যান, এইচ্ : (অনুবাদ-আইন-ই-আকবরী), ভল্যুম ওয়ান, পৃষ্ঠা - ১১০।

২১. হাভেল ই বি: হ্যান্ডবুক অফ আগ্রা ... দ্যা তাজ নেবারহুড, পৃষ্ঠা: ৬০-৬৬।

২২. শ্রীবাস্তব এ এল: দ্যা মুঘল এমপায়ার, আগ্রা, ১৯৬৪, পৃ. ২৪।

২৩. ঐ — ২৪০।

২৪. মজুমদার, আর সি; চৌধুরী জে: এন; এন্ড চৌধুরী এস (সম্পা); দ্যা হিস্ট্রি এন্ড কালচার অফ ইন্ডিয়ান পিউপল, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বে, ১৯৭৫, ভল্যুম সেভেন, পৃ: ৭০৯।

২৫. হেগ, ডবলিউ; দ্যা কেমব্রীজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ভল্যুম-ফোর, পৃ: ১৫৪।

— আরোও দেখুন, মজুমদার, চৌধুরী, এন্ড দত্ত; এন অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, পৃ: ৪৫৪।

২৬. আব্দুল আজিজ; দ্যা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অফ মুঘলস, দিল্লী; দিল্লী; পৃ: ১৬-৩০।

২৭. প্রচলান, এইচ; (অনুবাদ, আইন-ই-আকবরী), ভল্যুম-অথান, পৃ: ১০৯-১১০।

আরোও দেখুন, আইন-ই-আকবরী (মূল পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপি), পৃ: ৭৪।

২৮. আইন-ই-আকবরী (কলকাতা), ভল্যুম-১, পৃ: ২০৫।

২৯. শ্রীবাস্তব এ এল; দ্যা মুঘল আর্মপায়ার, আগ্রা, ১৯৬৪, পৃ: ২০৮।

সংশোধনী

['গ্রন্থাগার' পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন (৫৩ বর্ষ যথাক্রমে ৪, ৫, ৬) সংখ্যায় অনবধানবশতঃ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। নীচে এবং ৩২২ পৃষ্ঠার নীচে সংশোধনী দেওয়া হল। মুদ্রণে ত্রুটির জন্য দুঃখিত। — সম্পাদক]

বাঙালী মুসলমান নাম ঃ প্রকারান্তরকরণ সমস্যা ঃ অনুসন্ধান/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী।

গ্রন্থাগার	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	প্রথম কলাম	দ্বিতীয় কলাম	ছাপা হয়েছে	পড়ুন
৫৩	৪	১৩	পংক্তি - ৪		রূপান্তকরণ	প্রকারান্তকরণ
ঐ	ঐ	ঐ		পংক্তি - ১	আরবি	আরবী
ঐ	ঐ	ঐ		পংক্তি - ২৮	পাপোলি	পালোলি
ঐ	ঐ	৯৪	পংক্তি - ২৮		গায়ি	গাযী
ঐ	ঐ	ঐ	পংক্তি - ৩৭		(by occupation)।	(by occupation)।"
ঐ	ঐ	ঐ		পংক্তি - ১০	আসলে taylor	আসলে tailor
ঐ	ঐ	৯৫		পংক্তি - ৩, ৮	সিদ্দিকী	সিদ্দীকী
৫৩	৫	১২৩	পংক্তি - ১১		প্রমাণিত হয়	কিন্তু প্রমাণিত হয়
ঐ	ঐ	ঐ	পংক্তি - ১২		পারেনি	পারেননি
ঐ	ঐ	ঐ		পংক্তি - ৩৭	সাহারা-র	সাহাবার
ঐ	ঐ	১২৪	পংক্তি - ১		জানা না থাকলে	জানা থাকলে
ঐ	ঐ	ঐ		পংক্তি - ২	অথচ এই	অথচ একই
ঐ	ঐ	১২৫		পংক্তি - ২১	এই গ্রন্থাগারেও	এই গ্রন্থাগারে

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে মিঃ জন স্মিটনের বক্তৃতামালা ১৯৫৭

১৯৫৭র ১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে চার দিনব্যাপী বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতা করেন বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার সমূহের প্রধান মিঃ জন স্মিটন। এই বক্তৃতামালার আয়োজন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি। বিভিন্ন দিন ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রায় ত্রিশটি উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই বক্তৃতাগুলি হয় নিম্নলিখিত বিষয়ে:

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা

(২) ব্রিটেন এই বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে।

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কেমন হওয়া উচিত

(৪) কেমন করে এই গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায়।

পরে এই বক্তৃতাগুলি বঙ্গানুবাদ করে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। অনুবাদ করেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজে ডঃ রঙ্গনাথনের বক্তৃতামালা ১৯৫৮

১৯৫৮-র ১৮-২৩ মে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ছয় দিনব্যাপী ডঃ রঙ্গনাথনের কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এই বক্তৃতামালা বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের নিকট শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এই বক্তৃতার জন্য সুবন্দোবস্ত করেছিলেন।

ডঃ রঙ্গনাথন নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন:

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নব রূপায়ন (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)

(২) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অপর শিক্ষক শিক্ষিকা ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য)

(৩) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কাজ (বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের জন্য)

(৪) সহজ উপায়ে পুস্তক বর্গীকরণ (গ্রন্থাগারিকদের জন্য)

(৫) জেলা গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি (জেলা গ্রন্থাগারিকদের জন্য)

(৬) গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ।

নবদ্বীপ পুস্তক বিনিময় সমিতি ১৯৫৭

পাঠক পাঠিকার চাঁদার উপর নির্ভর করে সর্বত্র গ্রন্থাগারগুলিতে নতুন বই কেনার মত অর্থ বিশেষ থাকে না। গ্রন্থাগারের নতুন পুস্তকের তীব্র চাহিদা পূরণ বা আংশিক লাঘবের জন্য ১৯৫৭ সালে নবদ্বীপের সারস্বত মন্দিরের শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক নির্মল চৌধুরীর উৎসাহে এবং অরুণোদয় পাঠাগার ও প্রগতি সংঘের যুগ্ম আহ্বানে স্থানীয় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিয়মিত পুস্তক বিনিময়। পাঁচটি গ্রন্থাগার পরস্পরের কাছ থেকে তিন সপ্তাহের জন্য পাঁচ টাকা মানের বই বিনিময় করতে সম্মত হয়। এঁদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়। সমিতির অফিস হয় অরুণোদয় পাঠাগারে। ১৯৫৭-র সেপ্টেম্বর থেকে এদের মধ্যে নিয়মিত পুস্তক বিনিময় চলতে থাকে। পরবর্তী অধিবেশনের সময় তিন সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে একমাস এবং বিনিময় পুস্তকের মূল্য পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা ধার্য হয়।

১৯৫৮ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ঋণ দিয়ে সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়। পরে সরকারী সহায়তায় সরকারের 'রুরাল এরিয়া বিভাগ' থেকে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দশটি গ্রন্থাগারের প্রত্যেককে মাসে ৩০ টা করে বই দেওয়া হবে বলে স্থির হয়।

১৯৫৭-৫৮ এই গত দুবছরে পুস্তক বিনিময় সমিতি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে প্রায় ২০০ বই বিনিময় করে। সমিতির আর একটি সিদ্ধান্ত ছিল, নতুন বই কেনার সময় গ্রন্থাগার গুলি যাতে একই বই না কেনে সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। পরে আরও দুটি গ্রন্থাগারকে বিনিময় সমিতিতে নেওয়া হয়।

পুস্তক বিনিময় সমিতি সে-সময় যে কাজ করে তা বর্তমানে রিসোর্স শেয়ারিং নামে পরিচিত। এর অর্থ গ্রন্থাগারগুলির পরস্পর পুস্তকসম্ভার ভাগ করে ব্যবহার করা। এখন যে পরিমাণে 'রিসোর্স শেয়ারিং' এর কথা শোনা যায় সে-সময় ঐ কথাটি বা অনুরূপ ভাবনা ছিল বিরল।

কাটোয়ায় মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৫৭

কাটোয়া শ্যামলাল গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ৮ মে '৫৭ কাটোয়া টাউন হলে কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ননী রায় এবং পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় সার্বোদয় পাঠাগারের সম্পাদক নিত্যানন্দ ঠাকুর। সম্মেলনে ১৪টি গ্রন্থাগারের ২৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ পাঠাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সভায়

৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয় : (১) পাঠাগারগুলির উন্নতি সাধন ও মহকুমার বিভিন্ন পাঠাগারের সঙ্গে সংযোগ সাধন (২) জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য পাঠাগারগুলির সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং (৩) রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালনের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ও সংহত করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। মহকুমার পাঠাগারগুলির উন্নতি কল্পে এবং সরকারের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য ২১ জন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : নবনির্মিত বাসভবনে স্থানান্তরিত

২৫ জুন ১৯৫৮ জলপাইগুড়ি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রেসকোর্সে নবনির্মিত বাস ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। নূতন গৃহে মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগের বন্দোবস্ত হবে। তাছাড়া সংবাদপত্র ও পত্রিকার জন্য এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য ও পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকবে ও পাঠাগার সোমবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক পুস্তক প্রদর্শনী, ১৯৫৮

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বইমেলার বেশ প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এরকম হয়নি। যদিও ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এই বই মেলারই তখন সূচনা হয়েছিল অন্যরূপে। তখন বহু গ্রন্থাগারেই নানা উপলক্ষে পুস্তক প্রদর্শনী হত। বিশেষ করে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন হওয়া শুরু হবার পর থেকে এরূপ পুস্তক প্রদর্শনী হয়ে আসছে কেন্দ্রীয় ভাবে এবং বহু গ্রন্থাগারে। হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে বার্ষিক পুস্তক প্রদর্শনীর (১৯৫৮) হাওড়া ডিউক লাইব্রেরিতে হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। কলকাতার ৩৩টি পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এতে যোগ দেন এবং পাঠাগার ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কমিশনে বই কেনার সুযোগ করে দেন।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় তেরটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে সরকারের স্বীকৃতি ১৯৫৮

১৯৫৮ সালে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ পল্লী পাঠাগার প্রকল্প অনুযায়ী সহায়তায় জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে পল্লী গ্রন্থাগার হিসেবে (rural library) অনুমোদন দিয়েছেন। সদর মহকুমার ধনেখালি, মগরা ও বেলমুড়ি; আরামবাগ মহকুমার দেউলপাড়া, আরামবাগ, সালেপুর, কেশবপুর ও আমুড়, শ্রীরামপুর মহকুমার রাজবলহাট, শিয়াখোলা ও মাখলা; চন্দননগর মহকুমার খালিসানি ও হরিপাল, গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এদের প্রতিটির গৃহনির্মাণের জন্য সাহায্য ৩২০০ টাকা এবং বার্ষিক পৌরপুলিস সাহায্য হিসাবে ৪০০০ টাকা, একজন করে বেতনভুক গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেলায় আরও দশটি পল্লী গ্রন্থাগার ও এ বৎসরের মধ্যেই হবে বলে স্থির হয়েছে।

চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন

১ জুন ১৯৫৮ বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যানগরে জেলা পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক নিখিল রঞ্জন রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ২৯ মার্চ পাত্রসায়ের সহলয় নেতাজী পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে সমবেত গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রেরিত প্রায় পঁচিশজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির আহ্বায়ক প্রবীর রায় চৌধুরী প্রথমে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। অতঃপর প্রতিনিধিদের তাঁদের নিজস্ব সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা বলেন। সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক বিশ্বনাথ দাস ও জেলা গ্রন্থাগারিক অংশ গ্রহণ করেন। পরিষদের কর্মসচিব ফণিভূষণ রায় আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

জেলা গ্রন্থাগার সঙ্ঘ পশ্চিম দিনাজপুর বার্ষিক কার্য বিবরণী

জেলা পাঠাগার সংঘের ১৯৫৯-৫৮ সালের কার্য বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য দেওয়া হল।

বিভিন্ন বিভাগ : (১) সাধারণ পাঠকক্ষ-দৈনিক খাটের সংখ্যা গড়পড়তা ১৩০। পাঠগৃহ ৭৯ খানি সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা আছে।

(২) পুস্তক আদান প্রদান বিভাগে এ বৎসর ২৫, ১৪৩ খানি পুস্তক ইস্যু হয়। অবধূত রচিত 'মরু তীর্থ হিংলাজ' বইখানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

(৩) মহিলা বিভাগে পাঠিকার সংখ্যা খুবই কম।

(৪) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিভাগ এই বিভাগের মারফৎ জেলার বিভিন্ন অংশের ৬৯টি সদস্য গ্রন্থাগার গুলিতে আলোচ্য বৎসর ২১২ দফায় ৭৬৭৫ পুস্তক ইস্যু হয়।

গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা : আজীবন ১৬, সাধারণ ৩২, প্রতিষ্ঠান ৬৯। গ্রন্থাগারের মোট ৬৮৯০ খানি পুস্তকের বিষয়

বিভাগ এইরূপ। সাধারণ ১২৭; দর্শন ১১৮; ধর্ম ১৩৮; সমাজ বিজ্ঞান ২৬৫; ভাষা ৬০; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ৭৩; শিল্প ৮১; সাহিত্য ৫১৮০; ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি — ৬৪২।

বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকদের শতকরা হার : সাহিত্য ৮২%; ইতিহাস, ভ্রমণ ইত্যাদি ১০%; অন্যান্য ৭%।

গ্রন্থাগারে পাঠকদের চাহিদার ধরন সম্পর্কে পরিসংখ্যান : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমীক্ষা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সময়ে গ্রন্থাগারে পাঠকরা কি ধরনের বই পছন্দ করেন তার একটি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রশ্নাবলী পাঠিয়ে কতকগুলি তথ্য জানতে চাওয়া হয়; যেমন, গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল, সভ্য সংখ্যা, মোট পুস্তকের সংখ্যা পত্র-পত্রিকার সংখ্যা, গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয় এবং পুস্তক আদান-প্রদানের একটি পরিসংখ্যান চাওয়া হয়। গ্রন্থাগারের পাঠকদেরও কি রকম বই তাঁরা পড়তে চান এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং পাঠকদের কাছ থেকে যে জবাবগুলি পাওয়া যায় তা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ছাপা হয়।

পাঠকদের জবাব থেকে যে তথ্যগুলি জানা যায় তার ভিত্তিতে দেখা যায়, প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়েছেন শতকরা ২০ জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৮৫ জন। প্রৌঢ়েরা খুব কমই অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলা বই পড়েন শতকরা ৯০ জন।

বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষারই বই পড়েন শতকরা ৫ জন। পাঠকরা কোন কোন বিষয়ের বই সাধারণত পড়ে থাকেন তার ক্রম: (১) উপন্যাস (২) ভ্রমণ (৩) রহস্য-রোমাঞ্চ (৪) রচনারচনা (৫) কবিতা (৬) ছোটগল্প (৭) প্রবন্ধ (৮) জীবনী।

রাজনীতি, নাটক, ইতিহাস ইত্যাদি বইয়ের তেমন চাহিদা নেই। তবে অনুবাদের চাহিদা আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান ও ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকও অনেকে চান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউএস আই এস এর উদ্যোগে আলোচনা চক্র ১৯৬০

গত ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের (ইউ এস আই এস) এর যুক্ত উদ্যোগে পূর্ব ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঐ সভার সভাপতিত্ব করেন। পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সভার কার্য বিবরণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়।

কলিকাতায় তৃতীয় ইয়াসলিক সম্মেলন, ১৯৬০

২৩-২৪ জানুয়ারী'৬০ কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রেক্ষাগৃহে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য উপকরণ ও তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। সম্মেলনের কার্যসূচীর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও গবেষণা গ্রন্থাদি ও গ্রন্থাগারের সরঞ্জামের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এন এস থাকার এবং সম্মেলনের উদ্বোধন করেন হুমায়ুন কবির।

বেশির ভাগ লোকেরই ভ্রমণ ও উপন্যাস পছন্দ। প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র এবং তারপরই অন্যান্য।

পুরুষেরা বেশির ভাগই বই পড়েন রাত্রে এবং ছুটির দিনে। মেয়েরা অনেকেই বই পড়েন দুপুরে।

প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন বেশির ভাগই ছাত্রছাত্রীরা ও চাকুরেরা। ব্যবসায়ীদের উত্তর এসেছে খুব কম; শতকরা ওজন।

অধিকাংশ পাঠকই নতুন বই পড়তে আগ্রহী। গ্রন্থাগারে নতুন বই কেনা না হলে তাঁর সদস্যপদ ছেড়ে দেন।

বিয়োগ পঞ্জী : ১৯৫৮

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও কোষ গ্রন্থকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি জীবনাবসান হয়েছে। এই বিদগ্ধ পণ্ডিতের যদিও যথেষ্ট পরিণত বয়সে মৃত্যু হয়েছে তবু তা দুঃখজনক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তাঁর গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলির প্রকাশনে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী এবং সুপণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজসংস্কারের বর্তমান সন্ধিক্ষণে এক শূন্যতার সৃষ্টি করল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানচন্দ্রই ছাত্রদের জন্য 'ডে স্টুডেন্টস হোম' খোলার পরিকল্পনা করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম অনুরাগ ও সহানুভূতি।

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য এবং পরিষদ পরিচালিত শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের সম্প্রতি অস্ত্রোপচারকালে আকস্মিকভাবে জীবনাবসান হয়েছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী গ্রন্থাগারিক ও নবপ্রতিষ্ঠিত সোসাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি ছিলেন সদালাপী, পণ্ডিত এবং সর্বজন প্রিয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

রঘুনন্দন পাঠাগার, বড়টাঁড়, পুরুলিয়া
গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ পুরুলিয়া জেলার রঘুনন্দন পাঠাগার, বড়টাঁড়-এর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সদস্যা, সাধারণ পাঠক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সভার শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। সকল স্তরের মানুষের সক্রিয়তা, সহযোগিতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মণ্ডল।

নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরী
গ্রাম + পোঃ - নগরী, জেলা - বীরভূম
গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ১৯শে ডিসেম্বর, ২০০৩ নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারের বহু সদস্য গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন গ্রন্থাগারমন্ত্রী শ্রী তপন রায়, বিশেষ অতিথি ছিলেন বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সৌমেন খান। সভার সভাপতিত্ব করেন প্রবীন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী গোপাল চৌধুরী। প্রধান অতিথি শ্রী রায় সকলকে গ্রন্থাগারমুখী হবার আহ্বান জানান। তিনি গ্রন্থাগারকে মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেন। বিশেষ অতিথি শ্রী বানার্জী ছোটদের জীবনীমূলক বই পড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি বলেন তাদের মনের মধ্যে যাতে মহাপুরুষদের মত হবার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। সভাপতি শ্রী চৌধুরী শিশুদের আরও বেশী করে গ্রন্থাগারে আনার জন্য গ্রামের সমস্ত মানুষকে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান। গ্রন্থাগার দিবসের আহ্বান ছিল — "বৈদ্যুতিন মাধ্যম গ্রন্থাগার ও বই-এর বিকল্প হতে পারে না"। সভায় বক্তারা সকলেই জানান বৈদ্যুতিন মাধ্যম কখনই গ্রন্থাগার ও বই-এর বিকল্প হতে পারে না। অনুষ্ঠানটি স্থানীয় শিল্পী, গ্রন্থাগার সদস্যদের সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে মনোরম হয়ে ওঠে। প্রায় পাঁচশত মানুষের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার দিবস সুন্দরভাবে পালন করা হয়।

প্রতিবেদক — গৌতম মণ্ডল।

নারায়ণপুর মৌমাছি গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া
নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবন উদ্বোধন

গত ২১ শে ডিসেম্বর, ২০০৩ পুরুলিয়া জেলার নিতুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অর্থানুকূল্যে নারায়ণপুর মৌমাছি গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন সাংসদ শ্রী বাসুদেব আচারিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী সুমিত্রা মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী নকুল মাহাত। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী আচারিয়া বলেন গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে আরো বেশী করে কাজে লাগাতে হবে। তিনি সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে গ্রন্থাগারে আসার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এলাকায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে এবং বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্য তা অনুভূত হয়েছে।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মণ্ডল।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৩১তম ইনফ্লিবনেট আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবির

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ইনফ্লিবনেট (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর অধীনস্থ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ই ডিসেম্বর - ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ "লাইব্রেরী অটোমেশন" বিষয়ে ৩১তম আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত। পাঁচদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পঁচিশ (২৫) জন গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ নেন। ইনফ্লিবনেট-এর টেকনিক্যাল অফিসার ডঃ কে. কে. বিজয়কুমার শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে সফটওয়্যার ফর ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী (soul) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুবলচন্দ্র বিশ্বাস, লাইব্রেরী অটোমেশন কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্প্যুটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকরা কম্প্যুটার ও ইন্টারনেট পরিষেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ যোড়শী মোহন দাঁ অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করেন।

প্রতিবেদক — প্রভাসচন্দ্র দত্ত।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রঘুনাথপুর মহকুমা
গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি সম্মেলন

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রঘুনাথপুর মহকুমা কমিটির দ্বি-বার্ষিক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মধুতটী সরস্বতী লাইব্রেরী ভবনে। সর্বসম্মতিক্রমে ৯জন প্রতিনিধি নিয়ে রঘুনাথপুর মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রী গোরাচাঁদ ওঝা, সম্পাদক শ্রী হরেকৃষ্ণ গোপ, সহঃ সম্পাদক শ্রী সুতনু পট্টনায়ক নির্বাচিত হন।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মন্ডল।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার ($\frac{১}{৪}$ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার ($\frac{১}{৮}$ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- **প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা**
- **বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।**

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

পরিষদ সংবাদ

২০ শে ডিসেম্বর, গ্রন্থাগার দিবস ২০০৩
একটি প্রতিবেদন

'সবাই গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, তথ্য আহরণ করুন' এই স্লোগানটিকে সামনে রেখেই এক পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন সভা, আলোচনাচক্র, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এবছর (২০০৩) ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়েছে।

এ বছর (২০০৩) গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 'সভাঘর'-এ। এ বারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'বইপড়া ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। আলোচ্য বিষয়ে মূল বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল।

শুরুতে অধ্যাপক রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় পাঠক রূপে বইপড়া ও গ্রন্থাগারের সম্পর্কের ভিত্তিতে বিষয়টি আলোচনা করেন। কিশোর বয়স থেকেই গ্রন্থাগারে বিশেষতঃ সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে যাতায়াতের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের সঙ্গে তার যে পরিচয় ঘটেছিল তা মানুষ রূপে নিজেকে গড়ার কাজে কি ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল তার বক্তব্যে ধরা পড়ে। শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ রাজ্যে তার সার্থক রূপায়ণের বিষয়ে সরকারের আশু অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করেন।

বইপড়া ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার বিষয়ে আমাদের দেশের মানুষের অনীহা ও তার কারণ হিসেবে অতীতকালের শ্রেণী বিভাগ ও পরবর্তীকালে নবজাগরণের পথভ্রষ্টতার বিষয়ে অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন। আমাদের দেশে মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও শ্রেণী বিভাগ জ্ঞানপিপাসার অভাব ঘটিয়েছে, যার ফলে মানুষের পাঠস্পৃহা তখনো সেভাবে তৈরী হয়নি। ফলে গ্রন্থাগার বিষয়টি এদেশে সেভাবে বিস্তার লাভ করেনি। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা কখনোই সঠিক গণজাগরণের রূপ নিতে পারে নি। তাঁর মতে রামমোহন থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত এই বাংলায় যে জাগরণের হাওয়া বয়েছিল তা ছিল মূলতঃ ধর্মজাগরণের, তা কখনই মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরী বা বৃদ্ধি করতে পারে নি। ফলে বাড়েনি মানুষের পাঠস্পৃহা ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার।

অতিথিরূপে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মালের বক্তব্যটি ছিল মূলতঃ তথ্যভিত্তিক, অন্য কথায় তিনি সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে, বিশেষতঃ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, কিভাবে গ্রন্থাগার স্থাপন ও গ্রন্থাগার পরিসেবাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন।

সমাপ্তি ভাষণে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী পূর্বে প্রদত্ত ভাষণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেন। বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সমাজে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সফল গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা তিনি বলেন এবং তিনি তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগারের প্রতি সরকারের আর্থিক আনুকূল্যকে আরও কার্যকরীভাবে কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্ব দেন। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক — সুদীপ রায়।

গবেষণাগারে আবার গ্রন্থ ধ্বংস

ছত্রপতি শিবাজি সম্পর্কে এক বিদেশি লেখক 'অপমানসূচক' মন্তব্য করায় উগ্র জাতীয়তাবাদী মারাঠি সংগঠনের কর্মীরা হাজার হাজার অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দলিল, ছবি, বইপত্র ধ্বংস করল গত ৫ই জানুয়ারী, ২০০৩। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের নামাঙ্কিত পুনের 'ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এই ঘটনা ঘটে। জেমস ডব্লু লেন নামে এক বিদেশি ইতিহাসবিদ তাঁর 'শিবাজি : হিন্দু কিং ইন ইসলামিক ইন্ডিয়া' গ্রন্থে শিবাজি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ। শিবাজির অবমাননায় শম্ভাজি ব্রিগেডের প্রায় ১৫০ জন কিন্তু কর্মী গাড়ি

ঢেপে এসে 'ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ চড়াও হয়। রক্ষীদের মারধর করে ইনস্টিটিউটের ভেতরে ঢুকে পড়ে। টেলিফোনের সংযোগ ছিঁড়ে ফেলে। বিভিন্ন বিভাগে ঢুকে আলমারি, সেলফ ভাঙচুর শুরু করে। ছিঁড়ে ফেলে কয়েক হাজার বই, তালপাতার পুঁথি এবং বিনষ্ট করে প্রাচীন শিল্পবস্তু এবং দুষ্প্রাপ্য ছবি। কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, আসবাবপত্র, রেফারেন্স ইনডেক্স কার্ড কিছুই রেহাই পায়নি তাণ্ডবকারীদের হাত থেকে। মহাভারতীয় বিভাগ, পুঁথি-পাণ্ডুলিপি বিভাগ, প্রকাশনা দপ্তর, স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ বর্বরের মতো লণ্ডভণ্ড করেছে শত্রাজিৎ ব্রিগেড। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থ ধ্বংস করার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে এবং ধিক্কার জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বীরভূম জেলা শাখা
গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বই মিছিল

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগ এবং পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বীরভূম জেলা শাখার সহযোগিতায়, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রচার সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে বীরভূম জেলার তিনটি মহকুমা শহরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সপক্ষে বিভিন্ন প্রচারপত্র ও পরিষদের ফেস্টুন সহ কর্মীদের বই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলগুলি সিউড়ী ১নং ব্লকের কড়িধ্যা শহর গ্রন্থাগার, বোলপুর শহর গ্রন্থাগার ও রামপুরহাট মহকুমা গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিক্রমা করে। শিক্ষক, ছাত্র, পাঠক, গ্রন্থাগার পরিচালক, গ্রন্থাগার কর্মীসহ গ্রন্থপ্রেমী মানুষজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের মূল স্লোগান ছিল — "বই পড়ুন, গ্রন্থাগারে আসুন"। কড়িধ্যা শহর গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এবং সকলকে বই পড়ার অভ্যাস তৈরী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পরিষদের জেলা সভাপতি শ্রী তরুণ রায়।

প্রতিবেদক — কাঞ্চন চ্যাটার্জী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পুরুলিয়া জেলা শাখা
গ্রন্থাগার দিবস পালন

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। "সবার জন্য বই, বই এর জন্য সবাই", "বই পড়ুন, বই পড়ান" — এই স্লোগানকে সামনে রেখে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষদের নিয়ে এক বই মিছিল পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে সমবেত হয়। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শ্রী নিখিল মুখার্জী। সমিতির সম্পাদক শ্রী সতীশ মাহাতো বলেন গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত। বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃণাল কান্তি মন্ডল।

শোক সংবাদ

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রী সুকলাল কর্মকার সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন। পরিষদ প্রয়াত কর্মকারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০৩

[পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০৩ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। নীচে মেধা অনুসারে ফলাফল দেওয়া হল।

— সম্পাদক]

ফলাফল (মেধা অনুসারে)

পরীক্ষার রোল নং	নাম	শ্রেণী রোল নং	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
০৮	মৌটুসী বসাক	এ-৫২	৫২১	১ম
১০৩	অনুরাধা সেনগুপ্ত	এ-৫৮	৫১৫	১ম
৯৯	দীপান্বিতা সরকার	এ-৭	৫১৪	১ম
১৭	শাশ্বতী বিশ্বাস	এ-৬৫	৫১৪	১ম
২২	চিন্ময় চাটার্জী	বি-১৯	৫১০	১ম
১১	মিলিলীনা ভট্টাচার্য	এ-২৯	৫০৫	১ম
৩৪	সোমা দাস	এ-৬৬	৫০৩	১ম
৫৬	স্বপন খান	এ-৩৫	৪৯৮	১ম
৩৭	মিতা দাশগুপ্ত	এ-৬১	৪৯৮	১ম
১১১	সৈয়দ কৃষ্ণ মিয়া	বি-৬২	৪৯৫	১ম
১০৮	সেখ আব্দুল সালিম	এ-২৭	৪৯৪	১ম
১৫	গোলাম ফিরোজ বিশ্বাস	বি-৪৫	৪৯০	১ম
২৩	শীষাদ্রি চাটার্জী	এ-২৬	৪৮৯	১ম
৬৯	কৌশিক মায়া	এ-১৭	৪৮৮	১ম
৭০	শুভ্রা মজুমদার	এ-৩১	৪৮৮	১ম
৯৮	বিপ্লব সাহু	বি-৪৪	৪৮৭	১ম
৬	সঞ্জয় বক্সী	বি-৪	৪৮৫	১ম
৮৮	জয়দেব রায়	বি-৩০	৪৮৪	১ম
৫৩	অনিন্দ্য জানা	বি-৫১	৪৮৩	১ম
৫৪	বিশ্বজিৎ জানা	বি-৪২	৪৭৭	১ম
৬১	তোসিলা লংচার	বি-২৯	৪৭৭	১ম
২৪	চিন্ময় চৌধুরী	এ-৫৪	৪৭৫	১ম
৭৩	সোমা মিত্র	বি-৪১	৪৭২	১ম
৬৬	পূর্ণিমা মন্ডল	এ-৬২	৪৭১	১ম
১৮	সৈকত চক্রবর্তী	বি-৫	৪৭১	১ম
১৬	মৌসুমী বিশ্বাস	বি-৪৩	৪৭০	১ম
২০	সুশান্ত চক্রপানি	বি-৩৬	৪৬৬	১ম

পরীক্ষার রোল নং	নাম	শ্রেণী রোল নং	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
১০১	পীযূষ কুমার সরকার	এ-১০	৪৬৬	১ম
৬২	সায়ন্তনী মহাপাত্র	এ-৬৭	৪৬৬	১ম
২১	রুদ্রদীপ চন্দ্র	বি-৫০	৪৬৫	১ম
৪৫	বিপ্লব ঘোষ	বি-৩৭	৪৬৩	১ম
৫১	দীপঙ্কর হালদার	বি-৩২	৪৬২	১ম
৮৩	অতনু কুমার পাত্র	বি-৫৭	৪৬০	১ম
৯০	রাজু রায়	বি-১৪	৪৬০	১ম
০১	কেয়া আদক	এ-৫৬	৪৫৮	১ম
২৫	সোনালী ডাপসি	বি-৫৪	৪৫৮	১ম
৯৪	অভিজিৎ সাহা	এ-৫০	৪৫৬	১ম
০৪	অসীমা খাতুন	এ-৫৯	৪৫৬	১ম
৭৫	বৃতি মুখার্জী	এ-২৫	৪৫৬	১ম
০২	শ্রীকান্ত অধিকারী	বি-৭	৪৪৯	১ম
৭১	মহ: জাফর আলি	বি-১২	৪৪৭	১ম
৯১	রেশমী রায়চৌধুরী	বি-৪৭	৪৪৫	১ম
৩৬	সুস্মিতা দাস	বি-৫৯	৪৪৫	১ম
৩৯	অর্পিতা দে	এ-৬০	৪৪৪	১ম
৬৫	রবীন্দ্রনাথ মজুমদার	বি-৬৪	৪৪৪	১ম
৮০	শ্রীমন্ত নন্দী	বি-৬১	৪৪৪	১ম
৮৬	অজয় কুমার রাউথ	বি-১২	৪৪৪	১ম
১০৭	শান্তিনাথ সিংহমহাপাত্র	এ-১৯	৪৪১	১ম
৪০	মৃত্যুঞ্জয় দে	বি-৩৩	৪৪০	১ম
৫১	অপূর্ব কুমার কুন্ডু	এ-১৫	৪৩৯	১ম
৩২	রাজু দাস	বি-২	৪৩৬	১ম
১৪	অনন্যা বিশ্বাস	এ-৪০	৪৩৬	১ম
১০	বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য	বি-১৭	৪৩৬	১ম
০৯	পার্থসারথি বসু	বি-২৩	৪৩৩	১ম
৫০	মন্ময় গুপ্ত	বি-৪৬	৪৩৩	১ম
০৫	দেবলীনা বাগচী	বি-১	৪৩২	১ম
১২	শৌভনিক ভট্টাচার্য	বি-৬৫	৪৩২	১ম
১১০	শেখ মহঃ সামিম	বি-৫৬	৪৩১	১ম
৭৮	ধর্মেন্দ্র নাইয়া	বি-৩৪	৪২৯	১ম
৭২	আশিস কুমার মিশ্র	বি-৬৬	৪২৮	১ম

পরীক্ষার রোল নং	নাম	শ্রেণী রোল নং	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
৬৭	রাজকুমার মন্ডল	বি-২২	৪২৫	১ম
২৮	জয়িতা দাস	এ-৬৩	৪২৫	১ম
২৬	অনুপ কুমার দাস	এ-৪৮	৪২৪	১ম
৩৩	সমীরণ দাস	এ-৩৭	৪২২	১ম
৪৩	পার্থ গলুই	এ-৫৭	৪২০	১ম
৮৪	কাবেরী পাত্র (দাস)	এ-৫০	৪২০	১ম
১০২	সৌমেন্দ্রনাথ সরকার	এ-২৬	৪১৮	২য়
৮৬	স্বর্ণলতা ঘোষ	এ-২৮	৪১৪	২য়
২৯	মঞ্জু দাস	বি-৮	৪১৪	২য়
৮৭	গোপাল চন্দ্র রায়	এ-৬	৪১৪	২য়
৬৩	সঞ্জয় কুমার মাহাতো	এ-৩৮	৪১৪	২য়
৩৫	শ্রীকান্ত দাস	বি-৪০	৪১০	২য়
৮২	অনিল কুমার পান্ডে	বি-৫২	৪০৯	২য়
৭৬	সৌমিত্র মুখার্জী	বি-৩	৪০৯	২য়
৫৭	ভোলানাথ কুমার	বি-১৮	৪০৫	২য়
৬৪	বীথিকা মাইতি	বি-২১	৪০১	২য়
১০৫	সন্তোষ শর্মা	বি-১৬	৪০০	২য়
৬৮	সুপ্রভাত মন্ডল	বি-২০	৪০০	২য়
১১৭ এন	লক্ষ্মণ পাল	বি-৫৭	৩৯৯	২য়
৬০	অরূপ কুমার লাহা	বি-২৫	৩৯৯	২য়
৩৮	কিশোর কুমার দেব	এ-৯	৩৯৮	২য়
৫৫	অনাদিনাথ কর্মকার	এ-৪	৩৯৬	২য়
৪৪	সুমনা ঘোড়ুই	এ-৪১	৩৯৫	২য়
৯৬	সত্যজিৎ সাহা	বি-৩৭	৩৯২	২য়
৩১	প্রিয়াঙ্কা দাস	এ-১	৩৯১	২য়
৬০	পারমিতা দাস	বি-২৬	৩৯১	২য়
০৩	আমানুল্লা	এ-২৪	৩৮৯	২য়
৪৮	মীনাক্ষী গিরি	এ-৩৯	৩৮৮	২য়
৮১	পারমিতা নস্কর	এ-২১	৩৮৮	২য়
১৩	তোতা ভৌমিক	বি-৫৮	৩৮৮	২য়
৪১	সুরজিৎ দে	বি-৫৫	৩৮৭	২য়
০৭	সীমা বক্সী	বি-১৫	৩৮২	২য়
৫২	গুণধর হাঁসদা	বি-২৮	৩৭৪	২য়

পরীক্ষার রোল নং	নাম	শ্রেণী রোল নং	প্রাপ্ত মোট নম্বর	শ্রেণী
২৭	বিশ্বজিৎ দাস	বি-৩১	৩৭৪	২য়
৭৭	সুবীর মুখার্জী	এ-৩৬	৩৭২	২য়
৪২	লালুগোপাল দত্ত	এ-১৪	৩৭১	২য়
৯২	দ্যুতিময় সাধুখাঁ	এ-৩৮	৩৬৬	২য়
১১২ এন	সুশান্ত কুমার বাগচী	এ-৩৬	৩৬১	২য়
৪৯	মৌমিতা গোস্বামী	এ-৪৬	৩৫৪	২য়
১০০	মানস সরকার	এ-৮	৩৪৬	২য়
৮৫	বিশ্বজিৎ প্রামাণিক	এ-১৮	৩৪২	২য়
৯৫	হরিসাধন সাহা	এ-৩২	৩৪১	২য়
৪৭	তরুণ ঘোষ	বি-৬	৩১৮	২য়
১০৯	শেখ নজরুল ইসলাম	বি-৫৩	৩১৫	২য়
১১৮ এন	রজত কুমার সরকার	বি-২৭	৩১১	২য়
১১৫ এন	রাজকুমার মন্ডল	বি-২৮	৩০৫	২য়

॥৩॥

সংশোধনী

['গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্ষ ৫৩, সংখ্যা-৫ এবং ৬-এ অনবধানবশতঃ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। ত্রুটিগুলো নীচে এবং ৩১১ পৃষ্ঠার নীচে সংশোধন করা হল। মুদ্রণে ত্রুটির জন্য দুঃখিত। — *সম্পাদক*]

বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	কলাম/পংক্তি	যা ছাপা হয়েছে	যা পড়তে হবে
৫৩	৫	১২৩	প্রথম কলাম / ১২	পারেনি	পারেননি
ঐ	ঐ	ঐ	দ্বিতীয় কলাম / ৩৬	সাহারার	সাহাবার
ঐ	ঐ	১২৪	প্রথম কলাম / ১	জানা না থাকলে	জানা থাকলে
ঐ	ঐ	ঐ	দ্বিতীয় কলাম / ২	অপচ এই গ্রন্থাগারে	অপচ একই গ্রন্থাগারে
ঐ	ঐ	১২৫	ঐ / ২১	এই গ্রন্থাগারেও	এই গ্রন্থাগারে
ঐ	৬	১৬৮	ঐ / ১০	খিয়ারার্ত	সিয়ারাত
ঐ	ঐ	১৬৯	প্রথম কলাম / ১৯	মুসলিম ব্যক্তির	মুসলিম সমাজে ব্যক্তির
ঐ	ঐ	১৭০	দ্বিতীয় কলাম / ৩	সঞ্চয়নী	সঞ্চয়ণ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ / ১৮	on proper names	on the proper names
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ / ৩৮	হয়রত মুহাম্মদ (মঃ)	হযরত মুহাম্মদ (মঃ)

GOVERNMENT ORDER

[সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম প্রয়োগ সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা নীচে দেওয়া হল। — সম্পাদক]

Government of West Bengal
Higher Education Department
Appll. Branch
Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata - 91

No.1212 - Edn(A) /
5P - 63 / 98(Pt - II)

Dated, Kolkata, the 7th Nov., 2003.

From : Shri K. K. Chakraborty
Deputy Secretary to the Government of West Bengal

To The Director of Public Instruction, West Bengal, Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata.

Sub. Terms and conditions for awarding the benefit of the Career Advancement Scheme to the Librarians/Assistant Librarians in the State attached to Government College.

In continuation to this Department's G.O. No 43-Edn (A) dated 05.02.99, the undersigned is now directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to state that the following terms and conditions should be fulfilled by the employee concerned for consideration of the benefit of the Career Advancement Scheme in favour of the Librarians/Assisstant Librarians of the Government Colleges in the State.

A. Eligibility : As prescribed in the Clause 5(a) and 5(b) of the Annexure-I of this Deptt's G.O. No. 43-Edn(A) dated 05.02.99.

B. Procedure : (a) Eligible Librarians/Assistant Librarians should submit self-appraisal report in the proforma prescribed in Annexure-II.

(b) A Screening Committee will be consituted to consider and recommend the benefit of the career advancement scheme to the Librarians/Assistant Librarians with the following persons as its member:-

(i) A subject-expert to be nominated by the Vice-Chancellor of the affiliating University.
(ii) The Principal/Officer-in-charge of the college.
(iii) A nominee of the Director of Public Instruction, West Bengal.

The meeting the Screening Committee will be convened by the Principal/Officer-in-Charge of the College in the College premises as and when necessary. For any meeting of the Committee, the Principal/Officer-in-Charge, subject expert and the nominee of the Director of Public Instruction, W.B. must be present.

C. Performance : The performance of the Librarians/Assistant Librarians with regard to their duties will have to be satisfactory and the same is to be assessed inter-alia, in the manner prescribed in Annexure-I.

D. The recommendations of the Screening Committee will have to be submitted by the Principal/Officer-in-Charge to the Director of Public Instruction, W.B.

E (i) Librarian/Assistant Librarian will be eligible for placement in the senior scale through this precedure of selection if he/she has participated in one orientation course and one refresher course of approved duration on engaged in other appropriate continuing education programmes of a comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission (those with Ph.D. degree would be exempted from one refresher course).

(ii) A Librarian/Assistant Librarian will be eligible for placement from Senior Scale to Selection Grade Scale through the procedure of selection as prescribed in the G.O. No. 43-Edn(A) dated 05.02.99 if he/she has participated in two Refresher courses of approved duration or engaged in other appropriate continuing education programes of a comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(iii) The Orientation Course/Refresher Course should be done within 31.12.2004.

(iv) A Libranan/Assistant Libranan who is super-annuating within next three years will be exempted from attending Orientation Course/Refresher Course.

E. The Career Advancement Scheme for Librarians/Assistant Librarians of the Non-Govt. Colleges will come into effect from 27.07 1998.

Principal/Teacher-in-Charge of the Government Colleges will communicate with the University concerned for nomination of the subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Libranans/Assistant Librarians of his/her College for allowing the benefit of Career Advancement benefit.

All concerned are being informed.

Sd/- K. K Chakraborty
Deputy Secretary

No. 1212/1(5)-Edn(A)/ Dated the 7th Nov., 2003

Copy forwarded to for information and necessary action to :

1. The Registrar, Calcutta University Senate House, College Street, Kolkata - 700 073.
   He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.
2. The Registrar, Burdwan University, Rajbati, Burdwan - 713 104.
   He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for Selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.
3. The Registrar, Vidyasagar University, P.O. Vidyasagar University, Paschim Midnapore - 721102.
   He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.
4. The Registrar, University of North Bengal, Raja Rammohanpur, P.O. North Bengal University, Darjeeling 734430.
   He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.
5. The Registrar, Kalyani University, Kalyani, Nadia 741235.
   He is requested to kindly nominate a subject-expert for the purpose of formation of the Screening Committee for selection the Librarians/Assistant Librarians for Career Advancement benefit.

Sd/- K. K. Chakraborty
Deputy Secretary

No. 1212/2(10)-Edn(A)/ Dated the 7th Nov., 2003

Copy with the copies of the Annexure forwarded for information to the :

1. Finance Department of this Government.
2. Principal Account General (A & E), West Bengal.
3. Kolkata Pay & Accounts Officer, Kolkata Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata - 700012.
4. Secretary, Public Service Commission, West Bengal.
5. Deputy Secretary (UGC)
6. Additional Director of Public Instruction, West Bengal.
7. P.S. to M.I.C. Higher Education Department.
8. Treasury Officer. .....
9. P.A. to Principal Secretary of this Department.
10. Computer Cell of this Department.

Deputy Secretary

GRANTHAGAR

Vol. 53 No 10 Editor Dr Shyamal RoyChoudhury Asst Editor Nirmalya Roy January, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Modernisation of National Library

Reference is made to the modernisation of the Library in respect of preparation of 'database' of the 25 lakh documents of the Library. The work has been assigned to a number of private sector companies. Apprehension is expressed in respect of the quality of such work in the absence of guidelines for maintaining uniformity and quality for such eminent Library as the National Library of India. Suggests that expert library professional from different University library depts., library association (both the BLA, IASLIC and other eminent ones). expert professionals, be appointed to monitor such work, otherwise huge amount to be expended for the project would go astray. P. 293.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Dr. NiharRanjan Roy (1903-1981) : a centenary tribute

While giving an account of the different facets of the life of the great intellect and in his centenary year, refers to his association with the Bengal Library Association in different capacities and his glorious role in library movement in West Bengal. Suggests the publication of a special issue of the Granthagar on Dr. NiharRanjan Roy, in the centenary year. P. 294.

Das, Asitabha. Books, Library Association and NiharRanjan Roy : A centenary homage.

Refers to the intellectual brilliance of the great librarian and Indologist in the fields of Indology, Bengal Library Association's different activities and in stearing library movement in our state. P. 300.

Maji, Arabinda. The imperial library of the great Mughal emperor, Akbar (1556-1605).

Refers to the endeavours of Akbar in reforming the imperial library established earlier and his programmes in improving the status and position of the imperial library. P. 308.

Errata P. 311, 322.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of Bengal Library Association.

In this serialised article the author refers to the lecture on role and function of school libraries, Dr. Ranganathan's lectures at Sanskrit College, Kolkata, among other things. P. 312.

LIBRARY NEWS :

1. **Library Day observed in the following libraries :**
   a. At Raghunanda Pathagar, Purulia, on 17th Dec. '03.
   b. At Nagari Banimandir Public Library, on 19th Dec. '03.

2. Narayanpur Moumachi Library, Purulia opening of new building on 21.12.03.
P. 314.

3. 31st Inflibnet regional training at Burdwan University library from 17-21.12.03 on Library Automation.

4. West Bengal Public Library Employees' Association-triennial conf. on 30.12.03 of Subdivisional library workers.
P. 315.

5. Bhandarkar Oriental Research Institute — thousands of manuscripts, rare books and other documents were severely damaged by followers of Sambhaji Brigade. P.317.

ASSOCIATION NEWS : P. 317.

1. **Library Day observed at BLA and the following district branches :**
   a. At Bangla Academy by the Central Committee of the Bengal Library Association : A Report.
   b. At Birbhum District Branch on 20.12.03.
   c. At Purulia District Branch on 20.12.03.

2. List of successful candidates of the certificate in Library Science, 2003 published. P. 319.

3. Govt. order regarding Career Advancement Scheme to the Librarians/Assistant Librarians of Govt. College Libraries, dt. 07.11.03, published. P. 323.

Obituary

Sri S L Karmakar of Birbhum district library passed away. P. 318.

Articles received for publication

1. Role of libraries in local history by GC Roy.

2. Sanskrit story literature and Ranganathan, by S S Kundu.

3. Library Scientist Prabhat Kumar Mukherjee, by P. P. Roy. P. 307.

সদস্যদের প্রতি

সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বা দেরীতে পাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘর থেকে পাঠানো হয়। সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সদস্যদের ঠিকানার সঙ্গে পিন কোড থাকলে পত্রিকা সময়মত পাওয়া যায়। ২৪ পরগণা জেলার পিনকোড পরিবর্তন হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হয়েছে। অনেকের কর্মস্থল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকানার পরিবর্তন হয়েছে। পরিষদ অফিসে অফিসে আপনার ঠিকানা সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে কিনা এবং চাঁদা বকেয়া আছে কিনা জেনে নিন ও নতুন ঠিকানা জানান। এছাড়া সময়মত ডাকঘরে খোঁজ নিন ও প্রয়োজনে ডাকঘরে অভিযোগ জানিয়ে আমাদের জানান। যেহেতু আর্থিক কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক পত্রিকা ছাপানো হয় না সেজন্য কোন সংখ্যার পরিবর্ত কপি পাঠানো অসুবিধাজনক।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

LILUAH CO-OPERATIVE BANK LTD.

Reg. Office - 60, Bhattanagar, Howrah
Branches : Bhattanagar, Liluah, Belgachia, Bamangachi

Fully Computerised

25th YEAR
CELEBRATION

- HOSPITAL
- AMBULANC
- SCHOOL
- HOLIDAY HOME Digha & Puri

Bank's Financial Position As on 31st March, 2003			
• WORKING CAPITAL	-	RS.	85 CRORES
• CAPITAL & RESERVES	-	RS.	12 CRORES
• PROFIT	-	RS.	3 CRORES
• DEPOSIT	-	RS.	70 CRORES
• ADVANCE	-	RS.	14 CRORES
• CRAR	-		49%
• NET NPA			0%
• AUDIT RATING			'A' (GRADE 1)
• DIVIDEND	-		12%

মানুষের আশা প্রগতির ভাষা
পঞ্চায়েত

২৬ বছর। সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। ভূমি সংস্কারের সুফল, পর্যাপ্ত কৃষিজ উৎপাদন সহ গ্রামীণ উন্নয়নমুখী ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রগতির নজির গড়েছে দেশে-বিদেশে।

ষষ্ঠ-বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের সেই ধারা অব্যাহত রেখেই গ্রামীণ জীবনে আরও বেশী আর্থিক স্বয়ম্ভরতা আনতে বদ্ধপরিকর। পঞ্চায়েতের এই কর্মসূচিকে সার্থক করতে আমরা চাই গ্রামীণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সুচিন্তিত মতামত ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

স্মারক নং ৫৩৮৯/২০০৩ / তথ্য ও সংস্কৃতি
তারিখ ২২-১২-২০০৩

GRANTHAGAR

Vol. 53 No 10 Editor Dr. Shyamal RoyChoudhury Assl Editor Nirmalya Roy January, 2004

CONTENTS

	Page
Modernisation of National Library (***Editorial***)	293
Nirmalendu Mukhopadhaya Dr. NiharRanjan Roy (1903-1981) : a centenary tribute	294
Asitabha Das Books. Library Association and NiharRanjan Roy : a centenary homage	300
Arabinda Maji The imperial library of the great Mughal emperor, Akbar (1556-1605)	308
Nirmalendu Mukhopadhaya Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association	312
Errata	311, 322
Library News	315
Association News	317
Government Order : (Re : Librarians/Asst. Librarians of Govt. Colleges)	323
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 10)	325

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : SSRM/Kol RMS WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

With Compliments from :-

VPH SUBSCRIPTION SERVICES

(Pioneer in Periodical Subscription Services in print and electronic medium)

Authorised agent of Different University Presses of USA, Elsevier Publishing Group, Blackwell Publishing Group, Marcel Dekker, Springer Verlag, Oxford University Press, IOP, John Wiley, American Society for Microbiology, Cambridge University Press, AIP (American Institute of Physics), Allerton Press, Pergamon Press, American Chemical Society, Frank Cass & Co Ltd., Royal Society of Medicine, Society for General Microbiology, Journal of Neurosurgery, Munksgaard, Allen Press, South African Societies, Maney, BMJ Publishing Group, American Medical Association, W H Wilson, Harworth Press Inc., Emarald, McGraw Hill, Annual Review Inc., Academic Press, Institute of Electrical Engineer, American Library Association, Cliff, Cambridge Scientific Abstract, ASCE, ASM, ASTD, ASTM, Telford Thomas, Different Homeopathy Societies around the globe and many other Technical and Humanities Associations & Societies.

Our valued and satisfied customer list includes different Universities, National Public Library, Engineering College, Medical College, Research Organisations, Academic Institutions, Industry, Film Institute, Medical Research Institute, Dental College, Homeopathy College, Secretarial Library.

Kolkata Office
106, Vivekananda Road
Kolkata 700 006

Phone : 033 2241 1389
Fax : 033 23586297
e-mail : vijoyaph@cal2.vsnl.net.in

Bangalore Office
40/1 Richmond Road (1st Floor)
Opp. Sacred Heart Church
Bangalore 560025
Phone & Fax : 080 25571139
Phone : 080 51126775
e-mail : vph_subscription@vsnl.net

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.
Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury *Associate Editor* : Nirmalya Ray

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১১ সম্পাদক ঃ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক ঃ নির্মাল্য রায় ফাল্গুন, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও নীহাররঞ্জন রায় (সম্পাদকীয়)

ডঃ সব্যসাচী চৌধুরী
তাহেরুননেসা থেকে লতিফুননেসা : উনিশ শতকের
বাঙালী মুসলমান মেয়েদের প্রথম প্রকাশনা

কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও মকবুল রহমান ৩৩৯
বিশেষ গ্রন্থাগার : কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী
অঞ্চলের ৮টি গ্রন্থাগারের একটা তুলনামূলক আলোচনা

শোক সংবাদ

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

চিঠিপত্র ৩৫২

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 11) ৩৫৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্ণীকরণ: ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial. 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume:
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১১ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় ফাল্গুন, ১৪১০

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার পরিষদ ও নীহাররঞ্জন রায়

১৯০৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী ডঃ নীহাররঞ্জন রায় জন্মগ্রহণ করেন। গত বছর ছিল তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮১ সালের ৩০শে আগষ্ট। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ.। গবেষণার জন্য তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মোয়াট স্বর্ণপদক পান। তিনি ছিলেন লাইডেন রয়্যাল ইনষ্টিট্যুটের ডক্টরেট।

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়কে অনেকেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, শিল্পকলার গবেষক ও ইতিহাসবেত্তা, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যসমালোচক, "বাঙালির ইতিহাস" ও নানান গ্রন্থপ্রণেতা, দক্ষ প্রশাসক হিসেবেই জানেন। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল নিবিড়। তিনি পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।

১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে যোগদানের পর থেকে পরিষদ সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হন। সেই সময় পরিষদের রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয় ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ১৯৩৮ সালে তিনি পরিষদের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। পাঁচ বৎসরের বেশি তিনি এই পদে ছিলেন। ১৯৪৮-৫০ সালে তিনি পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি পরিষদের সহ-সভাপতিও ছিলেন। এছাড়া তিনি পরিষদের গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা, পরিষদ প্রকাশিত ডিরেক্টরির সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৪২ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরি ডিরেক্টরি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় পরিষদের ইংরাজী দ্বিবার্ষিক বুলেটিন Bengal Library Association Bulletin প্রকাশিত হয়। এই বুলেটিন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশের পরও কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪২ সালে পরিষদ ও বালিগঞ্জ ইনষ্টিট্যুট-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'পাঠাগার' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নীহাররঞ্জন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশনাতেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯৫১ সাল) তাঁর লেখা 'নিবেদন' দিয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর ঐ লেখার মাধ্যমে তিনি পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের স্মরণ করিয়ে দেন "..... দু'চার দশ জনের চেষ্টা ও উদ্যোগকেই খুব বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। পরিষদের সকল কর্মী যদি এই মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নয়, পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট না হন, তাহলে শুধু পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদকমন্ডলী ও কর্ম পরিষদের উদ্যোগে তা কখনও সম্ভব হবে না।" "গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশনার বর্তমান ৫৩-তম বর্ষেও একথা বাস্তব সত্য। গ্রন্থাগার পত্রিকা ত্রৈমাসিক থেকে দ্বিমাসিক হওয়ার সময় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশের প্রথম অবস্থায় এক বিখ্যাত প্রেসে পত্রিকা মুদ্রিত হত। প্রেসের সত্বাধিকারী তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁর অনুরোধেই ঐ প্রেস পত্রিকা মুদ্রণের দায়িত্ব নেন।

নীহাররঞ্জন পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা থাকাকালীন পরিষদের কাউন্সিল সভা বা বার্ষিক সাধারণ সভায় কলকাতার মেয়র, বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি সভাপতিত্ব করেছেন। ঐ সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন।

১৯৩৮ সালে মার্চ মাসে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া তিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধকও ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর সভাপতিত্বে পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সময়েই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বঙ্গীয় গ্রন্থমালা সিরিজের কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল সুশীল কুমার ঘোষের 'লাইব্রেরি আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তার', প্রমীলচন্দ্র বসুর 'গ্রন্থকার নামা', মুনীন্দ্র কুমার দেব রায় মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার', 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার', মীনেন্দ্রনাথ বসুর 'লাইব্রেরি সংরক্ষণ'।

একবার পরিষদে পরিহাস করে তিনি বলেছিলেন 'I am a renegade to the profession'. সম্ভবতঃ পরিষদের সঙ্গে তাঁর শেষ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ১৩৮১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত সুশীল কুমার ঘোষ প্রথম স্মারক বক্তৃতায়। ঐ স্মারক বক্তৃতায় বক্তা ছিলেন প্রমীল চন্দ্র বসু এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। ১৯৬৫ সালে তিনি কলকাতা থেকে সিমলায় চলে গেলে কলকাতায় বিশেষ আসতে পারতেন না। সেইসময় তিনি নিয়মিত পরিষদেও আসতে পারতেন না। এ কথা অনস্বীকার্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংস্থায় তাঁর অবদানের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজন। তাঁর মত ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যময় জীবনের সঠিক মূল্যায়ন হলে আমরা — তাঁর উত্তরসূরীরাই উপকৃত হব।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ (রবিবার) কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে অবস্থিত **বঙ্গবাসী কলেজ** প্রেক্ষাগৃহে (১৯, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯) **"ন্যাক (NAAC) কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার আধুনিকীকরণের কর্মশালার"** আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অধিবেশনের সময় দুপুর ১টা। যৌথভাবে এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ ও বঙ্গবাসী কলেজ। এই কর্মশালায় সকল অধ্যক্ষ-অধ্যাপক-অধ্যাপিকা — গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকদের অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) ধার্য করা হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, জলখাবার এবং চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে। কর্মশালা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে (পি-১৩৪, সি আই টি স্কীম-৫২, কলকাতা - ৭০০০১৪, দূরভাষ - ২২৪৪-৬৮৬৬) যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেবার শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

অনুপকুমার সরকার	রণজিৎ বসু	প্রদীপ কুমার ঘোষ
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	*সম্পাদক, নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ*	*অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ*

মৌলানা আজাদ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ আয়োজিত আলোচনাচক্র

বিষয় : Automation and Networking in the College Libraries of West Bengal in the changed IT environment.

তারিখ : ১৩ই এবং ১৪ই মার্চ, ২০০৪ (শনিবার ও রবিবার)

স্থান : মৌলানা আজাদ কলেজ, ৮, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কোলকাতা - ৭০০০১৩

অংশগ্রহণে ইচ্ছুক গ্রন্থাগারিকদের ৫০টাকা প্রদান সাপেক্ষে ৭.৩.২০০৪ তারিখের মধ্যে তাঁদের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে নিম্নলিখিত যে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

Phone : 2217 8185 / 2244 3737, Fax : 2244 3737

e-mail : maulanaazadcollege@rediffmail.com

তাহেরণনেসা থেকে লতিফন্‌নেসা ঃ উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান মেয়েদের প্রথম প্রকাশনা

ড: সব্যসাচী চৌধুরী
গ্রন্থাগার কর্মী, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কোলকাতা

"...কুলীন বায়েস্থের নবম বর্ষ বয়স্কা..." কোন হিন্দু বালিকার মুদ্রিত রচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্গমহিলাদের যাত্রারম্ভ। ২১শে এপ্রিল ১৮৪৯/১০ই বৈশাখ ১২৫৬, শনিবার 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক রচিত 'দৈবশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত এই ব্যতিক্রমী রচনাটি ছিল কয়েক পংক্তি কবিতা।

এই রচনা প্রকাশের দীর্ঘ ১৫ বছর পর, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (ফাল্গুন ১২৭১) বাঙালী মুসলমান প্রথম গদ্য লেখিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় - বামাবোধিনী পত্রিকার 'বামারচনা' বিভাগে। রচয়িত্রীর নাম : বিবি তাহেরণলেছা (নেসা)। সমগ্র উনিশ শতক ধরে বাঙালী মুসলমান মেয়েদের প্রথম প্রকাশনায় যে ৯টি গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনার হদিশ পাওয়া যায় তা নিচে প্রদত্ত সারনী (প্রকাশকাল অনুযায়ী বিন্যস্ত) থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে—

উনিশ শতকের বাঙালী মুসলিম মেয়েদের প্রকাশনা তালিকা
(প্রকাশকাল অনুযায়ী বিন্যস্ত)

প্রকাশকাল	লেখিকা-নাম	রচনা বিভাগ		প্রকাশস্থল
		গ্রন্থ	প্রকীর্ণরচনা	
১৮৬৫	বিবি তাহেরণলেছা (নেসা) (প্রথম গদ্য লেখিকা)	—	প্রবন্ধ	বামাবোধিনী পত্রিকা (পৃ: ২৭৫-২৭৭)।
১৮৭৬	ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১ম গ্রন্থ লেখিকা)	রূপজালাল	—	ঢাকা, গিরিশচন্দ্র।
?	"	সঙ্গীতসার	—	
?		সঙ্গীতলহরী	—	?
১৮৮৩	অনামা	—	কবিতা	পরিচালিকা পত্রিকা (পৃ: ২২৯-২৩১)।
১৮৮৪	আজিজন্নেছা খাতুন (১ম অনুবাদ গ্রন্থলেখিকা)	হারমিট বা উদাসীন	—	খুলনা, মোকাদ্দেসুল হক।
১৮৮৭	ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী	তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত	—	ঢাকা, বাঙ্গালা প্রেস।
১৮৯১	আছিমন্নেছা খাতুন ছিদ্দিসা	—	কবিতা	বামাবোধিনী পত্রিকা (পৃ: ২২৮)।
১৮৯৭	লতিফনেসা-সাহাজাদপুর	—	কবিতা	" " (পৃ: ৭৭-৭৮)।

মোট গ্রন্থ প্রকাশনা - ৫ (দুটো গ্রন্থের হদিশ পাওয়া যায়নি, কেবল নামোল্লেখ পাওয়া যায়)।
মোট প্রকীর্ণ রচনা - ৪

বাঙ্গলা সাহিত্য অঙ্গনে বাঙালী মুসলমান মেয়েদের এই রচনা স্বল্পতার জন্য ঐতিহাসিকভাবে উনিশ শতকের বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের এক বিপর্যস্ত অবস্থা দায়ী ছিল। উনিশশতকের মুসলিম সমাজ ছিল রাজনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত, অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত। অনুরূপ এই সমাজের প্রধান শিকার হতে হয়েছিল তৎকালীন মুসলিম নারী সমাজকে।

পক্ষান্তরে সেই সময়ে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ

হিন্দুসমাজ সংস্কারকেরা স্ব-সমাজের মেয়েদের উন্নতির চেষ্টাই করেছেন। এছাড়া ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা 'Hindu Female School' (ভিত্তি প্রস্তরে উল্লিখিত) ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলিও হিন্দুমেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির কথাই ভেবেছেন। ব্রিটিশ সরকারের অসহযোগিতা ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে সরকারী উদ্যোগের অভাবে সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের পুরুষেরাই খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল।

আধুনিক মুসলিম লেখিকা রওশন আরা বেগমের মতে "...উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাতীয় জাগরণের মানে হিন্দু পুরুষ নারী উভয়েরই জাগরণ। অন্যপক্ষে মুসলিম জাতীয় জাগরণের মানে শুধু পুরুষের জাগরণ, নারীর নয়। নারীরা যে পিছিয়ে থাকলো, বলা যায় অনুপস্থিত থাকলো তার কারণ তৎকালীন পুরুষ সমাজ ঘর-কন্যার বাইরে তাঁদের নারীদের অন্য ভূমিকার কথা ভাবতে সক্ষম হননি। কেন না নতুন যুগের আলোর ছোঁয়া পেয়েছেন তারা নিজেরাই অনেক বিলম্বে। নিজেদের নিয়েই নিশেহারা তখন পুরুষ সমাজ। তাই বলা চলে মুসলিম নারীদের পশ্চাদপদতার সর্বপ্রধান কারণই নিহিত রয়েছে মুসলিম পুরুষ সমাজেরই পশ্চাদপদতার কারণের মধ্যে।" (নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, ১৯৯৩, পৃ: ৩)।

বাস্তবিকপক্ষে উনিশ শতকের সবটা এমনকি বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এক ধরনের অযৌক্তিক অবরোধ মুসলিম নারী সমাজকে শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকে পঙ্গু করে রেখেছিল। পর্দার নামে এই বিধান যে কত কঠোর হয়ে উঠেছিল তার স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন বিশ শতকের শুরুতে প্রথম নারীবাদী সমাজ সংস্কারক রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)।

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার প্রশ্নগুলি বার বার-ই উচ্চারিত হয়েছে বিশ শতকের প্রথম চার দশক ধরে এবং পরিবর্তন আসার জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিশ-শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

সম্প্রতি প্রকাশিত (শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক, সম্পাদিত, ১৯৯৮) 'জানানা মহফিল : বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা ১৯০৪-১৯৩৮' গ্রন্থ থেকে জানা যায়-"... ১৭৬৫-৭৫-এর মধ্যে রহিমুন্নেসাই ছিলেন মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের একমাত্র মুসলিম লেখিকা।...রহিমুন্নেসাকে যদি আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যিক ধরে নিই, তবে তাঁর সঙ্গে তাহেরুন নেসার (নেসা) আবির্ভাবের মধ্যে একশো বছরের ব্যবধান তৈরী হয়।.." (পৃ: ২০)

ভাবতে অবাক লাগে উনিশ শতকের আলো-বাতাসহীন পশ্চাদ্‌পদ এই মুসলিম মহিলা সমাজ থেকেও বেশ কয়েকজন ব্যতিক্রমী সাহিত্য সেবিকা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নিজস্ব রচনার বিরল দৃষ্টান্ত নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে উনিশ শতকের দুঃসাহসিক বাঙালী মুসলমান মেয়েদের সে সমস্ত প্রকাশনাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যতিক্রমীদের অগ্রণী ছিলেন বিবি তাহেরুননেছা (নেসা)। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকার 'বামারচনা' বিভাগে এই প্রথম মুসলিম গদ্যলেখিকাকে দেখা যায়। রচনাটি 'বামাকুলহিতৈষী-সম্পাদক'-কে সম্বোধন করে লেখা একটি পত্র (ফাল্গুন ১২৭১, পৃ: ২৭৫-২৭৭)।

পত্রাকারে প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে তাহেরুননেসা স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা ও উপযোগিতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। নিবন্ধের শেষে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিত প্রদত্ত হয়েছে। যা থেকে জানা যায় - তিনি 'বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী'।

সেই সময়ে পাঠশালায় পাঠরতা মুসলিম পরিবারের এই বালিকার এ রচনাটির ভাষা ও রচনাশৈলী এক কথায় অসাধারণই নয় শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বিবেচনা করলে এক কৃতিত্ব অসামান্য। বিবি তাহেরুণের রচনার অংশ থেকে এ উক্তির সত্যতা অনুধাবন করা সহজ হবে —"...এই অসার সংসারে মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারন করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে? বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয় আকাশ জ্ঞানশশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।...পুত্র বিদ্বান হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃকুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবলম্বিনী হইলে সে যে তদ্রূপ পিতৃ ও স্বামী উভয়কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি? ...অতএব হে দেশীয় সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা আর স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না।..."

সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে মেয়েদের লেখা পত্রগুলির প্রতিভূ তথা প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা হিসেবে এই রচনার অপরিসীম গুরুত্বের জন্যই গোলাম মুরশিদ, তাঁর 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর' গ্রন্থে (১৯৯৩ পৃ: ৯৭-১০০) এই রচনাটিকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। তিনি তাহেরুণের লেখায় সমকালের বাংলা গদ্য ভাষায় জনক বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় দত্তের মতো পরিমিত ভাবণ ও

জোরালো যুক্তি দিয়ে আপন বক্তব্য পেশ করার দুর্লভ ক্ষমতার সাক্ষ্য রেখে ভূয়সী প্রসংশা করেছেন।

তাহেরুণনেসার নারী শিক্ষার এই আন্তরিক আবেদন - এর দশ বছর পর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী - **শ্রীমতী ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী**-র সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম 'রূপজালাল : উপাখ্যান।'

৪৮৪ পৃষ্ঠার এই পূর্ণাঙ্গ প্রণয়মূলক উপাখ্যান গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে একালে রওশন আরা বেগম তাঁর "নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ" (ঢাকা, বাংলা একাডেমী), গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, - "...ঊনবিংশ শতকের একমাত্র মুসলমান মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীর গ্রন্থটি মূলতঃ একটি বিচিত্র গ্রন্থ হয়েছে। কেন না আমরা দেখেছি ভাব, ভাষা চরিত্র, সব কিছুতেই গ্রন্থটিতে বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। এতে রূপকথা, মিশ্রভাষা রীতি, মধ্যযুগীয় ভাবধারার সঙ্গে পদ্য চর্চার মাধ্যমে আধুনিক ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে রচিত বাংলা পুস্তকে আমদানী করেছেন সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত চম্পূ কাব্যের বৈশিষ্ট্য।..."। (১৯৯৩, পৃ: ১০১)

কেবল একালেই নয়, সমকালেও ফয়জুন্নেছা-র 'রূপজালাল' প্রশংসিত হতে দেখা যায় - "...মুসলমান রমনীর বঙ্গ ভাষায় যে এতাদৃশ যত্ন আছে অথবা এরূপ সুশিক্ষিতা যবনী যে আছেন, তাহা আমরা বাস্তবই পূর্ব্বে জানিতাম না। ...এ পুস্তকখানি যে একজন রমনী বিশেষতঃ যবনী কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রশংসা করিলাম তাহা নহে। এরূপ রচনা কোন বিজ্ঞের লেখনী নিঃসৃত হইলেও প্রশংসার্হ।" (আদরিনী পত্রিকা, ২য় খন্ড, ১২৮৮, পৃ: ১৬৮)।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "রূপজালাল উপাখ্যান"-এ লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। স্বামী গাজী চৌধুরী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ফয়জুন তাঁর গ্রন্থে সমকালীন পুরুষ-সমাজের স্বরূপ তুলে ধরতে একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে লিখেছেন—

"পুরুষ জাতি নহে প্রণয়ের বশ।
নিত্য নিত্য ভালবাসে নব নব রস।।"

* * *

"পুরুষের ভালবাসা শুধু অধরেতে।
বিষভরা চিত্তভাব রাখে গোপনেতে।।
না জেনে পুরুষ প্রেমে মজে যেই জন।
বিরহের দাবানলে দহে সর্ব্বক্ষণ।
(পৃ: ১৯৪-১৯৬)

পুরুষের নারী সম্পর্কে বিরূপ ধারণার প্রতিবাদে ফয়জুন যেমন সোচ্চার হয়েছেন তেমনি স্বামী গাজী চৌধুরীর প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও অচলা ভক্তির নিদর্শন রেখেছেন গ্রন্থটির 'উৎসর্গ' পত্রে।

"**শ্রী শ্রীযুক্ত মহাত্মন গাজী চতুর্ধুরিন।**

হোসনাবাদ দেশস্থ স্বামীন পদ পঙ্কজে
মমাপি মন্দ ভাগ্যায়া প্রবন্ধোয়াং ময়াপিতা"

এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'রূপজালাল'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, — হিন্দুমহিলা শ্রীমতী রাসসুন্দরী-র "আমার জীবন" নামক বাংলা সাহিত্যে চিহ্নিত প্রথম মহিলা রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিরও প্রকাশ কাল, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

'রূপজালাল' ছাড়া ফয়জুন্নেছা রচিত 'সংগীত সার' ও 'সংগীত লহরী' নামে আরও দুটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। নামোল্লেখ ছাড়া এই বই দুটোর বাস্তব অস্তিত্বের কোন সন্ধান এ পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' নামে লেখিকার চর্তুথ গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'তে দেখা যায়। ২১পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগীতমালা সংগ্রহ করেছেন।

তাহেরুণনেসা ও ফয়জুন্নেছার রচনা প্রকাশের সাত বছর পর "স্বামী বিয়োগ বিধুরা কোন মুসলমান কন্যার বিলাপ" ধ্বনি শোনা যায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে (পরিচারিকা পত্রিকা, পৃ: ২২৯-২৩৯)।—

"একমাত্র তুমি বট মম অধিশ্বর,
এখন কি জন্য নাথ! ত্যজিলে আমায়।
তথাপি যোগাতে আমি তোমাকেই কর
দিব না এ রাজ্যে স্থান অপর রাজায়।..."

পতিবিয়োগ বিধুরা অনামা রচয়িত্রীর এই শোক কবিতার আচ্ছন্ন ভাবের ঘোর কেটে যায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে - প্রথম বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা রচিত অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের পর। গ্রন্থটির নাম - 'হারমিট বা উদাসীন'। রচয়িত্রী হলেন : আজিজন্নেছা খাতুন।

১১ পৃষ্ঠার এই অনুবাদ কাব্য গ্রন্থটি Oliver Goldsmith এর 'Edwin and Angelina : a ballad' এই গাথা কবিতার বঙ্গানুবাদ। এই গাথা কাব্যটি 'The Hermit' নামে পরিচিত। গ্রন্থটিতে আজিজন্নেসার ইংরেজী থেকে প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদের খানিক পরিচয় নিচে উল্লিখিত অংশ থেকে পাওয়া যায়—

"এডুইন' বলে শুন 'আঞ্জেলিনা সতী!
না বুঝে তোমার আমি করেছি দুর্গতি ;
আজি শত অপরাধে অপরাধী পায়,
নিজগুনে প্রিয়তমে ক্ষমিবে আমায়।..."

"...Turn Angelina, ever dear,
My charmer, turn to see

Thy own, Thy long-lost Edwin here,
Restor'd to love and thee..."

আজিজন্নেছার মাতৃভাষার মারফৎ বিদেশী সাহিত্যের ফুলবন-মধু আহরণের এই আয়োজনের প্রথম প্রয়াস সম্ভব হয়েছিল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবী মেয়ারাজ সাহেবের প্রেরণায়।

বাংলা ১২৯০-এ সাতক্ষীরা (খুলনা) থেকে প্রকাশিত আজিজন্নেছা খাতুনের অনুবাদ গ্রন্থটির 'ভূমিকা-পহার' পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় - শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দীন আহেমদ সাহেব তাঁকে এ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁর "...অনুকম্পায়ই আমি কথঞ্চিৎ পারসা ভাষা শিক্ষা করিয়াছি; আপনি আমাকে ইংরাজী ইক্তিসিলেক্সনের হারমিট্ (উদাসীন) নীর্ষক আখ্যায়িকা বাঙ্গালা পদ্য ছন্দে লিখিতে অনুমতি করিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষায় আমার অতি সামান্য বুৎপত্তি; কি করিব, আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়; অতি কদর্য্য ভাষায় এখানি লিখিয়া আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গীত করিলাম।

...আমি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞা, আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে লিখিয়াছি।..."

আজিজন্নেছা প্রসঙ্গে 'জানানা মহফিল : বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা, ১৯০৪-১৯৩৮' গ্রন্থ (পৃ: ২১) থেকে জানা যায় "...বিংশ শতাব্দীর প্রথম লেখিকার নাম আজিজন্নেসা। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় ১৯০২ সালে তাঁর লেখা ছাপা হয় এবং ইনি হচ্ছেন প্রথম মুসলিম মহিলা যাঁর লেখা মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।..."

এই অনুবাদ গ্রন্থের পর প্রকাশ পেয়েছে জয়ন্তীদেবী চৌধুরানী-র চতুর্থ গ্রন্থটি (পূর্বে উল্লিখিত) - 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত (১৮৮৭)।

কেবল সঙ্গীত চর্চায় নয় প্রকৃতির বর্ণনায় মুখর হয়ে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে আছিমন্নেছা খাতুন হিজিসা লিখেছেন, 'শরৎযামিনী' কবিতা (বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১২৯৮, পৃ: ২২৮)—

"আই যে দেখিতে পাই নির্ম্মল আকাশ,
কোন ঠাঁই নাই কিছু নীরদ কালিমা;
খেলে না চপলা দাম - হয় না প্রকাশ,
বিরজিছে তারা সহ শারদ চন্দ্রিমা।।..."

কবিতাটির পাদটীকা থেকে জানা যায় "কবিতার দুই এক স্থান সংশোধিত হইল। যাহা হউক মুসলমান রমনীগণ বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিয়া সুন্দর কবিতা লিখিতেছেন, ইহা যারপর নাই আনন্দের বিষয়। বা. বো. স।"

এসব সুন্দর কবিতাগুলোর ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের বিচিত্রতার মধ্যে শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সাহাজাদপুরের কবি লতিফন্নেসা-র প্রকাশিত 'বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি' (বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪, পৃ: ৭৭-৭৮) কবিতা প্রসঙ্গে বামাবোধিনী - সম্পাদকের কথায় বলতে পারি - "...মুসলমান রমনীর লেখাটি ...বিশেষ উৎসাহ লাভের যোগ্য।"

কারণ এই কবিতায় একদিকে ধ্বনিত হয়েছে বঙ্গীয় মুসলমান মেয়েদের হীনতম অবস্থার এক করুণ সুর—

"হায় রে এ বঙ্গভূমি মাঝে
অভাগিনী আমাদের সম
কেহই নাহিক বুঝি আর,
মোরা হায় হীন হীনতম..."

অন্যদিকে ঝঙ্কৃত হয়েছে এক গভীর আত্মপ্রত্যয়ের মূর্চ্ছনা। যেখানে মুসলিম নারীজাগরণের দিশারী কবি সমগ্র নারী কুলকে শিক্ষালাভে সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার আবেদন জানিয়ে লিখেছেন—

"নিঃসহায় হইয়াও যদি
সেই ধন লভিবারে চাও
আত্মোপরি করিয়া নির্ভর
ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।..."

একুশের দশকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলার পথে নজির সৃষ্টিকারী, অবিশ্বাস্য এসব প্রকীর্ণরচনা ও গ্রন্থগুলো বিশেষতঃ অনুবাদ গ্রন্থটি সবার সামনে হাজির করে যথাযথ মর্যাদা দেবার প্রয়োজন আছে বৈকি। আমাদের সেকালের ব্যতিক্রমী বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকেরা কেবল উনিশ শতকেই নয়, একালেও নিঃসন্দেহে সমগ্র বাংলা সাহিত্যিকদের তথা মহিলা লেখিকাদের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জনের অধিকারী।

শোক সংবাদ

সুবিনয় রায়

গত ৯ই জানুয়ারী, ২০০৪ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রী সুবিনয় রায় প্রয়াত হয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর সহ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দেশিকোত্তম' ও সাম্মানিক ডি.লিট. পান। শ্রী রায়ের প্রয়াণে পরিষদ গভীরভাবে বেদনাহত। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিশেষ গ্রন্থাগার ঃ কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৮টি গ্রন্থাগারের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
মকবুল রহমান
প্রাক্তন ছাত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা ঃ

বর্তমান তথ্যসমাজের পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তথ্য বিস্ফোরণ, ক্রমবর্ধমান পাঠক চাহিদা, নিত্যনতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশের ফলে আজ গ্রন্থাগারের সর্বাগ্রে প্রয়োজন সময়ের সঙ্গে সামুজ্য রেখে গতানুগতিক পরিষেবার বাইরে এসে প্রয়োজনানুগ তথ্য পরিবেশন, যা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং পাঠকের চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাই আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহ সেই উদ্দেশ্যকেই সমর্থন করে। কোলকাতা, রাজ্যের রাজধানী হবার সুবাদে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জরুরী পরিষেবার প্রাণকেন্দ্র। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে এই শহরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল থেকে উন্নত পরিষেবা দিয়ে আসছে।

বিশেষ গ্রন্থাগার কী এবং কেন?

বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি সুদীর্ঘকাল থেকে নিঃশব্দে বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদের উন্নত পরিষেবা দিচ্ছে। A. K. Mukherjee বিশেষ গ্রন্থাগার গুলিকে "Product of nineteenth century" হিসাবে কর্ণনা করেছেন।[২]

কামাথ তাঁর প্রবন্ধে বিশেষ গ্রন্থাগারের স্বরূপ নির্ণয়ে বলেছেন[৩] বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষভাবে একটি একক নির্দিষ্ট বিষয় (Single definite subject) বা নির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির উপর প্রাধান্য দেয়। এর পরিষেবা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর এবং সীমিত সংখ্যক পাঠকের জন্য। সঠিকভাবেই বলা যায় "the primary characterisitic of the special library is not so much the subject content of the collection or the type of organization in which the library is operating nor the particular personnel it serves, but rather the kind of service it gives."[৪] বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি পাঠকের চাহিদা ও যে সংগঠন-এর অংশ হিসাবে গ্রন্থাগার,— তার মূল উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষেবা দেয় মূলত[১]

- — কোনও একটি বিশেষ পেশা / জীবিকা
- — গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান
- — শিল্প সংগঠন
- — শিক্ষার একটি বিশেষ শাখা বা বিষয় কেন্দ্রীক বা সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির উপর।

বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি সংগঠিত হয় প্রধানত:[২]

- — নির্দিষ্ট পাঠক বা সীমিত পাঠকবর্গ
- — নির্দিষ্ট বিষয়
- — বিশেষ ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম (Communication media)

উদ্দেশ্য ঃ কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আটটি (৮) গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকা (bound volume journal) এবং কর্মীসংখ্যার মধ্যে তুলনামূলক সমীক্ষা, পরিসংখ্যান বিষয়ক বিশ্লেষণ (Statistical analysis) যেমন কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency), সহপরিবর্তন (correlation) ও প্রতিগমন (Regression) নিরূপণ এই প্রবন্ধে আলোচিত। এছাড়াও বর্গীকরণ, সূচীকরণ পরিকল্পের তুলনামূলক আলোচনাও প্রবন্ধের অর্ন্তভুক্ত।

তথ্যসংগ্রহ প্রণালী ঃ কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৮টি বিশেষ গ্রন্থাগার-এর পুস্তক সংখ্যা ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকা এবং কর্মী সংখ্যার মধ্যে আনুপাতিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর (Questionnaire) মাধ্যমে বা সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সময়, যোগাযোগব্যবস্থা, সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে ৮টি গ্রন্থাগার নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন বর্গীকরণ, সূচীকরণ পরিকল্প, সরাসরি কম্প্যুটার প্রত্যক্ষ পত্রিকা (on-line journal) ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর হিসাবে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি একটি অণুসমীক্ষা, পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র ৮টি গ্রন্থাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোটপরিসংখ্যা (Sum বা Total frequency) বেশী হলে

বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আরো যথাযথ হতো।

প্রাপ্ততথ্যের বিশ্লেষণ ঃ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ৮টি গ্রন্থাগার এর মধ্যে ৮টি সার্বদশমিক বর্গীকরণ (UDC) (৫০%), ৩টি ডিউই দশমিক বর্গীকরণ (DDC, শতাংশের হিসাবে ৩৭.৫%) এবং ১টি অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। শতাংশের হিসাবে ৮৭.৫% বিশেষ গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার (৮টির মধ্যে ৭টি) ইঙ্গ-মার্কিন সূচীকরণ সংহিতা (AACR) এবং ১২.৫% (৮টি মধ্যে ১টি) বর্গানুক্রমিক সূচীকরণ সংহিতা (CCC) ব্যবহার করে। সব গ্রন্থাগারগুলিই প্রচুর দেশী ও বিদেশী পত্রিকা নিয়ে থাকে। ৮টির মধ্যে ২টি গ্রন্থাগার (শতাংশের হিসাবে ২৫%) সরাসরি কম্প্যুটার প্রত্যক্ষ পত্রিকা নিয়ে থাকে।

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ঃ

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মধ্যে ২টি চলরাশির (গ্রন্থাগার সংগ্রহ ও কর্মী সংখ্যার) কেন্দ্রীয় প্রকাত্ব (Central Tendency). সহপরিবর্তন (Correlation) ও প্রতিগমন (Regression) এর উপর মূল গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা নিরূপণ ঃ

যে কেন্দ্রীয় মানের চর্তুদিকে রাশিতথ্যমালার মান সমূহ বিস্তৃত থাকে তার সংখ্যাগত পরিমাণকে কেন্দ্রীয় প্রকাতার পরিমাণ (Measure of Central tendency) বলে।[৩]

পরিসংখ্যান গড় হলো এমন একটি একক সংখ্যা যা একজাতীয় অনেক সংখ্যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে।[১] বাস্তবত গড় ঐ সংখ্যা শ্রেণীর প্রতিভূ (Representative)।

গড় নির্ণয়ের ফলে সমগ্র সংখ্যাশ্রেণীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং এর ফলে একজাতীয় বা দুই বা ততোধিক সংখ্যা শ্রেণীর মধ্যে তুলনা সম্ভব হয়।[৩] গড় নির্ণয়ের তিনটি পদ্ধতির মধ্যে আমরা মধ্যক (Mean) কেই গুরুত্ব দিয়েছি।

কর্মীসংখ্যা - মধ্যক নির্ণয়

কর্মীসংখ্যার শ্রেণীবিভাগ	মধ্যমান (x)	পরিসংখ্যা (f)	$f \cdot x$
1 – 6	3.5	1	3.5
6 – 11	8.5	3	25.5
11 – 16	13.5	2	27
26 – 31	28.5	1	28.5
41 – 46	43.5	1	43.5
		N = 8	$\sum f \cdot x = 128$

[দ্রষ্টব্য : এখানে শুধু পরিসংখ্যা যুক্ত এমন কর্মীসংখ্যার শ্রেণীবিভাগই উল্লেখ্য]

কর্মী সংখ্যার নির্ণেয় যৌগিক গড় হলো $\bar{x} = \frac{\sum f \cdot x}{N} = \frac{128}{8} = 16$ জন।

গ্রন্থসংগ্রহ ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকার মধ্যক নির্ণয়

গ্রন্থসংগ্রহ ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকার সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ (হাজারে)	মধ্যমান (হাজার) (Y)	পরিসংখ্যা (f)	$f \cdot x$
1 – 10	5	3	15
10 – 20	15	1	15
30 – 40	35	2	70
80 – 90	85	1	85
210 – 220	215	1	215
		$\sum f = N = 8$	$\sum f \cdot Y = 400$

[দ্রষ্টব্য : পরিসংখ্যা সহ গ্রন্থসংগ্রহ ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকার সংখ্যার শ্রেণীবিভাগই উল্লেখ করা হয়েছে।]

গ্রন্থ সংগ্রহের নির্ণয় গড় $\bar{Y} = \frac{\sum f \cdot Y}{N} = \frac{400}{8} = 50$ (হাজার) =50000 টি

সহপরিবর্তন ও প্রতিগমন (Correlation & Regression)।

দুইটি চলকের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রকৃতি নির্ধারণ ও সংক্ষিপ্ত আকারে ঐ সম্বন্ধের প্রকাশকে সহপরিবর্তন বলে।[১] একে সূত্রের আকারে প্রকাশ করা হয়। দুইটি চলকের সহপরিবর্তনের মান ধনাত্মক (Positive) হবে যদি একটি রাশির মানের বৃদ্ধি বা হ্রাসে অপর রাশির মান যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে।[১] প্রবন্ধে আলোচিত দুইটি চলরাশি গ্রন্থাগার সংগ্রহ ও কর্মী সংখ্যার সহপরিবর্তনের মান ধনাত্মক।

যে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুইটি চলকের একটি প্রদত্ত মানের জন্য অপরটির গড় মান (Average value) নির্ধারণ করা যায় তাকে প্রতিগমন বলে (Regression)।[২]

প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে প্রথমে সারিবদ্ধ সহপরিবর্তন গুণাঙ্ক (Ranked Correlation Coefficient) নির্ণয় করা হয়। এই গুণাঙ্কের সহযোগে দুইটি চলরাশির মধ্যে সম্পর্ককে প্রকাশ করা হয় প্রতিগমন সমীকরণ দ্বারা (Regression equation)।

সারিবদ্ধ সহপরিবর্তন গুণাঙ্কের গণনা (Ranked Correlation Coefficient)

গ্রন্থাগারের নাম	গ্রন্থ সংগ্রহ ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকার সংখ্যা		কর্মীসংখ্যা		$D = x - y$	D^2
	সংখ্যা (হাজার)	অবস্থান (x)	সংখ্যা	অবস্থান (y)		
A	7.7	7	8	6	1	1
B	37	3	8	6	–3	9
C	4	8	8	6	2	4
D	8	6	3	8	–2	4
E	20	5	11	4	1	1
F	33	4	13	3	1	1
G	90	2	27	2	0	0
H	220	1	44	1	0	0
					$\sum D = 0$	$\sum D^2 = 20$

[বিঃ দ্রঃ কর্মীসংখ্যার ক্ষেত্রে (৮) 8 সংখ্যাটি তিনবার থাকায় 5, 6, 7 তম অবস্থানের অধিকারী। এক্ষেত্রে 8 (৮) এর অবস্থান $\frac{5+6+7}{3} = 6$ ধরবো এবং পরের সংখ্যা 3 (৩) এর অবস্থান হবে 8 (৮)]

কর্মীসংখ্যার ক্ষেত্রে 8 সংখ্যাটি 3 বার আছে

$$\therefore \frac{\sum t^3 - t}{12} = \frac{3^3 - 3}{12} = \frac{24}{12} = 2$$

যেখানে t = উভয়ক্ষেত্রে সারিতে প্রত্যেক পদ যতবার ঘটে তার সংখ্যা এবং N, D তাদের যথাযথ অর্থ প্রকাশ করে।

সারিবদ্ধ সহপরিবর্তন গুণাঙ্ক (Ranked Correlation Coefficient)

$$= R = 1 - \frac{6\left[\sum D^2 + \frac{\sum t^3 - t}{12}\right]}{N\left(N^2 - 1\right)}$$

$$= 1 - \frac{6[20 + 2]}{8\left(8^2 - 1\right)}$$

$$= 1 - \frac{(6)\,(22)}{(8)\,(63)}$$

$$= 1 - 0.26 = 0.738 \approx 0.74 \text{ প্রায়}$$

$\therefore -1 \le R \le +1$ এর যথার্থতা প্রমাণ করছে।

প্রতিগমন সমীকরণের গণনাকার্য

গ্রন্থ ও গ্রন্থিত খণ্ড পুস্তিকা সংখ্যা (হাজার) (X)	কর্মী সংখ্যা (Y)	$x = X - \bar{X}$ $= X - 52{\cdot}46$	$y = Y - \bar{Y}$ $= Y - 15{\cdot}25$	xy	x^2
7.7	8	-44.76	-7.25	324·51	2002·56
37	8	-15.46	-7.25	112·08	239·01
4	8	-48.46	-7.25	351·33	2348·37
8	3	-44.46	-12.25	544·63	1976·69
20	11	-32.46	-4.25	137·93	1053·65
33	13	-19.46	-2.25	43·78	378·69
90	27	37.54	11.75	441·09	1409·25
220	44	167.54	28.75	4816·77	28069·65
$\Sigma X = 419{\cdot}7$	$\Sigma Y = 122$			$\Sigma xy = 6772{\cdot}14$	$\Sigma x^2 = 37477{\cdot}87$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{419{\cdot}7}{8} = 52{\cdot}46$$

$$\bar{Y} = \frac{\Sigma Y}{N} = \frac{122}{8} = 15{\cdot}25$$

X এর উপর Y এর প্রতিগমন সমীকরণ

$$Y - \bar{Y} = byx\,(X - \bar{X})$$

যেখানে $byx = \dfrac{\Sigma xy}{\Sigma x^2} = \dfrac{677214}{37477.87} = 0{\cdot}18$

∴ সমীকরণ হবে

$$Y - 15{\cdot}25 = 0{\cdot}18\,(X - 52{\cdot}46)$$

বা $Y - 15{\cdot}25 = 0{\cdot}18X - 9{\cdot}44$

বা $100Y - 1525 = 18X - 944$

বা $100Y = 18X + 581$

বা $Y = \dfrac{18X + 581}{100}$

সিদ্ধান্ত ঃ

এই সমীকরণে আমরা যদি X এর মান বসাই তবে Y বা কর্মীসংখ্যা সহজেই নির্ণয় করতে পারবো।

ধরা যাক, একটি গ্রন্থাগারে ৮০,০০০ গ্রন্থ সংগ্রহ, তাহলে নির্ণেয় কর্মীসংখ্যা হবে।

$X = 80$ (হাজার) [৮০,০০০]

$$Y = \frac{(18)(80) + 581}{100} \approx 20 \text{ জন}$$

একইভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীসংখ্যা, গ্রন্থাগারের কত সংগ্রহের পক্ষে উপযোগী তা এই সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় সম্ভব।

উপসংহার ঃ

আলোচ্য প্রত্যেকটি বিশেষ গ্রন্থাগার তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নত পরিষেবা দিচ্ছে। সুবিধা ও অসুবিধা নিয়েই গ্রন্থাগারগুলি পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করছে। সময়াভাবে ও অন্যান্য কারণে ৮টি গ্রন্থাগার-এর উপর এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার নিয়ে, তথ্য সংগ্রহ করে আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা ও পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করলে চিত্রটা আরো প্রাঞ্জলভাবে প্রতীয়মান হবে। উৎসাহী গবেষক, তথ্যবিজ্ঞানী, ছাত্র, গ্রন্থাগারিকেরা ভবিষ্যতে এই ধরনের তুলনামূলক সমীক্ষা করলে নিজের প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের পাশাপাশি সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন, যা ভবিষ্যত সমাজের কাছে প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠবে আলোর দিশারী।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. DAS (NG). Statistical methods in Commerce, accountancy and economics. Part I. 1982. M Das & Comp; Calcutta. p. 349-56.
২. DUTTA (DN). Manual of Library management. 1978. World press; Calcutta. p. 35-40.
৩. KAMATH (VA). Role of special libraries in a national information system. *in* GEORGE (KM). *Ed.* Indian libraries : trends and perspective. 1985. Orient Longman; Hyderabad. p. 128-47.
৪. MUKHERJEE (AK). Librarianship : its philosophy and history. 1966. World press; Calcutta. p. 136.
৫. SARDANA (JL) and SEHGAL (RL). Statistical methods for librarians. 1982. Ess Ess; New Delhi. p. 167-91.
৬. দে (সৌরেন্দ্রনাথ)। ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান। ১১সং। ২০০০। ছায়া প্রকাশনী; কোলকাতা। পৃ: ৭৬৫-৯২।

প্রমাণক ব্যবহৃত ঃ

- সেন (বিমলকান্তি), রায় (সত্যব্রত) ও শেকার (অশোক)। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ঃ ইংরেজী বাংলা। ১৯৮৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ; কোলকাতা।
- IS : 2381-1978. Recommendations for bibliographical references : essential and supplementary elements (first revision). Indian Standard Institutes.

শোক সংবাদ

বিনয় ভৌমিক

পরিষদের আজীবন সদস্য, গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, বহু ভাষাবিদ বিনয় ভৌমিক গত ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৪ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর জন্ম ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর। তিনি ইংরাজী ভাষায় এম-এ ছাড়াও আইন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। অকৃতদার শ্রী ভৌমিক ছিলেন এক বিরল পান্ডিত্যের অধিকারী, মার্কসবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ—জ্ঞানের বহুমুখী ক্ষেত্রে প্রসারিত তাঁর এই পান্ডিত্যের অনুধাবন করাও এক কঠিন কাজ। তিনি গভীর রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। প্রচারবিমুখ, নিরহংকারী শ্রী ভৌমিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক মতাদর্শের প্রশ্নে ছিলেন একনিষ্ঠ এবং আপোষহীন এক যোদ্ধা। তাঁর প্রয়াণে পরিষদ গভীর মর্মাহত। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control

5B, College Row, Kolkata - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, Mobile : 98301 72671

শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে
(মুদ্রণ চলছে)
প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত
গ্রন্থকার নামা
২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪
অলকা সরকার ও তোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর)
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কোলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন ঃ ২২৪৪ ৬৮৬৬

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উচ্চশিক্ষার্থে ইউ এস এস আই লাইব্রেরী কর্মীর বিদেশ যাত্রা

কলিকাতাস্থ ইউ এস আই এস লাইব্রেরীর কর্মী শক্তিদাস রায় গ্রন্থাগারবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯ জুলাই ১৯৬০ বিমান যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওয়ানা হয়ে যান। শ্রী রায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কেকের গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ বিভাগে কাজ করবেন এবং সিমনস কলেজের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিদ্যাভবনে অধ্যয়ন করবেন। শ্রীরায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ডিপ্লোমা কোর্সে ক্লাস করছিলেন। কিন্তু ঐ কোর্স অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে আমেরিকা যাত্রা করতে হয়।

মিঃ মাইকেল ফডারের সম্বর্ধনা, ১৯৬০

সরস্বতী প্রেসের সত্বাধিকারী শৈলেন গুহের আমন্ত্রণে ২০ অক্টোবর ১৯৬০ অপরাহ্নে কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ইউনেস্কোর ডকুমেন্টেশন এন্ড ইনফরমেশন বিভাগের অধিকর্তা মিঃ মাইকেল ফডারকে আপ্যায়ন করার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং মুদ্রাকর সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণের এক সভা হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ফডার বলেন যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইউনেস্কোর সহযোগিতা পেতে হলে সরকারের নিকট আবেদন করতে হবে। সরকারের মাধ্যম ছাড়া ইউনেস্কোর পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব নয়।

ইউনেস্কো বর্তমানে ভারতীয় গ্রন্থের প্রচারে নিম্নলিখিত পন্থায় সাহায্য করছেন :

১ ইউনেস্কো এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য একটি ফেলোশিপ দিয়েছেন;

২ ছাত্রদের জন্য পুস্তক সংগ্রহে সাহায্য করেন;

৩ শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন — দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী এই সাহায্য পেয়েছেন।

৪ ভারতীয় ভাষা সমূহে ২০টি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

৫ বোম্বাই শহরে একটি সম্মেলনের আয়োজনে সাহায্য করেছেন।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলি রবীন্দ্র গ্রন্থপাঠে মানুষকে প্রবৃত্ত করার ও রবীন্দ্র ভাবধারাতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার যে সুযোগ পেয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রেনেসাঁসী ভাবধারার উত্তর সাধক। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একদিকে যেমন অনন্যসাধারণ শিল্পী, তেমনি উচ্চশ্রেণীর ভাবুক। তাঁর জীবন দর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে দেশ, জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু ইতিবাচক দিক আছে। মানুষে মানুষে বৈষম্য, জাতিভেদ, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি প্রবল আঘাত হেনেছেন। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানুষকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোপরি মানদণ্ডস্বরূপ জ্ঞান করতেন।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী, জন্মোৎসব, আলোচনা সভা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় ধূপধুনো জ্বালিয়ে, এমন কি চিত্রপূজাও হয়। এভাবে মানুষটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মেলেনা বা তাঁর আদর্শ ও জীবন দর্শনকেও জানা যায় না; গ্রহণ করা তো দূরের কথা। স্বীকার করতেই হয় তাঁর মত ও আদর্শে প্রভাবিত মানুষ বর্তমানে খুবই কম।

রবীন্দ্র জীবনাদর্শে মানুষকে উৎসাহিত করা গ্রন্থাগারিকদের পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের বাণী মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা তাঁদের করতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে জানার ও জানাবার প্রধান উপকরণ হল রবীন্দ্র রচনাবলী; যা গ্রন্থাগারে থাকা উচিত এবং পঠিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন মাধ্যমে একে তুলে ধরতে পারেন গ্রন্থাগারিকরা। অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ কম। যে গ্রন্থগুলি পঠিত হয়ে থাকে তাও গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রন্থাগারিককে দেখতে হবে পাঠকদের মধ্যে কি উপায়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা পাঠের রুচি সৃষ্টি করা যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার প্রত্যেক সদস্যকে, প্রতিটি গ্রন্থাগারকে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের সময়ে এই কথাগুলি ভেবে দেখতে অনুরোধ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পরিষদের প্রথম সভাপতি।

এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ১৯৬০ সালের ৮ই মে থেকে। এই কর্মসূচীর মধ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বিমলকুমার দত্তের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার' বইটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগার পত্রিকার 'বৈশাখ ১৩৬৮' সংখ্যাটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরী' ও 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ দুটির পুনর্মুদ্রণ ছাড়া আদিত্য কুমার ওহদেদার, বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত, শ্রী গ্রন্থাগারিক প্রমুখের রবীন্দ্র সম্পর্কিত প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের ওপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও কৃষ্ণা দত্ত সংকলিত রবীন্দ্রনাথের একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'কবিকাহিনী'র প্রচ্ছদের একটি প্রতিলিপি, কবির স্বহস্তে লেখা 'কোন্নগর' পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড রিডিং রুম-এর শিশু বিভাগের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন থেকে ১৩.১২.৩৬ তারিখের এবং বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দার্জিলিং থেকে ৬ আষাঢ় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কবিগুরু প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীর প্রতিলিপি প্রকাশ করা হয়। গীতাঞ্জলি ইন্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণের (১৯১২-১৩) জন্য কবিবন্ধু উইলিয়াম রোদেনস্টাইন পেন্সিলে রবীন্দ্রনাথের যে ছয়টি ছবি ছাপেন তারমধ্যে একটি যা পরে মিউজিক অব হিন্দোস্তান গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল তার প্রতিলিপি ও গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এবং পরিষদের সুপরিচিত কর্মী গণেশ ভট্টাচার্য কৃত রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

১৯৬১ সালের ৮ই মে (২৫ বৈশাখ ১৩৬৮) রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল তা ছিল অনাড়ম্বর। ঐ সভার সভাপতিত্ব করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন প্রমীলচন্দ্র বসু, তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ।

এছাড়া পরিষদের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় অনেক গ্রন্থাগারই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ১৯৬১

১৯৬১ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সম্প্রতিকালে পরিষদের কর্মতৎপরতা নানা রকমে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষদ কার্যালয়ে অতি প্রকটভাবে স্থানাভাব দেখা দেওয়ায় দৈনন্দিন কাজ কর্ম নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। জমি ও গৃহনির্মাণের জন্য একলক্ষ টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র তহবিল খোলা হয়।

পরিষদ কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের গোয়াবাগান স্কীমের অন্তর্ভুক্ত একটি জমির জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ট্রাস্টের শর্তানুযায়ী সেটা গ্রহণ করা পরিষদের ক্ষমতার অতীত বলে উক্ত জমির পরিবর্তে অন্যত্র সুবিধা অনুযায়ী জমি কিনতে মনস্থ করেন।

এই বৎসর (১৯৬১) ২০ আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের সদস্যদের একটি বিশেষ সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ। পরিষদ অতিঃপর কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ইন্টালী স্কীমের অন্তর্ভুক্ত এক খন্ড জমি কেনার চেষ্টা করেন। সেজন্য কিস্তিবন্দী হারে জমির মূল্য পরিশোধ করার সুবিধা লাভের জন্য পরিষদের সংবিধানের একটি অংশের সংশোধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলে এই বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়।

এরপর ইন্টালীর সি আই টি রোডের অদূরে পূর্বদিকে বেচুলাল রোডে পরিষদ পৌনে তিন কাঠার একখন্ড জমি কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে কেনেন। জমি কেনার পর পরিষদ ভবন নির্মাণের উদ্যোগ - আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ভবনের নকশাও প্রস্তুত হয়। পরিষদ গৃহ নির্মাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, কাউন্সিল সদস্য এবং পরিষদের সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন জানান। সরকারের কাছেও অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানান হয়।

পরিষদের সভাপতি তিনকড়ি দত্ত আগের এক কাউন্সিল সভায় ব্যক্তিগতভাবে ১০ টাকা দিয়ে প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলের উদ্বোধন করেন। ঐ সভাতেই কাউন্সিল সদস্য ইন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকেও ৫০ টাকা ঐ তহবিলে পাওয়া যায়। এরপর যাঁরা পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিলে ব্যক্তিগতভাবে প্রথম দফায় অর্থসাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা পঞ্চাশ টাকার বেশি দেন তাঁরা হলেন :

কৃষ্ণা দত্ত ১০১ টাকা; সুচিত্রা ঘোষ ১০০ টাকা; মণি ঘোষ (মালদহ) ১০০ টাকা; ইলাচন্দ ৭০ টাকা; কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ টাকা। এছাড়া, ১.৫০ টাকা, ৩ টাকা, ৭.৫০ ও ৯ টাকা দিয়েছিলেন ৪ জন।

১০ টাকা করে দিয়েছিলেন ১৩ জন; ৫ টাকা করে

দিয়েছিলেন ৩৩ জন; ২ টাকা করে দিয়েছিলেন ২০ জন; ১ টাকা করে দিয়েছিলেন ৪৭ জন।

এমন কি, ৫০ পয়সা করেও দিয়েছিলে ছয়জন। সব দানই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

এভাবেই পরবর্তী মাসগুলিতে পরিষদ ভবন নির্মাণ তহবিলে পরিষদ সদস্যদের অর্থ সাহায্য জমা পড়েছে। কেউ কেউ বেতনের টাকা থেকে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন।

পরিষদের সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত অফিসকর্মীর অবসর গ্রহণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত অফিস কর্মী অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় পঁচিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিষদের সেবা করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন। পরিষদের দৈনন্দিন পরিচালনা কার্যে তাঁর যে নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা দেখা যেত, তা যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিরাট মূলধন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সৌভাগ্যক্রমে প্রথম থেকেই এমনি একজন কর্মীর পরিষেবা পেয়েছিলেন। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উইলিয়ম কেরী দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ১৯৬০

উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বৎসর (১৯৬০) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

উইলিয়ম কেরী ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতা ও সুন্দরবনে কিছুকাল কাটাবার পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মালদহের মদনবাটিতে নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি রামরাম বসুর সহায়তায় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন ও বাইবেল অনুবাদের কাজে হাত দেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীরা কলকাতায় আসেন ও ইংরেজ রাজ্যে স্থান না পেয়ে দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে চলে যান। কেরীও মালদহ থেকে শ্রীরামপুরে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও মিশন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান হয়।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কৃত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ও কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা হতে বাংলা বইপত্র প্রকাশিত হতে থাকে; কেরী ও তাঁর পণ্ডিত মণ্ডলীকে ঘিরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন ৭৩ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে কেরীর মৃত্যু হয়।

কলকাতায় আসন্ন আন্তর্জাতিক সূচীকরণ সম্মেলন সম্পর্কে কর্মতৎপরতা ১৯৬১

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সূচীকরণ সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৬০ থেকেই কলকাতায় বিশেষ তৎপরতা দেখা যায়। ১৯৬০ এর ডিসেম্বর ইয়াসলিক এখানে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এতে ভারতীয় গ্রন্থকারদের রচিত গ্রন্থের সূচীতে গ্রন্থকার শিরোনাম কিরূপ হওয়া উচিত এই বিষয়ে আলোচনা হয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মতামত সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি যে কটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য সুন্দর গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়েছে। নিযুক্ত হয়েছেন সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত গ্রন্থাগারিক এবং কিছু উৎসাহী কর্মী। কাজের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি এই গ্রন্থাগার প্রভূত সুনামও অর্জন করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে এই কর্মীদের বেতন ও পদ মর্যাদা সম্পর্কে এখনও পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা হয়নি। সতের জন বৃত্তিকুশলী কর্মীর মধ্যে তিন চার জন ছাড়া আর কারও পদ নাকি মঞ্জুরীকৃত হয়নি। প্রতি দুমাস অন্তর সেগুলির মেয়াদ বাড়ানো হয় এবং তাঁদের বেতন ধরাবাঁধা ১২০ টাকা। অনির্দিষ্ট কাল যাবত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কর্মীদের মনোবল অটুট রাখার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুকূল নয়। বৃত্তিকুশলী কর্মীরা গ্রন্থাগারের স্তম্ভ স্বরূপ; স্তম্ভকে উপেক্ষা করে হর্ম্যের অস্তিত্ব যে বিপজ্জনক সেকথা কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আমেরিকার গ্রন্থাগারিক দম্পতির পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন

আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক দম্পতি মিঃ ও মিসেস লরেন্স জে কিপ হুইটলোন কর্মসূচী অনুযায়ী সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শনে এসেছেন।

মিঃ ও মিসেস কিপ হুইটলোন কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যুক্ত উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে ৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তাতে যোগদান করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কিপ দম্পতিকে পরিষদ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

করা হয়। কিপ দম্পতি ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যুক্ত উদ্যোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আরও অগ্রগতি হবে।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের (ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা ও তথ্য কেন্দ্র সমূহের পরিষদ) যুক্ত উদ্যোগেও মিঃ ও মিসেস কিপকে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।

বীরভূমের একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা

এই সময়ে বীরভূমের সমাজ শিক্ষা বিভাগের কল্যাণে এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। প্রাইমারি স্কুলের নৈশ বিদ্যালয়ে যে সব মানুষ পড়ত তাঁদের উদ্যোগী গ্রামসেবক শিক্ষক পড়ে শোনাতেন বই। এঁদের জন্যই সমাজশিক্ষাকেন্দ্রের সাহায্যে তিনশ টাকার কিছু আসবাব ও বই কিনে এই সাধারণ পাঠাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হল।

কর্ড লাইনের স্টেশন থেকে বারো মাইল ও ছোট স্টেশন থেকে নয় মাইল। বর্ষার সময় জীপ গাড়ি তো দূরের কথা গো-মহিষের যানও গাঁয়ে ঢুকতে পারেনা — এক কোমর কাদায় আটকে যায়। থাকা থেকে দশ মাইল এবং মহকুমা শহর থেকে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রাম।

ডা: কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বলে লোকে তাঁকে উপহাস করত। কিন্তু তিনি সেটা গ্রাহ্য না করে যত্ন করে গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হল। আর এলো রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি। পাড়াগাঁয়ের নগণ্য লাইব্রেরীকে প্রতি বছর বা এক বছর অন্তর দুশো টাকা বা তার কাছাকাছি দামের বই সরবরাহ করতে স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ী ও কলকাতার পুস্তক ব্যবসায়ীর আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ডা: কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বুঝেছিলেন ভারতের প্রাণ গ্রামে — ছোট গ্রাম থেকেই এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ। তাঁকে সমাজশিক্ষা কেন্দ্র বিস্তারের কাজে নামিয়েছিলেন জেলা সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক।

ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং চল্লিশ বছরের অকৃতদার। তিনি বই ঘাড়ে নিয়ে গাঁয়ে গিয়ে আবালবৃদ্ধবণিতার মধ্যে বই বিলি করে তাদের মধ্যে পাঠ-পিপাসার সৃষ্টি করেছেন। শহরে গিয়ে সযত্নে বইগুলি সংগ্রহ করেছেন। গাঁয়ের লোকের মধ্যে তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ ও ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের খুব চাহিদা কারণ সম্ভবত তাঁরা বীরভূমের মানুষ বলে। গ্রামের লাইব্রেরি মাধ্যমে গ্রামের লোক যে সব তাজা সংবাদ পেয়েছে তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁদের লোকগীতিতে। তাঁরা চণ্ডীদাসেরও গান করেন। (ডা: কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এবং বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠাগার পত্রিকা থেকে গ্রন্থাগার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ তে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে)।

গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৬০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে গ্রন্থাগারে দিবসের কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধান সভার অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র কর সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ও তার বর্তমান সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়ণ করেছেন তা প্রচারিত হওয়ার পরে মতামত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির নিকট প্রেরিত হওয়া উচিত।

সভাপতি বঙ্কিম চন্দ্র কর বলেন যে গ্রন্থাগার আইনের আও প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে খসড়াই প্রস্তুত করেননা কেন, রাজ্য বিধান সভার সে খসড়া সুবিধা অনুযায়ী অদল-বদলের সুযোগ অবশ্যই থাকবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমকে তিনি প্রশংসা করেন। অন্যত্র জরুরী কাজ থাকায় শ্রীকর পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজ শিক্ষা আধিকারিক নিখিল রঞ্জন রায়কে সভার কাজ পরিচালনের ভার ন্যস্ত করে সভা ত্যাগ করেন।

নিখিলরঞ্জন রায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কর্মতৎপরতার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের কর্মতৎপরতার এক তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থাগার আইনের গুরুর উপলব্ধি করে তিনি সরকারী বেসরকারী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়ে চিন্তার আদান প্রদান ও আলোচনার জন্য অনতিবিলম্বে কয়েকটি বৈঠক আয়োজনের সুপারিশ করেন।

রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্য সরকারের নিকট সারা রাজ্যে আপামর জনসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার দিবস পালন
ঝাঁপড়া মিলন সাহিত্য ভবন
(জানপদ গ্রন্থাগার), পুরুলিয়া

গত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রঘুনাথপুর মহকুমা শাখা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে এবং ঝাঁপড়া মিলন সাহিত্য ভবন (জানপদ গ্রন্থাগার)-এর ব্যবস্থাপনায় "গ্রন্থাগার দিবস" (২০শে ডিসেম্বর) উপলক্ষে এক সুন্দর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবৃত্তি, অঙ্কন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ঝুনুর, আলোচনা, হাতের লেখা, কুইজ প্রভৃতি বিষয়ক প্রতিযোগিতাগুলিতে বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করেন। সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী বঙ্কিম পরামানিক। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রী যোগেশ্বর সাহা ও শ্রী কমলাকান্ত মন্ডল। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, গ্রন্থাগারদরদী ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবর্গ তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগারে সংস্কৃতি চর্চার উপযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী বিপ্লব কবিরাজ।

শতদল বাণী সংঘ পাঠাগার
মহাদেবপুর, মুচিয়া, মালদহ

গত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ উপরোক্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। আলোচনা সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল — (ক) পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি (খ) সাক্ষরোত্তর পর্বে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও (গ) গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন ও প্রসার। আলোচক ছিলেন শ্রী প্রদ্যুৎ মিশ্র, শ্রী দুলাল চৌধুরী ও শ্রী প্রদীপ রায়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ২০-২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দান গ্রহণ (বই, আসবাব পত্র, অর্থ) সপ্তাহ পালন করা হয়। এছাড়া নতুন সদস্য সংগ্রহ, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের মধ্যে প্রচারের কর্মসূচী নেওয়া হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আবৃত্তি, সঙ্গীত, লোকগীতি, সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য, হাস্যকৌতুক, খবর পড়ছি, কুইজ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — অরূপকৃষ্ণ রায়।

বঙ্গবাণী এরিয়া লাইব্রেরী (সরকারপোষিত গ্রন্থাগার)
নবদ্বীপ, নদীয়া - ৭৪১ ৩০২

গত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ উপরোক্ত গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস মহা সমারোহে পালিত হয়। সকাল ৮টায় স্থানীয় বঙ্গবাণী আরবান বেসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ গ্রন্থাগারের সদস্য-সদস্যারা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। পদযাত্রা প্রতাপনগর ও প্রাচীন মায়াপুরের সমস্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পোষ্টার, ব্যানার সহ বর্ণাঢ্য পদযাত্রা এলাকার জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। সেইসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচিতি সহ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সূচক প্রচারপত্র সংক্ষেপে বিবৃত হয়। বেলা ৩টায় নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার মঞ্চে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বাকচী। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — সমীর ঘোষ।

পশ্চিম মঙ্গলবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী, মঙ্গলবাড়ী, মালদহ

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মঙ্গলবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সেগুলি হল গ্রন্থাগারের সদস্য সংগ্রহ, সদস্য নবীকরণ, দান সংগ্রহ, পুস্তক সংগ্রহ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য সংগ্রহ, রক্তদান শিবির, অঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা প্রভৃতি। আলোচনা সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল — 'গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন ও প্রসার।' এইসব কর্মসূচী ২৯শে ডিসেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত চলে। স্থানীয় মানুষ, ছাত্রছাত্রী, বহু গ্রন্থাগার দরদী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে কর্মসূচী সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী মন্টুচন্দ্র ঘোষ।

মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগার, কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ

গত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ মধুপুর মন্দাকিনী পাঠাগারের পাঠক ও কর্তৃপক্ষবৃন্দ গ্রন্থাগার দিবস পালন করেন। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ করে ঐ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েএই পাঠাগারে এই প্রথম গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী শিশিরকুমার দাস। সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় অনেক শিল্পী আবৃত্তি করেন ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সভা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী বাবলু সাহা।

রঘুনাথপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ উপরোক্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী ফটিক কর। সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন দিনে আবৃত্তি, বসে আঁকো, গল্প বলা, শব্দ তৈরি, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবসে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী বৃন্দাবন মন্ডল।

আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগার, আরামবাগ, হুগলী

গত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ উপরোক্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে আরামবাগ মহকুমার ৩৫টি গ্রন্থাগারের কর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা যোগদান করেন। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সভায় সভাপতিত্ব করেন কাজি সফিয়ার রহমান। বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা চক্রে অনেকে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ, হাওড়া

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে ২০০৩ সালের গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে ডিসেম্বর মাস ব্যাপী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। গত ৭ই, ১১ই ও ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ বিভিন্ন দিনে আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, ২০শে ডিসেম্বর চিত্র-ভাস্কর্য ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ-সংগ্রহের প্রদর্শনী উদ্বোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়।

২৫শে ডিসেম্বর প্রবীণ ও নবীন কর্মী-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুভাষ বসু। অপরাহ্নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে "হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সমূহের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা" বিষয়ে আলোচনা সভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ৫০জন প্রতিনিধি, রাজ্য ও জেলার গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করেন। হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদক অলোক দাস ও পরিষদের কর্মসচিব অনুপ সরকার বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে নানাভাবে পথনির্দেশ দেন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের বিশ্বব্রত গুহ ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্তি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী বিমান মুখোপাধ্যায়।

চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার, চৌপুকুরিয়া (ভায়া বাগডোগরা), দার্জিলিং

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু হয় দুপুর ২টায় বই মিছিল দিয়ে। মিছিলে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, পাঠাগারের সদস্য-সদস্যা ও পাঠক-পাঠিকারা অংশগ্রহণ করেন। "বই পড়ুন ও বই পড়ান, গ্রন্থাগারে আসুন, নিরক্ষরতা দূর করুন" প্রভৃতি ছিল মিছিলের শ্লোগান। মিছিল শেষে বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল — গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন ও পড়ান, নিরক্ষরতা দূর করুন। সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকা, সদস্য-সদস্যা, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে সভা সাফল্য মন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী বিকুপদ ঘোষ।

'সংস্কৃতি' গ্রামীণ গ্রন্থাগার, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

চাকপোতা (আমতা-১, হাওড়া)-র 'সংস্কৃতি' গ্রামীণ গ্রন্থাগার যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী নিমাই মান্না। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী মান্না গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে। এই দিবসকে সামনে রেখে পনের জন নতুন সদস্য করা হয় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবেদক — দেবব্রত ভান্ডারী।

দি ইউনাইটেড রিডিং ক্লাব অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরী
৪৫, বাকসাড়া রোড, বাকসাড়া, হাওড়া - ৭১১ ১১০

২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩, পাঠাগারের ভবনে গ্রন্থাগার দিবসকে আঞ্চলিকভাবে স্মরণ করার জন্য "বই পড়ার আনন্দ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন শ্রী অজিত চট্টোপাধ্যায়। ৫ জন কিশোর সদস্য সহ ২৬ জন বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভা শেষে প্রায় সব বক্তাই এই প্রসঙ্গে একমত হন যে বই পড়ার আনন্দ অকৃত্রিম ও অসীম। সময়াভাব বই পড়ার প্রতিবন্ধকতা নয়। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

তরুণ সমিতি পাঠাগার, কাশীয়াডাঙ্গা, নদীয়া

গত ৫ই জানুয়ারী, ২০০৪, তরুণ সমিতি পাঠাগারের উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর, গ্রন্থাগার দিবসকে স্মরণ রেখে সারাদিন ব্যাপী আলোচনা সভা, আবৃত্তি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল — "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়"। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী প্রবীর দে তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির নানা ধরনের উপায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাগার ভাবনার কথা বলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়। এলাকার গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ, ছাত্রছাত্রী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য, সহযোগিতা ও উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিবেদক — সাদিক মন্ডল।

রাধারমণ সম্মিলন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার, ডুমুরদহ, হুগলী

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবসে ডুমুরদহ রাধারমণ সম্মিলন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের অনুদানে নির্মিত শিশুবিভাগের উদ্বোধন হয়। সভায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, বই পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে যুক্ত হবার জন্য আবেদন জানান। গ্রন্থাগার দিবসের আলোচনা সভা শেষে ছাত্রছাত্রীদের এবং সর্বসাধারণের জন্য পৃথক দুটি আকর্ষক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক — সোমা বাগ।

পরিষদ সংবাদ

তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে পত্রিকার বৈশাখ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দে (৫২ বর্ষ, সংখ্যা-১) (Vol. 52, No. 1, April-May, 2002) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক রচিত "বর্গীকরণ ও সূচীকরণ সম্পর্কিত বাংলা প্রতিশব্দের ব্যবহার—একটি সমীক্ষা" শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রূপে পরিষদের বিচারকমন্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় ঐ প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রী কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিককে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক (১৪০৯) প্রদান করা হবে।

কোচবিহারে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির, কোচবিহার জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কোচবিহার ডি.এল.ও অফিসের সামনে পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জ্যোতি প্রকাশ দে। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন শ্রী মোহনলাল মন্ডল। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণ করা হয়। সেদিনের অনুষ্ঠান থেকে দাবী ওঠে যে অবিলম্বে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারিত ভবন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লক স্তরেও গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা
ও বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, বেলডাঙ্গা

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার স্মৃতি শহর গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য গ্রন্থাগার পরিষেবাকে জনমুখী করা, গ্রন্থাগারকে জন গ্রন্থাগারে পরিণত করা ও পাঠক সংখ্যা ও পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অমরনাথ মুখার্জী। অনুষ্ঠানে শতাধিক সদস্য, সদস্যা, অনুরাগী ব্যক্তি ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — এন. আহমেদ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা
ও কুমারগঞ্জ ব্লক সেন্ট্রাল লাইব্রেরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা ও কুমারগঞ্জ-ব্লক সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে কুমারগঞ্জ সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তিনটি পর্বে আবৃত্তি, ছোটদের বসে আঁকো, নবসাক্ষরদের চিঠি লেখা ও মহিলাদের শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। মোট ১৩৪ জন প্রতিযোগী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ২০শে ডিসেম্বর ১১ টায় পরিষদের পতাকা উত্তোলন করেন পরিষদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ বসু। সভায় স্থানীয় বহু মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সারাদিনব্যাপী নাচ, গান, আবৃত্তি, আদিবাসী নৃত্য, গ্রন্থাগার দিবসের উপর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভাষণ উপস্থিত প্রায় ৬০০ জন সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে রাখে, সন্ধ্যায় জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগ দ্বারা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী অসিতকান্তি কর।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

সম্পাদক সমীপেষু
''গ্রন্থাগার'' পত্রিকা

প্রিয় মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' পৌষ ১৪১০ সংখ্যায় রত্না নন্দীর 'প্রসংগ : ডিজিটাল গ্রন্থাগার' [1] পড়ে ভালো লাগলো। বলাই বাহুল্য এ ধরনের প্রবন্ধ পাঠকের জ্ঞানকে অধুনান্বিত (updated) রাখতে সহায়তা করে। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে, তা এখানে পেশ করছি।

লেখিকা digital library-র বাংলা করেছেন 'ডিজিটাল গ্রন্থাগার'। পরিশব্দের অর্ধেকটা ইংরেজী, অর্ধেকটা বাংলা। এরকম সংকর পরিশব্দের নজীর বাংলায় বিরল নয়। গণ ডেপুটেশন, হেড পন্ডিত, প্রভৃতি পরিশব্দ আমরা হামেশাই ব্যবহার করি। সেইভাবে 'ডিজিটাল গ্রন্থাগার'ও ব্যবহার করতে পারি। আপত্তির কিছু নেই। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আগে যে পরিশব্দের প্রথম শব্দটি electronic ছিল এখন সে জায়গায় digital ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন electronic book, eletronic publication ইত্যাদির জায়গায় digital book, digital publication ইত্যাদি। সম্ভবত এর কারণ হল electronic থেকে ক্রিয়াপদ তৈরী করার অসুবিধা। Digitalয়ের মূল শব্দ digit থেকে digitize, digitization এমন কি digitalization প্রভৃতি শব্দ তৈরী হয়ে গেছে এবং বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, digitalয়ের জন্য আমরা যদি ডিজিটাল ব্যবহার করি, তাহলে digitize, digitization ইত্যাদির জন্যও কি ডিজিটাইজ, ডিজিটাইজেশন ব্যবহার করবো, নাকি উপযুক্ত বাংলা পরিশব্দের অনুসন্ধান করবো? অনুসন্ধান কষ্টকর নয়। আজ যে সমস্ত প্রলেখ (document) মুদ্রিত মাধ্যম থেকে বৈদ্যুতিন (electronic) মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, দুটি মাত্র সংখ্যা ০ এবং ১। আমরা digit-য়ের বাংলা যদি সংখ্যা ধরে নিই, তাহলে সহজেই digital libraryর বাংলা পেয়ে যাই সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগার এবং digitize ও digitization-য়ের বাংলা দাঁড়িয়ে যায় সংখ্যায়িত করা এবং সংখ্যায়ন। পরিশব্দগুলো ছোট, সুখোচ্চার্য এবং অর্থবহ, তাই বাংলায় চলতে পারে বলে মনে হয়।

Electronic-য়ের বাংলা বৈদ্যুতিন আজ বহুল প্রচলিত। লেখিকা সেই হিসাবে e-book, e-journal এবং e-publication-য়ের বাংলা করেছেন যথাক্রমে বৈ-বই, বৈ-পত্রিকা এবং বৈ-প্রকাশনা। পরিশব্দগুলো ঠিকই ছিল, ঝামেলা বাঁধাচ্ছে শুধু বৈ-য়ের উচ্চারণ। বাংলায় বৈ-এর উচ্চারণ বই। ফলে কেউ বৈ-বই, বৈ-পত্রিকা, বৈ-প্রকাশনা বললে আমরা বুঝবো বই-বই, বই-পত্রিকা এবং বই-প্রকাশনা। ফলে বক্তা বোঝাতে চাইবেন কিন্তু শ্রোতা বুঝবেন অন্য কিছু। ভাব প্রকাশে ঘটবে ব্যাঘাত। উপরুক্ত প্রলেখগুলি সবই বিদ্যুতিননির্ভর। তাই এগুলোকে অনায়াসে আমরা বি-বই, বি-পত্রিকা, বি-প্রকাশনা বলতে পারি। ই-মেল কথাটি বাংলায় বেশ চালু হয়ে গেছে। ই-মেলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এসব প্রলেখকেই ই-বই, ই-পত্রিকা, ই-প্রকাশনাও বলা যেতে পারে।

এবার আসা যাক সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগারের সংজ্ঞায়। Larsen[2] সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগারের সাথে অলীক গ্রন্থাগার (virtual library) -কে গুলিয়ে ফেলেছেন। Larsenয়ের মতে 'Digital library is a global virtual library of thousands of networked electronic libraries.' সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগারের সঙ্গে বৈদ্যুতিন গ্রন্থাগারের ফারাক সামান্যই। কিন্তু সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগারের সাথে অলীক গ্রন্থাগারের তফাৎ বেশ কিছুটা। অলীক গ্রন্থাগারের অবস্থান মূলত যন্ত্র-গণকের (Computer) স্মৃতিতে এবং এই যন্ত্রগণকগুলো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় স্থিত এবং পরিজালের (network) বা আন্তর্জালের (Internet) সাথে যুক্ত। পক্ষান্তরে সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগার থাকতে পারে কেবলমাত্র সি ডি রমে এবং তা কোন পরিজালের সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে। এ ধরনের গ্রন্থাগারকেই Sharon ও Frank [3] বলেছেন স্বনির্ভর সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগার [stand alone digital library], আমাদের দেশের IIT Delhiতে অবস্থিত National Centre for CD-ROM-য়ের গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র সিডি-রম নিয়ে এবং এই সিডি-রমগুলো কোন পরিজালের সাথে যুক্ত নয়। Berkeley [4]-এর সংজ্ঞাও ত্রুটিমুক্ত নয়। তিনিও বলেছেন "The digital library will be a collection of distributed information sources...". Distributed information sources বলতে তিনি যদি 'information sources distributed over many countries or places' বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তিনিও ভুল করেছেন। কারণ স্বনির্ভর সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগারের তথ্য সম্ভার (information sources) বিভিন্ন

জায়গায় ছড়িয়ে থাকে না, থাকে এক জায়গায়।

এবার প্রশ্ন জাগতে পারে digital library, electronic library এবং virtual library-র সঠিক সংজ্ঞা কী হবে? আমার মতে সংজ্ঞাগুলো হওয়া উচিত নিম্নরূপ।

Digital library – A library containing documents (completely or mostly) in digitised form.

Electronic library – A library containing documents (completely or mostly) in electronic from. Synonym : Digital library

Virtual library – A library of networked digital/ electronic libraries.

তথ্যসূত্র

1. রত্না নন্দী। প্রসঙ্গ : ডিজিটাল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার 2003, 53 (9), 267-71.
2. Larsen, R. R. Design and development of a network-based electronic library. 1994. [লেখিকার তথ্যসূত্রে উদ্ধৃত]
3. Frank & Sharon. [লেখিকার তথ্যসূত্রে উদ্ধৃত]
4. Berkeley [লেখিকার তথ্যসূত্রে উদ্ধৃত]

পরিভাষা

computer – কম্পিউটার
digital book – সংখ্যাশ্রয়ী বই
digital library – সংখ্যাশ্রয়ী গ্রন্থাগার
digital publication – সংখ্যাশ্রয়ী প্রকাশন
digitization – সংখ্যায়ন
digitize – সংখ্যায়িত করা
document – প্রলেখ
e book – ই বই, বি বই
e library – ই গ্রন্থাগার, বি গ্রন্থাগার
e publication – ই প্রকাশন, বি প্রকাশন
internet – আন্তর্জাল
network – পরিজাল
virtual library – অলীক গ্রন্থাগার

ডঃ বিমলকান্তি সেন
৮০, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট
অলক নন্দা, নতুন দিল্লী - ১৯

'সাহিত্যলোক' প্রকাশনার
বই পড়ুন, বই কিনুন
সাহিত্যলোক
৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

'কল্লোল' প্রকাশনার
বই পড়ুন, বই কিনুন
কল্লোল
৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

With Best Compliments from :-
NEW BOOK INDIA
Publisher & Book-Sellers
77/12, Narkeldanga North Road
Kolkata - 700 011
Phone : 3105 1106

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সংক্রান্ত বই

A Complete Guide book for
PSC WBCS EXAMINATION(PART-I)220/-
P.S.C. MISCELLANEOUS SERVICE RECRUITMENT EXAMINATION (PART-I) 150/-
PSC STAFF SELECTION COMMISSION EXAMINATION 250/-
পলিটেকনিক জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন 250/-
PSC CLERKSHIP EXAMINATION (PART-I) 200/-
PSC SUB-INSPECTOR (ARMED AND UNARMED) IN THE W. B. POLICE AND SUB-INSPECTOR, SERGEANT IN KOLKATA POLICE 180/-
(By A Group of N.C.E.R.T. & S.C.E.R.T Experts.)
এ কমপ্লিট গাইডবুক ফর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গ্রুপ-'ডি'-এগজামিনেশন 70/-
প্রাইমারী টিচার্স এগজামিনেশন 60/-
WEST BENGAL CENTRALSCHOOL SERVICE COMMISSION (BOTH BENGALI AND ENGLISH VERSION)
COMPACT THEORY AND OBJECTIVES FOR ENGINEERING ADMISSION TESTS 250/-
For AIEEE (CBSC) Engineering, III T, UPSEAT,CET (Karnataka), MANIPAL AND OTHERS
Dr. Anutosh Chakraborty & Puspen Pathak

বিজ্ঞানভিত্তিক মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা সংক্রান্ত বই

প্রশ্নোত্তরে অবজেক্‌টিভ সায়েন্স
(চতুর্থ শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত)

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বই

Dr. Rajkumar Roychoudhury
501 DIFFICULT PROBLEMS IN MATHEMATICS 120/-
for(I.I.T.J.E.E., W.B.J.E.E., C.E.T., MATHS OLYMPIAD and others Competitive Examination 10+2 level)
Dr. Md. Kalimuddin 200/-
পারিভাষিক শব্দকোষ 200/-
[Dictionary of Technical Terms]
TREASURY OF WORDS
Antonyms, Homonyms, Synonyms with Essentials of Grammar and General Knowledge

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত-গ্রাম পঞ্চায়েত-বাজেট-হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষাবিধি 200/-
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত-পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ -বাজেট-হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষাবিধি 250/-
সম্পাদনা : হায়ার অ্যান্ড স্টেট অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন-পশ্চিমবঙ্গ
বাংলা ভাষায় লঘুলিপি (শর্টহ্যান্ড) 60/-
বাসুদেব পুরকাইত

পশুপতি ঘোষ-এর লেখা

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য
DRAWING AND DISBURSING OFFICERS' MANUAL (W.B.) 425/-
A Complete Guide Book for DEPARTMENTAL EXAMINATION ACCOUNTS (Without Books) 150/-
STATE GOVT. PENSION PROBLEMS & SOLUTIONS (D.C.R.B. RULES-1971) (W.B.) 400/-
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য
HAND BOOK OF PENSION, PAY-FIXATION, LEAVE AND G.P.F. RULE-1995 (W.B.) 200/-
(GOVT. AIDED NON-GOVT. EDUCATIONAL INSTITUTION)
অবসরের দিনই পেনশন 200/-
(সার্ভিস বুক লিখন ও পেনশন বুকলেট পূরণ)
HAND BOOK FOR EMPLOYEES OF PUBLIC LIBRARIES (GOVT. SPONSORED/AIDED PUBLIC LIBRARIES) (W.B.) 225/-

কলেজপাঠ্য বই

মানস চক্রবর্তী
উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ 130/-

ডঃ সঞ্জীব কুমার বসু
কারবার ব্যবস্থাপনা 140/-
বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও শাশ্বতী চৌধুরী
ব্যবসায়িক অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক পরিবেশ 140/-
অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থা 60/-
ব্যবসায়িক অর্থনীতি ও পরিবেশ (N B U) 150/-
দেবর্ষি ভট্টাচার্য
পরিব্যয় ও পরিচালন হিসাবরক্ষণ 150/-
ডঃ সঞ্জীব কুমার বসু ও মানস চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ প্রক্রিয়ার মূলকথা (N.B.U.) 130/-
Dr. Sanjib Kumar Basu & Subhas Bhattacharya
FUNDAMENTALS OF BUSINESS MANAGEMENT 130/-
Deepankar Sinha
INFORMATION TECHNOLOGY & ITS APPLICATION IN BUSINESS 100/-
Dr. Sanjib Kumar Basu
PRINCIPLES & TECHNIQUE OF AUDITING 140/-
T. K. Basu & Debarshi (Raiul) Bhattacharya
PROBLEMS ON COST & MANAGEMENT ACCOUNTING 140/-
Dr. Amitabha Chanda
BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS 120/-
Dr. T. N. Khan
ENVIRONMENTAL SCIENCE 150/-
পরিবেশ বিজ্ঞান 140/-
Dr. Rajkumar Roychoudhury
Basic College Calculus (VOL-I)
DIFFERENTIAL CALCULUS 150/-
Basic College Calculus (VOL-II)
INTEGRAL CALCULUS 190/-

সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

বি. এম. পাবলিশার্স
১০/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১ ৮৬৪৭/২২১৯ ২৬২৬/২২১৯ ৮৭৩৩

GRANTHAGAR
Vol. 53 No. 11 Editor Dr Shyamal RoyChoudhury Asst Editor Nirmalya Roy February, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Bengal Library Association and Nihar Ranjan Roy

While referring to the centenary of the great historian, Indologist and intellectual, emphasizes on the late Dr. N. R. Roy's eminence as a renowned librarian, teacher of library science and his close and active connection with the activities of Bengal Library Association. Extends respectful tribute of the Association to such stalwart. P. 333.

Choudhury, Dr. Sanghamitra. From Taherannesssa to Latifunnesa. First publications of the Bengali women authors of the nineteenth century.

Reference is made to the contributions of the aforesaid women authors in making pioneering efforts in the development of Bengali prose literature as well as initiating literary efforts amongst the women of the time and especially amongst Muslim women. Pays respectful commendation to them. P. 335.

Chattopadhyay, Kaushik and Maqbul Rahman. Special libraries : A comparative study of the eight special libraries of Kolkata and surrounding areas.

While making such study, emphasizes on the correlation between their collections (books, periodicals etc) and manpower. It also focusses on the various parameters of library services like classification, cataloging, on-line journal subscription etc. The findings of the study are based on statistical analysis including reference to central tendency, regression etc. P. 339.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of Bengal LibraryAssociation.

In this serialised article, the author refers to among other things odyssey of Sri Saktidas Roy (now chief Librarian of ABP Ltd., Kolkata), an employee of the USIS Library, Calcutta, to the US for higher studies, resolutions of the Association regarding construction of its own Building, observance of Library Day etc. P. 344.

Letters to the Editor

Dr. Bimal Kanti Sen in his letter dated 18.01.04 from New Delhi, makes comments on the article of Ratna Nandi entitled Digital Library, on the use of Bengali terminology in her article. P. 352.

Obituary P. 338, 343.

1. Sri Subinoy Roy, Ex-Asstt. Librarian of ISI, Kolkata and eminent Tagore Singer expired on 9 January, 2004.
2. Sri Benoy Bhowmik, life Member of Association, died on 31 January, 2004.

ASSOCIATION NEWS : P. 344.

1. Sri Krishnendu Pramanik has been

awarded Tincowri Dutta Memorial Award for best article published in the Granthagar in 1409 BS.

2. **Donation to Granthagar Fund :**

Date	Name	Place	Amount
31.1.04	Sri Pulak Kar	Kolkata	Rs.100.00

3. **Library Day observed :**
   a. Coochbehar District Branch, BLA & WBPLEA – 20.12.03.
   b. Murshidabad District Br. BLA – 20.12.03.
   c. District Branch, South Dinajpur – 19.12.03 - 20.12.03.

LIBRARY DAY OBSERVED :

1. Jhapra Milan Sahitya Bhavan, Purulia – on 14.12.03.
2. Satadal Bani Sangha Pathagar, Maldah – on 20.12.03.
3. Bangabani Area Library, Nabadip, Nadia – on 21.12.03.
4. Paschim Mangalbari Gram Unnayan Samity Library – on 20.12.03.
5. Madhupur Mandakini Pathagar, Murshidabad – on 21.12.03.
6. Raghunathpur Subdivisional Library, Purulia – on 20.12.03.
7. Arambag Subdivisional Library – on 21.12.03.
8. Belur Public Library – on 20.12.03.
9. Choupukuria Pragati Pathagar, Darjeeling – on 20.12.03.
10. Sanskriti Rural Library, Chakpola, Howrah – on 20.12.03.
11. The United Reading Club & Public Lib., Baksara – on 20.12.03.
12. Tarun Samity Pathagar, Nadia – on 05.01.04.
13. Radharaman Rural Library, Dumurdah – on 20.12.03.
14. Prasanna Kumar Memorial Library, Beldanga – on 20.12.03.

সদস্যদের প্রতি

সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বা দেরীতে পাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘর থেকে পাঠানো হয়। সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সদস্যদের ঠিকানার সঙ্গে পিন কোড থাকলে পত্রিকা সময়মত পাওয়া যায়। ২৪ পরগণা জেলার পিনকোড পরিবর্তন হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হয়েছে। অনেকের কর্মস্থল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকানার পরিবর্তন হয়েছে। পরিষদ অফিসে অফিসে আপনার ঠিকানা সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে কিনা এবং চাঁদা বকেয়া আছে কিনা জেনে নিন ও নতুন ঠিকানা জানান। এছাড়া সময়মত ডাকঘরে খোঁজ নিন ও প্রয়োজনে ডাকঘরে অভিযোগ জানিয়ে আমাদের জানান। যেহেতু আর্থিক কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক পত্রিকা ছাপানো হয় না সেজন্য কোন সংখ্যার পরিবর্ত কপি পাঠানো অসুবিধাজনক।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিসংখ্যায় কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 11 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy February, 2004

CONTENTS

Page

Bengal Library Association and Nihar Ranjan Roy (*Editorial*) 333

Sanghamitra Choudhury 335
From Taherannessa to Latifunnesa : First publication of the Bengali woman authors of the nineteenth century

Kaushik Chattopadhyay and Maqbul Rahman. 339
Special Libraries : A comparative study of the eight specia libraries of Kolkata and surrounding areas

Obituary 338, 343

Nirmalendu Mukhopadhaya 344
Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association

Library News 348

Association News 351

Letter to the Editor 352

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 11) 355

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : **2284-8265**.
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১২ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহ: সম্পাদক : নির্মালা ঘোষ চৈত্র, ১৪১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কলেজ গ্রন্থাগার ও ন্যাক (NAAC)-এর মূল্যায়ন (সম্পাদকীয়) ৩৬১

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মান্না
বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ

ড: পীযূষকান্তি পানিগ্রাহী ও লক্ষ্মীকান্ত জানা
কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা
— একটি সমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনা

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থ সমালোচনা
সমালোচক : ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 12)

FORM – IV ৩৮৪

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ: ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology. 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ
• সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২৫০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১২ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় চৈত্র, ১৪১০

সম্পাদকীয়

কলেজ গ্রন্থাগার ও ন্যাক (NAAC)-এর মূল্যায়ন

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ "ন্যাক (NAAC) কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ" বিষয়ে সাম্প্রতিক তাৎপর্যপূর্ণ এক আলোচনাচক্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ ও বঙ্গবাসী কলেজের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবাসী কলেজ প্রেক্ষাগৃহে (auditorium) অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে NAAC-এর কর্মসূচীতে বিভিন্নভাবে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ও এই কর্মসূচীর কার্যপদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনাচক্রে বিভিন্ন কলেজের গ্রন্থাগারিক, সহ-গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার ভিত্তিতে ন্যাক (NAAC) এবং তার কার্যপদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়নের জন্য কলেজগুলির করণীয় সম্পর্কে যে সব বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তার সারমর্ম নীচে বিবৃত করা হল।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ অবশ্যই হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে ধরা হলে ১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষে ছিল ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় ৭০০ কলেজ এবং প্রায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ছাত্রছাত্রী—বর্তমানে এই সংখ্যাগুলি হল ৩০৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩,০০০ কলেজ এবং প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু গত ৫০ বছরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে এই বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটলেও বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিষেবা ও সেগুলির শিক্ষণ প্রদানের মধ্যে গুণগত মানের পার্থক্য রয়েছে। দেখা গেছে কতকগুলি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান খুবই ভাল বা উচ্চস্তরের —আবার কতকগুলির মান খুবই সাধারণ বা ভাল-মন্দের মাঝামাঝি বা অত্যন্ত নিম্নমানের। ইউ. জি. সি. আইন, ১৯৫৬-র ১২ সিসিসি ধারা (UGC Act, 1956, Sec. No. 12 CCC) অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে ন্যাক বা NAAC (National Assessment and Accreditation Council) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং মূল্যায়ন করার জন্য একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থারূপে ন্যাকের প্রতিষ্ঠা। এরই সমকক্ষ সংস্থা হল NBA (National Board of Accreditation), যা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, মুক্তবিদ্যালয়, দূরবর্তী শিক্ষণ (Distance Education) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয়কারী সংস্থা।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করেন। সাম্প্রতিককালে গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুত্ব আরও বেড়েছে। আমরা জানি, সাম্প্রতিক কালে ন্যাক (NAAC) পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের গুণগত মান মূল্যায়ন করে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছে। ভারতবর্ষের মানবসম্পদ ও উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Human Resources and Development, HRD)-ও উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নখাতে অনুদানও ন্যাক (NAAC) -দ্বারা মূল্যায়ন করা গুণগত মান অনুসারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজগুলিও ন্যাক-এর দ্বারা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নিচ্ছে।

ন্যাক (NAAC) তার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan) চারটি পর্যায়ে করে। সেগুলি হল : (ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবলতা (strength), দুর্বলতা (weaknesses), সুযোগসুবিধা (opportunities) এবং ভীতি বা আশঙ্কা (threats)র দিকগুলি বিশ্লেষণ করা। (খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বীক্ষণ প্রতিবেদন (self study report) মূল্যায়ন করা (assessment), স্বীকৃতি দেওয়া ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্তরায়ন (accreditation) করা। (গ) দুর্বল ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসমূহ স্থির করা এবং (ঘ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন বজায় রাখার পদ্ধতি স্থির করা।

যে সমস্ত কলেজ 'ন্যাক' দ্বারা এই মূল্যায়ন ও স্তরায়ন করাতে ইচ্ছুক তাদের কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সেগুলি হল (ক) ন্যাকের কাছে একটি চিঠি দিয়ে এই ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। একে বলা হয় letter of Intent.

(খ) NAAC-প্রেরিত বয়ান (Formal) অনুযায়ী কলেজের নিজস্ব বীক্ষণ প্রতিবেদন (Self Study Report) তৈরি করে জমা দিতে হবে। (গ) NAAC-এর বিশেষজ্ঞ দল (Peer team) কলেজের ঐ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখেন, এবং তারপর একটি নির্দিষ্ট দিনে কলেজ পরিদর্শনে আসেন। বিশেষজ্ঞ দলে ৪/৫ জন (কোন কোন ক্ষেত্রে ৮/৯ জন) থাকেন। কলেজ পরিদর্শনে এসে তাঁরা কলেজ প্রেরিত ঐ নিজস্ব বীক্ষণ প্রতিবেদনের সত্যতা ও ভিত্তি যাচাই করে দেখেন; পৃথকভাবে ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মতামত নেন। তারপর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ প্রতিনিধি দল একটি প্রতিবেদন ঐ কলেজে উপস্থাপন করেন এবং সেটি বিস্তৃতভাবে NAAC-এর নিকট জমা দেন। (ঘ) বিশেষজ্ঞদলের প্রতিবেদন অনুযায়ী NAAC-এর সদর দপ্তর থেকে ঐ কলেজের মূল্যায়নের স্তর সহ শংসাপত্র পাঠানো হয়।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল NAAC-এর বয়ান অনুযায়ী কলেজের নিজস্ব বীক্ষণ প্রতিবেদন (Self Study Report) সঠিকভাবে তৈরি করা। কলেজের সবল দিকগুলো ঐ প্রতিবেদনে সঠিকভাবে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রতিবেদন তৈরির জন্য একটা ছোট কোর (Core) কমিটি করতে হবে। ঐ কমিটিতে অধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক ও সহায়ক কর্মী প্রতিনিধি থাকবেন। প্রয়োজন হলে ঐ কলেজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শও নেওয়া যেতে পারে। কমিটির একজন মনোনীত সঞ্চালক থাকা প্রয়োজন। প্রতিবেদন তৈরির সময় মনে রাখতে হবে সব বক্তব্যের সমর্থনে যথাযথ তথ্য যেন কলেজে থাকে। পরিদর্শনের সময় বিশেষজ্ঞদল যে কোন বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য দেখতে চাইতে পারেন। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার : (ক) কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ হবে (user friendly)। সেজন্য গ্রন্থাগারে বই সাজানো পদ্ধতি এমনভাবে থাকবে যাতে পাঠকরা সহজেই বই খুঁজে পান। সম্ভব হলে, মুক্তদ্বার প্রথা (Open access) থাকা বাঞ্ছনীয়। (খ) বইগুলি সূচীকরণ, বর্গীকরণ করা প্রয়োজন। (গ) পাঠকরা কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করবেন তার নির্দেশ (user guide) থাকা প্রয়োজন। (ঘ) পাঠককে আলো ও বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা যেন ভাল থাকে, আলমারি বা মঞ্চে বিষয়ের নাম যেন লেখা থাকে। (ঙ) গ্রন্থাগার কক্ষে কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্বলিত চার্ট, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের মানচিত্র, গ্রন্থাগার বিষয়ক উক্তি, মণীষীদের ছবি প্রভৃতি থাকবে। (চ) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের হিসাব বা পরিসংখ্যান অর্থাৎ প্রতিদিন কতজন পাঠককে বই ব্যবহার করেন, কতজন বই লেনদেন করেন, কত বই লেনদেন হয়, প্রভৃতির পরিসংখ্যান গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। (ছ) বিভিন্ন বিষয়ের বই-এর পৃথক পৃথক তালিকা রাখা প্রয়োজন। (জ) সম্ভব হলে গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, (ঝ) গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী ও গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি থাকা প্রয়োজন। (ঞ) প্রতি বছর নিয়মিত কিছু নতুন বই ক্রয় করা প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বই-এর বার্ষিক হিসাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। (ট) নিকটবর্তী গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন পদ্ধতিতে বই লেনদেন-এর উদ্যোগ নিতে হবে। (ঠ) সম্ভব হলে গ্রন্থাগারে কম্প্যুটারের ব্যবস্থা করতে হবে। কম্প্যুটারের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হলে সর্বজনস্বীকৃত সফ্‌টওয়্যার (software) ব্যবহার করা উচিত। CDS–ISIS বা WINISIS বা স্বীকৃত কোন সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। (ড) গ্রন্থাগারের সর্বত্র—পাঠকক্ষ, লেনদেন কক্ষ, গ্রন্থ সংগ্রহ স্থান, টয়লেট—যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা বিশেষভাবে অবহিত। কিন্তু এইসব বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ তথ্য গ্রন্থাগারিকের কাছে থাকা প্রয়োজন। কলেজ গ্রন্থাগার বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশেষজ্ঞ দল কলেজ পরিদর্শনের আগে গ্রন্থাগারের কতটা উন্নয়ন করা সম্ভব সেটা স্থির করা প্রথমেই দরকার। সেই অনুযায়ী উন্নয়নের জন্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে যে ছোট কোর (Core) কমিটি হবে তাদের কাজ হবে NAAC যে সাতটি বিষয়ে কলেজের শিক্ষণের গুণমান মূল্যায়ন করে সেগুলির প্রত্যেকটি বিষয়ে কলেজের সবল দিকগুলি তুলে ধরা, দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা এবং দুর্বল দিকগুলি দূর করার জন্য পরিকল্পনাগুলি বিশেষজ্ঞদলের কাছে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করা।

দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে NAAC-এর দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন স্তরে অনুদান পাওয়া যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণও শুরু হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় আগ্রহ সৃষ্টি হবে—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত কলেজেই একটি নির্দিষ্ট মান বজায় থাকবে। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকলাম।

বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
অতিথি অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৭০০০৩২
কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক
প্রাক্তন ছাত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৭০০০৩২
দেবব্রত মাত্রা
গ্রন্থাগারিক, লোরেটো কলেজ, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ :

প্রধান ও অতিরিক্ত সংলেখ এবং প্রধান সংলেখ-ভিত্তিক অতিরিক্ত সংলেখ একক পত্রক (Unit Card) পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সূচীকরণ করা হয়। এই পদ্ধতির ত্রুটি বা অসুবিধাগুলি বাংলা গ্রন্থের উদাহরণ সহ আলোচনা করা হয়েছে। ত্রুটিমুক্তির উপায় হিসেবে বিবরণ-ভিত্তিক একক পত্রক অনুসরণ করে বিকল্প প্রবেশ পথ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে।

গ্রন্থাগারসূচী ও সংলেখের প্রবেশ পথ

সূচী ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি বা গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারে আছে কিনা জানবার জন্যে সূচী ব্যবহার করেন। অভিধানিক সূচীতে প্রতিটি গ্রন্থের জন্য একাধিক সংলেখ অনুবর্ণানুসারে সাজানো থাকে। অনুবর্ণানুসারে বিন্যাসের ক্ষেত্রে সংলেখের প্রবেশ পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. গ্রন্থ সংক্রান্ত যে সব তথ্য দিয়ে গ্রন্থের খোঁজ করার সম্ভাবনা থাকে (যেমন : গ্রন্থকার, সহযোগী গ্রন্থকার, আখ্যা, গ্রন্থমালা, ও বিষয়) (গ্র + স + আ + গ্র + বি = গ্রসাগ্রবি) সেই সব তথ্য দিয়ে প্রবেশ পথ প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ কোন্ কোন্ তথ্য দিয়ে প্রবেশ পথ প্রস্তুত করা হবে তা নির্ভর করে ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন ও অভ্যাস এবং কী ধরনের গ্রন্থের সংলেখ প্রস্তুত করা হচ্ছে তার ওপরে।

গ্রন্থাগারের পরিবেশ (গ্রন্থ সংগ্রহের এবং গ্রন্থ পরিষেবার বৈশিষ্ট্য) অনুযায়ী ও ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনমত সূচী প্রস্তুত করার এই নীতি বাস্তবধর্মী। ইংরেজীতে বলা হয় practical বা pragmatic.

প্রবেশ পথ কেন?

প্রবেশপথ থাকে সংলেখের বিবরণ অংশের ওপরে। এর কাজ হল :

১. সংলেখটি গ্রন্থসূচীতে বর্ণানুক্রমে (আভিধানিক সূচীতে) কোথায় থাকবে তা স্থির করা, এবং

২. ব্যবহারকারীরা যাতে তাঁদের কাঙ্খিত প্রবেশপথ দেখে সংলেখের বিবরণ অংশ পরীক্ষা করতে পারেন, তার সুযোগ করে দেওয়া।

সংলেখ কী?

একটি সংলেখ হল একটি গ্রন্থের প্রতিনিধি (surrogate)। সংলেখে দেওয়া তথ্য থেকেই ব্যবহারকারী তাঁর কাঙ্খিত গ্রন্থটির সম্পর্কে একটি সমাক ধারণা পান। গ্রন্থের আখ্যা, গ্রন্থকারের নাম, সংস্করণ, প্রকাশনা, বস্তুটির আকার, মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারেন।

সংলেখের বিভিন্ন অংশ

সূচীতে সংলেখের মূল চারটি অংশ থাকে. যেমন :

১. গ্রন্থের বিবরণ
২. প্রবেশ পথ
৩. স্মরণিকা
৪. তাকসংখ্যা

সংলেখে অংশগুলির অবস্থান

৪. তাকসংখ্যা	২. প্রবেশ পথ
	১. বিবরণ
	৩. স্মরণিকা

উপরোক্ত প্রতিটি অংশেরই নিজস্ব কিছু দায়িত্ব থাকে। আবার সম্মিলিত ভাবে অংশগুলি সংলেখ হিসেবে গ্রন্থটির প্রতিনিধির কাজ করে।

এ এ সি আর ২ এর কোড অনুসরণ করে সূচীকরণ করলে প্রথমেই গ্রন্থটির বিবরণ অংশ লিখতে হয়। তারপর সেই বিবরণ অংশের ওপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন প্রবেশ পথ নির্বাচন করতে হয়। সম্ভাব্য প্রবেশপথগুলি নির্বাচনের পর প্রবেশপথগুলি দিয়ে বিভিন্ন সংলেখ প্রস্তুত করে সেগুলিকে স্মরণিকাতে লিখতে হয়।

তারপরের কাজ হল ডাকসংখ্যা নির্মাণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, স্বরণিকা ও ডাকসংখ্যা তৈরীর কোন নিয়মাবলী কিন্তু এ এ সি আর কোডে নেই। আমরা আগেই একটি আলোচনায় বলেছি এগুলি এই কোডের অসম্পূর্ণতা।

প্রধান সংলেখ ও অতিরিক্ত সংলেখ

প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী প্রধান সংলেখ কোন একটি গ্রন্থের সম্পূর্ণ সূচীকৃত বিবরণী, যাকে দিয়ে গ্রন্থটিকে অবিচলভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং গ্রন্থটি গ্রন্থাগারে আছে তা বোঝান যায়। তেমনি কোডের সংজ্ঞানুযায়ী অতিরিক্ত সংলেখ হল কোন গ্রন্থের জন্য তৈরী প্রধান সংলেখ ছাড়া অন্যান্য সংলেখগুলি। কোডের ভাষায় প্রধান নয়। অর্থাৎ অপ্রধান সংলেখ।

অতিরিক্ত সংলেখে প্রধান সংলেখে লিখিত সমস্ত তথ্য থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অতিরিক্ত সংলেখ হল An entry giving partial or full information about a particular bibliographical unit, other than the main entry. এ এ সি আর ২ আর কোডে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সূচীকারকেই।

আমরা মনে করি অভিধানিক সূচীতে অতিরিক্ত সংলেখে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা অযৌক্তিক। কোন্ তথ্য কখন কিভাবে জিজ্ঞাসু ব্যবহারকারীর আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে পারে তা গ্রন্থাগারকর্মী তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরাও নিজেরাই বলতে পারেন না। সব সংলেখেই গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ থাকা ব্যবহারকারীদের কাছে উপযোগী।

প্রধান সংলেখ ভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি (Main entry based Unit Card System)

প্রধান সংলেখ ও সংক্ষিপ্ত অতিরিক্ত সংলেখের ধারণাটি এখন প্রায় বিলুপ্ত। বর্তমানে অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই প্রধান সংলেখ ভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধান সংলেখকে একক পত্রক (Unit Card) ধরে প্রধান সংলেখেরই প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিলিপি (Copy) করে নিয়ে প্রধান সংলেখের প্রবেশ পথের উপরে অতিরিক্ত সংলেখের প্রবেশ পথ লিখে প্রধান সংলেখকেই অতিরিক্ত সংলেখে রূপান্তরিত করা হয়। এটিকেই বলা হয় প্রধান সংলেখ ভিত্তিক একক পত্রক। ইংরেজিতে Main entry based Unit Card. এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত সংলেখ প্রস্তুত করলে সব অতিরিক্ত সংলেখেই প্রধান সংলেখের সমস্ত তথ্য থাকে।

একটি গ্রন্থের উদাহরণ সহযোগে উপরোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমরা নীচে আলোচনা করবো।

উদাহরণ : একটি বাংলা মিশ্র গ্রন্থের (Composite Book) আখ্যাপৃষ্ঠা

দেশ

সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন

১৯৩৩-১৯৮৩

সম্পাদক

সাগরময় ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ৯

গ্রন্থটির আখ্যাপৃষ্ঠার উল্টোদিক :

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৪

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫৫.০০

গ্রন্থটির সূচীপত্র (আংশিক)

.....	.....	.....
তরুণ দত্ত	বিপ্লব এসে গেল?	২৩৭
অশোক রুদ্র	পশ্চিমবঙ্গে কেন এই অরাজকতা	২৪৫
সত্যজিৎ রায়	বিনোদদা	২৫৬
সত্যেন্দ্রনাথ সেন	কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত	২৬০
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	আবার তোরা মানুষ হ	২৭৬
লেখক-পরিচিতি		২৮৩

অন্যান্য তথ্য : গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮৮। প্রারম্ভিক আটটি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রিত নেই। গ্রন্থটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৪.৫ সেমি. ও ১৬.৫ সেমি.। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ সালে।

মন্তব্য : গ্রন্থের ৫০টি রচনার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। যুক্তফ্রন্টের আমলে যে ঘেরাও ছিল বাম আন্দোলনের হাতিয়ার, ২৬ বছর শাসন-ক্ষমতায় থাকার পরে তাকেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেন রাজ্যের বামশাসকেরা। ওরা

জুলাই ২০০৩ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই মর্মে ঘোষণা 'ঘেরাও' বিষয়টিকে আবার বিতর্কিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এই বিষয়ে গ্রন্থাগারে অন্য কোন গ্রন্থ বা রচনা না থাকায় রচনাটির চাহিদাও বাড়বে। এই জন্যে রচনাটির জন্য তিনটি 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ প্রস্তুত করে দেখানো হয়েছে।

এ এ সি আর ২ আর মেনে সূচী তৈরী করলে প্রথমে বিবরণাত্মক অংশ সংলেখে লিখতে হয়। গ্রন্থটির জন্য প্রস্তুত সংলেখের বিবরণাত্মক অংশটি নীচে করে দেখান হয়েছে।

	দেশ : সুবর্ণ জয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-
১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ .— কলিকাতা :	
আনন্দ	পাবলিশার্স, ১৯৮৪
	২৮৮ পৃ ; ২৪ সেমি

প্রধান সংলেখ ভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি মেনে গ্রন্থটির জন্য যেসব সংলেখ প্রস্তুতে করা যেতে পারে নীচে তা করে দেখানো হল।

প্রধান সংলেখ :

দেশ :	সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩
	দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-
১৯৮৩ / সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.— কলিকাতা :	
আনন্দ	পাবলিশার্স, ১৯৮৪
	২৮৮ পৃ ; ২৪ সেমি
	১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘেরাও ৩. সাগরময়
ঘোষ,	*সম্পা* ৪. সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. কেন এই ঘেরাও

মন্তব্য : আখ্যাকে প্রধান সংলেখের প্রবেশ পথ নির্বাচন করলে প্রলম্বিত সীমা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধান সংলেখ প্রস্তুত করা যায়। আমরা এখানে তা করিনি।

সম্পাদক অতিরিক্ত সংলেখ :

	সাগরময় ঘোষ, *সম্পা*
দেশ :	সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩
	দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-
১৯৮৩ / সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.— কলিকাতা :	
আনন্দ	পাবলিশার্স, ১৯৮৪
	২৮৮ পৃ ; ২৪ সেমি
	১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘেরাও ৩. সাগরময়
ঘোষ,	*সম্পা* ৪. সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. কেন এই ঘেরাও

বিষয় অতিরিক্ত সংলেখ :

	বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন
দেশ :	সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩
	দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-
১৯৮৩ / সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.— কলিকাতা :	
আনন্দ	পাবলিশার্স, ১৯৮৪
	২৮৮ পৃ ; ২৪ সেমি
	১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘেরাও ৩. সাগরময়
ঘোষ,	*সম্পা* ৪. সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. কেন এই ঘেরাও

রচনাকার 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ

সত্যেন্দ্রনাথ সেন
কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত /
সত্যেন্দ্রনাথ সেন.— পৃ ২৬০-২৭৫ ; ২৪ সেমি
দেখুন দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন,
১৯৩৩-১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.—
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪

আখ্যা 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ

কেন এই ঘেরাও
কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত /
সত্যেন্দ্রনাথ সেন.— পৃ ২৬০-২৭৫ ; ২৪ সেমি
দেখুন দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন,
১৯৩৩-১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.—
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪

বিষয় 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ

ঘেরাও
কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত /
সত্যেন্দ্রনাথ সেন.— পৃ ২৬০-২৭৫ ; ২৪ সেমি
দেখুন দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন,
১৯৩৩-১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.—
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪

প্রধান সংলেখভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতির সমালোচনা

এই পদ্ধতির কিছু ত্রুটি বা অপ্রয়োজনীয়তা :—

প্রথমত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ব্যবহারকারীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান সংলেখের প্রবেশ পথ দিয়ে গ্রন্থ খোঁজ করেন না, তাঁরাই অতিরিক্ত সংলেখের কোন প্রবেশ পথ দিয়ে গ্রন্থাগার সূচীতে প্রবেশ করতে চান। সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর মনে কখনোই প্রধান সংলেখ কোন্‌টি তা জানার আগ্রহ বা প্রয়োজন কোনটাই থাকে না। যে সংলেখ থেকে তিনি গ্রন্থটির খবর পান সেই সংলেখটিই তাঁর কাছে মূল্যবান অর্থাৎ প্রধান। অন্য সংলেখগুলি সেই সময় তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ অপ্রধান। সুতরাং আমরা কোনটিকে প্রধান আর কোনটিকে অপ্রধান বা অতিরিক্ত সংলেখ বলব, ব্যবহারকারীর কাছে তা মূল্যহীন। এই দিকে থেকে সব সংলেখই এক অর্থে প্রধান সংলেখ।

দ্বিতীয়ত প্রধান সংলেখ ও অতিরিক্ত সংলেখ বলে এতদিন ধরে যে দুটো কথা চলে আসছে বর্তমানে তার কোন ভিত্তি নেই। অতিরিক্ত সংলেখ কি সত্যিই অতিরিক্ত? গ্রন্থসূচীতে আমরা সেইসমস্ত সংলেখ রাখি যেগুলি ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন। সূচীকরণের পরিভাষায় যাকে বলে 'কাঙ্খিত শিরোনাম' (Sought heading)। তাই কোনো একটি গ্রন্থের জন্য যতগুলি কাঙ্খিত শিরোনাম হতে পারে তারা সকলেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অযথা একটিকে প্রধান, অন্যগুলিকে অপ্রধান বা অতিরিক্ত বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

তৃতীয়ত প্রধান সংলেখভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি অনুসরণ করে অতিরিক্ত সংলেখ প্রস্তুত করলে সমস্ত অতিরিক্ত সংলেখেই প্রধান সংলেখের সব কটি অংশ বিবরণ, স্মরণিকা, ডাকসংখ্যা এবং তার প্রবেশপথটিও, থেকেই যায়। এই কারণে সংলেখ বিন্যাসের সময় নিয়ম হচ্ছে, এটিকে (উদাহরণে অতিরিক্ত সংলেখগুলিতে প্রবেশপথের পরেই 'দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩') অগ্রাহ্য করা, কারণ ব্যবহারকারীদের কাছে এটি অপ্রয়োজনীয় এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এটি অপ্রয়োজনীয়ই হয় তাহলে অতিরিক্ত সংলেখে তা রাখা কেন? সময় শ্রম অর্থ ও স্থানের অপচয় করে অতিরিক্ত সংলেখগুলিতে, প্রধান সংলেখের প্রবেশ পথ রাখার কোন অর্থ হয় না।

চতুর্থত প্রধান সংলেখ এবং অতিরিক্ত সংলেখ পদ্ধতির সমর্থক যাঁরা এবং যাঁরা স্মরণিকাকে কেবলমাত্র প্রধান সংলেখেই রাখতে চান তাঁদের অনেকে প্রতিবাদ করতে পারেন এই বলে যে, প্রধান সংলেখ - অতিরিক্ত সংলেখ পদ্ধতি অনুসরণ না করলে গ্রন্থাগারের প্রত্যাহৃত (Withdrawn) গ্রন্থের জন্য তৈরী সংলেখগুলিকে সূচী থেকে কিভাবে সরানো যাবে? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর কেবলমাত্র প্রধান সংলেখেই স্মরণিকা লেখার রীতি কেন? থাকলে সব সংলেখেই স্মরণিকা থাকা উচিত এবং ব্যবহারকারীদের কাছেও তাই কাম্য। বিশেষ করে বিষয় স্মরণিকা ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই মূল্যবান এবং সব সংলেখে বিষয় স্মরণিকা সামনে থাকলে তবেই ব্যবহারকারীরা উপকৃত হবেন। স্মরণিকা আমরা ভুল করে পিছনে লিখতাম, ফলে সূচী থেকে গ্রন্থাদির বিষয় জানা যায় না বলে ব্যবহারকারীরা আমাদের কাছে অভিযোগ জানাতেন। স্মরণিকা সামনে না লিখে সংলেখের পিছনে লিখলে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে। তাছাড়া আজকাল অধিকাংশ গ্রন্থাগারে যেখানে কম্পিউটারে সূচী তৈরী করা হচ্ছে সেখানে আবার সামনে-পিছনের ব্যাপার কি? স্মরণিকা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য নয়। বিষয় স্মরণিকা কর্মী এবং বিশেষ করে ব্যবহারকারীদের সাহায্যের জন্য।

বিষয় স্মরণিকা ছাড়া অন্যান্য সংলেখের জন্য স্মরণিকা লেখার আদৌ প্রয়োজন আছে কী? কোডে বলা হয়েছে, সংলেখে বিবরণকে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিবরণে যে তথ্য থাকবে না, সেইসব তথ্য দিয়ে সংলেখের প্রবেশ পথ নির্মাণ করা যাবে না। তাই বিবরণে যদি সব তথ্যই থাকে এবং গ্রন্থাগারের সিদ্ধান্ত সারণীতে যদি গৃহীত সব সিদ্ধান্তই লেখা থাকে, তাহলে বিষয় স্মরণিকা ছাড়া অন্য কোন স্মরণিকা না লিখলেও প্রয়োজনে গ্রন্থাগার কর্মীরা স্মরণিকা ছাড়াই বিবরণ অংশ দেখে কোন গ্রন্থের জন্য যে সব সংলেখ প্রস্তুত করা হয়েছিল, সূচী থেকে তা অনায়াসেই তুলে ফেলতে পারবেন।

এই সব কারণে প্রধান সংলেখভিত্তিক একক-পত্রক পদ্ধতি অনুসরণ করে সূচী তৈরী করার পক্ষপাতী আমরা নই।

বিকল্প প্রবেশ পথ ও এ এ সি আর ২ আর (১৯৮৮)

এ এ সি আর ২ আর (১৯৮৮) কোডের দ্বিতীয় ভাগের ২১নং অধ্যায়ে সংলেখের বিভিন্ন প্রবেশ পথ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন একটি গ্রন্থের জন্য তৈরী প্রধান সংলেখ ও বিভিন্ন অতিরিক্ত সংলেখগুলির প্রবেশ পথ কখন কী কী হবে, সে সম্বন্ধে নিয়মাবলী দেওয়া আছে। আবার এই কোডেরই ভূমিকার ০.৫ অনুচ্ছেদে বিকল্প প্রবেশ পথ (Alternative access point/heading) তৈরী করার কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে — "The question of use of alternative heading entries (i.e. sets of equal entries for each item described) was discussed

but not embodied in the rules." অর্থাৎ বিধিতে প্রবেশ পথ বলতে বলা হচ্ছে, প্রতিটি গ্রন্থের জন্য প্রস্তুত একগুচ্ছ সংলেখ, যেগুলি তথ্যের দিক থেকে সমপরিমানের ও গুরুত্বের দিক থেকেও সমান। এই কোডে একথাও বলা হয়েছে যে, কোনো গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের বিষয়কে প্রধান্য দিয়ে নিয়মের কাঠামো করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এই জন্যই এই কোডকে অনুমতিদায়ক বা উদার কোড (Permissive code) বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

গ্রাহক / সদস্যদের প্রতি

গ্রাহক / সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বা দেরীতে পাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘর থেকে পাঠানো হয়। গ্রাহক/ সদস্যদের চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সদস্যদের ঠিকানার সঙ্গে পিন কোড থাকলে পত্রিকা সময়মত পাওয়া যায়। ২৪ পরগণা জেলার পিনকোডপরিবর্তন হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরহয়েছে। অনেকেরবাড়ীর পরিবর্তন হওয়ায়ঠিকানারপরিবর্তন হয়েছে। পরিষদ অফিসে অফিসে আপনার ঠিকানা সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে কিনা এবং চাঁদা বকেয়া আছে কিনা জেনে নিন ও নতুনঠিকানা জানান। এছাড়া সময়মত তাকরে খোঁজ নিন ও প্রয়োজন তাকরে অভিযোগ জানিয়ে আমাদের জানান। যেহেতু আর্থিক কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক পত্রিকা ছাপানো হয় না সেজন্য কোন সংখ্যার পরিবর্ত কপি পাঠানো অসুবিধাজনক।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু গ্রাহক সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তহবিল দান

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
৩০.০১.২০০৪	২৭৫২	পুলক কর	কলকাতা	১০০.০০
১৩.০২.২০০৪	২৭৭১	অরবিন্দ মাঝি	উত্তর দিনাজপুর	২৮৫.০০
১৩.০২.২০০৪	২৭৯৭	ভুবনকৃষ্ণ সরখেল	হুগলী	১০০১.০০

বাংলা ও ইংরাজী যে কোন বইয়ের জন্য বলুন
আমরা সে বই আপনাকে সংগ্রহ করে দেব।
বি. বি. এস. এন্টারপ্রাইস্
২৪১, তেঁতুলবেড়িয়া রোড
মধ্যপাড়া, পো: অ: - গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪
দূরভাষ : ২৪৩২-৪৫০৬

কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা — একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা।

ড: পীযূষকান্তি পান্ডিগ্রাহী
রিডার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
লক্ষ্মীকান্ত জানা
গ্রন্থাগারিক, নাড়াজোল রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ ঃ

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার সমাধান বিষয় গবেষণা করার অভিপ্রায়ে এই রচনার সূচনা। সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ জেনারেল ডিগ্রী ও বি. এড কলেজ গ্রন্থাগারগুলিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে তার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজগুলির শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংখ্যা, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগারভবন ও পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার সংগ্রহ, গ্রন্থাগার সংবহন (সার্কুলেশন) কাজ, গ্রন্থাগার অন্তিত্ব পরীক্ষা, গ্রন্থাগারের ব্যয়, গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞাপন কর্মসূচী প্রভৃতির বর্তমান অবস্থা এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে ও সমাধানে কিছু প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে।

ভূমিকা ঃ

কলেজ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে অভিযোজনে সক্ষম জীবনব্যাপী স্বশিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থী গড়ে তোলা, যারা দেশের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে; যাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রাচীন ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হবে; যারা বিপথগামী যুবসমাজের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনবে; কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা ও কলা প্রভৃতি পেশায় অভিজ্ঞ হয়ে যারা দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে; সমতা ও ন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা সমাজ থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে আন্তরিক হবে — এক কথায় ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ জাগরণে চেষ্টিত হবে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য কলেজগুলিতে কিছু সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং পাঠগ্রহণ ও পাঠদানকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আশা করা যায়, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হবে, তথা উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে।

কলেজ গ্রন্থাগার মূলত কলেজের পঠনীয় বিষয় ও পাঠ্যক্রমের উপযোগী তথ্যসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিন্যাস ও বিতরণ করে থাকে। কৈশোরোত্তীর্ণ সদ্য স্কুল গণ্ডী অতিক্রান্ত শিক্ষার্থীর মনে থাকে জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ও বিপন্নতা। শ্রেণিকক্ষের স্বল্প সময়ের পঠন তার সমস্ত সমস্যা মেটাতে পারে না। কলেজ গ্রন্থাগার তার সংগ্রহ দিয়ে, গ্রন্থাগারকর্মী তার সাহচর্য ও নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষার্থীর কলেজ জীবন মনোরম করে থাকে। নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর যেমন জ্ঞানের ক্ষুধার নিবৃত্তি, আত্মোন্নতি ও আত্মবীক্ষণ সম্ভব হয়, তেমনি শিক্ষকও তাঁর অধীত বিষয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র কিছু বিপরীত। আমাদের দেশে কলেজ গ্রন্থাগার উচ্চ শিক্ষায় প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায় নি। দেশের খুব কম সংখ্যক কলেজ রয়েছে, যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে কলেজ গ্রন্থাগার অপরিহার্য অংগ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এমন বহু কলেজ গ্রন্থাগার রয়েছে, যেখানে একটি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের আদৌ প্রবেশ ঘটে না। এই পরিস্থিতির মূলে বিবিধ কারণ বর্তমান।

ক) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা — বর্তমান শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বল্প।

খ) খুব কম কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁদের প্রাচীন ধারণা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

গ) সমস্ত বিষয়ের পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা ইত্যাদির গ্রন্থাগার সংগ্রহ যথেষ্ট নয়।

ঘ) গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীর অভাব।

কলেজ শিক্ষাব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগার অপরিহার্য না হওয়ার কারণ হিসাবে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে নির্দেশ করা যেতে পারে। অথচ কলেজ শিক্ষার সাফল্য গ্রন্থাগারের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই উচ্চশিক্ষায় (কলেজ) গ্রন্থাগারের গুরুত্ব যাতে কেবলমাত্র শিক্ষাকমিশনগুলির প্রতিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হাতিয়ার হতে পারে, তাই এই আলোচনার অবতারণা।

১. আলোচনার পরিধি

পশ্চিমবঙ্গের মোট সরকারী ও বেসরকারী কলেজ (জেনারেল ডিগ্রী ও এডুকেশন)-এর সংখ্যা ৩৭৬টি। বিদ্যাসাগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সরকারী ও বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৪৩টি। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এই কলেজগুলি ১৯৮৬ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অধিগৃহীত হয়েছে। সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির বিভিন্নদিকের একটি সাধারণ পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

ক)	মোট অধীনস্থ কলেজ	সংখ্যা
	জেনারেল ডিগ্রী কলেজ	৩৩ টি
	ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	০৩ টি
	বি-এড কলেজ	০৬ টি
	সোশ্যাল সায়েন্স কলেজ	০১ টি
খ)	পঠনীয় বিষয় (ইউ.জি.স্তর)	২৮ টি
	পঠনীয় বিষয় (বৃত্তিমুখী শাখা)	১৪ টি
গ)	পূর্ণ সময়ের শিক্ষক	১,২৬৪ জন
ঘ)	অতিথি শিক্ষক	৬৪২ জন
ঙ)	শিক্ষার্থী	৫৩,২৪৭ জন
চ)	শিক্ষাকর্মী	১,২২৭ জন
ছ)	গ্রন্থাগারিক	৪১ জন
জ)	গ্রন্থাগারে মোট সংগ্রহ	৬,৫০,৩৯৪ টি

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৩৯টি কলেজ (জেনারেল ডিগ্রী ও বি-এড)-এর গ্রন্থাগারকে বর্তমান আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি বি.এড কলেজ জেনারেল ডিগ্রী কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সর্বসাকুল্যে ৩৫টি কলেজ গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই আলোচনা।

২. আলোচনার লক্ষ্য

২.১ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান ও সমস্যাবলীর উল্লেখ।

২.২ সমস্যার সমাধানে কিছু প্রস্তাব প্রদান।

৩. পাঠ পদ্ধতি ও তথ্যসংগ্রহ

উপরোক্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কলেজ সমূহের তিন বছরের পরিদর্শন প্রতিবেদন ১৯৯৮-১৯৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং কলেজ সমূহের বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত তিন বছরের বার্ষিক রিটার্ন (Annual Return) -এর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছে। তবে খুব সামান্য ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগার পরিদর্শন, গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি 'শীট' (ডাটা সংগ্রহ শীট) (Data Collection Sheet)-এর মাধ্যমে কিছু বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যথা শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগার ভবন ও পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার সংবহন (সার্কুলেশন) কাজ, গ্রন্থ সংগ্রহের হিসাবনিকাশ (স্টক ভেরিফিকেশন), গ্রন্থাগারের বাজেট, গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ ও বিক্রয়ন কর্মসূচি প্রভৃতি। উপরোক্ত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার পর সংগৃহীত তথ্যের একটি পরিসংখ্যান প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা এই আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে।

৪. আলোচনা

৪.১ গ্রন্থাগারভবন ও পাঠকক্ষ

সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির নিজস্ব কোন গ্রন্থাগার ভবন ও পাঠকক্ষ নেই। একটি বা কোথাও দুটি কক্ষ নিয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে আসবাবপত্র সহ গ্রন্থাগার ভবনের সামান্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কলেজগুলির গ্রন্থাগারের যে আয়তন পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ -

সারণি - ১

আয়তন	কলেজের সংখ্যা
১,০০০ বর্গফুটের নীচে	১৪ টি
১,০০০ - ২,০০০ বর্গফুট	১১ টি
২,০০০ - ৩,০০০ বর্গফুট	০৬ টি
৩,০০০ - ৪,০০০ বর্গফুট	০৩ টি
৪,০০০ বর্গফুটের বেশী	০১ টি

উপরোক্ত আয়তনের মধ্যে গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ করা যে খুব অসুবিধাজনক তা বলাই বাহুল্য। অপরিস্কার ও অস্বাস্থ্যকর গ্রন্থাগারকক্ষ গ্রাহকের গ্রন্থাগার বিমুখতার একটি বড় কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইউ.জি.সি. কলেজগুলিকে গ্রন্থাগার ভবনের জন্য অনুদান দিয়েছেন। গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জানা গেছে যে, অধিকাংশক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকরা এই অনুদান বিষয়ে সবিস্তারে অবহিত হন না। ভবন পরিকল্পনায় যেখানে গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ অপরিহার্য, সেখানে তাঁদের মতামতকে প্রায় উপেক্ষা করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যা গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহার উপযোগী নয় এবং গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধকও নয়।

৪.২ গ্রন্থাগার সংগ্রহ

উত্তম গ্রন্থাগার পরিষেবা মূলত নির্ভর করে গুণমান সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর। কলেজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহের যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে গুণ বা পরিমাণ কোন আদর্শ রক্ষিত

হয়নি। কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর সংগ্রহের বিবরণ নিম্নরূপ -

সারণি - ২

সংগ্রহের সংখ্যা (হাজার)	কলেজ সংখ্যা
১০ এর বেশী	১৩ টি
১০ থেকে ২০	১১ টি
২০ থেকে ৩০	০৬ টি
৩০ থেকে ৪০	০২ টি
৪০ থেকে ৫০	০২ টি
৯০ এর বেশী	০১ টি

ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপরোক্ত সংখ্যা কোনমতে যথেষ্ট নয়। সংগ্রহের গুণমানের দিক থেকে বলা যায় যে, গ্রন্থাগারের ৯৫ শতাংশ সংগ্রহ পাঠ্যপুস্তক। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের সমস্যা এই সংগ্রহ মিটিয়ে থাকে সত্য কিন্তু দ্রুত পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের কারণে সেই পাঠ্যপুস্তক অচিরেই বাতিল বলে গণ্য হয়। এই পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারের সময়, স্থান, শ্রম ও অর্থের অপচয় বেড়ে চলেছে। কলেজগুলি থেকে যে বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছে তাতে কিছু সাধারণ (জেনারেল) বইয়ের সংগ্রহ আছে বলে উল্লেখ আছে, কিন্তু সহায়ক (রেফারেন্স) বই বা দৃশ্য-শ্রুতি গ্রাহ্য সংগ্রহের কোনো উল্লেখ নেই। বাস্তবিক ২৪টি গ্রামীণ কলেজে কিছু অভিধান ছাড়া পাঠকসহায়ক কোনো বইয়ের সংগ্রহ নেই। পুস্তকাদির জন্য যে অনুদান পাওয়া যায় তা পরিমাণে স্বল্প এবং সময়োচিত নয়, আবার পুস্তক নির্বাচনে কখনো নির্বাচকদের মনোযোগিতায় ঘাটতি থাকায় গ্রন্থাগার সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে গুণমানসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না।

পত্রিকা সংগ্রহের যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে ১৩টি কলেজে কোনো পত্রিকা নেওয়া হয় না। অবশিষ্ট ২২টি কলেজে গৃহীত পত্রিকার মোট সংখ্যা ১৬৬টি। পত্রিকা সংগ্রহের বিবরণ নিম্নরূপ -

সারণি - ৩

পত্রিকা সংগ্রহের সংখ্যা	কলেজ সংখ্যা	শতকরা হার
০৫ টির নীচে	১০টি	৪৬
০৫ - ১০	০৬	২৭
১০ - ১৫	০৩	১৪
১৫ - ২৫	০৩	১৪

লক্ষণীয় যে ২২টি কলেজের মধ্যে ১০টি কলেজ অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ কলেজে ৫টি নীচে পত্রিকা গ্রহণ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈনিক পত্রিকা, সংবাদ বুলেটিন, বিজ্ঞাপন, পাবলিশার্স ক্যাটালগ প্রভৃতিকে পত্রিকা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যা বাঞ্ছনীয় নয়। যথার্থ পত্রিকার গ্রহণও নিয়মিত নয়।

৪.৩ গ্রন্থাগার সংবহন (সার্কুলেশন) কাজ

পাঠককে ঘরে এবং পাঠকক্ষে কি পরিমাণে সংগ্রহ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে বা কত সংখ্যক পাঠক প্রতিদিন পাঠকক্ষ ব্যবহার করছেন তার পরিসংখ্যানের উপর গ্রন্থাগার কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হয়ে উঠেছে কিনা জানা যায়। প্রাপ্ত রিটার্ন থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হতাশাব্যঞ্জক। একটি কলেজের পুস্তক সংবহন - পরিসংখ্যানের উল্লেখ নেই। তাই এখানে ৩৪টি কলেজের পুস্তক সংবহন ও পাঠকক্ষ ব্যবহারের বিবরণ দেওয়া হল।

সারণি - ৪

পুস্তকসংবহন বিবরণ

প্রতিদিন পুস্তক সংবহন সংখ্যা	সংগ্রহ সংখ্যা (হাজার)	কলেজ সংখ্যা	শতকরা হার
৫০ এর নীচে	১০ এর নীচে	১৩	৩৮
৫০ - ৭৫	১০ - ২০	১১	৩২
৭৫ - ১০০	২০ - ৩০	০৬	১৮
১০০ - ১২৫	৩০ - ৪০	০২	০৬
১২৫ - ১৫০	৪০ - ৫০	০২	০৬

সাধারণত 'ইস্যু' যোগ্য নয়, এমন গ্রন্থাগার উপকরণকে পাঠকক্ষে পাঠক ব্যবহার করেন। একটি কলেজের পাঠক সম্প্রদায় কি পরিমাণে গ্রন্থাগারমুখী, তা সেই কলেজের পাঠকক্ষের প্রতি দৃষ্টি দিলে সাধারণ ভাবে জানা যায়। কলেজগুলির পাঠকক্ষ-এর ব্যবহারের যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তা সন্তোষজনক নয়।

সারণি - ৫
পাঠকক্ষের ব্যবহারের বিবরণ

পাঠকক্ষ ব্যবহারকারীর সংখ্যা	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা (হাজার)	কলেজ সংখ্যা	শতকরা হার
২০ জনের নীচে	০১ হাজারের নীচে	১৫	৩৮
২০ - ৩০ জন	০১ - ০২	১২	৩৭
৩০ - ৪০ জন	০২ - ০৪	০৮	২৪
৪০ - ৫০ জন	০৫ এর বেশী	০১	০৩

এই পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, ৭০ শতাংশের বেশী কলেজে গ্রন্থাগার সংগ্রহের যথাযথ ব্যবহার হয় না এবং পাঠকক্ষের ব্যবহারও প্রত্যাশানুযায়ী নয়।

৪.৪ গ্রন্থাগার সংগ্রহের অস্তিত্ব পরীক্ষা (স্টক ভেরিফিকেশন)

অস্তিত্ব পরীক্ষা গ্রন্থাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অপহৃত, স্থানান্তরিত, নষ্ট ও দীর্ঘদিন গ্রাহকের কাছে পড়ে থাকা সংগ্রহের বিবরণ এই প্রক্রিয়ায় জানা যায়। গ্রন্থাগারকর্মী ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বিবরণের উপর ভিত্তি করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়াসী হয়ে থাকেন। অস্তিত্ব পরীক্ষার যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, ১৯টি কলেজ দীর্ঘদিন গ্রন্থাগার সংগ্রহের কোন অস্তিত্ব পরীক্ষা করে নি এবং ১৬টি কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রহের অস্তিত্ব পরীক্ষা করেছে। ঐ সমস্ত কলেজ অস্তিত্ব পরীক্ষা না হওয়ার কারণে সংগ্রহের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, সহায়ক পরিষেবা, গ্রন্থাগার সূচীর পরিমার্জন প্রভৃতি আবশ্যিক কার্যাবলী নিশ্চিতভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রন্থাগার কর্মী বা কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন নি।

৪.৫ গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা

ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ও গ্রন্থাগার সংগ্রহের অনুপাতে কলেজ গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। কলেজগুলোতে মোট ৪১টি গ্রন্থাগারিকের পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা ৩৮ জন, কলেজগুলির গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা নিম্নরূপ -

সারণি - ৬

গ্রন্থাগারিক/ সহ-গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা	গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংখ্যা (হাজার)	কলেজ সংখ্যা
১০	১০ হাজারের নীচে	১৩
১৩	১০ - ২০	১১
০৮	২০ - ৩০	০৬
০২	৩০ - ৪০	০২
০২	৪০ - ৫০	০২
০৩	৯০ এর বেশী	০১

লক্ষণীয় যে, ১০-২০ হাজার এবং ২০-৩০ হাজার গ্রন্থাগার সংগ্রহের কলেজগুলির মধ্যে ২টি করে মোট ৪টি কলেজ গ্রন্থাগারে ২ জন করে গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত কলেজ গ্রন্থাগার কর্মী সংক্রান্ত কর্মীপদ বিন্যাস বা স্টাফ প্যাটার্ন (জি.ও. নং ৮৩০-এডুকেশন (সি.এস), তারিখ ৩১-১০-৯৫) কলেজগুলোতে যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয় নি। ৩টি কলেজে একাধিক সাম্মানিক বিষয়ের পঠন পাঠন হলেও দীর্ঘদিন কোনো গ্রন্থাগারিক নেই। গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ৮ জন ইউ.জি.সি নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী নন। ১৫ জন গ্রন্থাগারিক-এর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নাই। প্রতিটি কলেজ গ্রন্থাগারে ১ জন সহায়ক (গ্রন্থাগার কর্মিক) ও ১ জন পিওন থাকলেও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত সহায়কের সংখ্যা মাত্র ২ জন। পুস্তক বর্ণীকরণ, পাঠক সহায়তা তথা পরিষেবা, গ্রন্থ সংগ্রহ অস্তিত্বের পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ যথাযথ না হওয়ার অন্যতম কারণ ডিগ্রীপ্রাপ্ত সহায়কের অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে।

৪.৬ গ্রন্থাগারের ব্যয়বরাদ্দ

কলেজ গ্রন্থাগার সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নত পরিষেবার জন্য অর্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কলেজ গ্রন্থাগারে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কী হওয়া উচিত, এ বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাকমিশন মোট কলেজ বাজেটের ৬ থেকে ১০ শতাংশ গ্রন্থাগারের জন্য খরচ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) শিক্ষার্থীদের জন্য ২৫ টাকা ও শিক্ষকের জন্য ৩০০ টাকা মাথাপিছু প্রতি বছর ব্যয় করার কথা বলেছেন। রসনাথন শিক্ষার্থীদের জন্য ও শিক্ষকদের জন্য মাথাপিছু প্রতি বছরে যথাক্রমে ২০ টাকা ও ৩০০ টাকা ব্যয় করার সুপারিশ করেছেন। অধীনস্থ কলেজগুলি থেকে প্রাপ্ত রিটার্ন-এ আর্থিক পরিসংখ্যানের চিত্র সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ, তাই বিস্তৃতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা গেল না। কলেজগুলির অর্থের মূল উৎস ইউ.জি.সি., রাজ্য সরকার প্রদত্ত অনুদান এবং ছাত্রপ্রদত্ত 'লাইব্রেরী ফি', 'কশানমানি' (Caution Money)। অধিকাংশ কলেজ প্রতিবছর যথাসময়ে রাজ্যসরকারের কাছে গ্রন্থাগারের

জন্য অনুদানের প্রস্তাব জমা দেয় না। ফলশ্রুতিরূপে ঐ অনুদান থেকে কলেজ গ্রন্থাগার বঞ্চিত হয়ে থাকে। ছাত্রদের 'লাইব্রেরী ফি' (Library Fee), 'জরিমানা' (fine), 'কশানমানি'র (Caution Money) টাকার বেশীর ভাগ অংশ কলেজগুলি অন্য খাতে খরচ করে থাকে। আর্থিক এই অবস্থার জন্য কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

৪.৭ গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ

কলেজ গ্রন্থাগারগুলি শতাব্দী প্রাচীন ধারণা কাটিয়ে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারে নি। কি সংগ্রহ, কি পরিষেবা প্রায় সব ক্ষেত্রেই গতানুগতিক পথেই গ্রন্থাগারকে চলতে হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি কলেজে যদিও কমপিউটার গৃহীত হয়েছে, তবু ৩টি কলেজেই তার স্থান গ্রন্থাগারের মধ্যে হয়েছে। মোট ৬ জন গ্রন্থাগারিক যদিও কমপিউটার পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিন্তু কমপিউটার ব্যবহার করার সুযোগ তাঁদের নাই বললেও চলে। সম্প্রতি ১টি কলেজে গ্রন্থাগারের কাজ কমপিউটারের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা হচ্ছে। কোনো কলেজেই গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। অন্তত ২২টি গ্রামীণ কলেজে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞাপন কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু কলেজগুলিতে এই কর্মসূচী রূপায়ণের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

৫. প্রস্তাবসমূহ

উন্নত গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.১ সুন্দর, সুবিস্তৃত, পর্যাপ্ত আলোবাতাস, জল, শৌচাগারযুক্ত গ্রন্থাগার কলেজের মূল ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলে হওয়া দরকার। সাজ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সুন্দর, মজবুত ও আরামদায়ক হতে হবে। ভবন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী।

৫.২ গুণমানসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলার কাজে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গ্রন্থাগারকর্মী, এই তিনেরই দায়িত্বশীল হতে হবে। যথাসময়ে যথাযোগ্য সংগ্রহ নির্বাচন করা যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি শিক্ষার্থীদেরও সমস্ত পাঠ্যপুস্তক (টেক্সটবুক) গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া যাবে — এই মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। একই বিষয়ের, একই লেখকের ১০টির বেশী বই যদি সংগ্রহ না করা হয় এবং একজন গ্রাহকের কাছে একটি পাঠ্যপুস্তক যদি এক সপ্তাহের বেশী সময় না থাকে, তাহলে অযথা পাঠ্যপুস্তকের ভার কলেজ গ্রন্থাগার থেকে কমানো যেতে পারে। বিভিন্ন অনুদান থেকে একটি অংশ যদি সহ-পাঠ্যক্রমিক বই, সহায়ক বই, সাংস্কৃতিক ও বিনোদন এর বই ক্রয় করা যায়, তাহলে কলেজ গ্রন্থাগারে সহায়ক গ্রন্থের সংগ্রহ বেড়ে উঠবে। এই সমস্ত কাজসহ ও পত্র-পত্রিকা সহ দৃশ্য-শ্রুতিগ্রাহ্য উপকরণের সংগ্রহ ব্যাপারে শিক্ষকদের বা কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করায় গ্রন্থাগারিকের একটি বড় ভূমিকা থাকা দরকার।

৫.৩ কলেজ গ্রন্থাগার সংগঠন, পরিচালনা ও পরিষেবার উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা ও দক্ষতা যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক এবং সহ-গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্তদের নিয়োগ দরকার এবং চুক্তির ভিত্তিতে ঐ পদ পূরণ কাম্য নয়। গ্রন্থাগার সহায়কের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অন্তত ডিপ্লোমা থাকা দরকার এবং একটি স্বতন্ত্র বেতন-ক্রম তাঁদের থাকা দরকার, যাতে গ্রন্থাগারের কাজে তাঁরা অধিকতর মনোযোগী হতে পারেন। পূর্বোল্লিখিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশনামা (৮৩০ এডুকেশন (সি.এস) তারিখ ৩১-১০-১৯৯৫) নির্দিষ্ট কর্মীপদবিন্যাস (Staff pattern) গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা দরকার। যথা -

টেবিল সংখ্যা - ৭

পদ নাম	পুস্তক সংখ্যা ৫,০০০ পর্যন্ত	পুস্তক সংখ্যা ৫,০০১ - ১০,০০০	পুস্তক সংখ্যা ১০,০০১-২৫,০০১	পুস্তক সংখ্যা ২৫,০০১-র বেশী
গ্রন্থাগারিক	—	—	১	১
সহ-গ্রন্থাগারিক	১	১	১	১
গ্রন্থাগার করণিক	১	১	১	১
গ্রন্থাগার পিয়ন	১	১	১	১

এই কর্মীপদ বিন্যাসে (Staff pattern) সামান্য সংযোজন দরকার। যেমন পুস্তক সংখ্যা ২৫,০০০-৪০,০০০ হলে আরও একজন গ্রন্থাগার করণিকের সংস্থান কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে থাকা দরকার। এর পর প্রতি ১৫,০০০ গ্রন্থাগার সংগ্রহের জন্য ১ জন গ্রন্থাগারিক, ১ জন করণিক ও ১ জন পিওন (Peon) গ্রন্থাগারে নিযুক্ত করা প্রয়োজন।

৫.৪ কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সংগ্রহের অস্তিত্ব পরীক্ষা বা স্টক ভেরিফিকেশন নিয়মমাফিক করার জন্য কর্মীসংখ্যা যথাযথ হওয়া দরকার। অস্থায়ী ভিত্তিতে অন্তত ঐ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি মেনে চলা দরকার। সরকারী গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংগ্রহের হিসাব (Stock verification) করার জন্য একটি নিয়ম আছে। কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনে চলা দরকার। যথা — যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ২০ হাজারের নীচে এবং ২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী আছে, সেই গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংগ্রহের হিসাব নিকাশ প্রতি বছর করা হবে। যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ২০ থেকে ৫০ হাজার সেই গ্রন্থাগারগুলির স্টক ভেরিফিকেশন প্রতি তিন বছর অন্তর করা হবে এবং যে গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী সেই গ্রন্থাগারগুলির অংশ বিশ্লেষের (স্যাম্পেল) গ্রন্থসংগ্রহের হিসাব (Stock verification) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর করতে হবে এবং অস্বাভাবিক বা অপ্রাসঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হলে সম্পূর্ণ স্টক ভেরিফিকেশন করতে হবে।

৫.৫ পাঠ্য বই (Text Book) সর্বস্ব পাঠদান পদ্ধতি ও নোট বই সর্বস্ব পরীক্ষা-গ্রহণ পদ্ধতির সংস্কারসাধন করে শিক্ষার্থীর সৃজন প্রতিভার বিকাশসাধনযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থাই শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে পারবে। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা কলেজ গ্রন্থাগারে না বাড়িয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়ক (রেফারেন্স) পুস্তক, দৃশ্যশ্রুতিগ্রাহ্য উপকরণ, সহপাঠ্যক্রমিক পুস্তক, সাধারণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তক ও বিভিন্ন প্রতিনিধি স্থানীয় পত্র-পত্রিকার গুণমান সমৃদ্ধ সংগ্রহ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবে। গ্রন্থাগার কর্মী তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য ও উপদেশ দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে আগ্রহী করবেন। এই কাজে বিভিন্ন সহায়ক পরিষেবা সহ বক্তৃতা, পাঠচক্র, পুস্তকপ্রদর্শনী প্রভৃতির সংগঠন ও যথাযথ পরিচালনা পাঠককে গ্রন্থাগারমুখী করার এক কার্যকরী উপায়। এছাড়া কলেজ সময়ের আগে ও পরে গ্রন্থাগার চালু রাখার ব্যবস্থা করলে গ্রন্থাগারের ব্যবহার নিশ্চয়ই বাড়বে।

৫.৬ কলেজ গ্রন্থাগারকে অধিকতর কার্যকরী করার জন্য গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। ছাত্রপিছু ও শিক্ষক পিছু অন্তত বাৎসরিক যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৩০০ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। অতিথি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্যও অর্থের সংস্থান রাখা প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের কাছে গ্রন্থাগার অনুদানের জন্য প্রতিবছর যথাসময়ে প্রত্যেকটি কলেজকে প্রস্তাব দিতে হবে। ইউ.জি.সি. প্রাপ্ত অনুদানের ব্যবহার যথাসময়ে করে তার সংযোগপত্র সহ অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এজন্য যথাসম্ভব আগে থেকে ক্রয়যোগ্য উপকরণ তালিকা প্রস্তুত করে রাখতে হবে, যাতে অনুদান প্রাপ্তির পর কোনো বিলম্ব না হয়। শিক্ষার্থী প্রদত্ত গ্রন্থাগার 'ফি', জরিমানা ও 'লস্ট অফ বুক'-এর টাকা আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা রেখে, তা কেবল গ্রন্থাগারের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপ দ্বারা গ্রন্থাগারের আর্থিক সমস্যা মেটানো সম্ভব হতে পারে।

৫.৭ বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে কলেজ গ্রন্থাগারের পরিষেবা শুধুমাত্র 'লেনদেন'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সি.এ.এস., এস. ডি.আই., গ্রন্থপঞ্জীগত পরিষেবা প্রভৃতি পাঠক-সহায়ক পরিষেবাকে কলেজ গ্রন্থাগারের অবশ্য করণীয় কাজের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারের কাজে কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে হবে এবং সমস্ত গ্রন্থাগারিকের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকা দরকার। গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা (effectiveness) ও দারদর্শিতা (efficiency) মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞাপন কর্মসূচীর মাধ্যমে কলেজ গ্রন্থাগারকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

৫.৮ কলেজ পরিদর্শন বলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের বর্ষীয়ান অধ্যাপক বা পার্শ্ববর্তী কলেজের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের উপস্থিতি প্রয়োজন। কলেজ সমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য রিটার্ন-এ যে 'প্রোফর্মা' (Proforma) বর্তমানে প্রচলিত আছে, তা গ্রন্থাগার তথ্য সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 'প্রোফর্মা'র সংক্ষিপ্ততা বজায় রেখেও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত সংযোজন করা দরকার। এ বিষয়ে একটি নমুনা পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

কলেজ সমূহের পরিদর্শন রিপোর্ট ও এই উদ্দেশ্যে গৃহীত বার্ষিক রিটার্ন-এ কলেজের সার্বিক বিষয়ের বিবরণ থাকে, তাই কলেজ গ্রন্থাগারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা এই রিপোর্ট বা রিটার্নে থাকা সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধ যেহেতু মূলত পরিদর্শন রিপোর্ট ও সংগৃহীত রিটার্নের উপর ভিত্তি করে লিখিত, তাই প্রবন্ধটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মেনে নেওয়া যাবে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের উপ-পরিদর্শক ডঃ হরিহর ভৌমিক মহাশয় এই প্রবন্ধ রচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কলেজ পরিদর্শক রিপোর্ট ও কলেজসমূহ থেকে প্রেরিত বার্ষিক রিটার্ন থেকে সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়েছেন, এ জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

তথ্যসূত্র

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ সমূহের বার্ষিক পরিদর্শন রিপোর্ট ও বার্ষিক রিটার্ন - ১৯৯৮-২০০১।

পরিশিষ্ট

বার্ষিক পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কলেজ থেকে প্রেরিত বার্ষিক রিটার্নে (Annual Return) কলেজ গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহযোগ্য বিষয়ের বিবরণ (নমুনা)

০১. গ্রন্থাগারের আয়তন -
০২. গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র সহ সাজসরঞ্জামের বিবরণ -
০৩. কলেজ গ্রন্থাগারের কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কীত বিবরণ-
০৪. মোট বই-এর সংখ্যা (বর্তমান বৎসর পর্যন্ত)
০৫. বিষয় ভিত্তিক বই-এর সংখ্যা (বর্তমান বৎসর পর্যন্ত)
০৬. মোট পত্রিকার সংখ্যা -
০৭. গ্রন্থাগারে গত শিক্ষাবর্ষে বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের সংখ্যা -
০৮. গত শিক্ষাবর্ষে গ্রন্থাগারের মোট খরচের পরিমাণ -
০৯. কলেজ গ্রন্থাগারে ইউ.জি.সি., গ্রান্ট বাবদ নবম যোজনায় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ -
১০. রাজ্যসরকার প্রদত্ত বা অন্যভাবে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ -
১১. কলেজের মূল বাজেটে গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ -
১২. গ্রন্থাগারে অনুসৃত বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পদ্ধতির বিবরণ-
১৩. গ্রন্থাগারে সংগ্রহের সংরক্ষণ ও মেরামতির বিবরণ -
১৪. গ্রন্থাগার সংগ্রহের বাৎসরিক অস্তিত্ব পরীক্ষার বিবরণ -
১৫. (ক) প্রতিদিন বই ও পত্র-পত্রিকার গৃহ ঋণ বা 'হোম ইস্যু' (Home issue)-এর সংখ্যা -
(খ) প্রতিদিন পাঠকক্ষ ব্যবহারকারীর সংখ্যা -
১৬. গ্রন্থপঞ্জীগত পরিষেবা, সহায়ক পরিষেবা, পাঠক অভিমুখীন পরিষেবা, পাঠচক্র ও পুস্তক প্রদর্শনী ইত্যাদি কর্মসূচীর বিবরণ -
১৭. গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ কর্মসূচী গ্রহণের বিবরণ -
১৮. গ্রন্থাগারিক / সহগ্রন্থাগারিক-এর নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা -

---

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫৩ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়। — সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের কম্প্যুটার শিক্ষণ কেন্দ্রে কম্প্যুটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্প্যুটার শিক্ষণপ্রাপ্তরা নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয় অর্থ নীচে দেওয়া হল। অনুশীলনের সময় ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে।

	বিষয়	অনুশীলনের জন্য ঘন্টা প্রতি দেয় অর্থ
1.	CDS / ISIS	১৫ টাকা
2.	WINISIS	১৫ টাকা
3.	Internet Surfing	২০ টাকা

—কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

মিলনবাণী পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)
পাকুয়াঘাট, মালদা

গত ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৪ মালদহ জেলার বামনগোলা ব্লকের মিলনবাণী পাঠাগারের নতুন দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পঃ বঃ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে শ্রী পাণ্ডবচাঁদ মুর্মু, শ্রী রঞ্জন কুমার ঝাঁ এবং শ্রী প্রণবগোপাল করাতি। বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু গ্রন্থপ্রেমীকে আকৃষ্ট করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী গোপালপ্রসাদ সাহা।

পল্লীউন্নয়ন সমিতি পাঠাগার
বেলেঘাটা, কলকাতা

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ পাঠাগারের নবনির্মিত পাঠকক্ষটি দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন পঃ বঃ সরকারের মন্ত্রী মহম্মদ সেলিম। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শশধর পাঠাগার
সুখচর, ২৪ পরগণা (উত্তর)
শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

গত ৯ই জানুয়ারী, ২০০৪ পাঠাগারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা বছর ধরে গ্রন্থাগার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ই জানুয়ারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা আয়োজিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া ২রা মে, ২০০৪ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ১৯শে মে, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ১৬ই মে গ্রন্থাগার বিষয়ক শিক্ষামূলক আলোচনা সভার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

অক্ষয় গ্রন্থাগার
শান্তিপুর, নদীয়া

গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৩ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে অক্ষয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সেদিন সকালে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং বিকেলে শান্তিপুরের প্রবীন সাহিত্যসেবী চন্দ্রশেখর রায়কে গ্রন্থাগার প্রবর্তিত "করুনানিধান পুরস্কার" প্রদান করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আলোচনা, 'বিজ্ঞানের কী ও কেন' এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী তরুণ সরকার।

তরুণ সমিতি পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)
কাশিয়াডাঙ্গা, নদীয়া

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে স্মরণ করে গত ৫ই জানুয়ারী, ২০০৪ একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়।" সভায় বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার
গেসাইরহাট বন্দর, কোচবিহার
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ (২০০৩) উদ্‌যাপন

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের শুভসূচনা করেন বিধায়ক শ্রী সুবীর প্রামাণিক। গ্রন্থাগারের সম্প্রসারিত দ্বিতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রী প্রামাণিক। অনুষ্ঠানের পর সারাদিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের অঙ্গ হিসাবে ৮ই, ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্থানীয় গ্রন্থপ্রেমী মানুষ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী জয়ন্ত সাহা।

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার, পূর্বস্থলী, বর্ধমান
প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ (২০০৩) উদ্‌যাপন

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারের বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হিসাবে গত ১২ই ডিসেম্বর, ২০০৩ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সদস্য সদস্যা, স্থানীয় গ্রন্থপ্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী।

সৃজনী টাউন লাইব্রেরী, আইহো, হবিবপুর, মালদহ

গত ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৩ সৃজনী শহর গ্রন্থাগারের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুসংস্কার বিরোধী নাটক সহ নানাবিধ কর্মসূচী পালিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি, এডস্ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের এই দিন পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেকবারের মত এবারও ২০০৩ সালের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থাগারের সেরা সদস্য ও পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী আশিস বাগ।

ডানকুনি বই মেলা

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত ডানকুনি বই মেলা চলে। মেলায় ৫০টি প্রকাশক অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন দিনে আলোচনা সভা, বিতর্ক, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩রা জানুয়ারী ২০০৪ ডানকুনি ক্লাব সমন্বয় কমিটি পরিচালিত ডানকুনি বই মেলায় মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, কলাছড়া সাধারণ পাঠাগার, বরিজহাটী পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী, পরলগাছা সাধারণ পাঠাগার, জনাই সাধারণ পাঠাগার, পাকুড় তরুণ সাহিত্য মন্দির, কৃষ্ণতারুল মিত্র পাঠাগার, উত্তরবাহিনী লাইব্রেরী, আইয়া বঙ্কিম পাঠাগার জগমোহনপুর পাঠাগার, সুহৃদ সঙ্ঘ পাঠাগার, গঙ্গাধরপুর যুব সঙ্ঘ পাঠাগার এবং জ্যোতি সঙ্ঘ পাঠাগারের সহযোগিতায় যুব সঙ্ঘ পাঠাগার এবং জ্যোতি সঙ্ঘ পাঠাগারের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার। সঞ্চালক ছিলেন শ্রী অরুণাভ ভৌমিক পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। মেলার বিভিন্ন দিনে চণ্ডীতলা ১নং এবং ২নং ব্লকের গ্রন্থাগার কর্মী, পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের সমাগম হয়।

প্রতিবেদক — শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়।

শাঁড়াপুল সাধারণ পাঠাগার
শাঁড়াপুল, উত্তর ২৪ পরগণা
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

গত ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী ২০০৪, পাঠাগার প্রাঙ্গণে শাঁড়াপুল সাধারণ পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, বসে আঁকো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দুই দিনের অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শিশিরবাণী মন্দির পাঠাগার (সরকার পোষিত)
গুপ্তিপাড়া, হুগলি

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গুপ্তিপাড়ায় শিশিরবাণী মন্দির পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে প্রতি বৎসরের মত এবারও সাড়ম্বরে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে "পাঠস্পৃহা বৃদ্ধিতে সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। হুগলি জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক থেকে শুরু করে এলাকার শিক্ষক, পাঠাগারের সদস্য, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থাগারিক পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আলোচনাচক্রটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এরপর সন্ধ্যায় একাঙ্ক নাট্যোৎসব ও এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২১শে ডিসেম্বরও নাট্যোৎসব চলে। সম্প্রতি হুগলি জেলার একটি অগ্রণী সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পাঠাগারটির মাতৃকীয় পুঁথির সংরক্ষণের উদ্যোগ পাঠাগারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেদক — শ্রী মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী।

ইটাহার বান্ধব শহর গ্রন্থাগার
উত্তর দিনাজপুর
সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

গত ১১ই জানুয়ারী, ২০০৪ উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার ইটাহার বান্ধব শহর গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের শুভসূচনা করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন পঃ বঃ সরকারের মন্ত্রী ডঃ শ্রীকুমার মুখার্জী। তিনি গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে বলেন গ্রন্থপ্রেম, বই পড়ার নেশা, মমত্ববোধ, মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করাতে হবে এবং তাদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করাতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদের ভূমিকা এবং পরিষদের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ, গান, আবৃত্তি, আলোচনা সভা প্রভৃতি। সভার সভাপতি বলেন ছাত্র/ছাত্রী এবং বেকার যুবক যুবতীদের আকৃষ্ট করার জন্য গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্সের বই এবং বিষয় ভিত্তিক বই ও তথ্য সরবরাহ-এর ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি এলাকার প্রাচীন পুঁথি ও গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এলাকার বহু সাধারণ মানুষ, শিশু, ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষক সহ গ্রন্থপ্রেমী স্থানীয় অধিবাসীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদক — শ্রী বিনয়কৃষ্ণ সোন্নামী।

গ্রন্থাগারিকের পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাজশাহী, বাংলাদেশ)-এর সহ-গ্রন্থাগারিক মহঃ গোলাম মোস্তাফা সম্প্রতি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা করেন।

আমতলা রুরাল লাইব্রেরী
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৩ উদযাপিত হয়। শুরুতে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিষেবা ও গ্রন্থাগার ভাবনা নিয়ে সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। শ্রীমতী সর্বাণী আইচ ভৌমিক উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। সভায় বহু গ্রন্থপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য।

কোচবিহার জেলা বই মেলা

গত ১২ই থেকে ১৮ই জানুয়ারী স্থানীয় রাসমেলা ময়দানে কোচবিহার জেলা উনবিংশতিতম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই জানুয়ারী কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে "বই-এর জন্য হাঁটুন" কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগারিক ও পুস্তকপ্রেমী সহ প্রায় দেড়হাজার মানুষের এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন কোচবিহার রাসমেলার ময়দানে পৌঁছনোর পর উত্তরবঙ্গ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: সুনীল কুমার ব্রহ্মচারী বই মেলার উদ্বোধন করেন। তিনি শিশুদের কাছে বইকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার আহ্বান জানান। মেলা প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সাত দিনের এই বই মেলায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ এসেছিলেন। জেলার ১০২টি গ্রামীণ ও ৭টি শহর গ্রন্থাগার মিলে সাত লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও পুস্তকপ্রেমী জনসাধারণ আরও ছয় লক্ষ টাকার বই ক্রয় করেছেন। মেলায় বইপ্রেমীদের ভিড় একথাই প্রমাণ করেছে যে, বই-এর বিকল্প অন্য কিছু নয়।

প্রতিবেদক — শ্রী জয়ন্ত সাহা।

উত্তর দিনাজপুর বই মেলা

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩ থেকে ৩রা জানুয়ারী, ২০০৪ ইসলামপুর হাইস্কুল ময়দানে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও প: ব: সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে নবম উত্তর দিনাজপুর বইমেলার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। এই বইমেলা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বই মিছিল ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মেলা প্রাঙ্গণে শেষ হয়। বইমেলা উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। মেলা প্রাঙ্গনে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন, আলোচনা সভা, নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্যবাসর সহ বিভিন্ন কর্মসূচী। বহু সাধারণ মানুষ, গ্রন্থাগার দরদী ও গ্রন্থপ্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই বইমেলার বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন। এই বইমেলা স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে।

প্রতিবেদক — শ্রী বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদিয়া জেলা শাখা
জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৩ পরিষদের জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জেলা গ্রন্থাগারে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির উপায়'। আলোচক ছিলেন শ্রী মোহিত রায়, শ্রী বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সত্যানন্দ মজুমদার প্রমুখ।

গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৩ জেলা গ্রন্থাগারে নদিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্পাদক দেবপ্রসাদ প্রামাণিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। জেলার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রী মদনমোহন মল্লিক।

প্রতিবেদক — শ্রী দেবপ্রসাদ প্রামাণিক।

পরিষদ সংবাদ

ন্যাক কর্মসূচী ও কলেজ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনাচক্র

গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ ''ন্যাক (NAAC) কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ'' বিষয়ে এক আলোচনাচক্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ ও বঙ্গবাসী কলেজের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবাসী কলেজ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের সহ-সভাপতি অধ্যাপক সুবিমল সেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ প্রতীপ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউ. জি. সি-র পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রের সচিব অধ্যাপক সুতনু ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী। সভায় নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ রণজিৎ বসু ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনাচক্রের বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ রণজিৎ বসু। ঐ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মূল গ্রন্থাগারিক বিনোদবিহারী কর, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জুরান সরখেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক সৌমিত্র সরকার প্রমুখ। সেদিনের আলোচনাচক্রে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষকপ্রতিনিধি, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী সহ প্রায় দুই শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তার মূল্যবান বক্তব্য ও প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে চার ঘন্টা ব্যাপী আলোচনাচক্র খুবই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের কর্মসচিব অনুপ সরকার।

কাউন্সিল সভা

আগামী ২৮ শে মার্চ, ২০০৪ রবিবার দুপুর ১টায় পরিষদ ভবনে **কাউন্সিল সভা** অনুষ্ঠিত হবে। সভার বিজ্ঞপ্তিসহ চিঠি সকল কাউন্সিল সদস্যকে পাঠানো হয়েছে।

সভার আলোচ্য সূচী ঃ

১। পূর্ববর্তী কাউন্সিল সভার বিবরণী অনুমোদন।
২ পরিষদের ২০০৪-২০০৫ সালের বাজেট অনুমোদন।
৩ ২০০৪-২০০৫ সালের অডিটর নিয়োগ।
৪ পরিষদের কার্যাবলী পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ।
৫ বিবিধ।

অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা, ২০০৪

আগামী ২৭ শে মার্চ, ২০০৪ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে **অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্মারক** বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক **মনোজকুমার মৈত্র** ''বাংলা গ্রন্থাগার পরিচালনায় সফটওয়্যারের সমস্যা ও সমাধানের পথ'' বিষয়ে স্মারক বক্তৃতা দেবেন। ঐ সভায় পৌরহিত্য করবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরি সায়েন্স-এর সমাবর্তন

আগামী ৩রা এপ্রিল, ২০০৪, ৩.৩০ মিনিটে পরিষদ ভবনে পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরি সায়েন্স, ২০০৩ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর সভাপতি অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা। ২০০৩ সালের ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরিষদের সদস্যদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

গ্রন্থ সমালোচনা

সমালোচক—ডঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী
অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অভিধান

মাধব চন্দ্র চ্যাটার্জী, ও নির্মলেন্দু শাখারু

প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, মূল্য - ৬০টাকা

'গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অভিধান' গ্রন্থখনির সঙ্কলক দুজন কৃতবিদ্য গ্রন্থাগারিক : মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী ও নির্মলেন্দু শাখারু। গ্রন্থের মুদ্রণ ইত্যাদি যথেষ্টই সুন্দর। রচনার রীতির মধ্যেও নৈর্ব্যক্তিকতা আভিধানিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে। শুধু বিষয় শিক্ষার্থী নয়, সাধারণ গ্রন্থপ্রেমীরও আগ্রহ জাগাবে।

অভিধান অংশটি পুস্তিকা ও গ্রন্থের সীমান্তবর্তী — মাত্র ৬৪ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকারদ্বয় অভিধান শব্দটির গুরুত্ব অনুধাবন করলে পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ হত সহজেই। একটি উদ্যমী প্রয়াস যেন অকালেই নির্দম হয়ে ফুরিয়ে গেছে। অথচ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের মতো বিশাল বিদ্যার ক্ষেত্র শব্দসম্ভারে আদৌ কৃপণ নয়। গ্রন্থশেষে ৫টি পরিশিষ্ট সংযোজিত। তার পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬। সবমিলিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত হ্রস্বতম অভিধানের দৃষ্টান্ত এই অভিধানখানি।

অভিধান অংশে আকরগ্রন্থের অর্থ পরিচ্ছন্ন নয় : 'মাঝে মধ্যে পাঠের জন্য রচিত গ্রন্থ হল আকরগ্রন্থ'। — এটি আকরগ্রন্থের চারিত্র্য বিশদ করে না। 'The A.L.A. Glossary of Library Terms', 1943 গ্রন্থে বলা হয়েছে — "A book designed by its arrangement to be consulted for definite items of information rather than to be read consecutively". — নির্দিষ্ট কোন তথ্যের জন্য মাঝে মাঝে সুবিন্যস্ত যে গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়, এক নাগাড়ে পড়ার জন্য যা রচিত নয়, সেই গ্রন্থই হল আকরগ্রন্থ। বিষয়, ভাব, ঘটনা, ব্যক্তি, তারিখ, স্থান ও শব্দ — এগুলি সম্পর্কিত তথ্যবহ গ্রন্থকেই আকর গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করা হয়। এই অর্থেই যখন কোন লাইব্রেরি নির্বাচিত গ্রন্থ সম্ভারকে রেফারেন্স সার্ভিসের জন্য সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করে তখন সেই সংগ্রহ পরিচিতি লাভ করে রেফারেন্স গ্রন্থের সংগ্রহ হিসেবে।

বিষয়টিকে বিশদ করার জন্য বিশ্বের দুখানি বিশাল গ্রন্থের প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। একখানি হল পৃথিবীর মহত্তম উপন্যাস — লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' আর একখানি হল বত্রিশ খণ্ডে সংকলিত 'দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'। অনেক উৎসাহী পাঠকই সোফায় গা ডুবিয়ে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে সেন্ট পিটার্সবার্গের সরল মেয়েটি রাশিয়ার সবচেয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে বিবাহিত হয়ে সুখী হতে পেরেছিল কিনা সে প্রশ্নের পিছু ধাওয়া করে বইখানি পড়া শেষ করে ফেলতে পারেন। অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়ে শেষ করে ফেলা ভাবাই যায় না। সে এক দুঃসহ দুঃসাহসিক অভিযান। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা কজনের থাকে! কিংবা সেই সুবিখ্যাত সাংবাদিক পিয়ের ফন্ পার্সে যিনি চব্বিশ খণ্ডের পূর্বতন এক সংস্করণ শেষ খণ্ড সমেত পড়ে শেষ করার দাবী জানিয়েছিলেন; তাঁর কথাও স্বতন্ত্র। তলস্তয়ের উপন্যাস রম্যতার জন্য, কিংবা ধারাবাহিক এক গল্পের জন্য পাঠক এক নাগাড়ে পড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ধারাবাহিক কাহিনীও নয়, রম্যও নয়। মাঝে মাঝে কিংবা বারংবার বিশেষ বিশেষ তথ্যের খোঁজে উলটে পালটে দেখার জন্য এ মহাগ্রন্থ সংকলিত। এটি আকরগ্রন্থ। অবশ্য মাঝে মাঝে উপন্যাসও হয়ে যায় আকরগ্রন্থ। ফ্রিল আঁদ্রে-র সুবিখ্যাত একটি পরামর্শ বাক্য আছে: 'বন্ধু কক্ষনো বিবাহ করো না। এই হল আমার পরামর্শ। যতক্ষণ তুমি নিজের ক্ষমতায় সব করতে পার ততক্ষণ একেবারেই নয়।... যখন বুঝবে তুমি বৃদ্ধ, একেবারে অশক্ত তখনই বিবাহার্থী হয়ো'।

'Never, never get married, my friend! This is my advice to you. Do not marry until you have come to the conclusion that you have done all it is in your power to do,... when you are old and good for nothing, then you get married.' পাঠক এটি খুঁজে বের করতে চাইলেন। তা হলে আকরগ্রন্থ হিসেবে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' ও লাভ করে ক্ষণকালীন স্বীকৃতি।

Facet কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে প্রভাগ যেমন ত্রুটিপূর্ণ তেমনি তার অর্থও গোলমেলে। তেমনি সূচী (Catalogue), সূচীপত্র (Table of contents), সূচীর অন্তঃস্বরূপ (Inner

form of Catalogue), অনুলয় সেবা (Reference Service)। এ গ্রন্থে অনেক ইংরেজি শব্দেরই মৌলিক রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে — তাদের অবিকৃত রেখেই — সেগুলি ঠিকই হয়েছে। পরিভাষার তখনই সার্থকতা যখন সেটি মৌলিক রূপের ভাবনা ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' সম্বন্ধে বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। নানা পরিভাষার মাধ্যমেই 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'কে উপস্থাপিত করা যেত। কিন্তু তাতে লিট্‌ল ম্যাগাজিন — তা সে যত লিট্‌লই হোক না কেন তার ব্যাপ্তি, মৌখিক অর্কর্ষণ ও প্রকৃত অর্থ অস্পষ্টই থেকে যেত। তাই এ সব ক্ষেত্রেও পরিভাষার গোলক ধাঁধায় শব্দের শক্তিকে না হারানোই ভাল। কোনো পাঠককে সেগুলি প্রতিহত করবে না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুসরণে Compound Subject-এর প্রতিশব্দ মিশ্রবিষয় হওয়াই শ্রেয়, Complex Subject তেমনি যৌগিক বিষয়।

'ব্যবহৃত প্রতিশব্দ' অংশে 'রেফারেন্স বিভাগ' রাখা হল, কিন্তু 'রেফারেন্স সার্ভিস'-এর ক্ষেত্রে বলা হল অনুলয় সেবা; 'ক্যাটালগ' রাখা হল সূচী কিন্তু 'ক্যাটালগিং-ইন-পাবলিকেশন' বা 'ক্যাটালগিং-ইন-স্রোস'? 'কোওপারেটিভ ক্যাটালগিং'এ বলা হল সমবায়ী সূচীকরণ।

পরিশিষ্ট 'ঙ'-তে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা এ অভিধানে অবশ্যই স্বীকার্য তবে উল্লেখযোগ্য অনেকেই বাদ পড়েছেন : যেমন, এইচ.পি.ব্লুন, হেনরী ইভলীন ব্লিস, ডি.জে. ফসকেট।

বাংলা ভাষায় বিষয়ভিত্তিক অভিধানের সংখ্যা কম নয়। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অভিধানখানি সেই অভিধানধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। স্বল্পকালের ব্যবধানে পরবর্তীকালে সংস্করণিত হবে আশা করি।

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control

5B, College Row, Kolkata - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, Mobile : 98301 72671

প্রকাশিত হয়েছে

প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত

গ্রন্থকার নামা

২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪

মূল্য : ১২৫ টাকা

অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কোলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৪৪ ৬৮৬৬

GRANTHAGAR

Vol 53 No. 12 Editor Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst Editor : Nirmalya Roy March, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : College Libraries and Evaluation by NAAC

While giving a background to the formation of the National Assessment and Accreditation Council in 1994, in standardising and upgrading higher educational institutions, emphasizes on the inclusion of college libraries under its purview. This would enable the college libraries to shake off their slumber and traditionalism, and would get an opportunity to upgrade their level, modernise the different facets of library services including computerised services in the backdrop of information society. It is hoped that just as the colleges, the college libraries would also develop and race against each other in the context of evaluation and assessment by NAAC. P. 360.

Mukhopadhaya, Bijoypada, Pramanik, Krishnendu and Manna, Debabrata. Cataloguing of Bengali books and Description based Alternate Access Points.

Libraries usually prepare Main Entries and Added Entries following the method of Main Entry-based-Unit Cards. The defects and disadvantages of this method have been discussed with example of Bengali books.

Preparation of Alternate Access Points following Description-based Unit Card method has been discussed as the solution. P. 363.

Panigrahi, Dr. Pijush Kanti and Jana, L K. Problems and Prospects of College libraries : An empirical study.

Discusses the problems of college libraries of West Bengal and makes possible suggestions for their improvement. The empirical study is based on a few college libraries affiliated to Vidyasagar University, Midnapore. The parameters of the survey work include number of students, teachers and non-teaching staff, library staff and its number, library building and space, no. of volumes, modernisation programmes etc. P. 368.

ASSOCIATION NEWS : - P. 367.

Bengal Library Association

1. **An appeal** : The Secretary appeals to the members to generously donate to the 'Granthagar Fund' to tide over its financial strains and stresses.

2. List of donors to "Granthagar Fund" P. 367.

Date	Name	Place	Amount
30.1.04	Sri Pulak Kar	Kolkata	Rs. 100.00
13.2.04	Sri Arabinda Maji	N. Dinajpur	Rs. 285.00
23.2.04	Sri J K Sarkhel	Hooghly	Rs. 1001.00

3. A Seminar on "Modernisation of College Libraries in the context of NAAC Programmes" under the joint auspices of the Association, Principals' Council and Bangabasi college, was held on 29 February' 04 at Bangabasi College auditorium. It was presided over by Prof. Prabir Roychaudhury and addressed by among others Prof Subimal Sen, Prof. Pratip Choudhury, Prof. Sulanu Bhattacharya and others. P. 379.

LIBRARY NEWS : P. 375-378.

1. **Library Day was observed at :**
   a. Akshay Library, Santipur – on 20.12.03.
   b. Tarun Samity Pathagar, Nadia – on 05.01.04.
   c. SisirBani Mandir Library, Hooghly – on 20.12.03.
   d. Amtala Rural Library, South 24 Paraganas – on 20.12. 03.
2. **Book Fairs : were held at**
   a. Dankuni – from 28.12.03 – 03.01.04
   b. Coochbehar District – from 12.01.04 - 18.01.04
   c. North Dinajpur – from 28.12.03 - 03.01.04.
3. **New building opened :**
   a. Milanbani Library, Malda – on 31.01.04.
   b. Palliunnayan Samity Library – on 21.02.04.
4. **Centenary celebration held at**
   a. Sasadhar Pathagar, North 24 Parganas – on 09.01.04.
5. **Golden Jubilee Celebration held at**
   a. Jagriti Sangha and Library, Coochbehar – on 28.12.03.
   b. Srijani Toun Library (56th year), Maldah – on 26.12.03.
   c. Sanrapul Public Library, North 24 Parganas – on 24.01.04 and 25.01.04.
   d. Bandhab Town Library, Itahar, N. Dinajpur – on 11.01.04.
6. **Platinum Jubilee Celebration held at**
   a. Krishnanath Pustakagar, Budwan – on 12.12.03.
7. **Librarian awarded Ph.D.**
   Md. Golam Mustafa, Asst. Librarian of Rajshahi (Bangladesh) University Library by Burdwan University.

ASSOCIATION NEWS : P. 379

1. **Council meeting** – To be held on **28.03.04 at Association Building at 1 p.m.**
2. **Prof. Rajkumar Mukherjee Memorial Lecture** – 2nd lecture to be held on **27.03.04** on Problems of library software and their solution by Sri M K Maitra **at 6 p.m.**
3. Computer practice facilities at Association's Computer Training Centre against fees.
4. **Annual Convocation** successful candidates of Cent. Lib. Sc. Exam. 2003 – to be held at **Association Building on 3.4.2004 at 3.30 p.m.**
5. **Nadia District Branch, BLA** District Conference and Annual General Meeting on 14.12.03. P. 378-379.

BOOK REVIEWS :

Chakrabarti, Bhubaneswar : reviews Dictionary of Library and Information Science by M C Chatterjee and N. Sankharu. P. 380.

FORM – IV

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের (রেজিষ্ট্রেশন) নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল ঃ

১.	পত্রিকার নাম	গ্রন্থাগার
২.	পত্রিকার ভাষা	বাংলা-ইংরাজী
৩.	প্রকাশের স্থান	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। পি ১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৪.	প্রকাশের কাল	মাসিক
৫.	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	অরুণ রায়। ভারতীয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৬.	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঐ
৭.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরী। ভারতীয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

আমি, অরুণ রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্য সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২৭/২/২০০৪ স্বাক্ষর ঃ অরুণ রায়

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)** প্রকাশিত হয়। **বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iii) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। **অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।** প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত** সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা **পরিষদের কার্যালয়ে** দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 53 No. 11 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy February, 2004

CONTENTS

	Page
College libraries and evaluation by NAAC (***Editorial***)	361
Bijoypada Mukhopadhaya, Krishnendu Pramanik and Debabrata Panna Cataloguing of Bengali books and Description based Alternate Access Points	363
Pijush Kanti Panigrahi and Lakshmi Kanta Jana Problems and prospects of College Libraries : An empirical study	368
Library News	375
Association News	379
Book Review Reviewer : **Bhubaneswar Chakraborty**	380
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 53, No. 11)	382
FORM IV	384

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866.** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014. **Phone : 2284-8265.**
Editor : **Dr. Shyamal RoyChoudhury** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**